কাঠগড়ায় যুদ্ধাপরাধীরা

নূরেমবার্গ

ঈভিল অন ট্রায়াল

জেমস ওয়েন

অনুবাদ : শেখ আবদুল হাকিম

আমি শেখ আবদুল হাকিম

জেলা হুগলি, ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬, ভোর ঠিক চারটের সময় সৌভাগ্যবান হই; আমাদের পাশের গ্রামে তখন সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলছে। চার বছর বয়সে তখনকার বাংলাদেশে আসি। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা।

উনিশ বছর বয়সে 'অপরিণত পাপ' লিখি—খুবই কাঁচা হাতে, ভাষা আর বানানে শত সহস্র ভুল, প্রায় একটা রাবিশই বলা যায়। গত দু'বছর বাদ দিয়ে প্রায় সারাটা [কর্ম] জীবন সেবা প্রকাশনীতে লিখেছি। শুধু মাসুদ রানাই হবে শ'আড়াই। কুয়াশা সিরিজেরও গোটা পঞ্চাশেক। প্রচুর বই অনুবাদও করেছি। মাসিক রহস্য পত্রিকায় তেইশ-চব্বিশ বছর সহকারী সম্পাদক ছিলাম। বর্তমানে *জাকি আজাদ* নামে একটা সিরিজ লিখছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাঠগড়ায় যুদ্ধাপরাধীরা
নূরেমবার্গ
ঈভিল অন ট্রায়াল

জেমস ওয়েন

অনুবাদ

শেখ আবদুল হাকিম

TARIQUE LAW BOOK SELLER
All Kinds of Law Book are
available here.
8/1, Court House Street, Dhaka-1100
Mob: 01724280558

আকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশকাল
প্রথম বাংলা প্রকাশ : একুশে বইমেলা, ২০১০
প্রথম ইংরেজি প্রকাশ : হেডলাইন রিভিউ, ২০০৬
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
গ্রন্থস্বত্ব
শেখ আবদুল হাকিম
কৃতজ্ঞতায়
পুনম প্রিয়াম
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০
অক্ষর বিন্যাস : কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ : সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৩৫০ টাকা

the good neighbor.

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

NUREMBERG EVIL ON TRIAL
First Translated in Bengali by Shake Abdul Haqim
Published by Alamgir Sikder Loton
of **Akash** 2010, 38 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : (880-2) 7165600, 01711526970
e-mail : akashpublications@yahoo.com
Frist Published by James Owen by Headline Review, 2006
USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London
Price Taka **350** .US$ 25 only
ISBN 978-0-7553-1545-1
ISBN 978-984-8860-08-3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় সাজ্জাদ শরিফকে
পরস্পরের ভক্ত আমরা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'৫ অক্টোবর, ১৯৪৩, আমি যখন ডাবনো [Dubno]-র অফিসভবন পরিদর্শনে গেছি, আমার ফোরম্যান...আমাকে বলল যে ডাবনোর যারা ইহুদি তাদেরকে সাইটের আশপাশে তিনটে বড় গর্তে গুলি করা হয়েছে...অ্যাকশন শুরুর আগে যারা ডাবনোয় ছিল, ৫,০০০ ইহুদির সবাইকে মেরে ফেলতে হবে...

'কাজেই আমি গাড়ি নিয়ে সাইটে যাই...এবং ওটার কাছাকাছি গিয়ে দেখি মাটির বিরাট একটা স্তূপ, প্রায় ৩০ মিটার লম্বা আর ২ মিটার উঁচু। ওই স্তূপের সামনে কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে। একজন এসএস সদস্যের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র ইউক্রেনিয়ান মিলিশিয়া ট্রাক আরোহীদের খেদিয়ে নিয়ে গেল...এই লোকগুলোর প্রত্যেকের পরিধেয় বস্ত্রের সামনে ও পেছনে বিধি অনুসারে হলুদ কাপড়ের টুকরো সাঁটা, তাদেরকে যাতে ইহুদি হিসেবে চেনা যায়...

ট্রাক থেকে যে-সব মানুষ নেমেছে–পুরুষ, নারী, এবং সব বয়সের শিশুরা–একজন এসএস সদস্যের নির্দেশে তাদের সবাইকে যার যার কাপড়চোপড় খুলে পুরোপুরি বিবস্ত্র হতে হলো। ওই লোকের হাতে চাবুক ছিল, যেটা দিয়ে কুকুর বা ঘোড়াকে পেটানো হয়। কাপড় খোলার পর সেগুলো গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসতে বাধ্য করা হলো তাদের–উর্ধাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ, জুতো ইত্যাদি আলাদা জায়গায়...কোনো রকম চিৎকার-চেঁচামেচি বা কান্নাকাটি নয়, মানুষগুলো আড়ষ্ট যান্ত্রিক ভঙ্গিতে বিবস্ত্র হলো...প্রতিটি পরিবার ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, চুমো খাচ্ছে পরস্পরকে, বিদায় জানাচ্ছে, অপেক্ষায় আছে কখন আরেকজন এসএস সদস্য সংকেত দেবে।

'গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সে, তার হাতেও একটা চাবুক। ওখানে যে পনের মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওই সময়ের মধ্যে কাউকে কোনো অভিযোগ করতে কিংবা প্রাণভিক্ষা চাইতে দেখিনি। আট সদস্যের একটা পরিবারকে লক্ষ করছিলাম...মাথায় ধবধবে সাদা চুল নিয়ে এক বৃদ্ধা, একবছরের একটা বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে আছেন, সুর করে গান শোনাচ্ছেন তাকে, আদর করছেন সারাক্ষণ...বাবা ধরে আছেন দশবছরের একটা ছেলের হাত, তার সঙ্গে কথা বলছেন নরম সুরে; ছেলেটা চোখের পানি আটকে রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। বাবা ওকে হাত তুলে আকাশ দেখালেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, মনে হলো কী যেন ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এই সময় গর্তের কিনারায় দাঁড়ানো

www.pathagar.com

এসএস সদস্য নিজ সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে কিছু বলল, তারপর নির্দেশ দিল—মাটির স্তূপের পেছনে গিয়ে পজিশন নাও...

'স্তূপটা ঘুরে এগোতেই সামনে ভয়ঙ্কর একটা কবর দেখতে পেলাম। মানুষকে এমন গাদাগাদি করে গুঁজে রাখা হয়েছে, একজনের ওপর একজন, এভাবে অসংখ্য, ফলে তাদের মাথা ছাড়া আর প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রায় প্রত্যেকেরই মাথা থেকে নেমে আসা রক্ত কাঁধ বেয়ে গড়াচ্ছে। গুলি খাওয়া কিছু লোককে তখনও আমি মোচড় খেতে দেখলাম...'

—হারমান গ্র্যাব [Grabe], সাক্ষী—নূরেমবার্গ ওঅর ট্রায়ালস

www.pathagar.com

ভূমিকা : নূরেমবার্গের পথে

ইতিহাস হলো মিথ বা লোককাহিনির আগের পর্ব। যখন আসলে কিছু ঘটে, সেটার সমস্ত জটিলতা এবং সচরাচর অচাঞ্চল্যকর সত্য ভুলে যাওয়া হয়, নিজেদের জন্য আমরা লোককাহিনি তৈরি করি। এরকম হওয়ার অনেক কারণ থাকে: হয়তো সেগুলো যথেষ্ট উত্তেজক ছিল না; কিংবা ঠিকমতো বোধগম্য হয়নি; অথবা হৃদয়ে আর মস্তিষ্কে ওরকম সত্য নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তার একটা উদাহরণ, ব্রিটেনে এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে যারা ১৯৪০ সালে ডানকার্ক থেকে সেনাবাহিনীর পিছু হটাকে পরাজয় হিসেবে মেনে নিতে পারে।

সাড়ে পাঁচ বছর পর সেটা উল্টো হয়ে গেল, এক সময়কার বিজয়ী জার্মান নেতারা নূরেমবার্গে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হলেন। আইনগত কার্যাবলী সম্পর্কে জনপ্রিয় ধারণা বা মিথ হলো, সুবিচারের জন্য ওগুলো আদর্শ, যার দ্বারা কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিবাদীরা তাঁদের প্রাপ্য পরিণতি লাভ করবেন, এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে এরপর থেকে যুদ্ধবাজ আর অত্যাচারীরা আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারবে না। যদিও বাস্তবতা ছিল আরও অনেক জটিল।

নাৎসিবাহিনীর মূল হোতাদেরই শুধু আইনের আওতায় আনা হবে, এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ছিল না, এবং শুরু থেকেই তা বিতর্কের জন্ম দেয়। সামনে সন্তোষজনক এমন কোনো নজির ছিল না যে একটা জাতি বা কয়েকটা জাতিকে নিয়ে তৈরি একটা কোয়ালিশন অন্য একটা জাতির বিচার করতে পারে। সর্বশেষ পরাজয়ের পর নেপোলিয়নকে বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠানো হয়, ওটা ছিল একটা নির্বাহী সিদ্ধান্ত; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী প্যারিসে যে ঐকমত্যে পৌঁছায় তারচেয়ে বরং ভালই বলতে হবে সেটাকে।

প্যারিসে সবাই একমত হয়েছিল একটা আন্তর্জাতিক আদালতে কাইজারকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হবে, কিন্তু কাইজার হল্যান্ডে পৌঁছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ায় শুরুতেই এই প্ল্যান বাধার মুখে পড়ল।

হুমকি-ধামকিতে কাজ হলো না, হল্যান্ড সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে রাজি নয়। স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনার স্বার্থে এরপর মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে জার্মানির নিজস্ব আদালতকে অনুমতি দেয়া হলো কমবেশি ৯০০-র মতো বাকি বিবাদীর বিচার করুন তাঁরা। কিন্তু এটার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এত তীব্র ছিল যে মাত্র বারোজন বাদে আর কারও বিচার করা সম্ভব হয়নি। তাদের মধ্যে মাত্র

www.pathagar.com

ছ'জনের শাস্তি হয়, বাকিদের দাঙ্গাবাজ জনতা জেল থেকে বের করে নিয়ে যায়, অবাক করা স্বল্পমেয়াদি কারাবাস শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে।

এক প্রজন্ম পর মিত্রপক্ষের সরকারগুলো যখন একই সমস্যার মুখোমুখি হলো, সবার মধ্যে একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দেখা গেল যে এবার খুব দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু সামলানো হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বছরগুলোয় এ-ব্যাপারে একমত হওয়া যায়নি যে সমাধানটা আসলে কী হওয়া উচিত। কাঁটাবহুল কোনো প্রশ্নের সামনে পড়লে বেশিরভাগ প্রশাসন যা করে, এখানেও তাই করা হলো: ব্যাপারটাকে স্রেফ পাশ কাটিয়ে গেল তারা।

ব্যাপকহারে ইহুদি হত্যাযজ্ঞের রিপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা সেই ১৯৪২ থেকে আলোচনা করে আসছিল, এবং ওখানে সিদ্ধান্ত হয় আমেরিকানদের সঙ্গে নিয়ে তারা একটা জয়েন্ট ওঅর ক্রাইম কমিশন গঠন করবে। কিন্তু আরও অনেক পরে, ১৯৪৩-এর শেষদিকে, মস্কোয় স্টালিন, রুজভেল্ট আর চার্চিল একসঙ্গে বসার পর প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইচ্ছার কথা ঘোষণা করা হয় যে অক্ষশক্তির দ্বারা সংঘঠিত যুদ্ধাপরাধের সাজা দেওয়া হবে।

এমন কী তখনও, দ্বিতীয় ফ্রন্ট যখন খোলা হয়নি, ওঁদের এই ঘোষণাকে নৈতিকতার উঁচু আসন দখল করবার প্রচারাভিযানই বলা উচিত, কারণ বাস্তব কোনো প্ল্যান কারও হাতেই ছিল না।

মূল নাৎসি হোতাদের ব্যাপারে কীভাবে কী করা হবে তা নিয়ে নেতাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল সেটা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে কয়েক হপ্তা পর তেহরান শীর্ষ-সম্মেলনে। রিপোর্টে বলা হলো: ডিনারে বসে প্রায় কৌতুক করার ভঙ্গিতে স্টালিন প্রস্তাব করেছেন যে প্রথম সারির গুরুত্বপূর্ণ নাৎসি নেতাদের মধ্যে থেকে ৫,০০০জনকে এখনই গুলি করা যেতে পারে। এরকম একটা প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয়ে পড়েন চার্চিল, তারপর রুজভেল্ট ওই প্রস্তাব সমর্থন করছেন শুনে হতভম্ব হয়ে সেই মুহূর্তে ডিনার ছেড়ে বেরিয়ে যান। সোভিয়েত প্রস্তাবের স্কেল খুব বড় ঠিকই, তবে এই ঘটনার তাৎপর্য তাতে নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিরাট পার্থক্যের মধ্যে।

Copyright © 1998 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
Churchill

www.pathagar.com

তারপরেও, এই ইস্যুতে চার্চিলকে আইনের শাসনের একজন রক্ষক মনে করাটা ভুল হবে।

নাৎসিরা ধরা পড়লে তাদেরকে দ্রুত, সামরিক কায়দায় পাইকারীভাবে কঠিন শাস্তি দেওয়ার কথাই সব সময় বলে এসেছেন তিনি, তবে সংখ্যার দিক থেকে হয়তো স্টালিনের চেয়ে কম লোকের কথা ভাবতেন। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী বিবেচনা ছিল হিটলারকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাতে হবে।

এমনিতে যুদ্ধে যেমন, এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তসূচক মুহূর্ত তখনই উপস্থিত হলো আমেরিকানরা যখন এ-ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। নাৎসিদের অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে ধারণা পেতে দেরি করে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৩০-এর ইহুদি হত্যাযজ্ঞ, এবং তারপরের পাইকারী খুন সম্পর্কে গুজব, বলা যায় অনুদার আমেরিকান বিবেকের ওপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাদেরকে জার্মান দখলদারিত্বের কবলে পড়তে হয়নি, এবং ইটালি আর উত্তর আফ্রিকায় প্রাথমিক লড়াইয়ে তাদের সৈন্যরা যুদ্ধাপরাধের আলামত কিংবা জাতিগত খুন-খারাবি খুব কমই চাক্ষুষ করেছে। আমেরিকায় প্রতিশোধ নেওয়ার মূল স্পৃহাটা ছিল জাপানিদের বিরুদ্ধে, যারা বিনা নোটিশে পার্ল হারবারে আঘাত হানে, এবং দেশটাকে টেনে আনে এই যুদ্ধে।

যাই হোক, ইউরোপের বিজয় যখন একেবারে ঘনিয়ে এসেছে, ১৯৪৪ সালের দিকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নতুন আকৃতি নির্ধারণে প্ল্যান-প্রোগ্রাম শুরু করল রুজভেল্ট প্রশাসন। একটা চোখ এরইমধ্যে সোভিয়েত উচ্চাভিলাষের দিকে, সরকারের অনেকেই একটা ওঅর ক্রাইম ট্রায়াল চাইছিলেন, যেখানে অসাংবিধানিক স্বৈরতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপরীতে বিচার এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে আমেরিকান ধারণা প্রদর্শন করা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দাঁড়ে অসুস্থ একজন প্রেসিডেন্ট থাকায়, তার ওপর নির্বাচনও স্থগিত রাখা হয়েছে, দৃঢ় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল না। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে রুজভেল্ট মারা যাওয়ার পর ট্রুম্যান ক্ষমতায় এলেন, বিচার অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষায় এতদিনে খানিকটা প্রাণ সঞ্চারিত হলো।

মে-র শুরুতে সানফ্রানসিস্কোয়, জাতিসংঘের উদ্বোধনী মিটিঙে, ব্রিটেনকে অবশেষে একটা ট্রাইবুনাল গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বোঝানো সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে মুসোলিনি ও হিটলার দুজনেই মারা গেছেন, ঝুঁকির আশঙ্কা এখন আগের

www.pathagar.com

চেয়ে অনেক কম, এবং অন্যান্য জার্মান নেতাদের ধরা পড়াটা যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তাঁদের নিয়তি সম্পর্কে কিছু একটা সিদ্ধান্ত এবার তো নিতেই হয়, কারণ এ-ব্যাপারে দিক-নির্দেশনার অপেক্ষায় আছেন ফিল্ডে থাকা কমান্ডাররা।

ব্রিটেনের জন্য ঝুঁকির ব্যাপার হলো, পরিষ্কার জানিয়ে দিল আমেরিকানরা, দলে যোগ না দিলে তারা দেখতে পাবে যুক্তরাষ্ট্র একাই বিচারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ট্রায়াল থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলে প্রেস্টিজ থাকবে না, ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা নিশ্চয়ই সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

মে-র দু'তারিখে, হিটলার আত্মহত্যা করবার দুদিন পর, এ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আমেরিকানদের অবদান রাখবার জন্য রবার্ট জ্যাকসনকে নিয়োগদান করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ছিল ওটা। সুপ্রিম কোর্টের একজন জাস্টিস ছিলেন জ্যাকসন, কাজটাকে তিনি একটা মিশন হিসাবে গ্রহণ করেন।

Copyright © 1998 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
Roosevelt

জুনের শেষদিকে, ব্রিটেনের সঙ্গে এবার ফ্রান্স আর রাশিয়াও কমবেশি বা নিমরাজি হওয়ার পর, একদল আমেরিকানকে নিয়ে লন্ডন সফরে গেলেন জ্যাকসন, উদ্দেশ্য চার শক্তির প্রতিনিধি নিয়ে ট্রায়ালের মজবুত একটা ভিত তৈরি করা। বলাই বাহুল্য যে যুদ্ধের মূল ধকলটা তাদের ওপর দিয়েই গেছে। তবে মিত্রপক্ষে আরও উনিশটা দেশ ছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত সুবিচার দেখতে চায় বলে একমত হলো।

একসময় প্রশ্ন উঠল কোথায় ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। স্বাভাবিক ভেন্যু হওয়ার কথা বার্লিন, কিন্তু এত বড় আয়োজন ধারণ করবার ক্ষমতা যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরটার ছিল না। পশ্চিমা শক্তিগুলোর জন্য অতিরিক্ত জটিলতাও তৈরি হয়, জার্মানির রাজধানী তখন সোভিয়েত প্রশাসনিক আওতার মধ্যে পড়ে গেছে। শহরটাকে চার ভাগ করা হয়েছে, প্রতিটি চার মিত্রের কেউ একজন নিয়ন্ত্রণ করছে। কাজেই বার্লিনের পরিবর্তে নূরেমবার্গই পছন্দ হলো সবার। ১৯৩০ সালে ওখানে নাৎসি

www.pathagar.com

পার্টি সমাবেশ আর মিছিল হত বলে নয়, কারণটা হলো গোটা জার্মানির মধ্যে সবচেয়ে বড় আদালত-ভবন শুধু ওখানেই অক্ষত ছিল, এবং দ্বিতীয় কারণ প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে শহরের অর্ধেক মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও ওই ভবনসংলগ্ন কারাগারটি বহাল তবিয়তে টিকে যায়।

ট্রায়ালের ফরম্যাট কী হবে তা নিয়ে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। খুব বেশি সময় না নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়, জজ সাহেবরা আসন গ্রহণ করবেন সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারক হিসাবে, ট্রায়ালের ধরনটা হবে কোর্ট-মার্শালের অনুরূপ, তাতে জুরির প্রয়োজন পরিহার করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের দু'ধরনের আইনব্যবস্থা জটিলতা সৃষ্টি করে। আমেরিকা আর ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার ভিত হিসাবে কাজ করছে কমন-ল সিস্টেম, কিন্তু ফ্রেঞ্চ আর রুশ বিচারব্যবস্থার ভিত হলো সিভিল ল ট্রেডিশন। দুটোর মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম আইনব্যবস্থায় দেখা যায়, নিয়ম হলো দু'পক্ষের আইনজীবীকেই ডাকা হবে, তাঁরা ব্যক্তির দেওয়া সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করবেন, বিবাদীরসহ। আরেক আইনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, বিচারক এখানে একজন আম্পায়ারের চেয়ে বরং সক্রিয় তদন্তকর্তা হিসাবে ভূমিকা পালন করছেন, কাজ করছেন আগেই শপথ নিয়ে দেওয়া বান্ডিল বান্ডিল লিখিত জবানবন্দি সম্বল করে, অভিযুক্তকে নিজের পক্ষে বিবৃতিদানের অনুমতি দিচ্ছেন, আগের জবানবন্দির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি না পরীক্ষা করে দেখছেন না।

সমাধান করা হলো এভাবে: দু'রকম আইনব্যবস্থার একটা মিশেল ট্রায়ালকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই সমাধান সুফলই বয়ে আনে। ডিফেন্স লইয়ারদের তুলনায় বহুজাতিক প্রসিকিউটররাই বরং ভালভাবে আয়ত্ত করেন নতুন এই ধারা। ডিফেন্স লইয়ারদের সবাই ছিলেন জার্মান, সাক্ষীকে মৌখিক জেরা করবার দুর্লভ যে প্রস্তাব দেওয়া হয় সেটা তাঁদের বেশিরভাগই গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন।

প্রায়ই তাঁরা অভিযোগ করতেন–এবং কারণ ছাড়া নয়–এই ট্রায়ালকে যেটা সবচেয়ে বিতর্কিত করবে: তাঁদের মক্কেলদের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনে ট্রায়ালকে নিয়ে প্রথমদিকের আলোচনায় নেতৃস্থানীয় নাৎসিদের ক্রিমিন্যাল গ্যাঙ বলে অভিহিত করা হয়। সেটা ভুলে যাওয়া সহজ হয়ে উঠল, যেহেতু হিটলারের জার্মানি সম্পর্কে এখন বহুকিছু জানা গেছে, আগে কারও ধারণাই ছিল না কীভাবে দেশটা চলে। এই ট্রায়ালের চমকপ্রদ একটা দিক হয়ে উঠল ফুয়েররের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ সম্পর্কে প্রামাণিক সাক্ষ্য।

তবে, ১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটনের মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠল, কর্তৃপক্ষের একটা গোষ্ঠী বা জোটকে কীভাবে অপরাধমূলক আচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে, যেগুলো সংঘঠিত হয়েছে অধস্তন অফিসার বা সৈনিকের দ্বারা? মনে রাখতে হবে,

www.pathagar.com

যেখানে বসে মূল নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখান থেকে অপরাধ অনুষ্ঠানের স্থান বহুদূরে, এমন কী আরেক দেশে। কীভাবে, উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বেলজিয়ামে জুনিয়র একজন সৈনিকের দ্বারা সংঘঠিত একটা যুদ্ধবন্দি হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে কয়েক বছর আগে বার্লিনে এক মন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশনামার সম্পর্ক তৈরি করবেন, যাঁর সঙ্গে ওই সৈনিকের কখনো দেখাই হয়নি?

সমাধানটা দেখা গেল লুকিয়ে রয়েছে ষড়যন্ত্র শব্দটির মধ্যে। ষড়যন্ত্র একটা অপরাধ। এই অপরাধের সঙ্গে আমেরিকানরা খুব ভালভাবে পরিচিত; স্টক এক্সচেঞ্জের কারচুপি আর গুণ্ডা-মাস্তান দমনে ষড়যন্ত্রবিরোধী আইন তারা খুব সফলভাবে কাজে লাগিয়ে আসছে।

ষড়যন্ত্রের আকর্ষণীয় একটা দিক ছিল, এটা এমন সব আচরণকে ক্রিমিন্যাল স্টেইটাস দেবে যেগুলো সরাসরি বেআইনী নয়, পরবর্তী সময়ে যদি না তারা আবার আইন লঙ্ঘন করে। এভাবে, সহযোগী যে ব্যক্তি তার সিঁধেল চোর বন্ধুকে মই ধার দিল, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা দেওয়া যায়, যদি তার জানা থাকত কিংবা সে সন্দেহ করত মইটা কী কাজে ব্যবহার করা হবে; এবং, আমেরিকানরা বলল, যে মন্ত্রী নির্দেশনামায় সই করেছিলেন তাকে হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়, যেহেতু সেই নির্দেশনামা অনুসারে কাজ করেছে তার দেশের আর্মি।

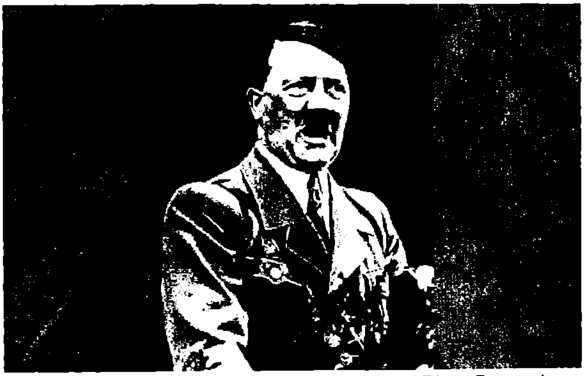
Copyright © 1998 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
Hitler

ষড়যন্ত্রের পরিধি আরও বড় করতে পারলে সব ধরনের অপরাধের প্রতিকার পাওয়ার একটা পথ খুলে যায় এই অভিযোগের মাধ্যমে, শুধু যুদ্ধাপরাধ নয়। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আইন যুদ্ধের আগে করা অপরাধেরও বিচার করতে পারবে, যেমন ইহুদিদের হয়রানি; এবং এভাবে গোটা নাৎসি গোষ্ঠীকে বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হবে।

৮ আগস্টে চার শক্তি লন্ডন চার্টার সই করল, তাতে নির্দিষ্ট করা থাকল ট্রায়ালের নিয়মকানুন, অভিযোগের ধরন ইত্যাদি। ষড়যন্ত্র–ওই সময় 'কমন প্ল্যান'

www.pathagar.com

বলা হচ্ছে–তখন কাউন্ট ওয়ান [বিবেচনা]-এর শুধুমাত্র একটা সাবসেকশন হিসাবে থাকল। কাউন্ট ওয়ান হচ্ছে: শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ–যুদ্ধের প্ল্যান করা কিংবা আগ্রাসী যুদ্ধ বাধানো।

কিন্তু অক্টোবরে যখন আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, বিধিমালার শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ষড়যন্ত্র স্বমহিমায় শুধু একটা স্বতন্ত্র কাউন্ট-এর মর্যাদাই পেল না, দেখা গেল সমস্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে মাত্র ওই একটা অভিযোগই আনা হয়েছে, এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধসহ চার্টারের বাকি দুটো কাউন্টও এই অভিযোগের আওতায় পড়ে যাচ্ছে: যুদ্ধাপরাধ, এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

অভিযুক্ত করবার জন্য অভিযোগ তৈরি করা হয়েছে চারটে। বাকিগুলোর তুলনায় অনেক সোজা-সরল মনে হলো কাউন্ট টু, অর্থাৎ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। মামলা চলার সময় যেটা জানানো হলো, গত ছ'বছরে যা কিছু ঘটেছে তার সারমর্ম: জার্মানি এক ডজনেরও বেশি দেশকে হয় আক্রমণ করেছে নয়ত অধিকার করে নিয়েছে; ১৯৩৮-এ অস্ট্রিয়া থেকে শুরু, ১৯৪৩-এ এসে পক্ষ পরিবর্তন করা ইটালি দখলের মাধ্যমে শেষ।

তবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ–আগ্রাসী যুদ্ধ বাধানো একটা অপরাধ– এই ধারণার সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের পরিচয় ছিল না। জার্মানির সই করা বিভিন্ন 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' আদৌ যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করেছে কি না তা নিয়ে মতপার্থক্য দূর করা যায়নি।

কোর্টে বিবাদীপক্ষের উকিলরা কাউন্ট টু-র যৌক্তিতার বিরুদ্ধে জোরাল বক্তব্য রাখলেন। ১৯১৯-৩৯ সময়কার চুক্তি ভঙ্গ করা হয়ে থাকলে তার দরুন সাজা দেওয়ার স্পষ্ট কোনো বিধান নেই, বললেন তাঁরা, কাজেই ওই কর্মকাণ্ডকে কখনো অপরাধ বলে গণ্য করা হয়নি। এ-ধরনের চুক্তিভঙ্গের বিচার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত আদালত নিজেই অপরাধ সৃষ্টি করবে, এবং এই অনুশীলন একদম নতুন এবং অবশ্যই অতীতমুখী। জার্মান অফিসাররা যদি অপরাধযোগ্য কোনো কাজ করে থাকেনও, ওই সময় তাঁদের জানার উপায় ছিল না যে সেগুলো আসলে অপরাধ।

তার ওপর, ডিফেন্স জোর দিয়ে বললেন, এটা স্রেফ বিজয়ীর বিচার। চার্টার তৈরি করা হয়েছে বিজয়ীপক্ষের লোকজনকে দিয়ে, ট্রাইবুনাল স্টাফ হিসাবেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে শুধু তাদেরকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারকদের মধ্যে একজন জার্মানও নেই। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও নিরপেক্ষতার ছিঁটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আরও নেই, বিস্ময়কর হলেও সত্যি, মিত্রপক্ষের কারও বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অপরাধের উল্লেখ। ড্রেসডেন আর হিরোশিমায় বোমা ফেলবার নৈতিকতা অনন্তকাল তর্কযোগ্য একটা বিষয়।

এ-ও খুব কমই স্মরণ করা হয় যে ১৯৪১ সালে ব্রিটেন নিজেও স্বাধীন-

www.pathagar.com

সার্বভৌম দুটো রাষ্ট্রকে অধিকার করে নেয়–আইসল্যান্ড এবং পার্সিয়াকে–জার্মানির অগ্রযাত্রা ঠেকানোর বাজে অজুহাত তুলে।

যুক্তিপ্রদর্শনের শেষ পর্বে সরকারী আইনজীবীরা এসব পয়েন্টের বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, আন্তর্জাতিক মহল আগেই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে এমন সব বাস্তবতাকে অনুমোদন দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা হয়নি চার্টারে। রাষ্ট্রীয় নেতাদের বিচার করা এবং সাজা দেওয়া নতুন হতে পারে, কিন্তু সেটা শুধু আগে করা হয়নি বলে। কাজটা ইচ্ছে করলে করা যেতে পারত, করবার সুযোগ অনুপস্থিত ছিল না, যদিও অনুচ্চারিত এবং অলিখিত অবস্থায় ছিল।

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আরেকটু বেশি আগ্রহ দেখালে হিটলার আর তাঁর অনুসারীরা অবশ্যই এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত দিতে পারতেন: জেলখানার সাইকোলজিস্টের কাছে গোয়েরিং খুশি মনে স্বীকার করেছেন যে 'তোমাদের চুক্তিগুলোকে অবশ্যই আমরা টয়লেট পেপারের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করিনি।'

কাউন্ট থ্রি, ওঅর ক্রাইম বা যুদ্ধাপরাধ, দেখা গেল খুব একটা জটিলতা সৃষ্টি করছে না, ওটার ক্ষেত্রও চরম বৈপ্লবিক হওয়া সত্ত্বেও। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-কৃষ্টি ভিন্ন হওয়ায় অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক কারণে খুন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো জাতিগোষ্ঠীকে উৎখাত করা গুরুতর অভিযোগ, তবে কাউন্ট থ্রির আওতায় শুধু এটাকে রাখা হয়নি, যুদ্ধের বহুল পরিচিত রীতিনীতি লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকেও কাভার দিতে চাওয়া হয়েছে তাতে, যেমন: যুদ্ধবন্দির সঙ্গে অমানবিক আচরণ–জার্মানদের হাতে বন্দি অবস্থায় তিন মিলিয়ন সোভিয়েত পিওডব্লিউ মারা গেছে। আগেও সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরাধের অপরাধে মামলা করা হয়েছে, তবে এই চার্টারের মাহাত্ম হলো মিত্রবাহিনীর নেতারা চেয়েছেন ওই অপরাধমূলক আচরণের জন্য কর্মকর্তাদেরও যাতে দায় বহন করতে হয়।

সংশোধিত কাউন্ট থ্রি, ইহুদিদের সঙ্গে সঙ্গে এবার পোলিশ আর জিপসিদের কথাও বলছে, যেহেতু সাম্প্রদায়িক অপরাধকেও বিবেচনা করবার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে এখন। ওদের সবার প্রসঙ্গে অপরিচিত একটা শব্দ ব্যবহার করে বলা হলো: ওরা সবাই জেনোসাইড-এর শিকার।

শব্দটা সম্প্রতি একজন পোলিশ-ইহুদি অভিবাসী আইনবিদ, রাফায়েল লেমকিন, আবিষ্কার বা চালু করেছেন, যদিও ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপরাধকে তিনি এই নামকরণের আওতায় আনেননি।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ–কাউন্ট ফোর–মূলত জার্মানির ভেতর নাৎসিদের করা ক্রাইম বিবেচনায় আনবে বলে আলাদা করে রাখা হয়, যুদ্ধ শুরুর আগে এবং যুদ্ধ চলার সময়।

এ-সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর মূল চরিত্রগুলোকে বাছাই করার প্রসঙ্গ সামনে চলে এল। ঠিক হলো, চারশক্তির প্রত্যেকে একজন করে বিচারক নির্বাচন

www.pathagar.com

করবেন, তাঁদেরকে একজন করে ডেপুটিও দেওয়া হলো, যিনি শুনানির সময় উপস্থিত থাকবেন, তবে ভোট দিতে পারবেন শুধু যদি বিচারক অসুস্থ হন।

কাজের ভার কমাবার জন্য বাদীপক্ষ চারশক্তি চারটে কাউন্ট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। আমেরিকানরা নিল কমন প্ল্যান। ব্রিটেনের পছন্দ দখলদারিত্ব-শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ। ফরাসি এবং রাশিয়ানরা একসঙ্গে নিল কাউন্ট তিন আর চার। ফরাসি লইয়ারদের মধ্যে ভবিষ্যতের একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এডগার ফঁরেই।

অপরাধী নেতারা অনেকেই মারা গেছেন-হিটলার, হিমলার, গোয়েবলস। আরও মারা গেছেন সিকিউরিটি চিফ রাইনহার্ড হাইড্রিক এবং খুন-নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে শ্রম আদায়ের সরদার ফ্রিটস টোড্ট। তবে যারা বেঁচে আছেন, প্রায় সবাই তাঁরা পরিচিত অপরাধী, মিডিয়ার কল্যাণে তাঁদের অপরাধের কথা কারও আর জানতে বাকি নেই, কাজেই তাঁদের সবার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে, যেমন-গোয়েরিং, জয়োকিম ফন রেবেনট্রপ ও হ্যাস।

Copyright © 1998 The Learning Company, Inc All Rights Reserved.
Hess

হ্যাস, এক সময়কার ডেপুটি ফুয়েরার, ১৯৪১ সাল থেকে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি-সেই যখন প্যারাসুট নিয়ে স্কটল্যান্ডে নেমেছিলেন জার্মানি আর ব্রিটেনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের অদ্ভুত এক প্রস্তাব নিয়ে। তাঁর এই আচরণে দু'দেশের নেতারাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তবে হ্যাসের উদ্ভট স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে এই ব্যাপারটা মানিয়ে যায়।

মুশকিল হলো, জার্মান শাসকগোষ্ঠীর কম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সম্পর্কে নিরেট তথ্য খুব কমই পাওয়া গেছে, বিশেষ করে রাইখ সিকিউরিটি মেইন অফিস চিফ আর্নেস্ট ক্যালটেনব্রুনার কিংবা পার্টির আবাসিক দার্শনিক হিসেব পরিচিত এবং দখলে-আসা-পূর্বাঞ্চলের মন্ত্রী অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ ধরনের মানুষ সম্পর্কে।

আমেরিকানদের ইচ্ছে ছিল গোটা নাৎসি সিস্টেমকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আপস করতে হলো। তার মধ্যে অনেকগুলোই সন্তোষজনক হলো না।

www.pathagar.com

নাৎসি প্রপাগান্ডার পক্ষে কাজ করেছে, অভিযুক্ত করার জন্য এমন একজনকে দরকার ছিল; গোয়েবেলস মারা যাওয়ায় বেছে নেওয়া হলো ব্রডকাস্টার ও সিভিল সার্ভেন্ট হ্যানস ফ্রেৎশে [Fritzsche]-কে, যিনি প্রায় কারও কল্পনাতেই যুদ্ধাপরাধীদের নেতা হিসেবে মানানসই ছিলেন না। দরকার ছিল ইহুদি বিরোধিতাকারীদের প্রতীক একজনকে, কাজেই বাছাই করা হলো আধা-পর্নোগ্রাফি পত্রিকার সম্পাদক জুলিয়াস স্টেইচারকে, যদিও তাঁকে সেই ১৯৪১ সাল থেকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। নাৎসিদের আর্থিক দিক দেখাশোনা করেছে এমন একজনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দরকার ছিল, তো সাবেক অর্থমন্ত্রী হেইলমার শাখ্‌ট-কে অভিযুক্ত করা হলো–কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প থেকে উদ্ধার পাওয়ার অল্প কিছুদিন পর, ওখানে তাঁকে অনেক আগেই পাঠানো হয়েছিল হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে।

পরে ধরা পড়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম বাদ পড়ে গেছে। যেমন গেস্টাপোপ্রধান হেইনরিখ মুয়েলার [গঁবষষবৎ]–মিত্রবাহিনী তাঁর তাৎপর্য ধরতে ব্যর্থ হয়। সেরকম আরেকজন অ্যাডলফ আইখম্যান। বাদ পড়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও, যেমন–ওয়ালথার ফাঙ্ক। এরকম আরও অনেকে।

১৯৪৫ সালের অক্টোবরে চব্বিশজনের প্রথম যে অভিযুক্তদের তালিকাটা প্রকাশ করা হলো সেটা ছিল লটারির মতো এলোপাথাড়ি বাছাই করা। একসময় গোটা দুনিয়াকে যারা কাঁপিয়ে দিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কিছু বিস্ময়কর চরিত্রও থাকলেন, যেমন সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম মন্ত্রী অ্যালবার্ট স্পিয়ার, আত্মসমর্পণ করার পর থেকে মিত্রবাহনী যার পরামর্শ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে আসছিল; এবং কার্ল ডোয়েনিটিজ, সাবেক নৌ-বাহিনী প্রধান, যিনি হিটলারের পদে অল্প কদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন দুজন সামরিক কর্মকর্তা–ফিল্ড মার্শাল উইলহাম কেইটেল [Keitel] আর জেনারেল অ্যালফ্রেড জডল [ঔড়ফষ], দুজনের কেউই খুব বেশিদিন নাৎসি পার্টির সদস্য ছিলেন না–পরিষ্কার বোঝা যায় জার্মান আগ্রাসনের প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তাঁদেরকে।

আর হিটলারের ব্যাপারটা ছিল, তিনি আত্মহত্যা করলেও কয়েকটা মাস তা নিয়ে সন্দেহ দূর হয়নি, ফলে প্রথমদিকের তালিকায় নাম ছিল তাঁরও। পরে অবশ্য বাদ দেওয়া হয় সেটা। ওই তালিকার আরও একটা নাম মার্টিন বোরম্যান। তাঁকে রাখা হয় হিটলারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে। যদিও যুদ্ধের শেষদিকে বাঙ্কারে দেখা গেলেও, তারপর থেকে তাঁকে আর কোথাও দেখা যায়নি, ফলে প্রায় সবারই ধারণা হয় যে মারা গেছেন তিনি। তারপরও অনুপস্থিত দেখিয়ে তালিকায় রাখা হয় নামটা।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বেশ কিছু কেস দাঁড় করানো অত্যন্ত কঠিন হবে। কনস্টানটিন ফন নিউরাথ-কে কীভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়ানো যাবে, যিনি ১৯৩৮

www.pathagar.com

সালে রেবেনট্রপের অনুকূলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, এবং বড় বেশি নরম বলে অভিযোগ এনে যাকে মোরাভিয়া ও বোহেমিয়ার গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়?

আর অস্ত্রশস্ত্রের মোগল নামে খ্যাত গুস্তাভ ক্রোপকে তো তালিকায় রাখাটা রীতিমতো বিব্রতকর হয়ে উঠল। জার্মান যুদ্ধ-সরঞ্জাম ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি হিসেবে প্রাথমিক ভাবে তাঁর নাম সুপারিশ করে ব্রিটিশরা। প্রথম থেকেই যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে তাঁর কী ভূমিকা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে এসব সন্দেহ অবমাননাকর হয়ে দাঁড়াল যখন জানা গেল, অনেক দেরিতে, সেই ১৯৪১ সাল থেকে প্যারালাইসিসে অচল হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন তিনি।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই, এ-কথা বলে অভিযুক্তদের তালিকা থেকে ক্রোপকে বাদ দেন আদালত। তারপর যখন ক্রোপের ছেলে অ্যালফ্রেডকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে চাইলেন জ্যাকসন, যিনি যুদ্ধের সময় সত্যি সত্যি অস্ত্র তৈরির কারখানা সচল রেখেছিলেন, এবং পুরোদমে স্লেভ লেবার-এর ফায়দাও লুঠেছিলেন, তখন আদালতের তরফ থেকে বলা হলো: এটা ট্রায়াল, ফুটবল ম্যাচ নয়।

আরও একজন আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। রবার্ট লেই, লেবার ফ্রন্ট-এর প্রধান। লেবার ফ্রন্ট ছিল নাৎসি জার্মানির একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন। অক্টোবরের শেষদিকে তিনি আত্মহত্যা করেন।

অভিযুক্ত করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ছাড়াও, তালিকায় আরও সাতজনের নাম রাখা হয়। গোটা নাৎসি সিস্টেমকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পণ করায় আমেরিকানরা ওটার প্রধান অঙ্গ-সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন–এসএস, গেস্টাপো, সশস্ত্রবাহিনীর জেনারেল স্টাফ এবং হাই কমান্ড। ওগুলোকে যদি ক্রিমিনাল বলে প্রমাণ করা যায়, ওই এক বাড়িতেই লাখ লাখ জার্মানও তা হলে ক্রিমিনাল হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়, যারা ওগুলোর সদস্য ছিল–তাদের নাম লেখাবার সময় সংস্থাগুলো শতকরা একশ' ভাগ আইনসম্মত থাকা সত্ত্বেও।

তবে রুশ আর ফরাসিরা অত পেছনের লোকজনকে এভাবে পাইকারী হারে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে মোটেও উৎসাহ দেখায়নি। বিচার শুরু হওয়ার পর সংগঠনের বিরুদ্ধে কেসগুলো আশার চেয়ে হতাশাই বেশি ছড়িয়েছে। এক লক্ষ নব্বুই হাজার শপথ নেওয়া বিবৃতি–এফিডেভিড–জমা পড়ে; বাছাই করার জন্য আলাদা একটা কমিশন গঠন করতে হয়। তারপরও কেসগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

পরে এরকমও দেখা গেল যে কিছু সংগঠন বা কাঠামোর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো ঠিক নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল ওগুলো। উদাহরণ হিসেবে রাইখ কেবিনেট-এর কথা বলা যায়। শুনতে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

রাইখ কেবিনেট শেষবার মিটিঙে বসেছিল ১৯৩৮ সালে, এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে কখনোই কোনো ভূমিকা রাখেনি। কেসের এই অংশে এসে সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে ট্রাইবুনাল, নির্দিষ্ট কিছু সংগঠনের প্রথম সারির কয়েকজন কর্মকর্তা বাদে বাকি সবাইকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শয়তানদের এই বিচার ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত দুনিয়ার মনোযোগ ধরে রাখে, যুদ্ধপরবর্তী কোনো একক ঘটনা বোধহয় এত বেশি আলোড়ন তুলতে পারেনি। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিকরা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার্থা জেলহর্ন, জন ডস প্যাসস, ইয়েভগনি কালডেই [কযধষফবর] –ইনিই সেই ফটোগ্রাফার, রাইখস্ট্যাগে দাঁড়িয়ে দুজন রাশিয়ান সৈনিকের সোভিয়েত পতাকার ভাঁজ খোলার দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা ও ছবি বিশ্বজোড়া লাখ লাখ পাঠককে–ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাদের মধ্যে জার্মানরাও ছিল–নাৎসি শাসনের সম্পূর্ণ ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। শয়তানই তাদের জন্য সঠিক বর্ণনা, বহুলব্যবহারে তা যতই মলিন আর তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ুক না কেন।

www.pathagar.com

এক

অক্টোবর, ১৯৪৫: বিচারের প্রস্তুতি

ইতিমধ্যে নূরেমবার্গে শরৎকাল এসে গেছে। আর মাত্র কয়েক হপ্তা পর এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিচার শুরু হতে যাচ্ছে, অথচ এখনও বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে। অক্টোবরের ছ'তারিখে নাৎসি আন্দোলন এবং জার্মান আর্মির বিখ্যাত চব্বিশজন কর্মকর্তা প্রথম জানতে পারলেন তাঁদেরকে আসামী করা হয়েছে। সবাইকে একসঙ্গে আদালত সংলগ্ন জেলখানায় নিয়ে এসে আলাদা আলাদা সেলে ভরা হলো। কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হচ্ছে জানার জন্য আরও দু'হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে তাঁদের। কদিন পর আরেকটা গ্রুপ সবার মনোযোগ কেড়ে নেবেন–তাঁরা হলেন আট বিচারক, এই প্রথমবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন।

ফ্রানসিস বিডল, যে দুজন আমেরিকান বিচারককে ট্রুম্যান নিয়োগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সিনিয়র, উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত। ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত একটা পরিবার থেকে এসেছেন, সংস্কৃতিবান, সাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা। বিচার শেষ হওয়ার কয়েক বছর পর নিজ স্মৃতিকথায় তিনি মিত্রবাহিনীর বাকি তিন রাষ্ট্রের বিচারকদের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখেন।

ফ্রান্সিস বিডল: বিচারকরা প্রথমবারের মতো এক হলেন

আমাদের ঠিক আগে পৌঁছেছিলেন ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা। অক্টোবরের আট তারিখে ওঁদের সঙ্গে বসে চা খেলাম আমরা। দুজনেই দেখলাম উইং কলার পরেছেন, ডোরাকাটা কাপড়ের ট্রাউজার, কালো কোট। আমার সমান পদমর্যাদা নিয়ে, বছর কয়েকের সিনিয়র, মিস্টার জাস্টিস [আসলে, লর্ড জাস্টিস] জেফরি লরেন্স। 'ব্রিফিং' মনে রাখেননি, আমাকে অন্য এক বিডল ভেবে বসেন। ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান, চোখে আলোর ঝিলিক আছে, ইংলিশ কৌতুক জানেন, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ওই সময় কোর্ট অভ আপিলের একজন সদস্য ছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পর ল লর্ড হন।

লরেন্সের বিকল্প, স্যার নরম্যান বারকেট [Birkett], সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষ

www.pathagar.com

ছিলেন। লরেন্স ছিলেন খাটো, গোলগাল; তাঁর সামনে উঁচু টাওয়ারের মতো দেখাত বারকেটকে–লম্বায় যে তিনি ছ'ফুট তিন ইঞ্চি। তাঁর নাকও ছিল টিয়ার মতো, লালচে চুল, একহারা কাঠামো, ঈগলের মতো মুখ। প্রখর বোধবুদ্ধির অধিকারী, কবিতার পাগল, একটু বেপরোয়া এবং উদারচেতা। বারকেটকে আমার সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ হয়ে যায়।

দুই ফরাসিও পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ডোনেডিয়ো ডে ভ্যাবরেস [Donnedieu de Vabres] ছিলেন ছোটখাট, শক্ত-সমর্থ অধ্যাপক, প্যারিসে পড়াতেন। তাঁর চলাফেরার মধ্যে ক্ষিপ্র, অথচ অনিশ্চিত একটা ভাব ছিল। আন্তর্জাতিক আইনে পরিচিত একটা নাম ডনেডিয়ো ডে ভ্যাবরেস। প্রখর সৌজন্যবোধ ছিল তাঁর। একটু হয়তো সেকেলে। বড়সড় বাঁকা গোঁফ ছিল, খেতে বসে বা গল্প করার সময় ওটা ধরে ওপরদিকে টানতে বা মোচড়াতে ভালবাসতেন। কানে এয়ারফোন লাগানোর পর তাঁর চেহারায় যুদ্ধ-যুদ্ধ একটা ভাব চলে আসত।

জার্মান ভাষা ভালই জানতেন ভ্যাবরেস, তবে ইংরেজির মাত্র দু'তিনটে শব্দের সঙ্গে পরিচয় ছিল, সুযোগ পেলে ওগুলোই ব্যবহারের জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। বিচার শুরু হবার কয়েকদিন পর খবর পেলাম স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মিসেস ভ্যাবরেস এসেছেন নূরেমবার্গে।

একদিন গ্র্যান্ড হোটেলে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। আগের যুগের কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন: 'মন শেয়ার [প্রিয় বন্ধু], অনুমতি দিন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই–আমার মেয়েমানুষ!' ম্যাডাম ডনেডিয়ো ডে ভ্যাবরেস ইংরেজি ভাল বুঝতে ও বলতে পারেন, স্বামীর কথা শুনে টকটকে লাল হয়ে উঠলেন।

ফরাসি বিকল্প রবার্ট ফ্যালকো [Falco] ফ্রান্সের সবচেয়ে উঁচু আদালতের সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যাপটেন ছিলেন, অ্যাকশনে সাহসের পরিচয় দিয়ে পদক পেয়েছেন। সন্দেহপ্রবণ মানুষ, বিদ্রূপাত্মক স্বভাব, কঠোর পরিশ্রমী। সহযোগী হিসেবে তিনি যেমন আমার কাজে লেগেছেন, তেমনি তাঁর সঙ্গও আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক বিচারক ছিলেন মেজর-জেনারেল নিকিশেঙ্কো [Nikitchenko], সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্টের ভাইস-চেয়ারম্যান–তখনও পঞ্চাশের ঘরে পা দেননি। গম্ভীর প্রকৃতির, কম কথার মানুষ, অভিজাত, নিজের কাজে দক্ষ। মনে হত প্রয়োজনের সময় নির্দয় হতে জানেন তিনি, যদিও শক্ত হাতে নিজের লাগাম টেনে রেখেছেন।

আমরা বাকি সবাই কে কেমন তা খুব ভাল জানতেন মেজর-জেনারেল নিকিশেঙ্কো, কার কাছ থেকে কতটুকু আশা করতে হবে তাও তাঁর অজানা ছিল না, কিছু অতি আবশ্যকীয় তথ্য সব সময় মনে রাখতেন। এক ধরনের শিশুসুলভ

www.pathagar.com

কৌতুকবোধও ছিল ভদ্রলোকের মধ্যে।

বিচারের জন্য নূরেমবার্গকে বেছে নেওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ বিরতিহীন বোমাবর্ষণের ফলে পুরনো শহর মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও প্যালেস অভ জাস্টিসের প্রকাণ্ড দালানটা প্রায় অক্ষত ছিল। আমরা যখন ওই দালানের করিডোর ধরে প্রথমবারের মতো হেঁটে যাচ্ছি, মেজর জেনারেল নিকিশেঙ্কো আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'নিশ্চয়ই এই বিচারের কথা মনে রেখেই আদালতকে বাদ দিয়ে আপনাদের পাইলট বোমা ফেলেছে। আপনারা, আমেরিকানরা, সবদিক মাথায় রেখে তারপর একটা কাজ করেন!'

তাঁর বিকল্প, লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এ.এফ. ভলচাকোভ, সোভিয়েত ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সদস্য। লন্ডনে বেশ ক'বছর ধরে থাকলেও, কম ইংরেজি জানার কারণে ভাবের আদান-প্রদান খুব কমই হত তাঁর সঙ্গে আমার। সহজ-সরল স্লাভ, হাসিখুশি মানুষ। মাথাটা সব সময় পরিষ্কার রাখতে পারতেন না, যে- কোনো বিষয়ে সংশয়ে ভোগার একটা প্রবণতা ছিল তাঁর। ভদ্রলোককে বিরক্তিকর বলে মনে করতেন মেজর জেনারেল নিকিশেঙ্কো। তাঁকে একটু ভয় পেতেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ভলচাকোভ।

*

কোর্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবারই পছন্দ হওয়ার কথা ফ্রান্সিস বিডলকে, কিন্তু বিচারকরা যখন ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন; তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সুযোগ-সুবিধে বেশি থাকায় আমেরিকানরাই ট্রায়ালে কর্তৃত্ব ফলাবে, তাই ট্রাইবুনালকে অন্য জাতির কেউ নেতৃত্ব দিলে ভাল হয়। ঠাণ্ডা মাথার, মুরুব্বি গোছের লরেন্সই সন্তোষজনক সমাধান বলে প্রমাণিত হলেন।

১৯ অক্টোবর, বিচার শুরু হতে আর যখন ঠিক একমাস বাকি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রমাণ প্রস্তুত করা হয়ে গেল। আসামীদের কাছে অভিযোগপত্র পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব চাপল উনত্রিশ বছর বয়স্ক ব্যারিস্টার এবং সৈনিক এয়ারি নিভ-এর ওপর। রাজনীতিতে ঢোকার আগে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল, যুদ্ধকালীন সময়ে কোলডিজ থেকে তিনি পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

এয়ারি নিভ একা যাবেন না, তাঁর সঙ্গে আরও থাকবেন বার্টন অ্যানড্রুস, বন্দিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্নেল; হ্যারল্ড উইলি, ট্রাইবুনালের জেনারেল সেক্রেটারি, একজন প্রিস্ট আর দুজন সৈনিক–গাদা গাদা আইন সংক্রান্ত কাগজে প্রায় চাপা পড়ার মতো অবস্থা ওই শেষ দুজনের। পরে ট্রায়াল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এয়ারি নিভ স্মরণ করেছেন কী রকম ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে হারম্যান গোয়েরিঙের সেলে প্রথমবার ঢুকেছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

সেলের যখন তালা খোলা হচ্ছে, এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে শক্ত করলাম নিজেকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুলে গেল দরজা। অ্যানড্রুস ভেতরে ঢুকলেন, টলোমলো পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন গোয়েরিং।

গরাদ লাগানো ছোট্ট জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকা রোদে কর্নেল অ্যানড্রুসের পালিশ করা হেলমেট চকচক করছে। ছড়িটা বগলের নীচে, আমার ডানদিকে টান টান অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

গোয়েরিঙের দিকে এক পা এগিয়ে অপেক্ষা করছি আমি। আমার বাঁ দিকে রয়েছেন দোভাষী এবং মিস্টার উইলি। তারপর ডকুমেন্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকল সৈনিক দুজন। জায়গার অভাবে অন্যান্য সাক্ষীদের এই গুরু-গম্ভীর অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই। সেলের বাইরে শান্তভাবে এখনও জড়ো হচ্ছেন তাঁরা, পাথুরে মেঝেতে আমি তাঁদের জুতো ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

ছোট্ট সেলের ভেতর গোয়েরিঙের সঙ্গে আটকা পড়েছি আমি, এরকম একটা অনুভূতি হলো আমার। এই ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে আরও একবার ছুটে পালাবার ইচ্ছে জাগল মনে, এরকম ইচ্ছে আমার কোলডিজের জেলখানায় বন্দি থাকার সময় হত।

ঘুরে ঘুরে সেলের চারদিকে তল্লাশি চালাচ্ছে আমার চোখ। একটা করে ইস্পাতের বিছানা, টেবিল আর চেয়ার। যে দেয়ালে জানালা আছে, সেই দেয়াল থেকে চার ফুটের মধ্যে কোনো ফার্নিচার রাখার অনুমতি নেই। চেয়ার রাতে সরিয়ে নেওয়া হয়। বিছানা মেঝের সঙ্গে আটকানো। নতুন প্লাস্টার করা দেয়াল; জানালা থেকে সমস্ত বার আর হুক সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যে- কোনো বন্দির জন্য কর্কশ একটা জায়গা। টেবিলে গোয়েরিং আর তাঁর স্ত্রী-কন্যার ফটো দেখতে পেলাম। মেয়েটা শিশু। বই-পুস্তকের একটা স্তূপের পাশে যত্ন করে সাজানো হয়েছে ফটোগুলো।

প্রথম কিছুক্ষণ আমি গোয়েরিঙের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। সেলের বাইরে দলের বাকি সবার স্থির হয়ে দাঁড়াতে যেন একটা যুগ পার হয়ে গেল। অনুভব করলাম সেলটার চারধারে আরেকবার তাকাতে আমাকে যেন বাধ্য করা হচ্ছে। লম্বায় তেরো ফুট হবে, চওড়ায় নয় ফুট। উল্টোদিকে ঘেরা একটা জায়গা, সেখানে পানির সরবরাহ আছে, পাশেই হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়বার চোখ বুলাবার সময় উপলব্ধি করলাম, সেলের পরিবেশ কতটা ভাল। ফটোর ছোট্ট মেয়ে এডা গোয়েরিঙকে দেখলাম। মাত্র একমাস হয়েছে স্যাম হ্যারিসকে [বাদীপক্ষের একজন উকিল] সঙ্গে নিয়ে এসেন-এর কাছে একটা

www.pathagar.com

কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প স্টাডি করেছি আমি, ওখানে পাঁচশ' ক্রপ বন্দির জন্য মাত্র পনেরটা টয়লেট ছিল।

গোয়েরিঙের মেয়ের ফটো আমাকে নাড়া দিল। মেয়েটা একদম তার বাবার মতো দেখতে। পরমুহূর্তে রাগ হলো নিজের ওপর। ভোলা অসম্ভব এরকম একটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে–ক্রপ গার্ডরা এক বন্দিকে প্রচণ্ড মারধর করছে, বন্দির অপরাধ নিজের কাছে মা-বাবার একটা ফটো রাখার চেষ্টা করছিল সে। ছবিটা কেড়ে নিল তারা, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল, তারপর বন্দি রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত আবার পেটাতে লাগল।

আমার চেহারা থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ভয়-ভয় ভাব, যেটা বিচারক বিডল আর মিস্টার উইলিকে রীতিমতো ধাঁধায় ফেলে দেয়, অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘুরে সরাসরি গোয়েরিঙের দিকে তাকালাম আমি। এবার তাঁর পালা আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে অ্যানড্রুসের দিকে তাকানোর, যাকে তিনি প্রায়ই 'ওই ফায়ার ব্রিগেড কর্নেল' বলে বিদ্রূপ করেন।

নৈতিক সাহসের অভাব আছে গোয়েরিঙের, তাঁর ধরন হলো ধাপ্পা দিয়ে চলা। আমার দিকে তাকাতে রাজি না হলে কী হবে, তাঁর চোখ দুটো যে আকারে ছোট আর লোভী, সেটা আমি ঠিকই দেখতে পেলাম।

রেবেকা ওয়েস্টের দৃষ্টিতে, যিনি খুব কাছ থেকে তাঁকে কাঠগড়ায় পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর নিজের ভাষায়: মার্সেই-এর খাড়া রাস্তা বরাবর মোটাসোটা যে-সব মহিলা চকচকে বিড়ালকে নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত দোরগোড়ায় বসে থাকে, তাদের সঙ্গে মিল আছে গোয়েরিঙের। সন্দেহ নেই তাঁর চেহারায় নারীসুলভ ভাব আছে। তা ছাড়া, আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি অলঙ্কার খুব পছন্দ করেন।

গোয়েরিঙের বয়স তখন তিপান্ন চলছে। সেপ্টেম্বরে নূরেমবার্গ জেলে ভরা হয়েছে তাঁকে, শুরুতে যা ওজন ছিল তা থেকে প্রায় ত্রিশ কেজি কমেছে, ফলে ধূসর ইউনিফর্ম ঢোলা লাগছে গায়ে। ওষুধ গ্রহণের পরিমাণও কমে গেছে। চেহারা দেখে তাঁকে সুদক্ষ অভিনেতা বলে মনে হয়। মুখের রঙ দেখে সন্দেহ হয় মেকআপ নিয়ে আছেন। তাঁর পোজ-পাজ দেখে সন্দেহ হয় ছদ্মবেশী খলনায়ক।

প্রথম যখন কর্নেল অ্যানড্রুসের হাতে পড়েন, হতাশ ও বিষণ্ন গোয়েরিং বিলাসিতার ভেতর আশ্রয় পাবার চেষ্টা করেছেন। অক্টোবরের মধ্যে আবার মঞ্চে উঠে আসেন, স্বাস্থ্য আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেন।

অ্যানড্রুস তাঁকে মে মাস থেকে দেখছেন, ধরা পড়ার পর সাবেক রাইখমার্শালকে যখন মনডর্ফ-লেস-ব্যানে কয়েদ করা হয়। প্রায়ই তিনি বর্ণনা করতেন গোয়েরিং কীভাবে ষোলোটা সুটকেস, লাল একটা হ্যাটবক্স আর একজন অ্যাটেনডান্টকে নিয়ে পৌঁছেছিলেন। তাঁর আঙুলের নখ ছিল লাল রঙ করা।

এও ইতিমধ্যে প্রায় সবার জানা হয়ে গেছে যে আমেরিকান কর্মকর্তারা গোপনে

www.pathagar.com

তাঁর আমোদ-ফুর্তির ব্যবস্থা করতেন, তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁকে আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অ্যানড্রুস আরও লিখেছেন, গোয়েরিঙের একটা সুটকেসে ২০,০০০ প্যারাকোডিন ট্যাবলেট পাওয়া গেছে।

অবশেষে ঘুরে আমার মুখোমুখি হলেন গোয়েরিং। তাঁর সরু, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি অজানা ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে মনে। চওড়া ঠোঁট দুটো প্রকাশ করছে নাম-না-জানা বুভুক্ষা। তাঁর মধ্যে যতই এ-ধরনের অশুভ লক্ষণ থাকুক, এখন আর আমি তাঁকে ভয় পাচ্ছি না। পরনে এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম থাকলেও, তাঁর সমস্ত পদক আর ব্যাজ খুলে নেওয়া হয়েছে। বৃহত্তর জার্মানি গড়ে তোলার নামে দুনিয়াকে নিজেদের পায়ের তলায় নিয়ে আসার আকাশচুম্বি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে; এখন আর এমন কিছু অবশিষ্ট নেই যা নিয়ে গর্ব, গৌরব বা দম্ভ করা চলে। সবই অদৃশ্য হয়েছে আগুন আর ধুলোয়।

জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন গোয়েরিং, ছিলেন প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং রাইখস্ট্যাগের প্রেসিডেন্ট; ঠিক হয়েছিল তাঁকেই হিটলারের উত্তরাধিকার করা হবে। সেই একই লোক এখন একটা সেলে দিন কাটাচ্ছেন, রাতদিন চব্বিশঘণ্টা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে জি.আই.-রা। তিনবেলা চর্বচোষ্য নানাবিধ খাদ্যের বদলে ছোট্ট এই সেলে মার্কিন সেনাবাহিনীর রেশন খাও, বাপধন!

নিজের গলা শুনতে পেয়ে বিস্মিত হলাম আমি। 'হারম্যান উইলহাম গোয়েরিং?'

এখনও তিনি অভিনয় করে যাচ্ছেন। আমার উদ্দেশে মাথা নত করে হাসলেন। লক্ষ করলাম বয়স হলেও, মাথায় এখনও গাঢ় খয়েরি রঙের ঘন চুল, হলিউডের আরেকটা ইঙ্গিত। প্রথম যখন সেলে ঢুকেছিলাম, নার্ভাস বোধ করায় তাঁর মুখের পেশি কেঁপে কেঁপে উঠছিল, শরীরটাকে স্থির রাখতে সমস্যা হচ্ছিল। মঞ্চকে এখন আবার নিজের দখলে নিয়েছেন। সাদা আর মোটা হাত দিয়ে বিছানাটা দেখানোর সময় তাঁর ছোট চোখ দুটোয় অমায়িক একটা ভাব ফুটল, যেন বলতে চাইছেন, 'দুঃখিত, আপনাদের আমি বসার জন্য চেয়ার দিতে পারছি না।'

পরদিন আইনী পরামর্শের জন্য ডাক পেয়ে তাঁর সেলে আমি যখন দ্বিতীয়বার ঢুকেছি, ঠিক এই শব্দগুলোই রসালো সুরে বেরিয়ে এসেছে তাঁর মুখ থেকে।

তো প্রথম দিন, মিস্টার উইলির সঙ্গে আগেই আলাপ করা আছে কী বলতে হবে, ধীরে ধীরে শুরু করলাম। 'আমি মেজর নিভ, ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আপনাকে অভিযোগপত্রের একটা অনুলিপি দিতে এসেছি, যাতে বিবাদী হিসেবে আপনার নাম আছে।'

দোভাষী যখন কথাগুলো তরজমা করে শোনাচ্ছেন, গোয়েরিঙের চেহারায় খেপে ওঠার একটা ভাব চলে এলো, মঞ্চ কাঁপানো গুণ্ডার মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

www.pathagar.com

আমি বাড়িয়ে ধরতে নিঃশব্দে কপিটা নিলেন তিনি। শুনলেন আমি কী বলি: 'আমাকে আরও বলা হয়েছে, ট্রাইবুনাল চার্টারের আর্টিকেল ষোলো ব্যাখ্যা করে শোনাতে হবে আপনাকে।'

জার্মান ভাষায় লেখা আরেকটা অনুলিপি দেওয়া হলো তাঁর হাতে।

'প্যারাগ্রাফ সি-তে যদি একবার চোখ বুলান। ট্রাইবুনালের সামনে আপনি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন, কিংবা ইচ্ছে হলে আইনজ্ঞদেরও সহকারী হিসেবে রাখতে পারেন।'

গোয়েরিংকে সিরিয়াস ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, বললেন, 'ব্যাপারটা তা হলে শুরু হলো।'

*

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকানদের হাতে আত্মসমর্পণ করার সময় গোঙেরিং ভাবেননি তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে। গ্রেফতার হওয়ার আগে নিজ গৌরবময় সময়ের কাহিনি শুনিয়ে বেশ কটা দিন ওঁদের মনোরঞ্জন করেছেন তিনি। গ্রেফতারের ঘটনা শুধু বিস্ময় নয়, কঠিন ধাক্কা হয়ে দেখা দেয় তাঁর কাছে।

আক্রমণ এবং বর্বরতার জন্য দায়ী করে যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আরও কিছু ব্যক্তি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন, এদের অন্যতম হচ্ছেন ফ্র্যান্টস ফন প্যাপেন।

প্যাপেনের মনে এরকম একটা বিশ্বাস জন্মায় যে হিটলারের মধ্যে তিনি এমন একটা হাতিয়ার দেখতে পাচ্ছেন যার সাহায্যে বিশৃংখল জনতাকে বশ করা যাবে। ১৯৩২ সালে চ্যান্সেলার হওয়ার পর এমন কিছু ব্যবস্থা নিলেন প্যাপেন, তিনি বিদায় নেওয়ার পর তাঁর নাৎসি মিত্ররা যাতে ক্ষমতায় আসতে পারে, যেমন এস.এ.-র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। কিন্তু হিটলার সম্পর্কে এক সময় তাঁর ভুল ভাঙল, বুঝতে পারলেন হিটলার সামান্য একজন রাজনৈতিক বক্তাই শুধু নন। যদিও ডেপুটি হিসেবে আঠারো মাস দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে কর্তৃত্ব বলতে তেমন কিছু ছিল না।

হিটলার এস.এ.-র লিডার আর্নেস্ট রোহ্‌ম আর তাঁর কয়েকশ' অনুসারীকে খুন করার আদেশ দেওয়ায় ১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মে পদত্যাগ করেন তিনি। এস.এ.-র শক্তি আর প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হিটলার।

এরকম আরও কিছু ঘটনার পরও ফন প্যাপেনকে ভিয়েনায় জার্মান মিনিস্টার করা হয়, ওখানে তিনি অস্ট্রিয়া অধিকার করাকে ঘিরে যে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয় তাতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে তাঁকে বদলী করে পাঠানো হয় তুরস্কে, ওখান থেকেই যুদ্ধটা দেখেন।

প্যাপেনকে চতুর, পোড়খাওয়া রাজনীতিক হিসেবেই দেখেছেন পর্যবেক্ষকরা; যিনি ভাব দেখান ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, সেই

www.pathagar.com

সময়কার নিরপেক্ষ ওয়াশিংটনে মিলিটারি অ্যাটাশে থাকার সময়, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার অভিযোগে আমেরিকা থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

অথচ যুদ্ধের অনেক আগে করা তাঁর কাজকর্মের জন্য কেন তাঁকে অভিযুক্ত করা হলো, নিজের স্মৃতিকথায় এ প্রশ্ন তুলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্যাপেন।

ফন প্যাপেনঃ আত্মপক্ষ সমর্থনে

আমার সমস্যা ছিল কত ভালভাবে এ-সব অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। প্রধান বিবেচ্য বিষয় দুটো। প্রথমটা হলো, আমাকে প্রমাণ করতে হবে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আমার কর্মতৎপরতা হিটলারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য কিংবা তাঁর অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য পরিচালিত হয়নি।

দ্বিতীয়টা হলো, আমাকে দেখাতে হবে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের দ্বারা শুসনিগ সরকারকে বিপদে ফেলার কোনো চেষ্টা আমি করিনি, বরং উল্টোটাই সত্যি, নিজ সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করেছি নাৎসিদের প্ল্যান অনুসারে অস্ট্রিয়া যাতে অধিকার করা না হয়। অস্ট্রিয়া-জার্মানির মধ্যে একটা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমার লক্ষ্য।

কিন্তু এরকম জটিল আইনী কাজ কীভাবে আমি শুরু করব? এমন একটা পদ্ধতিতে আমাদের বিচার হচ্ছে, আমাদের আইনজ্ঞদের কাছে যেটা সম্পূর্ণ অপরিচিত–একজন বিবাদী তার নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য শপথ নিয়ে সাক্ষী হিসেবে হাজির হবে। উপলব্ধি করলাম এটা আমাকে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে অসৎ উদ্দেশে করা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে নিজের নির্ভেজাল চিন্তা-ভাবনার জগতে ঘুরে বেড়ানোর।

তবে আমার প্রতিবাদে কতটা কান দেওয়া হবে বা বিশ্বাস করা হবে, তা নিয়ে আমার মনে কোনো ভুল ধারণা ছিল না। জার্মানির পতনের পর কয়েকটা মাস পরিস্থিতি এমন ছিল যে বিজয়ী শক্তির দৃষ্টিতে সরকারি নিয়োগপত্র থাকলে জার্মান মাত্রই ক্রিমিনাল, তার কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্যাটা হলো, কীভাবে নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

আমার নাগালে না আছে কোনো মহাফেজখানা, না আছে কোনো দলিল-পত্র। জার্মান সরকারের ফাইল-পত্র হয় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, কিংবা চলে গেছে দখলদার শক্তিগুলোর হাতে। বার্লিন আর ওয়ালারফ্যাঞ্জেনে আমার যে-সব ব্যক্তিগত ফাইল ছিল তার প্রায় সবই যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গেছে। জার্মানির পরিবহন আর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। বন্ধু বা সহকর্মীরা কে কোথায় আছে জানার কোনো উপায় নেই। তারা কেউ বেঁচে আছে কি না তাই বা কে বলবে।

আমার কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী মারা গেছে। সরাসরি বিদেশী কারও সংস্পর্শে

www.pathagar.com

আসা আমাদের জন্য নিষেধ। তা ছাড়া, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে একজন জার্মানির সমর্থনে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুতি আছে কি না। কার্যপ্রণালী অনুসারে সাক্ষীর জন্য আমাদের যে- কোনো অনুরোধ প্রসিকিউটিং পার্টির মাধ্যমে করতে হবে, তাঁরা পরে সেটা নিজ মন্তব্যসহ আদালতের সামনে পেশ করবেন। এই সিস্টেমে, প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স উইটনেস পৃথক হওয়ায়, জার্মানির বেশিরভাগ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করার পর যেহেতু সম্ভাব্য প্রসিকিউশন উইটনেস হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে, ফলে তাঁদেরও আমরা নিজেদের মাঝে পাচ্ছি না।

আমাদের জানার কোনো উপায় ছিল না প্রসিকিউশনের কাছে ঠিক কী ধরনের ডকুমেন্ট আছে। আমার বেলায়, উদাহরণ হিসেবে, অগাস্ট ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮-এর বসন্ত পর্যন্ত অস্ট্রিয়ায় আমার তৎপরতার ওপর এক গাদা রিপোর্ট উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা। আমি শুধু ধরে নিতে পারি তাঁদের কাছে কমপ্লিট একটা সেট আছে, কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও–আমি জানি তারা আমাকে কমপ্লিট এক সেট ডিফেন্স সরবরাহ করেছেন–ওই রিপোর্টের একটা করে কপি আমাদেরকে সরবরাহ করা হয়নি, উত্তরে জানানো হয়েছে প্রসিকিউশনের কাছে আর কোনো ডকুমেন্ট নেই।

আমি ব্যাপারটা পাঠকদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম–এমন হয়নি তো যে প্রসিকিউশন বেছে বেছে এমন ডকুমেন্ট গ্রহণ করেছে যেগুলো শুধু তাঁদের কেসকে সমর্থন করে?

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আদালতে একজন রাশিয়ান সদস্যের উপস্থিতি। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রকাশ্যে এখনও গলায় গলায় ভাব দেখাচ্ছে। আর তারই ফলে রাশিয়ানদের নীতির প্রসঙ্গ তোলা, এই যেমন ১৯৩৯ সালে যৌথভাবে তাদের পোল্যান্ড আক্রমণ নিষিদ্ধ।

আজ এটা দেখতে খুবই বিদঘুটে লাগছে যে আগ্রাসী যুদ্ধ বাধাবার অভিযোগে বিচার করতে বসেছে একজন রাশিয়ান। যে-কোনো স্বাভাবিক ক্রিমিনাল ট্রায়ালের বাস্তবতা হলো বিচারক নিজেই যদি আলোচ্য অপরাধ করে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে বিচারকের আসনে বসার অযোগ্য বলে ঘোষিত হবেন তিনি।

কিন্তু নূরেমবার্গে দেখা গেল উল্টো ছবি। রাশিয়া, এবং ক্ষেত্রবিশেষে মিত্রপক্ষও যেখানে একই অপরাধ করেছে, আজ সেই একই অপরাধের জন্য জার্মানির বিচার করা হচ্ছে, অথচ সে-কথা কেউ আমলে নিচ্ছে না, আউট অভ অর্ডার বলে বাতিল করে দিচ্ছে। 'মিত্রপক্ষ কি করেছে না করেছে তা নিয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই,' কথাটা প্রায়ই বলতে শোনা গেল লর্ড জাস্টিস লরেন্সকে।

*

জাহাজডুবির পর সাগরের হুমকির মুখে পড়া আরোহীদের মতো, বিবাদীরা প্রত্যেকে আসন্ন বিচার সম্পর্কে যে যার নিজের মতো করে ভাবতে শুরু করেন, তার

www.pathagar.com

অপ্রত্যাশিত কিছু বহিঃপ্রকাশও ঘটে। গোয়েরিং উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী এবং অবাধ্য হয়ে ওঠেন, কিন্তু ফন প্যাপেন বিপদের সময় অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে শান্ত থাকেন।

অ্যালবার্ট স্পিয়ার, নাৎসি পার্টির প্রধান আর্কিটেক্ট এবং অত্যন্ত দাপুটে ওঅর প্রোডাকশন্স-এর মিনিস্টার, অল্প কজনের অন্যতম যিনি যুদ্ধে নিজের ভূমিকার জন্য অনুশোচনা করেছেন।

হিটলারকে কথা বলতে শুনে মুগ্ধ হন স্পিয়ার, তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৩১ সালে নাৎসি পার্টিতে নাম লেখান। পার্টিকে সুগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন তিনি, তাঁর এই চেষ্টা হিটলারের চোখে পড়ে যায়। সেই থেকে দিনে দিনে তাঁদের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে, যুদ্ধের একেবারে শেষ দিনগুলো পর্যন্ত তা অবিচ্ছেদ্য ছিল।

১৯৩০ সালের মাঝখান থেকে পরবর্তী বছরগুলো স্পিয়ারের প্ল্যান অনুসারে পরিচালিত পার্টি চমকপ্রদ সব যাদু দেখায়– নূরেমবার্গ র‍্যালি থেকে শুরু করে ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য গেমসের জন্য অলিম্পিক স্টেডিয়াম পর্যন্ত। যুদ্ধের প্রথম ভাগে শহর এলাকায় উচ্চাভিলাষী সব প্রজেক্ট হাতে নিয়ে আনন্দে আপ্লুত করেন হিটলারকে, তবে ১৯৪২ সালে তাঁকে ওঅর প্রোডাকশন মিনিস্টার করা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রের প্রাধান্য বাড়িয়ে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে, উৎপাদনে মনোযোগী হয়ে এবং দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে জার্মান সামরিক-সরঞ্জাম শিল্পকে সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারা দেন স্পিয়ার। আত্মসমর্পণের পর মিত্রবাহিনীকে প্রচুর মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন তিনি। তাঁর এই সহযোগিতাকে অনেকেই অনুতাপের লক্ষণ হিসেবে না দেখে আত্মসেবা বলে অভিহিত করলেও, অভিযুক্তদের তালিকায় তাঁকে দেখে ওই সময়কার পর্যবেক্ষকরা বিস্মিত বোধ করেছেন।

মানুষ হিসেবে সিরিয়াস এবং স্পর্শকাতর, স্পিয়ার তাঁর সহ-অভিযুক্তদের প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ করেন, সে-সব তিনি নিজের আত্মজীবনী লিখেও রেখে গেছেন।

অ্যালবার্ট স্পিয়ার: কীভাবে আমরা বিচারের মুখোমুখি হলাম

অভিযোগপত্রের সঙ্গে জার্মান লইয়ারদের লম্বা একটা তালিকাও দেওয়া হয়েছিল আমাদের, তাঁদের মধ্যে থেকে আমরা প্রত্যেকে একজন করে ডিফেন্ডার বেছে নিতে পারব। স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু লইয়ারদের একজনকেও চিনতে পারিনি, কাজেই বাছাই করার দায়িত্বটা আদালতের ওপর ছেড়ে দিই আমি।

দিনকয়েক পর প্যালেস অভ জাস্টিস-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিয়ে যাওয়া হলো

www.pathagar.com

আমাকে। অনেক টেবিলের একটায় ছোটখাট এক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম, চোখে মোটা লেন্সের চশমা, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কথা বললেন নিচু স্বরে।

'আমাকে আপনার লইয়ার হতে বলা হয়েছে, আপনার যদি তাতে কোনো আপত্তি না থাকে। আমার নাম ডক্টর হ্যানস ফ্ল্যায়েক্সনার [Flaechsner], বার্লিনের বাসিন্দা।' তাঁর চোখে বন্ধুসুলভ দৃষ্টি, আচরণে ভদ্রতা আর বিনয়।

অভিযোগের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁকে আমার যুক্তিবাদী মনে হয়েছে, ইতিহাস নিয়ে কোনো রকম কৌতূহল প্রকাশ করেননি।

একসময় আমাকে একটা ফর্ম দিলেন, বললেন, 'এটা আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান, বিবেচনা করে দেখুন আমাকে আপনি নিজের ডিফেন্স অ্যাটর্নি হিসেবে চান কি না।' তখনই ওটায় সই করে দিই আমি। সেজন্য পরে আমাকে পস্তাতে হয়নি।

বিচার চলাকালে হ্যানস প্রমাণ করেন তিনি অত্যন্ত সতর্ক এবং কৌশলী আইনজ্ঞ। তবে বিশেষভাবে যেটা ভাল লেগেছিল, আমার প্রতি তাঁর সহানুভূতি। বিচারের ওই দশটা মাস আমাদের মধ্যে সত্যিকার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে...

প্রাথমিক তদন্তের সময় কয়েদিরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারতেন না। ওই বিধি শিথিল হওয়ার পর জেলখানার উঠানে প্রায়ই সহবন্দিদের কারও না কারও সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত, যেখানে নজরদারি এড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে পারতাম আমরা।

বিচার, অভিযোগপত্র, বৈধতাবিহীন আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল, মর্যাদা খোয়ানোর বেদনা ও ক্ষোভ–হাঁটাহাঁটি করার সময় বারবার শুধু এই শব্দগুলোই নিজের চারপাশে উচ্চারিত হতে শুনেছি। একই বিষয়, একই মতামত। দেখলাম বিশজন বন্দির মধ্যে মাত্র একজনের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। তিনি হলেন ফ্রেৎশে, যার সঙ্গে আমি দায়িত্ব স্বীকারের নীতি-নিয়ম নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে পারি। পরে সেইস-ইনকোয়ার্ট [Seyss-Inquart] কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। বাকি সবার সঙ্গে আলাপ করাটা ছিল বৃথা, ক্লান্তিকর। আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাষায় কথা বলছিলাম।

আরও অনেক প্রশ্নে, স্বভাবতই, একেক জনের একেক রকম মত ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল এই বিচারে হিটলারের শাসনকে আমরা কীভাবে বর্ণনা করব। প্রশাসন যে-সব পদ্ধতির চর্চা করত তার বেশ কিছুর সমর্থক ছিলেন গোয়েরিং, কিন্তু হিটলারকে পুরো হোয়াইটওয়াশ করার পক্ষে মত দিতেন তিনি। আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা, তিনি বক্তব্য রাখতেন, একটা পজিটিভ লেজেন্ড হিসেবে প্রচার করার জন্য এই ট্রায়ালকে ব্যবহার করা।

আমার মতে তাতে অনৈতিক উপায়ে জার্মান জনগণকে ধোঁকা দেওয়া হত।

www.pathagar.com

কাজটাকে আমি বিপজ্জনক বলেও ভাবতাম, কারণ তাতে শুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের পথে এগোনো গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। অতীত থেকে বর্তমানকে কেটে আলাদা করার কাজটা একমাত্র সত্য দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

গোয়েরিং বলতেন সন্দেহ নেই বিজয়ীরা তাঁকে খুন করবে, তবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট একটা মার্বেল সারকোফাগাসে সংরক্ষণ করা হবে, এবং জার্মান জনগণ তাঁকে একজন জাতীয় বীর ও শহীদের মর্যাদা দেবে, তাঁর গুণকীর্তন করবে।

গোয়েরিঙের এ-কথা বলার পেছনে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য দেখতে পেতাম আমি, মনের চোখ দিয়ে। আরও অনেক বন্দি এই একই স্বপ্ন দেখতেন। বাকি সব বিষয়ে গোয়েরিঙের মতামত তেমন আকর্ষণীয় কিছু ছিল না।

আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, গোয়েরিং বলতেন; শুরু থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে আমাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, কারও কোনো সুযোগ নেই সেটা এড়াবার। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে যাওয়াটা স্রেফ অর্থহীন।

আমি একদিন মন্তব্য করলাম: 'গোয়েরিং সদলবলে ভ্যালহালায় যেতে চান।'

বাস্তবে কী দেখা গেল? রীতিমতো উঠেপড়ে লেগে গোয়েরিংই আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাদের সবার চেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় করছেন।

ধীরে ধীরে প্রত্যাহার, এরকম একটা সুশৃংখল পদ্ধতিতে গোয়েরিঙের চিকিৎসা চলছিল, ফলে ড্রাগ অ্যাডিকশন থেকে মুক্তি পান তিনি। তারপর থেকে আমি তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ দেখেছি। তাঁর প্রাণচাঞ্চল্য অন্যসব বন্দিকে সতর্ক করে তুলত, কেউ কেউ ব্যাপারটাকে বিপজ্জনক বলেও মনে করত।

আমি ভাবতাম এটা খুব দুঃখজনক যে যুদ্ধ শুরু হবার আগের কয়েক মাস এবং যুদ্ধ শুরুর পর সংকটময় সময়ে নিজের সেরাটা দিতে পারেননি গোয়েরিং। তিনিই হতে পারতেন একমাত্র ব্যক্তি যার বক্তব্য ও কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য হতেন হিটলার। আসলে, আমাদের জন্য কী ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে এটা যে দু'চারজন বুদ্ধিমান বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোয়েরিংও একজন। কিন্তু যখন সময় ছিল তখন দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার সুযোগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন গোয়েরিং, তার বদলে এখন শরীর-স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে নিজ দেশের লোকদের চোখে পট্টি পরানোর চেষ্টাটাকে রীতিমতো অপরাধ বলেই মনে হয়।

তাঁর নীতির পুরোটাই ধোঁকা দেওয়ার জন্য তৈরি। একবার, জেলখানার উঠানে, হ্যাঙ্গেরিতে ইহুদিদের বেঁচে থাকা নিয়ে কিছু একটা বলা হয়। ঠাণ্ডা সুরে গোয়েরিং মন্তব্য করলেন, 'আচ্ছা, এখনও তাহলে কিছু রয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম ওদের সবাইকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি। তার মানে আবার কেউ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।'

আমি স্তম্ভিত।

www.pathagar.com

গোটা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার যে প্রতিজ্ঞা আমি নিই, মারাত্মক কিছু সাইকোলজিকাল ক্রাইসিস ছাড়া তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এ-সব এড়াবার একটাই পথ খোলা ছিল আমার সামনেঃ আত্মহত্যা করা।

একবার আমি তোয়ালে জড়িয়ে আমার রোগাক্রান্ত পায়ের রক্তচলাচল বন্ধ করে ফ্ল্যাবেইটস তৈরির চেষ্টা করি। ক্লাসে শোনা স্যারের লেকচার মনে ছিল—এমন কি মাত্র একটা সিগারের নিকোটিনও, গুঁড়ো করে গ্লাসের পানিতে গুলিয়ে নিয়ে খেলে, মানুষ মারা যেতে পারে। মাসের পর মাস পকেটে একটা থেঁতলানো সিগার ফেলে রেখেছি। তবে ইচ্ছে আর কর্মের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর।

রোববারের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমার জন্য বিরাট সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। প্রথমদিকে, আমাকে নূরেমবার্গে নিয়ে আসার আগে, এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হইনি আমি। কারণ চাইতাম না কেউ আমাকে দুর্বল ভাবুক। কিন্তু নূরেমবার্গে আসার পর এ-ধরনের গর্বভরা অনুভূতি ঝেড়ে ফেলি। পরিস্থিতির চাপে পড়ে চ্যাপেলে সবাই এক হই বন্দিরা, শুধু হ্যাস, রোজেনবার্গ আর স্ট্রিশার [Streicher] বাদে।

www.pathagar.com

দুই

২০ নভেম্বর ১৯৪৫: বিচার শুরু হলো

তুমুল উত্তেজনা আর স্নায়ুবিদারক উদ্বেগের মধ্যে বিশ তারিখে শুরু হলো যুদ্ধাপরাধী শয়তানদের বিচার। যে কামরায় আদালত বসেছে সেটার আকার বিশেষভাবে বড় করা হয়েছে, কারণ সেখানে শুধু কয়েক ডজন বন্দি আর লইয়ারই বসবেন না, তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন কয়েকশ' দর্শক এবং রিপোর্টারও। নতুন লাগানো তাজা রঙের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বিচারকদের আনুষ্ঠানিক প্রবেশের অপেক্ষায় যারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে হ্যানস ফ্রেৎশেও আছেন।

১৯২০ সালের দিকে নতুন মাধ্যম অয়ায়েরলেসকে পুঁজি করে যিনি নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন, সেই জার্নালিস্ট হ্যানস ফ্রেৎশেকে ১৯৩২ সালে সরকারি রেডিও নিউজ সার্ভিসের প্রধান করা হয়। পরের বছর নাৎসি পার্টিতে যোগ দেন তিনি, একই সঙ্গে নিয়োগ পান সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত প্রপাগ্যান্ডা মিনিস্ট্রির প্রেস ডিপার্টমেন্টের নিউজ চিফ হিসেবে।

পরবর্তী একযুগ ফ্রেৎশের কাজ ছিল সমস্ত সরকারি ঘোষণা দেশি ও বিদেশী প্রেসকে অবগত করা, এবং নাৎসি প্রশাসন প্রয়োজন মনে করলে সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ করা। তবে, সব মিলিয়ে, তাঁর পদটাকে একটা পাইপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, নাৎসির মূল প্রপাগ্যান্ডিস্ট জোসেফ গোয়েবলস যে-সব তথ্য দিতেন সেগুলোই শুধু তাঁর মাধ্যমে বেরিয়ে আসত।

তবে গোয়েবলসের অবর্তমানে, তিনি আত্মহত্যা করার পর, সত্যকে বিকৃত করার সুশৃংখল নাৎসি পদ্ধতির প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করেন ফ্রেৎশে, পরে নিজের যন্ত্রণা আর ভোগান্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেরকমটিই লিখেছেন তিনি।

<u>হ্যানস ফ্রেৎশে: কোর্টরুমের দৃশ্য</u>

মঙ্গলবার, ২০ নভেম্বর, ১৯৪৫, সকাল সাতটা। খুব সাবধানে দাড়ি কামালাম আমরা। সকাল আটটায় প্রত্যেককে যার যার সেরা সুট পরতে দেওয়া হলো। এক

www.pathagar.com

ঘণ্টা পর গার্ডরা এসে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা খালি হলরুমে হাজির করা হলো সবাইকে। জানানো হলো, দৃশ্যপটে আর কেউ এসে পৌঁছানোর আগেই সবসময় নিজেদের আসন গ্রহণ করতে হবে বন্দিদের। কমান্ড্যান্টের সেটাই হুকুম, তা লঙ্ঘন করা যাবে না।

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় মূল দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন ডিফেন্ডিং কাউন্সল, কেউ কেউ কালো গাউন পরেছেন, বাকিরা লাল ও লালচে-বেগুনি ল স্কুল ড্রেস। তাঁদের পিছু নিয়ে এলেন *প্রসিকিউশন,* তাঁদের মধ্যে সাদা পোশাকে পরিচিত কিছু মুখও দেখা গেল, ইউনিফর্মের বন্যায় আলাদা করা যাচ্ছে।

এদিক-সেদিকে আরও কিছু চেনা মুখ দেখতে পেলাম আমরা: ডক্টর কেম্পনারকে দেখলাম, আমার একজন স্বদেশি, নেতৃস্থানীয় আমেরিকান প্রসিকিউটিং টিমের সঙ্গে আসন গ্রহণ করছেন...

এরপর আমি প্রেস সেকশনে চোখ বুলালাম। কিছুক্ষণের মধ্যে এমন অনেককে দেখতে পেলাম যাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, যারা একসময় আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, কিন্তু আজ তাঁরা সচেতনভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন।

কোর্টরুমে স্বদেশিদের উপস্থিতি, তাঁদের হাবভাব এবং যে-সব আসন তাঁরা নিকট অতীতে দখল করে ছিলেন, এগুলো সূক্ষ্ম কোনো ইঙ্গিত নয়, বরং স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের বেশি কিছু হতে যাচ্ছে এই ট্রায়াল, এবং সেটা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যও প্রমাণিত হবে।

তারপর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, যে রেখাটা প্রসিকিউটর আর বন্দিদের আলাদা করে রেখেছে, *আমরা এবং তাঁরা,* ওটা আসলে কোনো জাতিগত ভেদরেখা নয়, বরং আদর্শগত সীমান্ত।

এই ব্যাপারটা আমাকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিল যে আদালতে আমাদের প্রথম দিনেই ফন নিউরাথকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, যিনি আমার পাশেই বসেছিলেন, আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ধারাটা ঠিক কেমন হবে? আমাদের অতীত কার্যকলাপ জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে, রাজনৈতিক দলের স্বার্থে নয়–এটাকে কি আইনগতভাবে প্রাসঙ্গিক বলে গ্রহণ করা হবে?

ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হলেও চলত আমার। যেরকম তীব্র ঝড়োগতিতে প্রসিডিংস শুরু হলো, আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর নিজের মূল আর্গুমেন্টের ধারা ধরে রাখতে পারলেন না–অভিযোগ নামের তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝার সামনে ঝরা পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের।

আমার মনে আছে পরবর্তী দিনগুলোয় তুমুল সেই আলোড়নের মধ্যে ছোট্ট একটা ঘটনা আমাদেরকে শুধু রোমাঞ্চিতই করেনি, শান্ত হতেও সাহায্য করেছিল, বাতাসে ওড়া অস্তিত্ব হিসেবে আমরা তখন এক-টুকরো খড় দেখতে পেলেও যেন

www.pathagar.com

আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করি।

ঘটনাটা হলো: হঠাৎ একদিন ডক্টর ফ্রিক [হিটলারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] পাবলিক গ্যালারির দর্শক সারিতে তাঁর স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখলেন। অলঙ্কৃত খুদে ছাতা নেড়ে স্বামীর উদ্দেশে একটু ইশারা করেন ভদ্রমহিলা, সেটা এত সূক্ষ্ম যে কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তিনি শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর স্বামী, সতর্ক না থাকায়, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, জানেন না আনন্দে ভাসবেন, নাকি উত্তেজনায় কাঁপবেন।

বন্দির চেহারায় ফুটে ওঠা এই আবেগ নিশ্চয়ই কেউ লক্ষ করে থাকবে, তার সন্দেহ হলো এখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেলল সে।

সেই থেকে বন্দির যে- কোনো আত্মীয়র শুনানিতে উপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করা হলো। একা শুধু জডলের দৃঢ়চেতা স্ত্রী শুনানিতে উপস্থিত থাকার অনুমতি আদায় করতে পেরেছিলেন, তাও স্বামীর কাউন্সলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।

প্রথমদিনের কথায় ফিরে আসি।

বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে কোর্টরুমে বেশ হই-হট্টগোল দেখা দেয়। একসময় কর্নেল মে, কোর্টের মার্শাল, উপস্থিত সবাইকে যার যার আসনে বসতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শোরগোল থেমে গেল, আপাতত শৃংখলা ফিরে এল কোর্টরুমে। প্রসিকিউটরদের চারটে গ্রুপ, তাঁদের মহিলা সেক্রেটারি সহ, কালো আর লাল আলখেল্লা পরা ডিফেন্স লইয়ার, গাঢ় রঙের বেশভূষায় সজ্জিত ভিজিটর–নীরব কামরার ভেতর প্রতিটি দলকে পরিষ্কার আলাদা করা যাচ্ছে।

খুব জোরে 'অ্যাটেনশন!' বলে একটা চিৎকার হলো। সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গার্ডরা অ্যাটেনশন- টান টান–হয়ে দাঁড়াল। কি ব্যাপার?

না, ট্রাইবুনাল সদস্যরা কোর্টরুমে ঢুকছেন। ডিউটিরত কর্মকর্তারা স্যালুট করলেন। আমরা, বন্দিরা, ভদ্রলোকদের মুখের দিকে সরু চোখে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি–কারণ জানি, ওঁদের হাতেই নির্ভর করছে আমাদের নিয়তি।

সংখ্যায় ওঁরা আটজন–চারজন বিচারক, প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে অ্যাসেসর [বিকল্প বিচারক]। ট্রাইবুনালের কোনো সদস্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলেও ট্রায়ালের কাজ যাতে চালিয়ে নেওয়া যায়, সে-কথা ভেবেই অতিরিক্ত চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে ঢুকলেন ফরাসিরা, পরনে সোনালি রঙের রোব, দেখতে অনেকটা আলখেল্লার মতো। ওঁদের পিছু নিয়ে এলেন আমেরিকান আর ব্রিটিশরা, ওঁরা পরেছেন গাঢ় রঙের সাদামাঠা গাউন। আর সবার পিছু নিয়ে রাশিয়ানরা এলেন পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম পরে।

www.pathagar.com

*

প্রথমদিন দীর্ঘ অভিযোগপত্র পড়া নিয়ে সামান্য নাটকীয়তার অবতারণা হয়েছিল। পরদিন সকালে বিবাদীদের আবেদন জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়–**গিল্টি** অর **নট গিল্টি**। অনেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে ভাষণ শুরু করে দেন, তবে সে সুযোগ না দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দেন লরেন্স, আদালতের কার্যাবলীতে নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শনে মুহূর্তমাত্র দেরি করেননি তিনি।

বয়ঃবৃদ্ধ অস্ত্র-ব্যবসায়ী ধনকুবের গুস্তাভ ক্রুপের বিরুদ্ধে কেসটা এক হপ্তা আগেই ডিসমিস ঘোষণা করা হয়েছিল, অবশিষ্ট বাকি সব অভিযুক্ত নট গিল্টি বলে আবেদন জানালেন। রুডলফ হ্যাসের গলায় জার্মান ভাষায় ছোট্ট একটা গর্জন 'না!' শুনে কোর্টরুমের অনেকেই হেসে ওঠেন। পরমুহূর্তেই পরিবেশটা আবার গুরু-গম্ভীর হয়ে উঠল–চোখে চশমা, গলায় বো-টাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিফ প্রসিকিউটর রবার্ট জ্যাকসন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন দেখে।

রবার্ট জ্যাকসন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই বিচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন, বর্ণনা দিলেন আদালতকে কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে, এবং সবশেষে আশা প্রকাশ করে বললেন জার্মানির ক্ষত সারাতে সাহায্য করবে ন্যায়বিচারের এই আয়োজন।

শর্টহ্যান্ড থেকে নেওয়া ট্রায়াল প্রতিলিপি–২১ নভেম্বর, ১৯৪৫: বিচার শুরু উপলক্ষ্যে রবার্ট জ্যাকসনের উদ্বোধনী ভাষণ

মান্যবরদের প্রতি নিবেদন :

দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার শুরু করার বিরল সম্মান বিরাট এক গুরুদায়িত্বও এনে দিয়েছে। নিন্দা জানানোর এবং সাজা দেওয়ার জন্য যে-সব অন্যায়-অপরাধ সম্পর্কে আমরা তল্লাশি চালাচ্ছি সে-সব এতটাই পরিকল্পিত, এতটাই ক্ষতিকর এবং এতটাই ধ্বংসাত্মক যে সেগুলোর প্রতি কোনো রকম অবহেলা সভ্যতা মেনে নেবে না, কারণ ওই একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার অস্তিত্ব বিপণ্ন হয়ে পড়বে।

চারটে মহান জাতি, একদিকে বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত, আরেকদিকে হতাহতের ব্যাপকতায় স্তব্ধ, অথচ তারপরও প্রতিশোধের হাতকে সামলে রেখে বন্দি শত্রুদের বিচারের জন্য স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছে আইনের হাতে; ক্ষমতা যুক্তির কথা শোনে, এরকম যত দৃষ্টান্ত আছে তার মধ্যে এটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই ট্রাইবুনাল নতুন একটা ব্যাপার, এবং পরীক্ষামূলকও বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটা অবাস্তব বিবেচনা বোধ থেকে তৈরি, কিংবা আইনগত বিধি-বিধান

www.pathagar.com

এবং ধ্যান-ধারণাকে ধ্বংস করার জন্য গঠন করা হয়েছে।

এই তদন্ত কর্মসূচি সারা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী চার জাতির বাস্তব প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করছে, সঙ্গে আছে আরও সতেরটা জাতির সমর্থন ও সহযোগিতা, এবং এর উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক আইন কাজে লাগিয়ে আমাদের সময়কার বৃহত্তম অশুভ হুমকিকে সামাল দেওয়া, আর সেটা হলো–আগ্রাসী যুদ্ধ।

মানবজাতির কমনসেন্স দাবি করে আইন শুধু নিম্নশ্রেণীর মানুষের ছোটখাট অপরাধ বিচার করেই ক্ষান্ত হবে না। আইনকে অবশ্যই সেই সব মানুষেরও নাগাল পেতে হবে যারা বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, এবং সেই ক্ষমতাকে তাঁরা অনৈতিক ক্ষতিকর কাজে একযোগে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে, যার বিরূপ প্রভাব থেকে পৃথিবীর একটা বাড়িও রক্ষা পায় না। দৃঢ়প্রত্যয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মান্যবরদের সামনে সেটা উপস্থাপন করতে যাচ্ছে জাতিসংঘ।

কাঠগড়ায় বসে আছেন বিশজনের মতো বন্দি। যাদেরকে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের দ্বারা যেমন ধিকৃত, হামলা করে যাদেরকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের দ্বারাও প্রায় একই মাত্রায় ধিকৃত। আর কারও ক্ষতি করার ক্ষমতা চিরকালের জন্য হারিয়েছেন তাঁরা।

আজ এটা সহজে বোধগম্য হতে চায় না যে যুদ্ধবন্দি এই মানুষগুলোর হাতেই কী সাংঘাতিক ক্ষমতা ছিল, যে ক্ষমতাবলে তাঁরা শয়তানরূপী নাৎসি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, তারপর দুনিয়ার বিরাট একটা অংশকে দাপটের সঙ্গে দমিয়ে রাখেন, আতঙ্কিত করে তোলেন প্রায় গোটা পৃথিবীকে। তবে ব্যক্তি হিসেবে তাঁদের কার পরিণতি কী হলো, দুনিয়ার কাছে সেটার তাৎপর্য খুব সামান্যই।

এই বৃত্তান্তবিচার তাৎপর্যময় এই কারণে যে এখানে উপস্থিত যুদ্ধবন্দিরা যে-সব অশুভ প্রভাবের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের শরীর ধুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়ার পরও বহুকাল এখানে-সেখানে ওত পেতে থাকবে সেগুলো। তাঁদেরকে আমরা জাতিগত বিদ্বেষ, ক্ষমতার নির্দয়তা, সন্ত্রাসবাদ, গোঁয়ার্তুমি আর শক্তিমদমত্ততার জ্যান্ত নমুনা হিসেবে দেখব।

তাঁরা উগ্র জাতীয়তাবাদের নমুনা, সমরবাদের নমুনা, ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধংদেহী মনোভাবের নমুনা; প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ-সবই তো গ্রাস করেছে ইউরোপকে, থেঁতলে দিয়েছে তার পুরুষত্ব, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তার বাড়ি-ঘর, হতদ্ররিদ্র এবং করুণ বানিয়ে ছেড়েছে তার জীবনকে।

নিজেদের তৈরি দর্শনের দ্বারা এমন পরিচিতি পেয়েছেন তাঁরা এবং এমন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, যে-কোনো কোমলতা ছিল তাঁদের কাছে বিজয় এবং তাঁদের নামের সঙ্গে জড়িত সমস্ত জুলুম আর শয়তানি চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা।

সামাজিক অবৈধ বলপ্রয়োগের সঙ্গে আপস করে চলবে, সে সামর্থ্য সভ্যতার

www.pathagar.com

নেই; যে-সব লোকের মধ্যে এখনও ওটা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়ে গেছে আমরা যদি তাঁদের ব্যাপারে দ্বিধায় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তা হলে ওই অশুভশক্তি নতুন করে আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

এই মানুষগুলো কিসের প্রতিনিধিত্ব করেন, ধৈর্য ও আত্মসংযমের সঙ্গে আমরা তা প্রকাশ করব। অবিশ্বাস্য সব ঘটনার অকাট্য সব প্রমাণ দেব আমরা। প্রচণ্ড গর্ব, নিষ্ঠুরতা, লোভ আর ক্ষমতার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে এমন প্রতিটি অপরাধ তাঁদের ক্যাটালগে থাকবে, বাদ পড়বে না একটাও।

জার্মানিতে তাঁরা একটা স্বৈরশাসন–ন্যাশনাল সোশালিস্ট–চালু করেন, যার সঙ্গে শুধু প্রাচীন পূর্বাঞ্চলের তুলনা চলতে পারে। জার্মান জনগণের সেই সমস্ত মর্যাদা আর স্বাধীনতা তাঁরা কেড়ে নিয়েছিলেন যেগুলোকে আমরা প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক, অফেরতযোগ্য অধিকার বলে মনে করি...

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে–তাদের মধ্যে ইহুদি, ক্যাথলিক আর মুক্ত শ্রমিকও ছিল–নাৎসিরা এমন উদ্ধত, নির্দয় এবং অস্তিত্ববিনাশী নির্যাতন শুরু করে, খ্রিস্টপূর্ব যুগের পরে আর কেউ এমনটা চাক্ষুষ করেনি। জার্মান উচ্চাভিলাষকে তুঙ্গে তুলে দিয়ে 'আর্য জাতি'-তে পরিণত হওয়ার ঘোষণা প্রচার করেন তাঁরা, যার অর্থ অন্য সব জাতিকে হতে হবে ক্রীতদাস।

সারা দুনিয়ায় কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য নিজ জনগণকে নিয়ে শুরু করেন সর্বনাশা জুয়া খেলা। সমস্ত সামাজিক শক্তি আর সম্পদকে তাঁরা তথাকথিত অপরাজেয় 'ওঅ মেশিন' তৈরিতে ব্যয় করেন।

নিজেদের প্রতিবেশীদের ওপর চড়াও হন তাঁরা। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 'আর্য জাতি'কে টিকিয়ে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেন, তারপর ওদেরকে জার্মানিতে ধরে আনেন, যেখানে অসহায় ওই সব প্রাণী এখন 'নির্বাসিত ব্যক্তি' হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এক সময় পশুত্ব আর বিশ্বাসঘাতকতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সেগুলো বিপদগ্রস্ত সভ্যতার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। সেই শক্তিগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা জার্মান ওঅর মেশিনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

কিন্তু এই সংগ্রাম ইউরোপকে পরিণত করেছে একটা স্বাধীন, অথচ বিধ্বস্ত ভূখণ্ডে, যেখানে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে আত্মবিশ্বাস হারানো একটা সমাজ। অশুভশক্তির অপতৎপরতার এই হচ্ছে ফল, যে অশুভশক্তি এই মুহূর্তে আসামীদের কাঠগড়ায় বন্দি হয়ে বসে আছে।

এই বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত জাতি এবং ব্যক্তিবর্গকে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে আমার, যেগুলোর ছাপ এই কেসে থেকে যেতে পারে।

আইনের ইতিহাসে এর আগে কখনো একটা মাত্র মামলার আওতায় গোটা

www.pathagar.com

মহাদেশের পরিস্থিতি, অনেকগুলো জাতি এবং অসংখ্য মানুষ ও অগুণতি ঘটনাকে নিয়ে আসা হয়নি। দায়িত্বের বিশালত্ব যাই হোক, গোটা বিশ্ব তাগাদা দিল এখনই অ্যাকশন চাই। এই দাবি পূরণ করা যেতে পারত, তবে সম্ভবত কুশলী দক্ষতার সঙ্গে আপস করে।

আমার দেশে, প্রতিষ্ঠিত আদালতে, পরিচিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা হচ্ছে, ঘন ঘন পাতা উল্টে দেখা হচ্ছে আগের সব নজির, স্থানীয় এবং সীমিত ঘটনার আইনগত পরিণতি নিয়ে কাজ চলছে–সবই ঠিক আছে, কিন্তু মামলা দায়েরের পর এক বছরের মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই বিচার শুরু হয়।

অথচ আজ থেকে ধরে আট মাসও হয়নি এখনও, আপনারা যে আদালত ভবনে বসে আছেন সেটা ছিল জার্মান এসএস সৈন্যদের হাতে খালি একটা দুর্গ। আট মাসেরও কম সময় আগে আমাদের প্রায় সব সাক্ষী এবং ডকুমেন্ট ছিল শত্রুদের হাতে।

আইনকানুন কিছুই সাজানো হয়নি, ঠিক করা হয়নি ক্রিয়াবিধি, কোনো ট্রাইবুনালের অস্তিত্ব ছিল না, এখানে ছিল না ব্যবহারযোগ্য কোনো আদালতভবন, কয়েকশ' টন ডকুমেন্টের কিছুই পরীক্ষা করা হয়নি, এক জায়গায় জড়ো করা হয়নি মামলা দেখাশোনা করার স্টাফকে, উপস্থিত বিবাদীদের প্রায় সবাই তখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন, এবং তাঁদেরকে মামলায় জড়ানোর ব্যাপারে বাদীপক্ষ চার শক্তি তখনও নিজেদের মধ্যে নীতিগত ও আদর্শগত অনেক ব্যাপারে একমত হতে পারেনি।

তারপরও আমি স্বীকার করব না যে মামলা শুরুর আগে প্রয়োজনীয় গবেষণায় কোনো অসম্পূর্ণতা আছে, এবং গোটা কাজটা পেশাদারি দক্ষতার একটা দৃষ্টান্ত হতে পারবে না...

যাই হোক, সম্পূর্ণ সন্তোষজনক একটা মামলা বিবেচনা করতে দিয়ে আপনাদের রায় চাওয়া হচ্ছে, এবং এই কেসের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমরা ইতিহাসবিদদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই অপরাধগুলোর প্রকৃতি এমনই যে অভিযোগকারী এবং বিচারক, দুটোই শুধুমাত্র বিজয়ী জাতির তরফ থেকে আসতে হবে। এই লোকগুলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে হামলা চালানোয় সত্যিকার নিরপেক্ষ বলতে গেলে কাউকেই থাকতে দেয়নি। হয় বিজয়ীরা তাঁদের বিচার করবে, নয়ত পরাজিতদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে তাঁদের নিজেদের বিচার করার দায়িত্ব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় পন্থার ব্যর্থতা দেখা আছে আমাদের।

এই সব বিবাদীদের সাবেক উচ্চ আসন, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে ক্ষমতা তাঁদের আচরণে দেখা যাচ্ছে সেটাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করার জন্য কাজে লাগানোর প্রবণতা, তাঁদের কুকীর্তি, ইত্যাদি পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন করে তুলেছে কোনটা ন্যায়বিচারের দাবি আর কোনটাই বা বিবেচনাবর্জিত

www.pathagar.com

প্রতিশোধ নেওয়ার কাতর আকুতি–যে আকুতি যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসছে।

আমাদের কাজ হলো, মানুষ হিসেবে যতটুকু সাধ্য, এই দুটোর মধ্যে একটা রেখা টানা। যে রেকর্ডের ওপর নির্ভর করে আজ আমরা এই বিবাদীদের বিচার করব, সেই একই রেকর্ডের ওপর নির্ভর করে ইতিহাসও কাল আমাদের বিচার করবে, সংশ্লিষ্ট কেউ যেন আমরা এ-কথা না ভুলি।

এই আসামীদের হাতে বিষপাত্র ধরিয়ে দেওয়ার অর্থ হবে সেটা আমাদের নিজেদের ঠোঁটেও ঠেকানো। কাজটায় আমাদেরকে এতটাই নির্লিপ্ত হতে হবে, এমন আবেগহীন বিচক্ষণতা এবং নৈতিকতার উন্নত মান বজায় রাখতে হবে যাতে মানবজাতি ন্যায়বিচারের যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এই ট্রায়াল সেটা পূরণ করতে পেরেছে বলে সকল মহলে প্রশংসিত হয়...

পীড়িত বিবেক নিয়ে এই মানুষগুলো হয়তো, যাদের একমাত্র ইচ্ছে দুনিয়া তাঁদের কথা ভুলে যাক, এই ট্রায়ালকে ভাল চোখে দেখবেন না। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায্য সুযোগ তাঁরা পাবেন– যে সুযোগ, নিজেরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, নিজ দেশবাসীকে প্রায় দেননি বললেই চলে।

জনগণ এরইমধ্যে তাঁদের আচরণের নিন্দা জানানো সত্ত্বেও, আমরা একমত হয়েছি যে এখানে তাঁরা নিজেদেরকে নিরীহ বলে দাবি করতে পারবেন, এবং অপরাধ প্রমাণ করার বোঝাটা আমরাই গ্রহণ করব...

আমি যখন বলি আমরা অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে রায় চাই না, তখন আন্তর্জাতিক কনভেনশনের শুধুমাত্র ব্যবহারিক কিংবা অপেক্ষাকৃত লঘু নীতি লঙ্ঘনের কথা বলি না। আমরা পরিকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত গুরুতর অন্যায়-আচরণকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, যেগুলো নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, আইনের দৃষ্টিতেও অন্যায়।

এখানে আমরা স্বাভাবিক এবং মানবসুলভ আচরণকে বোঝাচ্ছি না, এমন কি তা বেআইনী হলেও, বিবাদীদের পজিশনে থাকলে যেগুলো আমাদের অনেকেও হয়তো করতে পারত। এমন নয় যে মানুষের স্বাভাবিক চিত্তদৌর্বল্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার অপরাধে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি আমরা। অস্বাভাবিক, নৃশংস আচরণই তাঁদেরকে আজ এই কাঠগড়ায় এনে তুলেছে।

আমরা বলব না শুধু শত্রুপক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনা করে এ-সব লোকদের বিরুদ্ধে রায় দিন আপনারা। অভিযোগপত্রে এমন কোনো কাউন্ট নেই যেটা বই-পুস্তক এবং রেকর্ডের সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না। জার্মানরা সবসময় নিখুঁত রেকর্ড সংরক্ষণকারী, এবং এই বিবাদীরাও নিশ্চয়ই কাগজে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখার পুরানো জার্মান অভ্যাস ধরে রেখেছেন। তাঁদের অহঙ্কারেরও কোনো অভাব ছিল না। অ্যাকশনে থাকা অবস্থায় প্রায়ই তাঁরা নিজেদের ফটো তুলেছেন।

www.pathagar.com

তাঁদের নিজেদের তোলা ফিল্মই আপনাদের আমরা দেখাব। আপনারা তাঁদের কীর্তিকলাপ দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন তাঁদের কণ্ঠস্বরও, আপনাদের জন্য ওসব তাঁরা নিজেরাই সংরক্ষণ করে রেখেছেন...

আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার করছি আমরা, গোটা জার্মান জনগণকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। আমরা জানি সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মানদের ভোট পেয়ে নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় আসেনি...জার্মানদেরও, সারা দুনিয়ার অ-জার্মানদের মতো, এই আসামীদের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে...

যুদ্ধটা স্রেফ শুরু হয়ে যায়নি–একটা প্ল্যান করা হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে বিপুল মেধা আর দক্ষতার সাহায্যে প্রস্তুতি চলেছে। কোনো জনগোষ্ঠীর শক্তিসমূহের এরকম একরোখা প্রয়োগ এবং প্রবল উৎসাহে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দুনিয়া সম্ভবত আগে কখনো দেখেনি, যার পরিণতিতে মাত্র বিশবছর আগে পরাজিত, নিরস্ত্র, বিভক্ত জার্মানি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে গোটা ইউরোপকে দমন করার পরিকল্পনা প্রায় সফল করে ফেলেছিল।

যারা এই যুদ্ধের জন্য দায়ী তাঁদের সম্পর্কে আর যা কিছুই বলা হোক না কেন, এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে এরকম একটা অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার কাজটা সত্যি তাঁদের অসাধারণ একটা অর্জন, এবং আমাদের প্রথম কাজ হবে পরীক্ষা করে দেখা কিসের দ্বারা ও কীভাবে এই বিবাদী আর তাঁদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা প্রস্তুত হয়েছিল, তারপর যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল জার্মানিকে।

আমরা দেখাতে পারব এ-সব বিবাদী কোনো এক সময় একটা প্ল্যান নিয়ে নাৎসি পার্টিতে জড়ো হয়েছিলেন, এবং খুব ভাল করেই তাঁরা জানতেন যে প্ল্যানটা সফল করতে হলে ইউরোপে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিতে হবে।

জার্মান রাষ্ট্রকে নিজেদের দখলে নেওয়া, জার্মান জনগণকে নতজানু করা, সন্ত্রাসের অনুশীলন, ভিন্নমতপোষণকারীকে সমূলে উৎখাত করা, যুদ্ধ বাধানো, পরাজিত লোকজনের ওপর বর্বর নির্যাতন চালানো–এসবই তাঁদের ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় যে ষড়যন্ত্র একটা মাত্র লক্ষ্যে পৌঁছেছে, অধিকতর উচ্চাভিলাষী আরেকটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য...

জাতিসংঘের দায়ের করা এই মামলা তাঁদের বিরুদ্ধেই যাবে, সমস্ত অপরাধের পেছনে যাদের বুদ্ধি আর কর্তৃত্ব ছিল। এই বিবাদীরা ভাল পজিশন আর গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, তাঁরা রক্ত লাগতে দিয়ে নিজেদের হাত নোংরা করেননি। তাঁরা জানতেন সাধারণ মানুষকে কীভাবে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। আমরা তাঁদেরকে ধরতে চাই যারা প্ল্যান করেছেন, ডিজাইন করেছেন, উদ্যোগী হয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাদের অশুভ নকশা ছাড়া এই ভয়াবহ যুদ্ধের ভেতর পৃথিবী এত দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষতবিক্ষত হতে পারত না, প্রতিশোধের আগুনে পুড়তো না, যন্ত্রণায় কাতরাতো না, আইন-শৃংখলাবিহীন অবস্থায় থাকতো না।

www.pathagar.com

তিন

২২ নভেম্বর–১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৫: অভিশংসন

আমেরিকানরা অদক্ষ আর আগোছালভাবে নিজেদের কেস উপস্থাপন করায় রবার্ট জ্যাকসনের উদ্বোধনী ভাষণের প্রভাব দ্রুতই ভোঁতা হয়ে গেল।

দলিল-দস্তাবেজ যেগুলো দাখিল করা হলো, সেগুলো নিজেরাই ভাল করে বোঝেননি বা ঘেঁটে দেখেননি তাঁরা। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ– কমন প্ল্যান–প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ২২ নভেম্বর যুক্তি আর প্রমাণ রাখতে শুরু করলেন, নাৎসিরা কীভাবে ক্ষমতায় এসে যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র পাকাল সেই গল্প দিয়ে।

ছ'জন লইয়ার পালা করে জায়গা বদল করলেন, মামলার অনেক বিভ্রান্তিকর দিক সম্পর্কে একের পর এক বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিষয়টা আরও বরং জটিল করে ফেললেন তাঁরা। সিডনি অলডারম্যান আদালতকে এমন কী এও বলে বসলেন যে একটা ডকুমেন্টে কে স্বাক্ষর করেছেন তা তাঁর জানা নেই, কারণ ওটা জার্মান ভাষায় লেখা বলে তিনি পড়তে পারছেন না।

অনেকগুলো ক্যামেরায় ট্রায়ালের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে, সেগুলোর আলোয় কোর্টরুম এমনিতেই গরম হয়ে উঠেছিল, তাতে উপস্থিত সবার চোখে একটা ঘুম ঘুম ভাব এসে যায়, এবার তার সঙ্গে যোগ হলো চাপা একঘেয়েমি, ফলে জনগণের আগ্রহ কমতে শুরু করল।

তবে সেটা পুনরুদ্ধার হলো ২৬ নভেম্বরে, যুদ্ধ শুরুর আগে সামরিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গ হিসেবে সামনে চলে আসায়। এখানে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য প্রধান একটা প্রমাণপত্র দাখিল করলেন অলডারম্যান–১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত একটা মিটিঙের মেমোর‍্যানডাম বা স্মারকলিপি, যে মিটিঙে হিটলার একটা গ্রুপকে নিজের ভবিষ্যত স্ট্র্যাটেজি ব্যাখ্যা করেছেন।

ওই গ্রুপে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন এখানে, এই আদালতেও উপস্থিত রয়েছেন–এরিক রেইডার, ওই সময়কার নৌ-বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ; কনস্টানটিন ফন নিউরাথ, তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী; এবং গোঙেরিং। ওই নোট যেহেতু কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পর তৈরি করা হয়, তাই পরিবেশিত তথ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তা সত্ত্বেও স্ট্র্যাটেজিস্ট হিটলার সম্পর্কে, এবং জার্মানিকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে সাহায্য করে ওটা।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৫: হসবাখ মেমোর্যান্ডাম

যত দলিল আর প্রমাণাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ডকুমেন্ট হলো হসবাখ মেমোর্যান্ডাম বা স্মারকলিপি। আদালতের সামনে অনেক কিছু প্রকাশ করে দেয় ওটা।

যে মিটিং সম্পর্কে ওই নোট তৈরি করা হয় সেটা অনুষ্ঠিত হয় রাইখ চ্যান্সেলারিতে, ৫ নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে; ১৬১৫ থেকে ২০০০ ঘণ্টার মধ্যে। এই মিটিঙে উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে হিটলার নিজেদের পররাষ্ট্রনীতির সম্ভাবনা এবং বিস্তার সম্পর্কে একটা রূপরেখা ব্যাখ্যা করেন, এবং সবশেষে একটা অনুরোধ রাখেন। মেমোর্যান্ডামে এ-ব্যাপারে হুবহু এরকম লেখা হয়েছে: 'তাঁর মৃত্যু হলে এই বিবৃতিকে তাঁর সর্বশেষ উইল বলে গণ্য করতে হবে'...

মিটিঙের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে নাৎসি শাসনের নীতিমালা অনুসারে ১৯৩৭-এর শেষটা কেমন হবে। গায়ের জোরে অধিকার করে নিতে হবে অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়াকে। তাতে বসবাসের জন্য প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা হবে, এবং পরবর্তী অপারেশন চালাবার জন্য জার্মানির মিলিটারি পজিশন অনেক উন্নত হবে।

'ফুয়েরার বলেছেন, জার্মান নীতির লক্ষ্য হলো জাতির নিরাপত্তা বিধান করা, জাতিকে রক্ষা করা এবং জাতির বিস্তার ঘটানো। এক পর্যায়ে এটা স্থান সম্পর্কিত সমস্যায় পরিণত হবে। পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন মানুষকে নিয়ে জার্মান জাতি, যেটা, ব্যক্তির সংখ্যা এবং ঘনবসতির কারণে, এক এবং অভিন্ন ইউরোপিয়ান সাম্প্রদায়িক কাঠামো তৈরি করেছে, যেমনটি অন্য কোনো জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে এই ব্যাপারটা বসবাসের জন্য অন্য জাতির চেয়ে জায়গার ভাগ বেশি পাওয়ার দাবিকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে...অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান উপস্থিতির নিম্নমুখী হার থামানোর সম্ভাবনা ততটাই কম, যতটা কম সম্ভাবনা বর্তমান অবস্থায় খোদ জার্মানিকে সংরক্ষণ করা।

'জন্মহার বাড়ানোর বদলে বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে [ক্ষেত্রবিশেষে], এবং তার পরিণতিতে কয়েক বছর পর একটা সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে...বসবাসের জায়গা নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানের ওপরই নির্ভর করছে জার্মানির ভবিষ্যত।'

এরপর কিছু অর্থনৈতিক সমাধান ব্যাখ্যা করলেন হিটলার, এবং তারপর ঘোষণা দিলেন, স্মারকলিপির ভাষায়: 'জার্মানির জন্য প্রশ্ন হলো সম্ভাব্য বিরাট বিজয় সবচেয়ে কম খরচে কোথায় হতে পারে...'

'জার্মান সমস্যার সমাধান হতে পারে বল প্রয়োগে, এবং সেটা কখনোই ঝুঁকিবিহীন নয়। সাইলিযের জন্য প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের যুদ্ধ, এবং

www.pathagar.com

অস্ট্রিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিসমার্কের যুদ্ধ ছিল মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার, এবং ১৮৭০ সালে দেখা গেছে প্রুশিয়ান অ্যাকশন অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিয়েছে।

'... ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিই...তা হলে আরও দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে–'কখন' এবং 'কীভাবে'। এ-ব্যাপারে তিনটে আলাদা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের...

'প্রথম প্রসঙ্গ–সময়সীমা ১৯৪৩-৪৫: এই সময়ের পর পরিবর্তন বলতে যা বোঝাবে আমরা শুধু তা খারাপ বলেই ধরে নিতে পারি। কাজেই আর্মি, নেভি আর এয়ার ফোর্সকে নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে, সেই সঙ্গে অফিসার্স' কোর গঠনের কাজ শেষ করে এনে...

'আমাদের যুদ্ধ-সরঞ্জাম এবং অস্ত্রশস্ত্র এখনও আধুনিক, তবে আরও বেশি দেরি করলে ওগুলোর বাতিল হয়ে যাওয়ার বিপদ বাড়বে। প্রকৃতপক্ষে 'বিশেষ অস্ত্র' সম্পর্কে গোপনীয়তা সব সময় রক্ষা করা সম্ভব নয়...

'পুনঃসশস্ত্রীকরণের সঙ্গে মিল রেখে, যেটা ওই সময় অন্য জাতিও করবে, আমরা বস্তুগত কিছু শক্তি হারাব। আমরা যদি ১৯৪৩-৪৫-এর আগে অ্যাকশনে না যাই, তা হলে, রিজার্ভ না থাকায়, যে- কোনো বছর খাদ্যঘাটতি দেখা দিতে পারে, যেটা মোকাবিলা করার মতো প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের হাতে নেই। এটাকে অবশ্যই আমাদের শাসনব্যবস্থার একটা দুর্বল দিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এসব ছাড়া, বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের অ্যাকশনকে গোটা দুনিয়া স্বাগত জানাবে...অন্য দেশগুলো যখন নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে তখনই প্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণে যেতে হবে আমাদের।

'১৯৪৩-৪৫-এ সত্যিকার পরিস্থিতি কী হবে, আজ এখানে বসে কেউ আমরা তা বলতে পারি না। তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আর সেটা হলো, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না।

'একদিকে বিশাল সশস্ত্রবাহিনী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, নাৎসি আন্দোলন এবং সেই আন্দেলনসংশ্লিষ্ট নেতাদের বয়স বৃদ্ধি, আরেকদিকে জীবনমান কমে যাওয়ার আশঙ্কা আর জন্মহার কমিয়ে আনার আশা অ্যাকশনে যাওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা রাখেনি। ফুয়েরার তখনও যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁর অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত হলো, জার্মানদের স্থান সমস্যার সমাধান করতে হবে ১৯৪৩-৪৫-এর মধ্যেই। ১৯৪৩-৪৫-এর আগে অ্যাকশন নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ বিবেচনা করার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

'দ্বিতীয় প্রসঙ্গ: ফ্রান্সের সামাজিক অস্থিরতা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিল, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হয়তো ওদের

www.pathagar.com

আর্মিকে ডাকতে হলো, ফলে ফ্রান্স সরকার যদি তখন জার্মানির বিরুদ্ধে সৈন্য মোতায়েন করতে অসমর্থ হয়, তা হলে মনে করতে হবে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের অ্যাকশন নেওয়ার সময় হয়েছে।

'তৃতীয় প্রসঙ্গঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে একইভাবে অ্যাকশন নেওয়া সম্ভব, ফ্রান্স যদি অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ায় জার্মানির বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা হারায়।

'জার্মানির সামরিক রাজনৈতিক অবস্থান উন্নত করতে হলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে, চেকোশ্লোভাকিয়া আর অস্ট্রিয়াকে একইসঙ্গে অধিকার করে নেওয়া–এটা বিশেষভাবে দরকার এই জন্য যে আমরা যদি পশ্চিমদিকে অগ্রসর হই, পাশে তখন যেন কোনো হুমকি না থাকে...

'ব্যক্তিগতভাবে ফুয়েরার বিশ্বাস করেন, খুব সম্ভব ইংল্যান্ড, এবং হয়তো ফ্রান্সও, চেকোশ্লোভাকিয়াকে চুপিচুপি খরচের খাতায় এরইমধ্যে লিখে রেখেছে, এবং মনে মনে তারা এই ধারণার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে যে এই প্রশ্নটা একদিন জার্মানি পরিষ্কার করবে...

'যদিও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজের জনসংখ্যা কম নয়, তা সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়া আর অস্ট্রিয়া অধিকার করায় ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন মানুষের খাদ্য সংস্থান হবে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ২ মিলিয়ন আর অস্ট্রিয়া থেকে ১ মিলিয়ন নাগরিককে দেশত্যাগে বাধ্য করার মাধ্যমে। এই দুটো দেশকে সামরিক এবং রাজনৈতিক অর্থে জার্মানির সঙ্গে এক করে নিলে সেটা হবে বেশ বড় একটা স্বস্তি...'

'দ্বিতীয় প্রসঙ্গকে কাছাকাছি ঝুলতে দেখছেন ফুয়েরার, ভূমধ্যসাগর-সংলগ্ন এলাকায় যে উত্তেজনা বিরাজ করছে তা থেকেও কিছু একটা শুরু হয়ে যেতে পারে। আর সেরকম যদি কিছু ঘটে, সেটার সদ্ব্যবহার করতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি–খুব তাড়াতাড়ি, এমন কি ১৯৩৮ সালেও হতে পারে তা।'

*

সত্যি সত্যি, মাত্র চারমাস পর ১৯৩৮-এর মার্চে, অস্ট্রিয়া অধিকার করে নিল হিটলারের জার্মানি। তারপর অক্টোবরে সুডেইটেনল্যান্ড অধিকার করল নাৎসিবাহিনী, ওটা চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত এলাকা, ওখানকার লোকজন জার্মান ভাষায় কথা বলে।

হিটলার যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আরও বড় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ভয়ে ইউরোপের নেতৃস্থানীয় শক্তি, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, এই আক্রমণের সামনে নিরীহ দর্শক হয়ে থাকল, মিউনিক আলোচনায় বসে জার্মানির হাতে সুডেইটেনল্যান্ড তুলে দিতেও আপত্তি করল না। তারপর জার্মানি যখন ১৯৩৯-এর মার্চে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করল তখনও তারা কোনো অ্যাকশন নিল না।

www.pathagar.com

*

আদালতে যে নাটকীয় এবং রোমহর্ষক কাহিনির জট ধীরে ধীরে খুলছে সে-সব গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিলেন অনেক লেখক এবং সাংবাদিক। তাঁদের মধ্যে নামকরা ব্রিটিশ লেখিকা রেবেকা ওয়েস্টও ছিলেন। রেবেকা বিশেষভাবে দুটো বিষয় খেয়াল করেন, যেগুলো নিয়ে চারদিক থেকে প্রচুর মন্তব্য করা হচ্ছিল।

একটা হলো: বিবাদীদের বিস্ময়কর মাঝারি মান, যাদের ভাবমূর্তি তৈরি করা হয়েছিল প্রচারণার মাধ্যমে, আসলে তাঁরা ছিলেন অযোগ্য অদক্ষ, নেহাতই কর্তার পা-চাটা গোছের মানুষ, যাদেরকে নিজের চারপাশে দেখতে খুব পছন্দ করতেন হিটলার।

আরেকটা হলো: আদালক কক্ষের কর্মপ্রবাহে প্রচণ্ড একঘেয়েমি।

রেবেকা ওয়েস্ট: প্রসঙ্গ বিবাদীরা

বিবাদীরা শেষ পরিণতি এড়িয়ে যাওয়ার যে চেষ্টাটা করছেন সেটা ভারি উদ্ভট লাগে আমার, কারণ এখানে তাঁরা নিজেদের চেহারা দেখিয়েই স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই দুনিয়ার কিছুই আর তাঁদের জন্য ভাল হওয়ার নয়।

এই নাৎসি নেতারা, যে- কোনো আইন ভাঙার কাজে আত্মনিবেদিত, তাঁরা এমন কি এই শেষ আইনটাও ভেঙেছেন যে আদালতের কোনো রায় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রকাশ করা যাবে না। কী তাঁরা বিশ্বাস করেন তা তাঁদের চোখে-মুখেই লেখা আছে।

তাঁদের সবার জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন রাশিয়ানরা, এবং পরিষ্কার বোঝা যায় বিবাদীরা মনে করেন এই দাবি অনুমোদন করা হবে। সবকিছু হারাতে যাচ্ছেন, এই বিশ্বাস ভুলিয়ে দিয়েছে তাঁদের দখলে কি না ছিল। তাঁদের ক্ষমতা আর গৌরবের এতটুকু ছিটেফোঁটা পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই এখন আর; একজনকেও দেখে মনে হয় না তাঁরা কেউ বৈধ কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। গোয়েরিং এখনও রাজকীয় হাবভাব দেখান, তবে সে-সব এতটাই অরুচিকর যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে কখনো ছিলেন তিনি...

এই লোকগুলো এমন সব শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, যেগুলো সম্ভবত জীবদ্দশায় আর পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে মনে হয়, যেমন তাঁদের ত্বকের রঙ আর জমিন, এবং মুখের ছাঁচ। তাঁদের বেশিরভাগকেই এখন আর–শুধু হেইলমার শাখ্‌ট বাদে, যার চুল সাদা; এবং স্পিয়ার, যার গায়ের রঙ বানরের মতো কালো–না ফরসা বলা যাবে, না কালো বলা যাবে; তাঁদের মধ্যে রোগাটে কেউ নেই যার চামড়া ঝুলে পড়েনি, আর মোটাতাজাও কেউ নেই যাকে গ্যাস দিয়ে ফোলানো হয়েছে বলে মনে হবে না।

www.pathagar.com

তাঁদের ব্যক্তিত্বে এমন অবিশ্বাস্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে যে মনে রাখা কঠিন কে কোন জন, এমন কি দিনের পর দিন ওখানে বসে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বিভ্রান্তি কাটে না। কাউকে যদি আলাদাভাবে চেনা যায়ও, তার উদ্ভট কোনো কারণ আছে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়।

হ্যাসকে সহজেই চোখে পড়ে, কারণ তাঁর পাগলামিটা পরিষ্কার। তাঁর ওই পাগলামি এতটাই স্পষ্ট, তাঁকে মামলায় জড়ানোটা লজ্জাজনক বলে মনে হয়। তাঁর ত্বক ছাই রঙ পেয়েছে। এমন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির থাকেন তিনি, স্বাভাবিক কোনো মানুষ দু'চার মিনিটের বেশি ওভাবে থাকতে পারবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরকম স্থির হয়ে থাকবেন, মুখের পেশিগুলো বিরতি না দিয়ে মোচড় খাবে সারাক্ষণ। পাগলাগারদের শ্রেণীহীন বাসিন্দাদের একজন বলে মনে হয় তাঁকে, বোঝাই যায় যে বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্ব তাঁর অতীতের সমস্ত স্ক্রু ছিঁড়ে ফেলেছে।

শাখ্‌টকেও সহজে চেনা যায়, কারণ তাঁর মধ্যে পাগলামির ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত নেই। এরকম একটা অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে নিজের সাধারণ মান নিয়ে থাকেন তিনি। সিটে বসেন শরীরটাকে মুচড়ে, ফলে তাঁর লম্বা শরীর, তক্তার মতো আড়ষ্ট, কাঠগড়ার শেষপ্রান্তের সঙ্গে হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকে, যেটা তাঁর সামনে থাকার কথা। এভাবে ডানদিকে নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে বসেন, আর সব বিবাদীদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন একসারিতে লম্বা হয়ে বসা মাননীয় বিচারপতিদের দিকে। তিনি সব সময় নিজেকে হিটলারের পোষা পালের বাইরে এবং উৎকৃষ্ট বলে দাবি করেন।

শাখ্‌টের ভাষায়, তিনি একজন নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কার, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এবং পৃথিবীর কোনো আদালতের অধিকার নেই তাঁর বিচার করে। প্রচণ্ড রাগে পাথর হয়ে যান, কারণ এই আদালত ভান করছেন তাঁদের সে অধিকার আছে। দম ফুরাবার পর ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে, এরকম লাশ মনে হয় তাঁকে আমার।

আরও দু'একজনকে আলাদা করা যায়।

স্ট্রিশার করুণার পাত্র, কারণ এটা নাকি পরিষ্কারই বোঝা যায় যে তিনি কোনো পাপ করেননি, করলে করেছে সমাজ। নোংরা একজন মানুষ–তাদের মতো, যারা পার্কে সমস্যা সৃষ্টি করে। সুস্থ-স্বাভাবিক জার্মানি অনেক আগেই তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাত।

ব্যালডার ফন শিরাখ, [হিটলারের] ইয়ুথ লিডার, যাকে প্রায় সময়ই চমকে উঠতে দেখা যায়। এর কারণ তিনি এমন এক জাতের মেয়েমানুষের মতো, যে-সব পুরুষ মেয়েদের মতো দেখতে তাদের মধ্যে এরকম সাধারণত চোখে পড়ে না। যেন পরিপাটি হয়ে ভীরু ও লজ্জাটে একজন গর্ভনেস বসে আছেন ওখানে, সুশ্রী নন, কিন্তু একটা চুলও স্থানচ্যুত নয়, এবং সব সময় বিশ্বাস রাখা যায় ভিজিটর

www.pathagar.com

এলে তিনি নাক গলাবেন না।

এবং গোয়েরিং সম্পর্কে মানুষ অনেকদিন হলো অবাক করা সব খবর পড়লেও, মানুষকে বিস্মিত করার ক্ষমতা এখনও তাঁর শেষ হয়ে যায়নি। খুবই নরম প্রকৃতি তাঁর। মাঝে-মধ্যে তিনি জার্মান এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম পরেন, আবার কখনো হয়তো পরেন হালকা একটা বিচ সুট—তখন তাঁকে দেখে অতি-উৎসাহী ভাঁড় বলে মনে হয়—এবং দুটোই আকারে বড়, গা থেকে ঝুলতে থাকে, যেন গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন।

তাঁর মাথায় খয়েরি রঙের ঘন চুল। ত্বক কর্কশ ও উজ্জ্বল, যেন একজন অভিনেতা যুগ যুগ ধরে গ্রিজপেইন্ট ব্যবহার করছেন। মুখের চামড়ায় গভীর রেখা, ওটা যেন একজন মাদকাসক্তের অবয়ব। সব মিলিয়ে, যেন একটা ভেনট্রিলকোয়িস্ট ডামির মাথা। তাঁকে দেখে সীমাহীন দুর্নীতিবাজ মনে হয়, যেন বোকা বোকা সরল মানুষের অভিনয় করছেন।

অন্যান্য বিবাদীদের আইনজীবিরা নির্দেশ পাওয়ার জন্য যখন দরজার কাছে আসেন, প্রায়ই নাক গলান গোয়েরিং, জিদ ধরেন নিজে ওঁদেরকে নির্দেশনা দেবেন, বিবাদীরা অসন্তুষ্ট হলেও সেটা তিনি গ্রাহ্য করেন না।

এই উকিলদের মধ্যে এক ভদ্রলোকের চেহারায় ইহুদিসুলভ কিছু ভাব আছে। কাঠগড়ার সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ ওটার মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল না। আনাড়ি, বিব্রত ভঙ্গিতে গাউন ঝাপটাচ্ছেন তিনি, কারণ হাসি হাসি কাঠের মুখোশ হয়ে গোয়েরিঙের মুখ তাঁর আর তাঁর মক্কেলের মাঝখানে চলে এসেছে—যেন একজোড়া ডামির ঝগড়া মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছে একজন ভেনট্রিলকোয়িস্ট।

গোয়েরিঙের চেহারায় জোরালো, কিন্তু ঝাপসা ও রহস্যময় যৌনতার ইঙ্গিত আছে। এটা তো ইতিহাসেরই অংশ যে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ে নাৎসি পার্টিকে গড়ে তুলতে সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা রেখেছে। তবে তাঁকে দেখে মনে হবে কোনো নারীর বিরুদ্ধে কখনো তিনি হাত তুলবেন না, সদয় কোমলতা ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভট কারণ না থাকলে।

দেখে মনে হয় না ছাপমারা সমকামীদের একজন, অথচ তারপরও তিনি মেয়েলি। মাঝে-মধ্যে, যখন মেজাজ ভাল থাকে, একটা ব্রুথেলের ম্যাডামের কথা স্মরণ করেন গোয়েরিং। তাঁর জাতের মানুষদের সকালের শেষদিকে দেখা যায় মার্সেইয়ের গভীর রাস্তা বরাবর যে-সব দোরগোড়া আছে, সেখানে; মুখে তখনও সাঁটা থাকে পেশাদারি উষ্ণ আন্তরিকতার মুখোশ, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে অলস ও ঢিলেঢালা একটা ভাব চলে আসে, তাদের ছড়ানো স্কার্টে গা ঘষতে থাকে মোটাতাজা পোষা বিড়ালগুলো...

সমস্ত বিবাদীর মধ্যে গোয়েরিং শুধু একাই, যদি সুযোগ পান, প্যালেস অভ

www.pathagar.com

জাস্টিস থেকে হেঁটে বেরিয়ে গিয়ে আবার জার্মানির হাল ধরবেন, তারপর ব্যক্তিগত ফ্যানটাসি চরিতার্থ করার জন্য সেটাকে একটা মঞ্চে রূপান্তর করবেন, যা করতে গিয়ে এই কাঠগড়ায় তাঁকে আসতে হয়েছে...

*

মামলার গতি মন্থর হতে হতে যখন থেমে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে, এই সময় নাৎসি পরিকল্পনার পরিণতি সম্পর্কে নিরেট-নিশ্ছিদ্র এভিডেন্স হিসেবে একটা ফিল্ম দাখিল করা হলো আদালতে, একটা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে তোলা। এই ঘটনায় আসামীদের প্রতিক্রিয়া মনিটর করলেন কারাগার সাইকিয়াট্রিস্ট ডগলাস কেলি, এবং মার্কিন সাইকোলজিস্ট গুস্তাভ গিলবার্ট। এখানে গিলবার্টের ডায়েরি থেকে খানিকটা তুলে দেওয়া হলো।

গুস্তাভ গিলবার্ট: মৃত্যুপুরীর চলচ্চিত্র দেখলেন আসামীরা

বিকেলের অধিবেশন: বিজয়ের বেশে হিটলারের ভিয়েনা প্রবেশ প্রসঙ্গে গোয়েরিং আর রেবেনট্রপ টেলিফোনে যে আলাপ করেছিলেন তার রেকর্ড করা অংশ আদালতকে পড়ে শোনানো হচ্ছে।

গোয়েরিং, রেবেনট্রপ জয়োকিম আর হ্যাস গলা ছেড়ে হাসাহাসি শুরু করলেন, গোটা ব্যাপারটাকে ভারি মজার কৌতুক বলে বর্ণনা করছেন তাঁরা।

তারপর হঠাৎ করে কাঠগড়ার হাসিখুশি পরিবেশ নিঃশেষে উধাও হলো, কারণ কমান্ডার দনাভান একটা নাৎসি কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানোর কথা ঘোষণা করছেন, যেটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খুঁজে পেয়েছে আমেরিকান সৈন্যরা।

[ছবিটা চলার সময় বন্দিদের কার কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য ডগলাস কেলি আর আমি আসামীদের বসার জায়গার দু'পাশে দাঁড়াই। দু'এক মিনিটের বিরতিসহ ছবিটা চলার সময় যা দেখেছি তাই লিখে রেখেছি এখানে।]

ছবিটা দেখতে অস্বীকার করলেন শিরাখ; মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, হাত দুটো ভাঁজ করলেন বুকের ওপর, তাকিয়ে আছেন গ্যালারির দিকে...[ছবি শুরু হলো]

...ছবি শুরু হতেই মাথা ঝাঁকিয়ে ওটার নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করলেন ফ্র্যাঙ্ক...

ফ্রেৎশেকে [ছবিটার কোনো অংশ আগে তিনি দেখেননি] এরইমধ্যে ম্লান দেখাচ্ছে। একটা গোলাঘরের ভেতর দাউ দাউ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে বন্দিদেরকে জ্যান্ত পোড়ানো হচ্ছে দেখে আতঙ্কে অসাড় হয়ে বসে রয়েছেন...

ভ্রূ মুছলেন কেইটেল, খুলে ফেললেন হেডফোন...

পরদার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন হ্যাস, মড়াখেকোর মতো

www.pathagar.com

দেখাচ্ছে তাঁকে... ·

আবার হেডফোন পরলেন কেইটেল, চোখের কোণ দিয়ে পরদার দিকে তাকিয়ে আছেন...

মাথা নিচু করে বসে আছেন ফন নিউরাথ, কিছুই তিনি দেখতে চান না...

হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন ফাঙ্ক, দেখে মনে হলো মানসিক নির্যাতনে কাতর হয়ে পড়েছেন, মাথা নাড়ছেন এদিক-ওদিক...

চোখ বন্ধ করলেন রেবেনট্রপ, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালেন...

সসকেল ভ্রূ মুছলেন...

বড় করে ঢোক গিললেন ফ্র্যাঙ্ক, চোখ মিটমিট করলেন, চোখের পানি আটকাবার চেষ্টা করছেন...

ভ্রূ কুঁচকে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্ট্রিশার [Streicher], অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই তাঁর, সিটের পেছনে কুঁকড়ে বসে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে অসুস্থ করে তুলেছে...

গোয়েরিং সেই থেকে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন, বেশিরভাগ সময় পরদার দিকে তাকাচ্ছেন না, নিস্তেজ আর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে তাঁকে...

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন ফ্র্যাঙ্ক...

এখনও পরদার দিকে চোখ, দৃষ্টিজনিত ত্রুটির কারণে মাঝে-মধ্যে ট্যারাভাবে তাকাচ্ছেন স্ট্রিশার, এটা বাদ দিলে একদম নড়াচড়া করছেন না...

ফাঙ্ক এখন কাঁদছেন, সশব্দে নাক ঝাড়ছেন, চোখ মুছছেন, চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছেন...

'ভয়াবহ' মৃত্যুর ছবি দেখে মাথা নাড়ছেন ফ্রিক...

'হরিবল!' বিড়বিড় করলেন ফ্র্যাঙ্ক...

অস্বস্তিতে ছটফট করছেন রোজেনবার্গ, চোরাচোখে পরদার দিকে তাকাচ্ছেন, মুখ নিচু করছেন, মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছেন বাকি সবার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে...

সেইস-ইনকোয়ার্ট যেন ভাবলেশহীন মূর্তি...

অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে স্পিয়ারকে, অনেক কষ্টে বড় একটা ঢোক গিললেন...

ডিফেন্স অ্যাটর্নি বিড়বিড় করে বললেন, 'ফর গড'স সেইক– টেরিবল!'

ছবিটা দেখার সময় একচুল নড়ছেন না রেইডার...

কপালে, ভ্রূর ওপর, হাত রেখে চোখ নামিয়ে রেখেছেন ফন প্যাপেন, পরদার দিকে তাকাননি এখনও...

হ্যাসকে আগের মতোই হতবিহ্বল দেখাচ্ছে...

ছবিতে এখন স্লেভ লেবার ক্যাম্পে লাশের স্তূপ দেখানো হচ্ছে...

সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন শিরাখ, হাঁপিয়ে উঠলেন, ফিসফিস করলেন সসকেলের উদ্দেশে...

www.pathagar.com

ফাঙ্ক এখন কাঁদছেন...

বিষণ্ন দেখাচ্ছে গোয়েরিংকে, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আছেন...

মাথা হেঁট করে আছেন ডোয়েনিটজ, এখন আর ছবিটা দেখছেন না...

বাখেনওয়াল্ড ক্রিমাটোরিয়াম অভন-এর ছবি দেখে শিউরে উঠলেন সসকেল...

যখন মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি ল্যাম্পশেইড দেখানো হচ্ছে, স্ট্রিশার বললেন, 'এ আমি বিশ্বাস করি না'...

বিষম খেয়ে খকখক করে কাশছেন গোয়েরিং...

অ্যাটর্নি হাঁপাচ্ছেন...

ড্যাচাও এখন...

এখনও ছবির দিকে তাকাচ্ছেন না শাখ্‌ট...

মাথা ঝাঁকিয়ে, তিক্ত কণ্ঠে ফ্র্যাঙ্ক বললেন, 'কী ভয়ঙ্কর!'...

এখনও ছটফট করছেন রোজেনবার্গ, নিজেকে নিয়ে কী করবেন জানা নেই, সামনের দিকে ঝুঁকলেন একবার, এদিক-ওদিক তাকালেন, সত্যি সত্যি মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির লাগছে তাঁকে, হেলান দিলেন সিটে, মাথা নত করলেন...

হাত দিয়ে মাথা ঢাকলেন ডোয়েনিজ...

কেইটেল এখন মাথাটাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন...

ব্রিটিশ অফিসার মুখ খুলতেই পরদার দিকে মুখ তুললেন রেবেনট্রপ, অফিসার বলছেন: এরইমধ্যে তিনি ১৭,০০০ লাশ মাটিচাপা দিয়েছেন...

দাঁত দিয়ে নখ কামড়াচ্ছেন ফ্র্যাঙ্ক...

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছেন ফ্রিক, কারণ ছবিতে এক মহিলা ডাক্তার বর্ণনা করছেন, বেলসেনে তিনি নারী বন্দিদের শুধু চিকিৎসাই করেননি, তাদের ওপর নানারকম এক্সপেরিমেন্টও চালিয়েছেন...

পরদায় যেইমাত্র বার্জেন-বেলসেন ক্যাম্পের কমান্ড্যান্ট ক্র্যামার [Kramer]-কে দেখা গেল, অমনি বিষম খাওয়া গলায় ফাঙ্ক বলে উঠলেন, 'নোংরা শুয়োর!'...

ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে চেপে রেখেছেন রেবেনট্রপ, চোখ মিটমিট করছেন, পরদার দিকে তাকাচ্ছেন না...

ফাঙ্ক বেসুরো গলায় কাঁদছেন, এক করা হাত দুটো মুখে চেপে ধরা, পরদায় দেখতে পাচ্ছেন এক নগ্ন নারীর লাশ গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে...

ট্র্যাক্টরের সাহায্যে লাশ সরানো হবে, এ-কথা শুনে মুখ তুলে পরদার দিকে তাকালেন কেইটেল আর রেবেনট্রপ, কাজটা করতে দেখলেন তাঁরা, তারপর মাথা নত করলেন...ছবি শেষ হয়ে গেল।

ছবি দেখানোর পর হ্যাস মন্তব্য করলেন, 'এ আমি বিশ্বাস করি না।' ফিসফিস করে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন গোয়েরিং, তাঁর নিজের দাম্ভিক ভাব উধাও হয়েছে।

স্ট্রিশার বিড়বিড় করে এরকম কিছু একটা বললেন: 'সম্ভবত শেষ দিনগুলোয়।'

www.pathagar.com

ফ্রেৎশে তিরস্কারের সুরে, ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'লাখ লাখ? শেষ দিনগুলোয়?–না।'

বিষণ্ন নীরবতার মধ্যে লাইন ধরে আদালত কক্ষ থেকে বন্দিরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় এরকম দু'একটা মন্তব্য ছাড়া আর কিছু শোনা যায়নি।

*

পরবর্তী সাক্ষী জার্মান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তা এরউইন লাহাউসেন। সংস্থার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল উইলহেম ক্যানারিসের অধীনে দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। প্রসঙ্গ পোল্যান্ড।

এখানে লাহাউসেন ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারের ট্রেনে যে কনফারেন্স হয়েছিল সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, ওয়ারশ-এর পতনের ঠিক আগে। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ফন রেবেনট্রপ, অ্যালফ্রেড জডল [Jodl] এবং হাই কমান্ড প্রধান উইলহেম কেইটেল–এখানে সবাই তাঁরা তালিকাভুক্ত আসামী।

লাহাউসেনকে জেরা করেন কর্নেল জন অ্যামেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩০ নভেম্বর ১৯৪৫: পোল্যান্ডে পাইকারী হত্যার পদক্ষেপ

এরউইন লাহাউসেন: প্রথমত, রেবেনট্রপের সঙ্গে ক্যানারিসের একটা সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়েছিল, সেখানে রেবেনট্রপ পোল্যান্ড এবং ইউক্রেন প্রশ্নে সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। হাইকমান্ড প্রধান, ওকেডব্লিউ, ইউক্রেন প্রশ্নটাকে পরে আবার প্রাইভেট ক্যারিজে আলাপের সময় তোলেন। ফাইলে রেকর্ড করা ছিল এসব, ক্যানারিসের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে আমি তৈরি করি সব। ওকেডব্লিউ প্রধানের ক্যারিজে তখনও রয়েছি আমরা সবাই, ওয়ারশতে বোমাবর্ষণের প্রস্তাব সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ক্যানারিস– খবরটা তাঁর জানা ছিল।

তীব্র বিরোধিতা করে ক্যানারিস তাঁর যুক্তিতে বললেন, এ-ধরনের বোমাবর্ষণ বিদেশী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে। জবাবে ওকেডব্লিউ প্রধান কেইটেল বললেন, এসব পদক্ষেপে সরাসরি ফুয়েরার এবং গোয়েরিঙের সম্মতি ছিল, এবং এসব নির্দেশনায় তাঁর, কেইটেলের, কোনো প্রভাব ছিল না।

এখানে আমি কেইটেলের নিজের ভাষা উদ্ধৃতি করছি, স্বভাবতই আমার লেখা নোটই নতুন করে পড়ছি আবার।

কেইটেল বলেছেন: 'ফুয়েরার এবং গোয়েরিং প্রায়ই টেলিফোনে আলাপ করেন, মাঝে-মধ্যে আমিও শুনতে পাই কী বলা হচ্ছে, তবে সব সময় নয়।'

এবং দ্বিতীয়ত, ক্যানারিস আরও কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরি ভঙ্গিতে সাবধান করে দিয়েছিলেন, যেগুলো তাঁর গোচরে আসে, যেমন–প্রস্তাবিত গুলিবর্ষণ

www.pathagar.com

এবং পাইকারী হত্যাকাণ্ড; বিশেষ করে যে-সব নির্দেশে পোলিশ ইন্টেলিজেন্স, সমাজের গণ্যমান্য ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, যাজকশ্রেণী এবং জাতীয় প্রতিরোধের নেতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে এই অ্যাকশন নিতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ওই সময় ক্যানারিস বলেছিলেন, আমি তাঁর হুবহু বক্তব্য তুলে ধরছি: 'দুনিয়া একদিন জার্মান সশস্ত্রবাহিনীকেও ধরবে, যাদের চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটেছে, দায়ী করবে এ-ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য।'

ওকেডব্লিউ প্রধান জবাব দিলেন–এসবও আমার নোট থেকে পাওয়া, যেগুলো দিন কয়েক আগে একবার পড়েছি–এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ফুয়েরার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে ফুয়েরার জানিয়ে দিয়েছেন যে এসব পদক্ষেপ নিতে আর্মড ফোর্সেস যদি অনিচ্ছুক হয়, কিংবা ওগুলোর সঙ্গে যদি একমত হতে না পারে, তা হলে নিজেদের পাশে এসএস, এসআইপিও এবং এ-ধরনের ইউনিটকে মেনে নিতে হবে, যারা ফুয়েররের নির্দেশ পালন করার জন্য ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাবে সেখানে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মিলিটারি কমান্ডারের সঙ্গে একজন সিভিলিয়ান কর্মকর্তাকেও নিয়োগ দেওয়া হবে। পোল্যান্ডে প্রস্তাবিত হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে এরকম আলাপই হয় আমাদের মধ্যে।

কর্নেল অ্যামেন: তথাকথিত পলিটিক্যাল হাউজক্লিনিং সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছিল?

লাহাউসেন: হ্যাঁ, ওকেডব্লিউ চিফ এই প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছিলেন, নিশ্চয়ই সেটা হিটলারের কাছ থেকে ধার করা–নোট না দেখেই বলতে পারছি, সব আমার মনে আছে।

কর্নেল অ্যামেন: ঠিক কী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছিলেন কেইটেল?

লাহাউসেন: ওকেডব্লিউ চিফ জানিয়েছিলেন, ওয়ারশয়ে বোমাবর্ষণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে গুলি করার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল–যাদের কথা আগে বললাম।

কর্নেল অ্যামেন: সেগুলো একটু ব্যাখ্যা করুন।

লাহাউসেন: মূলত পোলিশ বুদ্ধিজীবি, সমাজের অভিজাত শ্রেণী, যাজক এবং অবশ্যই ইহুদি।

কর্নেল অ্যামেন: মিটিঙের কোন পর্যায়ে হিটলার আর জডল যোগ দেন?

লাহাউসেন: সম্ভবত আমি যে আলোচনার কথা এইমাত্র বললাম সেটা শেষ হওয়ার পর, কিংবা মিটিঙের একেবারে শেষদিকে। ক্যানারিস ততক্ষণে পশ্চিমের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট দিতে শুরু করেছেন–তার মানে, আলোচনা চলার সময় ওয়েস্ট ওয়ালে ফ্রেঞ্চ আর্মির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পাওয়া খবরের ওপর মন্তব্য

www.pathagar.com

করতে হচ্ছিল তাঁকে।

কর্নেল অ্যামেন: তারপর আর কী আলোচন হলো?

লাহাউসেন: ওকেডব্লিউ চিফের প্রাইভেট ক্যারিজে এই আলোচনা শেষে কোচ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ক্যানারিস, তারপর সংক্ষিপ্ত আরেকটু আলোচনা করলেন রেবেনট্রপের সঙ্গে, যিনি, ইউক্রেনের প্রসঙ্গে ফিরে এসে আরেকবার তাঁকে বললেন যে বিদ্রোহটা এমনভাবে মঞ্চস্থ করা চাই, পোলদের সমস্ত ফার্ম আর বাড়িঘরে যেন আগুন লেগে যায়, ইহুদিদের সবাইকে যাতে খুন করা সম্ভব হয়।

কর্নেল অ্যামেন: এ-কথা কে বলেছেন?

লাহাউসেন: ওই সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেবেনট্রপ বলেছেন এ-কথা, বলেছেন ক্যানারিসকে। আমি তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

কর্নেল অ্যামেন: এ-ব্যাপারে আপনার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই?

লাহাউসেন: না। এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সব পরিষ্কার মনে আছে আমার। 'পোলদের সমস্ত ফার্ম আর বাড়িঘরে যেন আগুন লেগে যায়, ইহুদিদের সবাইকে যাতে খুন করা সম্ভব হয়' এই কথাগুলো সেবারই প্রথম বলা হয়। তার আগে শুধু 'ঋণ-পরিশোধ' আর 'উচ্ছেদ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল।

*

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে, রাশিয়া আক্রমণের শুরুতে, আরেকটা মিটিঙে যোগ দিয়েছিলেন লাহাউসেন, সেবার সোভিয়েত পলিটিকাল কমিসার আর ইহুদিদের নিয়ে কী করা হবে তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়।

*

কর্নেল অ্যামেন: ওই আলোচনা থেকে আপনি জানতে পারেন, কি নিয়ে ছিল নির্দেশগুলো?

লাহাউসেন: নির্দেশে বলা হয় দুই প্রস্থ পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ রাশিয়ান কমিসারদের খুন করতে হবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ, রাশিয়ান যুদ্ধবন্দির মধ্যে যারা বলশেভিক আদর্শে বিশ্বাসী তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে।

কর্নেল অ্যামেন: আপনি কি জানতে পারেন এই নির্দেশের ভিত্তি কি ছিল?

লাহাউসেন: জেনারেল রেইনেকা [Reinecke] একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যেটাকে ভিত্তি বলে ধরা যেতে পারে। সেটা হলো এরকম:

জার্মানি আর রাশিয়ার যুদ্ধকে দুটো রাষ্ট্র কিংবা দুটো আর্মির মধ্যে যুদ্ধ মনে করলে ভুল হবে, এটা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো আদর্শের লড়াই–আরও পরিষ্কার করে বললে, ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট আর বলশেভিক আদর্শের মধ্যে সংঘাত। রেড আর্মির সোলযারকে সে দৃষ্টিতে দেখা যাবে না, সোলযার শব্দটির সাহায্যে যে দৃষ্টিতে আমাদের পশ্চিমা প্রতিপক্ষের সোলযারকে দেখি আমরা, দেখতে হবে আদর্শগত একজন শত্রু হিসেবে। তাকে ন্যাশনাল সোশালিযমের প্রধানশত্রু বলে

www.pathagar.com

গণ্য করতে হবে, এবং তার সঙ্গে সেরকমই ব্যবহার করতে হবে...

কর্নেল অ্যামেন: এবার, আপনি কি ট্রাইবুনালের কাছে ব্যাখ্যা করবেন যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে থেকে এদেরকে কীভাবে বাছাই করার কথা বলা হয়েছিল? কী উপায়ে ঠিক করা হয়েছিল বন্দিদের কাকে কাকে খুন করা হবে?

লাহাউসেন: যুদ্ধবন্দিদের বাছাই করে এসডি-র কমান্ডোরা। পদ্ধতিটা ছিল উদ্ভট। কমান্ডোর অনেক লিডারই জাতিগত বৈশিষ্ট্য দেখে সিদ্ধান্ত নিতেন; বিশেষ করে কেউ যদি ইহুদি হত, বা ইহুদির মতো হত, কিংবা জাতপাতের বিচারে নিম্নশ্রেণীর হত, তাকেই বাছাই করা হত খুন করার জন্য। কমান্ডোর বাকি লিডাররা শিকার ধরত যার যার বুদ্ধি অনুসারে। কারও কারও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেগুলো সাধারণত খুব উদ্ভট হত, কাজেই আমি বাধ্য হয়ে সিকিউরিটি সার্ভিস চিফ মুয়েলারকে [Mueller] জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলুন, কী নিয়মে বাছাই পর্ব চলবে? আপনি কি একজন লোক কত লম্বা সেটা বিবেচনা করবেন, নাকি তার জুতোর মাপ বিবেচনা করবেন?'...

কর্নেল অ্যামেন: সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিদের জার্মান এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা প্ল্যান করা হয়েছিল, আপনি বলেছেন সেই প্ল্যান পরে বদলানো হয়। কথাটা কি ঠিক?

লাহাউসেন: হ্যাঁ, ঠিক হয় ওদেরকে জার্মানিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না।

কর্নেল অ্যামেন: এই অ্যাকশনের রেজাল্ট কী হয়েছিল? মানে, ওদেরকে ফিরিয়ে না নেওয়ার হিটলারের সরাসরি এই নির্দেশের পর?...

লাহাউসেন: অসংখ্য যুদ্ধবন্দি অপারেশন থিয়েটারে শুয়ে কাতরাচ্ছে তখন, উপযুক্ত সেবা-শুশ্রুষা পাচ্ছে না–মানে যে-অর্থে ওঅর কনভেনশনে কেয়ার নিতে বলা হয়েছে: খাদ্য দিতে হবে, বাসস্থান দিতে হবে, চিকিৎসা দিতে হবে। ওদের মধ্যে অনেকেই মারা গেলেন...মহামারী ছড়িয়ে পড়ল, শুরু হলো ক্যানিবালিযম...খিদের জ্বালায় উন্মাদ মানুষ আরেকজন মানুষকে ধরে খেয়ে ফেলেছে...

*

লাহাউসেনের এই এভিডেন্সের তাৎপর্য হলো, এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে কমিসার, ইহুদি এবং পোলিশ বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করার পলিসি নিয়ে নাৎসি নেতৃত্ব আর মিলিটারি হাই কমান্ডের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল।

*

হিটলারের পতন ঘটানোর জন্য ক্যানারিস যে প্লট তৈরি করেন, তাতে লাহাউসেনেরও অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৪৪, ২০ জুলাই হিটলারকে খুন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পর তাঁদের বেশিরভাগকেই মেরে ফেলা হয়। লাহাউসেন এভিডেন্স প্রদানের পর গুস্তাভ গিলবার্ট অভিযুক্তদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন।

www.pathagar.com

ল্যাঞ্চের সময়: রাগে গরগর করছেন গোয়েরিং। 'বিশ্বাসঘাতক! বিশে জুলাইয়ে ওই একজনের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। হিটলার ঠিকই বলেছিলেন–আমাদের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বিশ্বাসঘাতকদের অর্গানাইজেশন! এখন কেমন লাগছে! আমরা যে যুদ্ধে হেরেছি তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে–আমাদের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস শত্রুদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল!'

বেশ জোরেই কথা বলছিলেন তিনি, অনেকটা আমাকে লক্ষ্য করে, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল লাহাউসেনের সাক্ষ্যের বিপরীতে ওটা ছিল তাঁর 'পার্টি লাইন' ব্যাখ্যা।

'তবে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না,' আমি বললাম। 'আমার কাছে এটা স্রেফ একটা প্রশ্ন, তিনি সত্যিকথা বলছেন কি না।'

'একজন বেঈমানের কথার কী মূল্য? জার্মানির যুদ্ধে জেতার প্রচেষ্টা স্যাবটাজ না করে তাঁর উচিত ছিল আমাদের বোমাবর্ষণের মিশনগুলো সম্পর্কে আমাকে নিখুঁত রিপোর্ট করা। এখন বুঝতে পারছি সঠিক তথ্যের জন্য কেন আমি তাঁর ওপর কখনো আস্থা রাখতে পারিনি। যতক্ষণ না আমি তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছি, অপেক্ষা করুন: "জার্মানির বিজয় যদি একটা ট্রাজেডি হবে বলেই জানতেন, নিজের পজিশন থেকে পদত্যাগ করেননি কেন?" তাঁকে একবার না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

জডল ব্যাপারটাকে আরও অনেক দার্শনিকসুলভ ভঙ্গিতে গ্রহণ করেন। 'এসব যদি তিনি বিশ্বাস করে থাকেন, বেশ ভাল কথা, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু একটা বলা উচিত ছিল তাঁর, নিজ অফিসারের সম্মানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা ঠিক হয়নি। তাঁরা আমাকে সব সময় জিজ্ঞেস করছে, আমার যদি হিটলারের প্ল্যান জানা থাকত তা হলে আমি কী করতাম। এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু একটা বলতে হবে আমাকে, কিন্তু সম্মান হারানোর মতো কিছু আমি বলব না।'

আমি বললাম, 'তবে, আমার মনে হয়েছে, বিবেক আর দায়িত্বের মধ্যে একটা সংঘাত ছিল, আর এই ব্যক্তি বিবেকের কথা শুনেছেন।'

'উঁহুঁ, না, এ-ধরনের কিছু আপনি করতে পারেন না। একজন অফিসার হয় নির্দেশ পালন করবেন, নয়তো পদত্যাগ করবেন।'

একমত পোষণ করলেন কেইটেল, তবে এভিডেন্সটাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করে চিন্তিত তিনি। 'ওই লোক স্রেফ বানোয়াট একটা স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন! আমি আমার উকিলকে সেটাই বলতে যাচ্ছি।'

আমি বললাম, না, বানানো কোনো স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন বলে মনে হয়নি আমার, এবং বরাবরের মতো, ধর্তব্যের বিষয় হলো কথাগুলো সত্যি কি না।

www.pathagar.com

পরে আমি আবার লাহাসেনের সঙ্গে কথা বলি, তিনি মন্তব্য করেন, 'এখন তারা সম্মানের কথা বলছেন, লাখ লাখ মানুষ খুন হওয়ার পর! তাঁদের জন্য এটা তো অপ্রীতিকর হবেই, একজন উঠে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের ওপর ফাঁস করে দিচ্ছে নিষ্ঠুর সব সত্য। ওদের হাতে যারা খুন হয়েছে, সেই সব অভাগা মানুষের হয়ে কথা বলতে হবে আমাকে। আমি শুধু একা রয়ে গেছি।'

*

বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যত মারাত্মকই হোক, তাঁদের মুষড়ে পড়ার দৃশ্য এত করুণ হয়ে উঠল যে দেখে মানুষের মনে শুধু করুণা নয়, সহানুভূতিও জাগবে। ট্রায়ালটা যদি দর্শনীয় কিছু হয়েও থাকে, অবশ্যই তা ওয়াশিংটনের আশা অনুসারে রাজকীয় কিংবা জাকজমকপূর্ণ ছিল। বরং চিড়িয়াখানায় জড়ো হওয়া ভিড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়–দর্শকরা লাঠি দিয়ে খোঁচা মারছে বেঢ়প এক পাল হায়েনার গায়ে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হলেন রুডলফ হ্যাস, ডেপুটি ফুয়েরার।

মিশরে জন্ম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একই রেযিমেন্টে হিটলারের পাশে থেকে লড়াই করেছেন হ্যাস, ১৯২৩ সালে নাৎসিদের বভারিয়া দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বন্দিও হন একসঙ্গে। জেলখানায় বসে হিটলারের ডিকটেইশন নেন হ্যাস, এভাবেই লেখা হয়ে যায় হিটলারের আত্মজীবনী তথা রাজনৈতিক দর্শন–মাইন ক্যাম্প। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পার্টিকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হ্যাস।

হ্যাসের মাথাটাকে সবসময় অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিজের স্বাস্থ্য আর খাওয়াদাওয়া নিয়ে উদ্ভট সব পাগলামি তো আছেই, তাঁর সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো হিটলার ভক্তি, হিটলারের প্রতি বিশ্বস্ততা–বলা যায় প্রায় পূজাই করেন তাঁকে। নিজ ফুয়েররের কাজে লাগতে পারছেন, এই চিন্তা তাঁকে একসময় জীবনে পূর্ণতা এনে দেওয়ার অনুভূতি যুগিয়েছে।

তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হলো, সামরিক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হিটলার, হ্যাস অনুভব করলেন তাঁর জীবন থেকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উধাও হয়ে গেছে। এই হতাশাই বোধহয় ১৯৪১ সালের মে মাসে ওই কাণ্ড করতে তাঁকে তাড়িত করেছিল। প্যারাসুট নিয়ে স্কটল্যান্ডে নেমে পড়েছিলেন জার্মানি আর ব্রিটেনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে।

হ্যাস জানতেন রাশিয়ার ওপর হামলে পড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই হয়তো ভেবেছিলেন এভাবে নিজেকে ব্রিটেনের হাতে তুলে দিলে সবাই মনে করবে নিজেকে তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

তাঁর সাহসিকতার ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ না থাকলেও, মানসিক সুস্থতা নিয়ে আগেই যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। স্কটল্যান্ডের মাটিতে পা ফেলার খানিক পরই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে, চার্চিলের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগই করতে

www.pathagar.com

পারেননি। যুদ্ধের বাকি সময় ব্রিটিশদের হাতে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন।

*

নাৎসিরা কীভাবে জার্মানির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করল সেটা বোঝাবার জন্য নিউজ ফিল্ম দেখাবার আয়োজন করল জ্যাকসনের টিম। উদ্দেশ্য ছিল নাৎসিদেরকে শক্তিমদমত্ত ষাঁড় হিসেবে চিত্রিত করা, কিন্তু অভিযুক্তদের অনেকেই নিজেদের ফেলে আসা গৌরবময় নিকট অতীত নিয়ে রীতিমতো গর্ব অনুভব করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় জেলখানায় গিয়েছিলেন গিলবার্ট। তাঁর কী অভিজ্ঞতা হলো সেটা নিচের লেখা পড়লে জানা যাবে।

গুস্তাফ গিলবার্ট: নিউজরিল সম্পর্কে বিবাদীদের প্রতিক্রিয়া

গোয়েরিঙের সেল: কেলিকে সঙ্গে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় যখন গোয়েরিঙের সেল ভিজিট করতে গেলাম, দেখলাম সব মিলিয়ে এখনও তাঁর হাল-হকিকত ভালই আছে।

'মামলার ঝুট-ঝামেলা অনেক কমিয়ে দিতে পারি আমি,' বললেন তিনি। 'যুদ্ধের জন্য আমরা সশস্ত্রবাহিনীকে নতুন করে সাজিয়ে ছিলাম, এটা প্রমাণ করার জন্য ফিল্ম বা ডকুমেন্ট দেখানোর প্রয়োজন নেই–অবশ্যই আমরা পুনঃসশস্ত্রীকরণ করেছি! ...আরে, জার্মানিকে আমি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এমন সাজানোই সাজাই, খোঁচা খোঁচা দাড়ির মতো খাড়া হয়ে গিয়েছিলাম সবাই আমরা! আমার একটাই দুঃখ যে আরও বেশি করে সজ্জিত হইনি কেন...অবশ্যই, আপনাদের চুক্তিগুলোকে–স্রেফ নিজেদের মধ্যে কথাটা বলছি–টয়লেট পেপার বলে মনে করি আমি...

'হ্যাঁ, অবশ্যই জার্মানিকে আমি মহান বানাতে চেয়েছিলাম! তা যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে করা যেত, খুব ভাল হত; আর তা যদি না যেত, তাও ভাল ছিল! কেন, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমার প্ল্যান, এমন কি এখন যেটা সন্দেহ করছেন ওঁরা, তার চেয়েও অনেক বড় ছিল!...স্রেফ অপেক্ষা করুন, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওঁদেরকে কী বলি শুনবেন...আমি ওঁদের চেহারা দেখতে চাই।

'১৯৩৬ সালে রাশিয়ার সঙ্গে আমি কোনো যুদ্ধ বাধাতে চাইনি, তবে অবশ্যই ওঁরা আমাদের ওপর হামলা চালাবার আগে ওঁদের ওপর হামলা চালাবার জন্য অস্থির হয়ে ছিলাম আমরা, যেটা ঘটল ১৯৪৩ কিংবা ১৯৪৪ সালের দিকে এসে।'

কোনো রকম রাখ-ঢাক না করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছিলেন তিনি, এবং সময়টা দারুণ উপভোগ করছিলেন।

রেবেনট্রপের সেল: নিউজরিল দেখে চোখ দুটো ভিজে ওঠার পর এখনও তা ভালমতো শুকায়নি, রেবেনট্রপ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হিটলারের যে ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

স্ক্রিন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তার প্রচণ্ড শক্তি আমি অনুভব করেছি কি না। স্বীকার করলাম, করিনি।

রেবেনট্রপ এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন, ফুয়েররের মূর্তি যেন এখনও তাঁকে সম্মোহিত করে রেখেছে। 'আপনি বিশ্বাস করবেন, আমি এতকিছু জানার পরও, এখন হিটলার যদি এই সেলে এসে আমাকে বলেন, "এটা করো!"...এখনও তা করব আমি।...ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয়? সত্যি আপনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মারাত্মক ম্যাগনেটিক পাওয়ার অনুভব করেন না?'

*

আলোচ্য আদালতে প্রামাণিক সাক্ষ্যের যে কী রোমহর্ষক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, সবাইকে কেমন চমকে দেওয়ার মতো বিষয় রয়ে গেছে, সেটা মার্কিন প্রসিকিউটররা এই প্রথমবারের মতো দেখালেন। এখানে মূল ভূমিকা পালন করলেন থমাস ডড।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৫: মাউথহাউসেন ডেথ লেযার সম্পর্কে থমাস ডড

আমরা এই নাৎসি কালচারের চরম অসুস্থকর পর্বটা ধরে রাখতে চাই না, তবে অনুভব করছি অতিরিক্ত আরেকটা নমুনা আপনাদেরকে না দেখালেই নয়। আমরা এটাকে এগযিবিট ইউএসএ ২৫৪ নাম দিয়েছি।

এই নমুনা, যেটাকে আপনারা টেবিলে দেখতে পাচ্ছেন, মানুষের একটা মাথা, খুলির হাড় সরিয়ে ফেলা হয়েছে, শুকিয়ে ছোট হওয়ার পর ভেতরটা স্টাফ করা হয়েছে, এবং তারপর সংরক্ষণ করা হয়েছে। নাৎসিরা তাদের অনেক বন্দিরই মাথা কেটে ফেলত, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করার পর, সম্ভবত কোনো জার্মান মেয়ের সঙ্গে তথাকথিত সহবাস করার অপরাধে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর অফিশিয়াল রিপোর্ট থেকে শেষ যে অংশটা এইমাত্র আমি পড়লাম, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে নমুনাগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা হত। নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হলো।–

'ওখানে আমি আরও দেখলাম দুজন তরুণ পোলের ছোট হয়ে যাওয়া দুটো মাথা, জার্মান মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে যাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে। মাথা দুটোর আকার ছিল মুঠোর সমান, এবং চুল আর রশির দাগ তখনও ছিল ওখানে...'

আমাদের কাছে সঠিক কোনো হিসেব নেই ওই সব কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে ঠিক কত মানুষকে মারা হয়েছে, হিসেবটা সম্ভবত আর কোনো দিন পাওয়াও যাবে না, তবে এই ট্রাইবুনালের সামনে উপস্থাপন করা এভিডেন্সসমূহ ইঙ্গিত দেয়, রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যাপারে নাৎসি ষড়যন্ত্রকারীরা সাধারণত অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সংক্রান্ত তাঁদের রেকর্ড অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ। সম্ভবত নাৎসিরা তাঁদের বন্দিদের জীবন নিয়ে যে নির্লিপ্ততা অনুভব করতেন, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এসব রেকর্ডে।

অবশ্য মাঝে-মধ্যে আমরা একটা ডেথ বুক, কিংবা এক সেট ইনডেক্স কার্ড পাচ্ছি। তা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ বন্দি কোনো রেকর্ড ছাড়াই হারিয়ে গেছে মৃত্যুর জগতে।

এক সেট ডেথ বুকের উল্লেখ সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত দেয় কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প অপারেশনের মাত্রা কী ভয়াবহ ছিল। এখন আমরা নমুনা ইউএসএ২৫১ হিসেবে ডকুমেন্ট ৪৯৩-পিএস দেখাব। এখানে রয়েছে সাতটা বই, মাউথহাউসেন কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের ডেথ লেযার। প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা আছে Totenbuch, অর্থাৎ 'ডেথ বুক'–মাউথহাউসেন।

এই বইগুলোয় কিছু বন্দির নাম লেখা আছে, যারা ওই ক্যাম্পে মারা গেছেন কিংবা খুন হয়েছেন; বইগুলো ১৯৩৯-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়কে ধরে রেখেছে। নাম জানা যায়, জন্মস্থান জানা যায়, মৃত্যুর কারণ কিছু একটা লেখা আছে, প্রত্যেকের মৃত্যুর সময়টাও উল্লেখ করা আছে। প্রতিটি লাশের জন্য একটা করে সিরিয়াল নাম্বার বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেটাও রেকর্ড করা হয়েছে। ওগুলো যোগ করলে পাঁচ বছরে সব মিলিয়ে ৩৫,৩১৮ হয়।

এই বইগুলো পরীক্ষা করে মৃত্যুকে নিয়ে ক্যাম্পের যে রুটিন ছিল সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে। ভলিউম ৫-এর প্রতি ট্রাইবুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬৮ থেকে ৫৮২ পর্যন্ত। একটা ফটোস্ট্যাটিক কপি ট্রাইবুনালকে আগেই দেওয়া হয়েছে। এই পৃষ্ঠাগুলোয় ১৯ মার্চ, ১৯৪৫ সালের ডেথ এন্ট্রি রয়েছে, রাত ১টা ১৫মিনিট থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।

এই সোয়া বারো ঘণ্টা সময়সীমার ভেতরে, লিখিত রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে–২০৩জন মানুষ মারা যাওয়ার কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তাদের জন্য বরাদ্দ করা সিরিয়াল নাম্বার ছিল ৮৩৯০ থেকে শুরু করে ৮৫৯২ পর্যন্ত।

যারা মারা গেছে তাদের নামের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। এবং অবাক কাণ্ড যে তাদের সবাই একই অসুস্থতায় মারা গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে–হৃদ্‌রোগ।

তারা মারা গেছে অল্প সময়ের ব্যবধানে। তারা মারা গেছে যার যার নামের প্রথম হরফকে ক্রম ধরে, বর্ণনাক্রমিক। প্রথমে মারা গেছেন অ্যাকেরম্যান, ১টা ১৫মিনিটে; শেষে মারা গেছেন যাইঙ্গার, দুপুর ২টায়।

*

১৯৪০ সালের শুরুতে পোল্যান্ডের গভর্নর হ্যানস ফ্র্যাঙ্ক ওয়ারশতে সিল করা একটা গেটো ভবন তৈরির নির্দেশ দেন। তারপর একদিন কয়েক লক্ষ পোলিশ ইহুদিকে গরু-ছাগলের মতো খেদিয়ে ওই ভবনে ঢোকানো হয়। ১৯৪৩ সালের বসন্তে এসে

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে থেকে ৫০,০০০জনকে পাঠানো হয় ডেথ ক্যাম্পে, ধারণা করা হয় ট্রেব্লিঙ্কায়।

৯ এপ্রিল এসএস ট্রুপ এবং অন্যান্য ইউনিট মেজর-জেনারেল যারযেন স্ট্রপ-এর নেতৃত্বে ভাগ ভাগ করে ধরে গোটা গেটোটাকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে হাত দেয়, উদ্দেশ্য ছিল অবশিষ্ট এই পোলিশ ইহুদিদের দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও, বীরের মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলে অনেক পোলিশ ইহুদি।

নিজের সাফল্য সম্পর্কে সুন্দর বাঁধাই করা রিপোর্ট জমা দেন স্ট্রপ। সেই রিপোর্টই আদালতকে পড়ে শোনালেন মার্কিন প্রসিকিউটর মেজর উইলিয়াম ওয়ালস্।

<u>ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৫: ওয়ারশ গেটো কীভাবে ধ্বংস করা হলো</u>

মেজর উইলিয়াম ওয়ালস্: এই রিপোর্ট অনুসারে ওয়ারশ-র এই গেটো ১৯৪০ সালের নভেম্বরে তৈরি করা হয়। এখানে বসবাস করত ৪০০,০০০ ইহুদি। গেটোটাকে ধ্বংস করে ফেলার আদেশ আসার আগেই ৩১৬,০০০-এর মতো ইহুদিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

আদালতের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এটা ৭৫ পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট, এবং প্রসিকিউটরদের বিশ্বাস এটার ভেতর এমন সব চমকপ্রদ প্রামাণিক মূল্য আছে যে ট্রাইবুনাল যেন এটার প্রতিটি অংশই স্থায়ীভাবে রেকর্ড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং ট্রাইবুনালকে এ-ও অনুরোধ করা যাচ্ছে যে বিবাদীদের অপরাধ বিচার করার জন্য এই রিপোর্টের সবটুকু যেন বিবেচনায় নেওয়া হয়।

আদালতের সামনে ডকুমেন্ট ১০৬১-পিএস ১-এর তরজমা করা ৬ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পড়তে চাইছি আমি, যেখানে নির্লজ্জ গর্ব আর দম্ভের সঙ্গে এবং সবিস্তারে ওয়ারশ গেটোর কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি আমি, পৃষ্ঠা ৬ থেকে:

'ইহুদি আর গুণ্ডাদের প্রতিরোধ ভাঙার একটাই উপায়, সর্বশক্তি দিয়ে বিরতিহীন রাতদিন চব্বিঘণ্টা আমাদের শকট্রুপকে ব্যবহার করতে হবে। ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৩, হায়ার এসএস এবং ক্র্যাকাউ-এর ইস্ট পুলিশ লিডারের মাধ্যমে রাইখ ফুয়েরার এসএস অর্ডার ইস্যু করলেন, চরম নির্দয়তার সঙ্গে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে ওয়ারশ গেটোয় চিরনি অভিযান চালাও।

'আমি তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ইহুদি আবাসিক এলাকা ধ্বংস করার জন্য প্রতিটি ব্লকে আগুন ধরিয়ে দেব, বাদ দেব না আর্মামেন্ট ওঅর্কস-এর কাছে আবাসিক ভবনগুলোও।

'যেই কথা সেই কাজ। এক এক করে, শৃংখলা বজায় রেখে, প্রতিটি বিল্ডিং খালি করলাম আমরা, তারপর আগুন লাগিয়ে দিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে, প্রায়

www.pathagar.com

প্রতিটি ক্ষেত্রেই, লুকানোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলো ইহুদিরা।

'আবার কিছু ইহুদি করল কি, বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত অনেক দেরি করে নেওয়ায়, বেরুতে গিয়ে দেখল চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তখন তারা জ্যান্ত পুড়ে মরার ভয়ে জ্বলন্ত বিল্ডিংগুলোর ওপরতলা থেকে লাফ দিল নিচে, তার আগে তোষক বা ওই ধরনের নরম জিনিস রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে। কী বোকা, অত উঁপর থেকে পড়লে হাড়গোড় কিছু আস্ত থাকে নাকি!

'ভাঙা শরীর নিয়েও ক্রল করছিল তারা, ধীরে ধীরে রাস্তার উল্টোদিকে যাচ্ছিল, যেদিকের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়নি, কিংবা মাত্র আংশিক পুড়ছে।

'মাঝে-মধ্যেই ইহুদিরা রাতের অন্ধকারে লুকানোর জায়গা বদল করে, আশ্রয় নেয় পোড়া দালানগুলোর কামরায়। তল্লাশি চালিয়ে ওদেরকে ধরে নিয়ে আসে আমাদের টহল দল। প্রথম হপ্তার পর ওদের নর্দমায় আশ্রয় নেওয়ার মজাও ফুরাল।

'রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় প্রায়ই আমরা সুয়ারেয শাফট থেকে উঠে আসা মানুষের গলা শুনতে পেয়েছি। তারপর আমাদের পুলিশ, এসএস আর ভেয়ারমাখট [Wehrmacht] ইঞ্জিনিয়াররা তখন সাহসের পরিচয় দিয়ে শাফট বেয়ে নিচে নেমে এক এক করে ধরে নিয়ে এল নর্দমায় লুকিয়ে থাকা ইহুদিগুলোকে।

'শাফট বেয়ে নামার পর প্রায়ই মরা ইহুদি দেখতে পায় তারা, কিংবা গুলি খেয়ে পড়ে আছে, মারা যায়নি, তবে তার আর বেশি দেরিও নেই।

'লুকিয়ে থাকা ইহুদিদের বের করে আনার জন্য সব সময় ধোঁয়া ছড়ায় এমন স্টিক বা মোমবাতি ব্যবহার করতে হয়েছে আমাদের। একদিন করলাম কি, ১৮১ নম্বর সুয়ারেজে ঢোকার গর্তের মুখ খুললাম আমরা, তারপর ভেতরে ফেলে দিলাম টাইম ফিক্স করা ওরকম একটা স্মোক স্টিক।

'এর ফল হলো, ইহুদি গুণ্ডাগুলো ভাবল আমরা গ্যাস ব্যবহার করছি, নর্দমার ভেতর দিয়ে সাবেক গেটোর মাঝখানে পালিয়ে গেল ওরা–আমাদের লোকজন তখন ওদিককার গর্ত থেকে টেনে-হিঁচড়ে তুলল ওদেরকে। বহু সুয়ারেজ সিস্টেম আর বস্তি উড়িয়ে দিয়ে প্রচুর ইহুদিকে, গুণে বলা যাবে না কত, খতম করা হয়েছে।

'প্রতিরোধ যত দীর্ঘ হলো, আমাদের পুলিশ আর সেনাবাহিনীর হামলাও তত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তারা তাদের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে, ক্লান্তিহীনভাবে, ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পালন করেছে; একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনুকরণীয় মডেল এবং দৃষ্টান্ত হয়ে।

'তাঁদেরকে প্রায়ই ডিউটি দিতে হয় ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত। রাতে তল্লাশি টহলদলের সদস্যরা, যাদের পায়ের চারধারে পট্টি বাঁধা থাকে, ইহুদিদের পেছনে ধাওয়া দেন, এতটুকু দম ফেলার ফুরসত দেন না ওদেরকে। লুকানোর পরিত্যক্ত গর্ত থেকে যে-সব ইহুদি তাদের জিনিস-পত্র সরাবার জন্য রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয়, কিংবা প্রতিবেশী অন্য ইহুদি গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা

www.pathagar.com

খবর চালাচালির চেষ্টা চালায়, ওদেরকে ধরে এনে খুন করেন তাঁরা।

'ভ্যাপেন এসএস-এর বেশিরভাগ পুরুষকেই মাত্র তিন কি চার হপ্তার ট্রেনিং দিয়ে এই অ্যাকশনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাদের সাহস, বীরত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি আত্মনিবেদনের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

'এটাও উল্লেখ করতে হবে যে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে অটল থেকে ভেয়ারমাখট ইঞ্জিনিয়াররাও লুকানোর গর্ত, সুয়ারেয, কংক্রিট বিল্ডিং ইত্যাদি উড়িয়ে দিয়েছেন। পুলিশ বাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সদস্যরা, যাদের বড় একটা অংশ এখন ফ্রন্টে, আবারও প্রাণচাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শত্রুনিধনে সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

'আমরা যারা সংশ্লিষ্ট শুধু তাদের অবিরাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫৬,০৬৫জন ইহুদিকে খুন করার প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যে-সব ইহুদি বিস্ফোরণে মারা গেছে, কিংবা আগুনে পুড়ে মারা গেছে; তবে তাদের সংখ্যা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।'

প্রেসিডেন্ট: মেজর ওয়ালস্, এই মুহূর্তে আপনি যে সেকশনে রয়েছেন, ওই ডকুমেন্টের প্রথম প্যারাগ্রাফটা কি আপনার পড়া উচিত নয়, যেটায় কত জার্মান সৈন্য মারা গেছে তার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে?

মেজর ওয়ালস্: অবশ্যই আমি পড়ব, স্যার। তরজমার পৃষ্ঠা ১, আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শিরোনাম: 'ওয়ারশ গেটোর আর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'ফুয়েরার এবং নিজেদের দেশের স্বার্থে, সাবেক ওয়ারশ আবাসিক এলাকার ইহুদি আর গুণ্ডাদের ধ্বংস করার জন্য যারা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

'সব মিলিয়ে পনেরজন।

'এ ছাড়াও, পোলিশ পুলিশ সার্জেন্ট জুলিয়ান যিলেনস্কি, জন্ম ১৩ নভেম্বর, ১৮৯১, অষ্টম কমিসেরিয়েট, কর্তব্য পালনের সময় মারা গেছেন। তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে বড় জিনিসটা দান করে গেছেন, নিজেদের জীবন। তাঁদেরকে কখনো আমরা ভুলব না।

'নিচের মানুষগুলো আহত হয়েছেন...'

নিচে নাম ছাপা হয়েছে ৬০জন ভ্যাপেন এসএস, ১১জন ট্রেনিং ক্যাম্পের পাহারাদার [সম্ভবত লেথিয়েনিয়ান], এসএস ইউনিটের ১২জন সিকিউরিটি পুলিশ, ৫জন পোলিশ পুলিশের সদস্য এবং ২জন ভেয়ারমাখট ইঞ্জিনিয়ার।

দৈনিক টেলিটাইপ রিপোর্ট থেকে সংক্ষেপে কিছুটা পড়ার অনুমতি দিন আমাকে। তরজমার ১৩ পৃষ্ঠা থেকে, টেলিটাইপ মেসেজ, ২২ এপ্রিল ১৯৪৩। আমি পড়ছি:

www.pathagar.com

'ছাদে, সেলারে বা অন্য যেসব জায়গায় লুকিয়ে থাকা ইহুদিদেরকে আমরা অনেকবার তল্লাশি চালিয়েও যেখানে ধরতে পারিনি, রাতের অন্ধকারে পাড়ায় [ব্লকে] আগুন দেওয়ার পর সাফল্য পেলাম। আগুন থেকে না পালিয়ে যাবে কোথায়! সংখ্যায় ওরা প্রচুর, কেউ কেউ সপরিবারে–আগুন থেকে বাঁচার জন্য পাকানো চাদর ধরে জানালা থেকে ঝুলে পড়ল। তাদেরকে, এবং বাকি সব ইহুদিকে খতম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

আরও একটু পড়ি। তরজমার ২৮ পৃষ্ঠা থেকে, শেষ অংশ। পড়ছি:

'ওপরে যে-সব পাড়ার [ব্লক] কথা বলা হয়েছে, ওগুলো ধ্বংস হওয়ার পর ১২০জন ইহুদি ধরা পড়ল। আরও অসংখ্য মারা পড়ল আগুনের শিখা থেকে বাঁচার জন্য চিলেকোঠা থেকে ভেতরের উঠানে লাফিয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আগুনে পুড়ে, কিংবা বিস্ফোরণের সময় গর্তে থাকায় মারা গেছে আরও অনেক ইহুদি।'

এবং পৃষ্ঠা ৩০ থেকে, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় অংশ। আমি পড়ছি:

'যতক্ষণ ব্লকের বিল্ডিংগুলোয় বেশ ভালভাবে আগুন না লাগল, যতক্ষণ প্রায় ধসে পড়ার অবস্থায় না পৌছুল, ততক্ষণ ওগুলো থেকে উল্লেখ করার মতো খুব একটা ইহুদি বেরোয়নি। আগুনের আঁচ ওদেরকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য না করা পর্যন্ত ভেতরেই ছিল প্রায় সবাই।

'মাঝে-মধ্যে দেখা গেছে এমন কি জ্বলন্ত বাড়ি থেকেও পালাবার চেষ্টা করছে তারা। বহু ইহুদি ছাদেই পুড়ে মারা গেছে, শেষ মুহূর্তে পালাতে চাইলেও তা আর পারেনি, আগুন ওদেরকে নিজের খোরাক বানিয়েছে।

'আবার কিছু ইহুদি একেবারে শেষদিকে বিল্ডিঙের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বেঁচেও গেছে। আজ আমরা সব মিলিয়ে ২,২৮৩জন ইহুদিকে ধরেছি, তার মধ্যে গুলি করে মারা হয়েছে ২০৪জনকে। আগুনে আর বিস্ফোরণে কত সংখ্যক ইহুদি মারা গেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই।'

এবং পৃষ্ঠা ৩৪। আমি দ্বিতীয় লাইন থেকে পড়ছি:

'ইহুদিরা সাক্ষ্য দিল, তাজা বাতাস পাওয়ার জন্য রাতের বেলা বেরিয়েছিল ওরা, দীর্ঘ সময় অপারেশন চলার কারণে গর্তের ভেতর একটানা টিকতে পারছিল না। হানাদার পার্টি গড়পরতায় প্রতি রাতে ৩০ থেকে ৫০জন ইহুদিকে গুলি করে মেরেছে। এসব বিবৃতি থেকে বোঝা যায় গেটোর ভেতরে এখনও বেশ ভাল সংখ্যায় ইহুদি রয়ে গেছে।'

আজ আমরা একটা কংক্রিট বিল্ডিং উড়িয়ে দিয়েছি, আগুন দিয়ে যেটাকে ধ্বংস

www.pathagar.com

করা যাচ্ছিল না। এই অপারেশন থেকে আমরা জানতে পেরেছি একটা দালান ওড়ানো অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, কাজটায় প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকও লাগে। কাজেই ইহুদি নিধনের একমাত্র ভাল উপায় হিসেবে থেকে যাচ্ছে ওই সেই আগুন ধরানোই।'

এবং পৃষ্ঠা ৩৫ থেকে, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের শেষ অংশ। আমি পড়ছি:

'কিছু বিবৃতি থেকে জানা গেছে তিন থেকে চার হাজার ইহুদি এখনও পাতালে, সুয়ারেযে আর বিভিন্ন গর্তে রয়ে গেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শেষ ইহুদিটা না মরা পর্যন্ত ব্যাপক মাত্রার এই অপারেশন চলতেই থাকবে।'

টেলিটাইপ মেসেজ, ১৫ মে, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৪৪ থেকে আমরা জানতে পারি ওই অপারেশন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ৪৪ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষদিক থেকে পড়ছি:

'গেটোর শেষ ব্লকের বিল্ডিংগুলোয় আমাদের একটা স্পেশাল ইউনিট আরও একবার সার্চ করেছে, ওগুলো অক্ষত ছিল। সার্চ করার পর ধ্বংস করা হয়েছে। সন্ধ্যায় চ্যাপেল, মরচুরিসহ ইহুদিদের কবরস্থান সংলগ্ন বাকি সব দালান হয় বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।'

মে ২৪, ১৯৪৩, ধ্বংসকাণ্ডের হিসাব চূড়ান্ত করেন মেজর জেনারেল স্ট্রপ। ৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি রিপোর্ট করছেন, শেষ প্যারায়। আমি পড়ছি:

'সর্বমোট যে ৫৬,০৬৫জন ধরা পড়েছে, তার মধ্যে সাবেক ইহুদি আবাসিক এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক অপারেশনে মারা গেছে ৭,০০০, ৬,৯২৯ মারা গেছে টি.২-তে স্থানান্তর করার মাধ্যমে, যেটা আমাদের ধারণা ট্রেব্লিঙ্কা হবে;, পরে যেটাকে ২ নম্বর ক্যাম্প বলে ডাকা হয়-সব মিলিয়ে তা হলে মারা গেছে ১৩,৯২৯জন। ৫৬, ০৬৫জন ধরা পড়া ইহুদি ছাড়াও, ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ ইহুদি হয় পুড়ে নয়তো বিস্ফোরণে খতম হয়েছে।'

www.pathagar.com

চার

ডিসেম্বরের শেষদিক, ১৯৪৫:
সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলা

১৭ ডিসেম্বরে অভিযুক্ত সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো সচল করল আমেরিকানরা, এসএস সহ। এসএস-কে হিটলারের ব্যক্তিগত বডিগার্ড হিসেবে গড়ে তোলা হলেও, শেষ পর্যন্ত ওটা নাৎসি পার্টির বর্ণবাদী এবং আভিজাত্যের দাবিদার সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, নিয়মিত সেনাবাহিনী ভেয়ারমাখটের পাশাপাশি আরেকটা বাহিনী, যেটাকে ইস্ট-এর দিকে বেশিরভাগ গণহত্যায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এসএস-এর সাবেক সদস্য, অ্যালফ্রেড নজকস, সাক্ষ্য দেন নির্যাতনের আরও যে দুটো হাতিয়ারের বিচার করা হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করে চলত এসএস–এসডি [স্টেইট সিকিউরিটি সার্ভিস] এবং গেস্টাপো। এখানে তিনি উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তাঁর ওপর নির্দেশ জারি করে কীভাবে সৃষ্টি করা হয় সীমান্ত পরিস্থিতি, যেটা হিটলারকে পাইয়ে দেয় পোল্যান্ডকে আক্রমণ করার অজুহাত।

<u>ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৫: পোল্যান্ড আক্রমণে হিটলারের অজুহাত সম্পর্কে অ্যালফ্রেড নজকস্।</u>

১৯৩৯-এর ১০ বা কাছাকাছি কোনো এক তারিখে এসডি এবং সিপো-র প্রধান হেইড্রিক [ঐবুফৎরপয] ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নির্দেশ দিলেন, গ্লেইউইট্য [এষবররিঃ] -এর কাছে, সীমান্ত সংলগ্ন রেডিও [জার্মান] স্টেশনে একটা নকল হামলার আয়োজন করতে হবে, দেখে যাতে মনে হয় আক্রমণকারীরা পোলিশ।

হেইড্রিক বললেন, 'বিদেশী প্রেস, এবং সেই সঙ্গে জার্মানদের প্রচারণার জন্যও পোলিশদের এ-সব হামলার সত্যিকার প্রমাণ দরকার।'

পাঁচ কি ছ'জন এসডি সদস্যকে নিয়ে গ্লেইউইট্যে যেতে বলা হলো আমাকে, ওখানে পৌছে হেইড্রিকের একটা কোড পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব আমি, যাতে ইঙ্গিত থাকবে হামলা করার সময় হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হলো, রেডিও স্টেশনটা দখল করতে হবে আমাকে, তারপর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওই দখলদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে আমার অধীনে থাকা এক পোলিশভাষী স্টেশন থেকে ওই একই ভাষায় একটা ভাষণ দেবে।

হেইনড্রিক আমাকে জানালেন, ওই ভাষণে অতি অবশ্যই বলতে হবে যে জার্মান আর পোলিশদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় হয়েছে, পোলিশদের উচিত একজোট হয়ে যেখানেই জার্মানদেরকে প্রতিরোধ করতে দেখবে সেখানেই আঘাত হানা।

ওই সময় হেইড্রিক আমাকে আরও বলেছেন, তিনি আশা করছেন আর দিন কয়েকের মধ্যেই পোল্যান্ড আক্রমণ করবে জার্মানি।

গ্লেইউইট্যে গেলাম আমি, ওখানে অপেক্ষা করলাম পনেরদিন। কিছুই ঘটছে না দেখে হেইড্রিককে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন বার্লিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি জানালেন, আমাকে গ্লেইউইট্যেই অপেক্ষা করতে হবে।

২৫ থেকে ৩১ আগস্টের কোনো একদিন আমি গেস্টাপো প্রধান হেনরিক মুয়েলারের সঙ্গে দেখা করি, ওই সময় ওপেলন-এর কাছাকাছি ছিলেন তিনি। আমার সামনে মেলহর্ন নামে এক লোকের সঙ্গে আরেকটা সীমান্ত সংঘর্ষের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন মুয়েলার, যেটা দেখে মনে হবে পোলিশ সৈনিকরা জার্মান ট্রুপের ওপর হামলা করেছে...

মুয়েলার জানালেন যে তাঁর হাতে বারো কি তেরোজন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী আছে, তাদেরকে পোলিশ সৈনিকদের ইউনিফর্ম পরানো হবে, তারপর খুন করে ফেলে রাখা হবে কৃত্রিম সংঘর্ষের নকল দৃশ্যে, এটা দেখানোর জন্য যে হামলা করতে এসে মারা গেছে তারা। কাজটা সুষ্ঠুভাবে সারার জন্য হেইড্রিকের নিয়োগ দেওয়া একজন ডাক্তার বন্দিদেরকে একটা করে মারাত্মক ইঞ্জেকশন পুশ করবেন। তাতেই মারা যাবে তারা, তারপরও আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা ক্ষত থাকবে তাদের শরীরে।

সংঘর্ষের পর প্রেসের সদস্য এবং অন্যান্য লোকজনকে ঘটনাস্থল নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশের তরফ থেকে একটা রিপোর্টও তৈরি রাখা হবে প্রয়োজনে তাঁদেরকে দেখানোর জন্য।

মুয়েলার আমাকে জানালেন, হেইড্রিক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ওই বন্দিদের একজনকে তিনি যেন আমার হাতে তুলে দেন গ্লেইউইট্য-এর অ্যাকশনের জন্য। ওই বন্দিদের কোড নেম ছিল–'ক্যানড গুডস'।

যে সন্ধ্যায় গ্লেইউইট্যের অপারেশনে অংশগ্রহণ করলাম আমি, তার পরপরই পোল্যান্ড আক্রমণ করল জার্মানি।

আমার যতটুকু মনে আছে যুদ্ধ শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে। ৩১ আগস্ট দুপুরে টেলিফোনের মাধ্যমে হেইড্রিকের কাছ থেকে আক্রমণের কোড জানতে পারি আমি, যেটা শুরু হওয়ার কথা সেদিন সন্ধ্যা আটটায়।

www.pathagar.com

হেইড্রিক বললেন, 'এই হামলা চালাবার জন্য মুয়েলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্যানড গুডস চান আপনি।' তাঁর নির্দেশ মতো তাই করলাম আমি, মুয়েলারকে জানালাম বন্দিকে যেন ডেলিভারি দেওয়া হয় রেডিও স্টেশনের কাছাকাছি।

ওই লোক আমার হাতে আসার পর তাঁকে আমি স্টেশনে ঢোকার মুখে শুইয়ে রাখলাম। সে বেঁচে ছিল, তবে পুরোপুরি অজ্ঞান। তার চোখ খোলার চেষ্টা করলাম। সে যে বেঁচে আছে তা আমি চোখ দেখে বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারি শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে দেখে। গুলির ক্ষতটা আমি দেখিনি, তবে তার মুখে প্রচুর রক্ত মাখানো ছিল। গায়ে ছিল সিভিলিয়ান ড্রেস।

নির্দেশ মতো রেডিও স্টেশনটা আমরা দখল করি, ইমার্জেন্সি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তিন কি চার মিনিটের একটা বক্তৃতা প্রচার করি, পিস্তল দিয়ে গুলি করি কয়েকটা, তারপর স্থানত্যাগ করে চলে আসি।

*

এসএস-এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের একটা হলো, তাঁদের ডাক্তাররা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের বন্দিদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন। এখানে, আরেকজন আমেরিকান প্রসিকিউটর, মেজর ওয়ারেন ফ্যার, আদালতকে বিজ্ঞানের এরকম একটা অপব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৫: মেজর ওয়ারেন ফ্যার, এসএস ডাক্তারদের এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে

'১৯৪৪, ১১ সেপ্টেম্বর, স্টুমবানফুয়েরার ডক্টর ডিং, ডক্টর উইডম্যান এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঁচজন বন্দির ওপর অ্যাকোনাইট নাইট্রেট বুলেট পরীক্ষা করেন, ওই পাঁচজনের সবাইকে আগেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

'বুলেটের যে ক্যালিবার ব্যবহার করা হয় তা ছিল ৭.৬৫ মিলিমিটার, ভেতরে ক্রিস্টাল আদলে বিষ ভরা ছিল। ওই এক্সপেরিমেন্টে প্রত্যেক সাবজেক্টের বাম উরুর ওপরের দিকে একটা করে গুলি করা হয়, অনুভূমিক অবস্থানে রেখে। দুজনের বেলায় বুলেটগুলো উরু ভেদ করে সোজা বেরিয়ে যায়। এমন কি পরে বিষেরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তাই ওই দুই সাবজেক্টকে এক্সপেরিমেন্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়।'

পরবর্তী কয়েকটা বাক্য বাদ দিয়ে আবার শুরু করছি, তিন নম্বর প্যারা থেকে:

'বিস্ময়কর হলেও, মৃত্যুদণ্ড পাওয়া তিন বন্দির লক্ষণগুলো দেখা গেল হুবহু একই রকম। প্রথমে বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। ২০ কি ২৫ মিনিট পর মোটর নার্ভে অস্থিরতা সৃষ্টি হলো, এবং হালকা লালা ঝরতে দেখা গেল–তবে একটু পর দুটোই থেমে যায়।

www.pathagar.com

৪০ থেকে ৪৪ মিনিটের মধ্যে লালার খুব বড় একটা স্রোত দেখা দেয়। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা ঘন ঘন ঢোক গিলছে। খানিক পর লালার স্রোত এত জোরালো হয়ে উঠল যে ঢোক গিলেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। মুখ থেকে ফেনাযুক্ত লালা বেরুতে শুরু করল। তারপর শুরু হলো বমি আর বিষম খাওয়ার প্রবণতা।'

এরপর তিন প্যারাগ্রাফ জুড়ে বিজ্ঞানসুলভ ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মৃত্যুপথযাত্রী সাবজেক্টদের কার কী প্রতিক্রিয়া। তারপর আবার শুরু হয়েছে বর্ণনা। এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানার আগে আরও দুটো প্যারাগ্রাফ এখানে আমি তুলে ধরতে চাই। তরজমার ১ নম্বর পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগুলো, এবং রিপোর্টের ছ'নম্বর প্যারা।

'একই সঙ্গে শুকনো বমির ভাব ওদেরকে সাংঘাতিক অসুস্থ করে তুলল। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত এক বন্দি বৃথাই বারবার বমি করার চেষ্টা করছিল। যাতে বমি হয় সেজন্য এক পর্যায়ে হাতের চারটে আঙুলই যতদূর ঢোকে মুখের ভেতর সেঁধিয়ে দিল সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বমি হলো না। তার চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল।

'বাকি দুই সাবজেক্টের চেহারা, প্রথম পর্যায়ে, ম্লান দেখাচ্ছিল। বাকি সব লক্ষণ একই রকম। পরে মোটর নার্ভের অস্থিরতা এমন মাত্রা ছাড়াল যে ছটফট করতে লাগল তারা–একবার শুচ্ছে, পরক্ষণে দাঁড়াচ্ছে–কোটরের ভেতর চোখের মণি ঘোরাচ্ছে, লক্ষহীনভাবে নাড়াচাড়া করছে হাত আর পা। অবশেষে শান্ত হয়ে এল তাদের অস্থিরতা। চোখের পাতা যতটুকু সম্ভব বড় হয়ে গেল। স্থির শুয়ে থাকল তিন কয়েদি। একজনের মধ্যে রেক্টাল ক্র্যাম্প এবং প্রসাব বন্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। মৃত্যু ঘটল গুলি খাওয়ার ১২১, ১২৩ আর ১২৯ মিনিট পর।'

*

২০ ডিসেম্বর থেকে খ্রিস্টমাস ইভ উপলক্ষ্যে দশদিনের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হলো ট্রাইবুনাল। বেশিরভাগ স্টাফ নূরেমবার্গের দম-বন্ধ-করা পরিবেশ থেকে পালাবার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি বোধ করলেন। এই সুযোগে জ্যাকসন গেলেন তীর্থে। আসামীদের অবস্থা শোচনীয়, একঘেয়েমি আর ভয় কাটানোর জন্য চার্চ সার্ভিস ছাড়া তাদের কপালে আর কিছু জুটল না। শোনা গেল 'সাইলেন্ট নাইট' গাওয়ার সময় কাঁদতে দেখা গেছে গোয়েরিংকে।

*

রবার্ট লেই, নাৎসি জার্মানির একমাত্র শ্রমিক সংগঠন লেবার ফ্রন্ট-এর প্রধান। সুনাম-দুর্নাম যাই হোক, রমণীমোহন পুরুষ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন তিনি, কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রী মারা যাওয়ায় খুব মুষড়ে পড়তে দেখা গেছে তাঁকে। এই শোক তাঁকে উদ্ভাবনী শক্তি যুগিয়েছে।

ছোট, খালি সেলে বন্দিদের কপালে প্রাইভেসি বলতে একমাত্র যেটা জোটে সেটা হলো ল্যাভাটরি। সেলে ঢোকার মুখে, এককোণে ওটা। ওখানে বসলে দরজার গায়ে লাগানো খুদে হ্যাচের ভেতর দিয়ে ব্যবহারকারীর শুধু পা দুটো দেখতে পায় গার্ড।

www.pathagar.com

হাতে অভিযোগপত্র ধরিয়ে দেয়ার কয়েকদিন পর আন্ডারপ্যান্টের সাহায্যে গলায় ফাঁসি দেন লেই, ফাঁসটা বানান হয় জ্যাকেটের জিপার দিয়ে, প্যান্টের একটা প্রান্ত পানির ট্যাংকে আটকে শরীরের ওজনকে দায়িত্ব দেন ফাঁসি কার্যকর করার, ল্যাভাটরি সিটে বসা অবস্থায়।

কর্নেল অ্যান্ড্রুস, জেলখানায় বিবাদীদের দায়িত্ব পাওয়া কর্মকর্তা, এটা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন আর কেউ যাতে এই পদ্ধতিতে বিচার এড়াতে না পারে। এই ঘটনার পর থেকে প্রতি মাসে সেলগুলোয় তল্লাশি চালাবার ব্যবস্থা করা হলো, যেমনটি তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। তাঁর এই সতর্কতা সুফল বয়ে আনে, সেই সঙ্গে বন্দিদের বুদ্ধিমত্তা আর বেপরোয়া মনোভাব সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কর্নেল বার্টন অ্যানড্রুসঃ নুরেমবার্গ বন্দিদের পাহারা দেওয়া

এরইমধ্যে আমরা ডক্টর লেই আর ডক্টর কন্টি [ইউথেনিসিয়া প্রোগ্রামের প্রধান; জেলখানায় আটকে রাখা হলেও, তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়নি]-কে হারিয়েছি, যারা সম্ভাব্য ফাঁসির বদলে বেছে নিয়েছেন বিকল্প পন্থা–আত্মহত্যা। প্রশ্ন হলো, এই পথে আর কে যাবেন?

এখন যেহেতু বাইরের লোকজনের সঙ্গে বন্দিদের যোগাযোগ আছে, ঝুঁকিটা তাই আগের চেয়ে অনেক বেশি। কিছু ভাল জার্মান পরামর্শক তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আইন আর রাজনীতির জগতে তাঁরা বেশিরভাগই সমীহের পাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাইকেই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।

পরামর্শক আর বন্দির মধ্যে সরাসরি কোনো ডকুমেনট লেনদেন হচ্ছে না। প্রতিটি ডকুমেন্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে একজন গার্ড, তারপর যাকে যেটা দেওয়ার নিজেরা দিয়ে আসছে। বন্দিদের প্রতিটি পদক্ষেপ, ঘুমের মধ্যে তাঁদের প্রতিটি নিঃশ্বাস নজরদারির মধ্যে রাখা হলেও, ঠিকই সুযোগ করে নিয়ে নিজেদের সেলে আত্মহত্যার উপযোগী সরঞ্জাম নিয়ে আসতে পারছে তাঁরা।

আত্মহত্যায় ব্যবহার করা যায়, এরকম সমস্ত জিনিস সেল থেকে সরিয়ে ফেলেছি আমরা–রেযার, টাই, জুতোর ফিতে, রাতের বেলা চশমা [আদালতভবনে চশমা আর নেকটাই ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার কারণ ওগুলোর সাহায্যে ওখানে সাফল্যের সঙ্গে আত্মহত্যার করার কোনো সুযোগ নেই]।

প্রতিদিন সেলে ফিরে আসার পর প্রত্যেক বন্দিকে সার্চ করা হয়। গোসল করার সময় তাঁদের সুট আর ভেতরে পরার কাপড় সরিয়ে এনে পরীক্ষা করা হয়, পরিবর্তে দেওয়া হয় ফ্রেশ লন্ড্রি। গোসল করার পর তাঁদের শরীরও সার্চ করা হয়। তাঁরা যখন সেলের বাইরে থাকেন, প্রতিটি সম্ভাব্য লুকানোর জায়গা হাতড়ে দেখে গার্ডরা।

www.pathagar.com

অথচ তারপরও চোরাই হয়ে আসা জিনিস-পত্র পাচ্ছি আমরা।

ট্রায়াল শুরুর দিন হ্যাস, গোয়েরিং, জডল, ফন রেবেনট্রপ আর কেইটেলের সেলে হানা দিলাম আমরা। তল্লাশি করতে গিয়ে গার্ডরা এই সব পেল:

রেবেনট্রপের কাছে দুটো ট্যাবলেট পাওয়া গেল [একটা ছোট, একটা বড়], তিনটে অর্ধেক করা ট্যাবলেট, টিস্যু পেপারে মোড়া চারটে খুব বড় ট্যাবলেট। এসব পাওয়া গেল তাঁর একটা মোজাবন্ধনীর ভেতর লুকানো অবস্থায়। ওগুলোর মধ্যে একটুকরো ধারালো ধাতবও রয়েছে–দু'ইঞ্চি লম্বা, দেড় ইঞ্চি চওড়া।

জডলের সেলে পাওয়া গেল একটা পেরেক, এক প্রস্থ তার [ছ'ইঞ্চি লম্বা, ডায়ামিটারে এক ইঞ্চির ছ'ভাগ], টুথ পাউডার, নয়টা নানা রকম ট্যাবলেট আর ছেঁড়া কিছু ন্যাকড়া।

কেইটেল লুকিয়ে রেখেছেন ছোট একটা ধাতব টুকরো, অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের টিউব, বেলাডোনা ট্যাবলেটের টিউব, একটা আধ ইঞ্চি স্ক্রু আর দুটো পেরেক।

গোয়েরিং ও হ্যাসকে পাওয়া গেল 'পরিচ্ছন্ন'।

একগুঁয়ে এবং দাম্ভিক ডোয়েনিয, যিনি আমাকে স্বেচ্ছায় জানিয়েছিলেন যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি হিটলার আত্মহত্যা করার পর রাইখ-এর প্রধান হিসেবে নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব তুলে নেন [কাজেই এখন তাঁকে বিশেষ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে], লুকিয়ে রেখেছিলেন একসঙ্গে বাঁধা জুতোর পাঁচটা ফিতে, একটা স্প্রিং লাগানো চুলের কাঁটার অংশবিশেষ, একটা স্ক্রু আর কিছুটা রশি। এগুলো দিয়ে তিনি কী করবেন সে-সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

ফন নিউরাথ সারাটা বছর ধরে একটা ইস্পাতের স্ক্রুড্রাইভার লুকিয়ে রেখেছেন নিজের কাছে, মোটা রগ কাটার জন্য যথেষ্ট ধারালো সেটা, যথেষ্ট বড় তাঁর শ্বাস রুদ্ধ করার জন্যও।

পরে আবার জডলের টোব্যাকা-পাউচ থেকে একটা পেরেক পাওয়া গেল।

শাখ্টের কাছে পাওয়া গেল এক গজ লম্বা কর্ড আর দশটা পেপার-ক্লিপ।

ধারাল কিনারা সহ ভাঙা চামচ লুকিয়ে রেখেছেন সসকেল।

অন্য ব্লকের সেলগুলোয় আমরা একটা রেযর ব্লেড, কাচের খুদে খুদে টুকরো পেলাম। তল্লাশিরত গার্ড কাঠগড়ার মেঝেতে পেয়েছে ছোট আকারের দুটো পেরেক আর ভাঙা কাচের ছোট দুটো টুকরো।

ট্রায়াল চলার সময় স্মাগলিং করতে গিয়ে আরেকবার ধরা পড়েন কেইটেল। সেলের ফুটো দিয়ে তাঁর ওপর নজর রাখছিল গার্ড, ওয়ালেটে চকচকে কিছু একটা লুকিয়ে রাখতে দেখতে পায় সে। তালা খুলে সেলে ঢুকল গার্ড, তারপর আরেকজন গার্ডকে দিয়ে প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তাকে সার্চ করল।

নিরীহ ভালমানুষের ভাব দেখিয়ে ওয়ালেটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন কেইটেল, একটা কোণ আঙুল দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছেন। সেটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে

www.pathagar.com

নেওয়া হলো, নিচে খসে পড়ল ক্ষয়ে যাওয়া একটুকরো ধাতু। জিনিসটা কেইটেল যে জুতো পরে আছেন সেগুলো থেকে খোলা হয়নি। তা হলে এলো কোত্থেকে?

'এটা আমার কাছে বহুদিন হলো আছে,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জবাব দিলেন কেইটেল, কিন্তু তারপর আর কিছু বলতে রাজি হলেন না।

জেলে ঢুকছে, এমন প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করছি আমরা, তা সে খাবারই হোক, কাপড়চোপড়ই হোক, বা কোনো ইকুইপমেন্টই হোক। একদিন যখন বড় আকারের একটা সবুজ সুটকেস এলো, বলাই বাহুল্য যে পরীক্ষা করার জন্য খোলা হলো সেটা। এখানে আমরা আটকে রেখেছি, এমন একজন সাক্ষীর নামে এসেছে ওটা। ভেতর থেকে উপচে বেরিয়ে এলো কালো একটা কোট, সাদা শার্ট, আরও বিভিন্ন ধরনের কাপড়চোপড়, আর একটা ছোট কেস।

ওই কেসের ভেতর পুরস্কার হিসেবে পাওয়া গেল আত্মহত্যা করার পুরো এক সেট উপকরণ: নাৎসিদের প্রিয় এক ফাইল পটাসিয়াম সায়ানাইড আর হাইপডারমিক সিরিঞ্জ, সুই সহ। কাজের পরিমাণের তুলনায় সংখ্যায় কম আমার স্টাফ এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের ওপর থেকে চাপ কমাব। নির্দেশ দিলাম, বাইরে থেকে কাপড় বা খাবারের প্যাকেজ জেলখানার ভেতর আর যেন না ঢোকে–সম্পূর্ণ নিষেধ।

www.pathagar.com

পাঁচ

জানুয়ারির প্রথম দিক, ১৯৪৬:
ছুটির পর ট্রায়াল আবার শুরু হলো

নতুন বছরের শুরুতে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে, আবার বসল আদালত। থার্ড রাইখ [নাৎসি জার্মান]-এর সিকিউরিটি সার্ভিসের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, সেই সূত্রে এ-কথা জেনে দুনিয়ার মানুষ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল যে কী যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে এবং কী বিশাল মাত্রায় হলোকস্ট-এর প্ল্যান করা হয়েছিল।

১৯৪২-এর গ্রীষ্মের মধ্যেই ৫২,০০০ স্লোভাকিয়ান ইহুদিকে এক জায়গায় জড়ো করার পর 'শ্রমিক' হিসেবে পোল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আত্মীয়স্বজনরা তারপর আর কোনো খবর না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেল, কী হলো তাদের। স্লোভাকিয়া সরকার, ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, 'ইহুদি সমস্যা' নিয়ে প্রশ্ন করল উপদেষ্টাদের।

তদন্ত শুরু করলেন আমব্রেলা অর্গানাইজেশন আরএসএইচএ-র প্রধান ডিরেক্টর [Wisliceny] ভিজলাইসেনি, যিনি জার্মান সিকিউরিটি সার্ভিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

তাঁদের মতোই অজ্ঞ, আমেরিকান কাউন্সল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল স্মিথ ব্রুকহার্ট আদালতকে জানাতে অনুরোধ করলেন ভিজলাইসেনি যখন তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অ্যাডলফ আইখম্যানের কাছে গেলেন, কী ঘটল তখন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩ জানুয়ারি ১৯৪৬: আইখম্যান এবং চূড়ান্ত সমাধানের নির্দেশ

ডিরেক্টর ভিজলাইসেনি: সময়টা হবে জুলাইয়ের শেষ কিংবা আগস্টের শুরু। বার্লিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আবার আবেদন জানালাম আমি, পোল্যান্ডে বাস করছে বলে প্রচারিত শ্রমিকদের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর স্লোভাকিয়া সরকারের

www.pathagar.com

অনুরোধটা তিনি যেন এবার গুরুত্বের সঙ্গে নেন।

তাঁকে আমি এও অবগত করলাম, বিদেশে গুজব ছড়িয়েছে যে পোল্যান্ডের সব ইহুদিকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারপর তাঁকে বললাম, শ্রমিকদের পক্ষে মহামান্য পোপও স্লোভাকিয়া সরকারকে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললাম, এ-ধরনের তৎপরতা, যদি সত্যি হয়, আমাদের মান-সম্মানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে, অর্থাৎ—জার্মানির মান-সম্মান, বিদেশে। এ-সব কারণে আমি তাঁকে সনির্বন্ধ মিনতি জানালাম, তিনি যেন আলোচ্য ইন্সপেকশনের অনুমোদন দেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর আইখম্যান আমাকে জানালেন, পোলিশ গেটো পরিদর্শন করার এই আবেদন কোনো অবস্থাতেই অনুমোদন করা যাবে না।

'কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

উত্তরে তিনি বললেন, কারণ বেশিরভাগ পোলই এখন আর বেঁচে নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম একটা নির্দেশ কে দিল? আমাকে তিনি হিমলারের একটা নির্দেশের কথা শোনালেন।

আমি তখন তাঁর প্রতি সদয় প্রার্থনা জানালাম, ওই নির্দেশটা দয়া করে আমাকে একবার দেখতে দিন, কারণ আমি বিশ্বাস করি না ওটার লিখিত কোনো অস্তিত্ব আছে...

আইখম্যান জবাব দিলেন, আপনার বিবেককে যদি শান্ত করে, লিখিত নির্দেশটা আপনাকে আমি দেখাতে পারব।

সেফ থেকে ছোট একটা ডকুমেন্ট বের করলেন তিনি, পাতা ওল্টালেন, তারপর সিকিউরিটি পুলিশ এবং এসডি-র চিফকে লেখা হিমলারের একটা চিঠি দেখালেন আমাকে। সেই চিঠির বিষয়বস্তু মোটামুটি এরকম:

ইহুদি প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন ফুয়েরার। সিকিউরিটি পুলিশ ও সিডি-র প্রধান, এবং কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পগুলোর ইন্সপেক্টরকে আস্থায় রেখে তথাকথিত চূড়ান্ত সমাধানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে। কর্মক্ষম সমস্ত ইহুদি নারী ও পুরুষকে তথাকথিত চূড়ান্ত সমাধানের আওতা থেকে আপাতত বাইরে রাখা হবে, তাদেরকে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য। এই চিঠিতে স্বয়ং হিমলার সই করেছেন। এর মধ্যে ভুল-ভাল কিছু থাকতে পারে না, কারণ হিমলারের সই আমি খুব ভাল করে চিনি।

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: আপনার তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন ছিল—চূড়ান্ত সমাধান শব্দ দুটোর সাহায্যে আসলে ঠিক কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?

ভিজলাইসেনি: ওগুলোর কী মানে হবে আইখম্যান আমাকে তা ব্যাখ্যা করে

www.pathagar.com

বলেছেন। তিনি বলেছেন চূড়ান্ত সমাধান শব্দ দুটোর ধারণা এবং আড়াল থেকে যে কাজটা করা হবে তা হলো– সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত পূর্বাঞ্চল [ইস্টার্ন টেরিটরিজ] থেকে প্রাণী হিসেবে ইহুদি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। পরেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় চূড়ান্ত সমাধান শব্দ দুটো ঘুরেফিরে বারবার এসেছে...

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: আপনি কি কোনো মন্তব্য করেছিলেন, আইখম্যানের অথরিটি সম্পর্কে?'

ভিজলাইসেনি: হ্যাঁ। আমার কাছে এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল যে এই অর্ডার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করবে। আইখম্যানকে আমি বলি, 'ঈশ্বর যেন সদয় হয়ে এই অনুমোদন দেন যে আমাদের শত্রুরা কখনো জার্মানদের বিরুদ্ধে এই একই সুযোগ পাবে না।'

এর উত্তরে আইখম্যান আমাকে আবেগপ্রবণ হতে নিষেধ করেন, বলেন–নির্দেশটা ফুয়েররের কাছ থেকে এসেছে, কাজেই পালন করতে হবে...এই আদেশ ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ওই সময় হিমলার পাল্টা আরেকটা অর্ডার দেন, যাতে ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করা নিষেধ করা হয়েছিল।

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: আচ্ছা, নির্দেশটা যখন দেওয়া হয়েছিল তখন রাইখজিহারহাইটসহপ্টাম্প [reichssicherheitshauptamt]-এর, অর্থাৎ আরএসএইচএ-র প্রধান কে ছিলেন?

ভিজলাইসেনি: হেইড্রিক [Heydrich] হবেন বলে মনে হয়।

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: এই নির্দেশের আওতায় প্রোগ্রামটা কি ক্যালটেনব্রুনারের অধীনেও একই গতিতে চলতে থাকে?

ভিজলাইসেনি: হ্যাঁ; ঢিলেমি বা কোনো রকম পরিবর্তন দেখা যায়নি...

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: ইহুদি সমস্যা নিয়ে আইখম্যান এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আপনার মিটিং থেকে আপনি কি এটা বুঝতে পারেন বা এরকম তথ্য পান–প্রোগ্রামটার অধীনে সব মিলিয়ে মোট কত ইহুদি খুন হয়েছে?

ভিজলাইসেনি: আইখম্যান ব্যক্তিগতভাবে সবসময় চল্লিশ লক্ষ ইহুদির কথা বলছিলেন। মাঝে-মধ্যে তিনি পাঁচ মিলিয়নও বলেছেন। আমার হিসেবে, আমি বলব, তথাকথিত চূড়ান্ত সমাধানের আওতায় কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ ইহুদির কপাল পুড়েছে। তার মধ্যে থেকে কজন প্রাণে বেঁচে গেছে সেটা বলার মতো অবস্থানে আমি নেই।'

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: আপনি আইখম্যানকে শেষ কবে দেখেন?

ভিজলাইসেনি: আইখম্যানকে শেষবার আমি দেখি ১৯৪৫-এ, ফেব্রুয়ারি ফুরিয়ে আসার সময়, বার্লিনে। ওই সময় আমাকে বলেছিলেন যুদ্ধে যদি পরাজয় ঘটে তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

www.pathagar.com

লে:কর্নেল ব্রুকহার্ট: ওই শেষ সাক্ষাতে আইখম্যান কি ইহুদি খুন হওয়ার সংখ্যা সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

ভিজলাইসেনি: হ্যাঁ, বিদ্রূপাত্মক সুরে। আইখম্যান বললেন সহাস্যে লাফ দিয়ে কবরে পড়বেন তিনি, কারণ তাঁর বিবেকে পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি মারার অনুভূতি থাকায় সেটা হবে অসাধারণ একটা সন্তুষ্টির উৎস।

*

১৯৪১ সালে জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর ইহুদি আর জিপসিদের ওপর নাৎসিরা তাদের গণহত্যার নীতি বাস্তবায়নে পুরোদমে কাজ শুরু করল। বন্দি করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলায় গেল না–বাল্টিক, ইউক্রেন, ক্রিমিয়া আর বেলারুশে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ঘেরাও দিল দশ লক্ষেরও বেশি মানুষকে, তারপর গুলি করল, প্রতিবার কয়েকশ'জনকে, তারপর গণকবরে ফেলে মাটি চাপা দিল।

টাস্ক ফোর্সে অনেক এসএস সদস্য ছিল, ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত রাইখ সিকিউরিটি মেইন অফিস [আরএসএইচএ], প্রথমে ওটার প্রধান ছিলেন রাইনহার্ড হেইড্রিক, পরে অভিযুক্তদের একজন–আর্নেস্ট ক্যানটেনব্রুনার।

দক্ষিণ ইউক্রেনে ১৯৪১ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একটা মোবাইল আইনসাটযগ্রুপি [Einsatzgruppe]-এর নেতৃত্বে ছিলেন অটো ওহলেনডর্ফ [Ohlendorf]। ৩ জানুয়ারি আদালতে তাঁকে একজন সাক্ষী হিসেবে ডাকা হলো চেইন-অভ-কমান্ডে ক্যালটেনব্রুনারের অবস্থান কী ছিল জানার জন্য। আদালতকে তিনি জানান যে তাঁর সৈন্যরা ৯০,০০০ মানুষকে জবাই করেছে।

<u>ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩ জানুয়ারি ১৯৪৫: পূর্বাঞ্চলে পাইকারী গণহত্যা</u>

অটো ওলেনডর্ফ: ইন্সপেকশন করার জন্য দুটো গণহত্যার ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম আমি।

কর্নেল অ্যামেন: আদালতকে আপনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন একটা গণহত্যার ঘটনা কীভাবে সংঘঠিত হয়েছিল?

অটো ওলেনডর্ফ: স্থানীয় এক আইনসাটযকোমান্ডো [Einsatzkommando] এলাকার সমস্ত ইহুদির নাম রেজিস্ট্রেশন করা হবে বলে ডেকে আনে তাঁদেরকে। এই রেজিস্ট্রেশনের কাজটা ইহুদিদেরকে দিয়েই করানো হয়।

কর্নেল অ্যামেন: কী অজুহাত দেখিয়ে বাইরে বের করে আনা হলো ওঁদেরকে?

অটো ওলেনডর্ফ: অজুহাত হিসেবে বলা হলো তাঁদেরকে নতুন বাসস্থান দেওয়া হবে।

কর্নেল অ্যামেন: আবার আপনি শুরু করবেন?

অটো ওলেনডর্ফ: রেজিস্ট্রেশনের পর সব ইহুদিকে একজায়গায় জড়ো করা হলো,

www.pathagar.com

তারপর ওখান থেকে পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে তাঁদেরকে মারা হবে। নিয়ম অনুসারে সেটা হওয়ার কথা একটা অ্যান্টিট্যাংক গহ্বর, কিংবা সাধারণ কোনো গর্তের কাছাকাছি। হত্যার আয়োজনটা করা হয় পুরোপুরি সামরিক কায়দায়–কমান্ড পাওয়ার পর ফায়ারিং স্কোয়াড ফায়ার করে।

কর্নেল অ্যামেন: যেখানে মারা হলো সেখানে তাঁদেরকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়, কিসে করে?

অটো ওলেনডর্ফ: তাঁদেরকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রাকে করে, প্রতিবার শুধু যে কজনকে সঙ্গে সঙ্গে মারা সম্ভব। এতে করে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে ভিক্টিমদের তা বোঝা এবং মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান যথাসম্ভব কম থাকে।

কর্নেল অ্যামেন: এটা কি আপনার আইডিয়া ছিল?

অটো ওলেনডর্ফ: হ্যাঁ।

কর্নেল অ্যামেন: গুলি করার পর লাশগুলো নিয়ে কী করা হয়েছে?

অটো ওলেনডর্ফ: লাশগুলো অ্যান্টিট্যাংক গহ্বরে, কিংবা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল অ্যামেন: কীভাবে নিশ্চিত করা হত, মানুষগুলো সত্যি সত্যি মারা গেছেন কি না?

অটো ওলেনডর্ফ: এসব দেখার নির্দেশ ছিল ইউনিট লিডার এবং ফায়ারিং-স্কোয়াড কমান্ডারদের ওপর। সেরকম কাউকে দেখা গেলে ওদের ওপরই দায়িত্ব ছিল তাঁদেরকে মেরে আসার।

কর্নেল অ্যামেন: কে করত এই কাজ?

অটো ওলেনডর্ফ: হয় ইউনিট লিডার নিজে, নয়তো তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়া কেউ।

কর্নেল অ্যামেন: ভিক্টিমদের ঠিক কী পজিশনে গুলি করা হয়েছে?

অটো ওলেনডর্ফ: কখনো দাঁড় করিয়ে, কখনো মাটিতে হাঁটু গাড়া অবস্থায়।

কর্নেল অ্যামেন: খুন করার পর নিহত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং কাপড়চোপড় নিয়ে কী করা হয়েছে?

অটো ওলেনডর্ফ: রেজিস্ট্রেশন করার সময়, কিংবা এক জায়গায় জড়ো করার সময় মূল্যবান সব জিনিস-পত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওগুলো জমা দেওয়া হয় ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে, হয় আরএসএইচএ-র মাধ্যমে কিংবা সরাসরি...

কর্নেল অ্যামেন: তাঁদের সব ব্যক্তিগত জিনিসের তালিকা তৈরি করে তাতে সই করা হয়েছিল?

অটো ওলেনডর্ফ: না, সবগুলো নয়, শুধু মূল্যবান জিনিসগুলো।

www.pathagar.com

কর্নেল অ্যামেন: খুনের জায়গায় যাওয়ার পর ভিক্টিমরা যে-সব কাপড় পরেছিলেন, সেগুলোর কী হলো?

অটো ওলেনডর্ফ: হত্যা করার ঠিক আগে সবাইকে তাঁদের ওপরের কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে হয়।

কর্নেল অ্যামেন: সব?

অটো ওলেনডর্ফ: ওপরের সব কাপড়, হ্যাঁ।

কর্নেল অ্যামেন: তারপরও যেগুলো পরে ছিলেন তাঁরা, সেগুলোর কী হলো?

অটো ওলেনডর্ফ: সেগুলো তাঁদের শরীরেই ছিল।

কর্নেল অ্যামেন: এটা শুধু আপনার গ্রুপ নয়, অন্য সব গ্রুপ-এর বেলায়ও সত্যি–তাই কি?

অটো ওলেনডর্ফ: আমাদের গ্রুপকে এই অর্ডারই দেওয়া হয়েছিল। অন্য গ্রুপের কথা আমার জানা নেই।

কর্নেল অ্যামেন: ঠিক কীভাবে ব্যাপারটাকে সামলাত ওরা?

অটো ওলেনডর্ফ: কোনো কোনো গ্রুপ লিডার গণহত্যার এই কাজটা সামরিক পদ্ধতিতে করত না, প্রত্যেক ভিক্টিমকে এক এক করে ঘাড়ের পেছনে গুলি করে মারত।

কর্নেল অ্যামেন: এবং আপনি এই পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন?

অটো ওলেনডর্ফ: আমি এই পদ্ধতির বিরোধী ছিলাম, হ্যাঁ।

কর্নেল অ্যামেন: কী কারণে?

অটো ওলেনডর্ফ: কারণ হলো, ভিক্টিম এবং মার্ডারার, দুজনের জন্যই ব্যাপারটা বিরাট সাইকোলজিকাল বোঝা।

কর্নেল অ্যামেন: এবার বলুন ভিক্টিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সম্পত্তি নিয়ে কী করা হয়েছে।

অটো ওলেনডর্ফ: সমস্ত মূল্যবান জিনিস বার্লিনে, হয় আরএসএইচএ কিংবা রাইখ মিনিস্ট্রি অভ ফাইন্যান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-সব আইটেম অপারেশনাল এরিয়ায় কাজে লাগানো যাবে না সেগুলো ওখানে সাজিয়ে রাখা হয়।

কর্নেল অ্যামেন: উদাহরণ হিসেবে, ভিক্টিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সোনা আর রুপো নিয়ে কী করা হয়?

অটো ওলেনডর্ফ: ওগুলো, একটু আগে যেমন বলেছি, বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হত, ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রিতে।

কর্নেল অ্যামেন: এটা আপনি জেনেছেন কীভাবে?

অটো ওলেনডর্ফ: আমার মনে আছে এটা আসলে সেই সিমফরাপল থেকেই এভাবে হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

কর্নেল অ্যামেন: ঘড়িগুলো নিয়ে কী করা হয়, যেগুলো ভিক্টিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা?

অটো ওলেনডর্ফ: আর্মির অনুরোধে, ফ্রন্টে যারা লড়াই করছে তাদের জন্য রেখে দেওয়া হয়, ইচ্ছে হলে নিতে পারে তারা।

কর্নেল অ্যামেন: সব ভিক্টিমই কি, নারী-পুরুষ-শিশু, একইভাবে খুন হয়?

অটো ওলেনডর্ফ: ১৯৪২-এর বসন্ত পর্যন্ত, হ্যাঁ। তারপর হিমলারের কাছ থেকে একটা নির্দেশ এলো, ভবিষ্যতে নারী এবং শিশুদের খুন করা হবে শুধু গ্যাস ভ্যানে।

কর্নেল অ্যামেন: তার আগে নারী ও শিশুদের কীভাবে খুন করা হত?

অটো ওলেনডর্ফ: যেভাবে পুরুষদের মারা হত–গুলি করে।

কর্নেল অ্যামেন: খুন করার পর কবর দেওয়ার ব্যাপারে কী করা হত?

অটো ওলেনডর্ফ: খুনের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য মাটি দিয়ে গর্তগুলো ভরে ফেলত কমান্ডোরা, তারপর শ্রমিকদের দিয়ে উঁচু কবরগুলোকে সমান করানো হত।

কর্নেল অ্যামেন: গ্যাস ভ্যান প্রসঙ্গে আপনি নির্দেশ পান ১৯৪২-এর বসন্তে, ওগুলো কীভাবে ব্যবহার করা হবে বলে হুকুম দেওয়া হয়?

অটো ওলেনডর্ফ: বলা হয়, ভবিষ্যতে এই গ্যাস ভ্যান নারী এবং শিশুদের হত্যা করার কাজে লাগাতে হবে।

কর্নেল অ্যামেন: আদালতকে আপনি বলবেন, গ্যাস ভ্যানগুলো কী দিয়ে তৈরি, ওগুলো দেখতে কেমন?

অটো ওলেনডর্ফ: বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না কী কাজ করা হয় ওগুলো দিয়ে। দেখতে বন্ধ ট্রাক, আর এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে মোটর স্টার্ট নেওয়া মাত্র ভ্যানে গ্যাস ছড়াতে শুরু করে, যে গ্যাসে দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে মানুষ মারা যাবে।

কর্নেল অ্যামেন: বিশদ বিবরণ দিন, মানুষ মারার নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে ঠিক কীভাবে এই ভ্যান ব্যবহার করা হয়েছে।

অটো ওলেনডর্ফ: ভ্যানটা প্রথমে ভিক্টিমে বোঝাই করা হত, তারপর সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যেত কবর দেওয়ার জায়গায়–সেটা সবসময় একই স্থানে, কারণ গণহত্যার জন্য সাধারণত একটা জায়গাই ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবহনে যে সময় লাগত, ভিক্টিমদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল।

কর্নেল অ্যামেন: ভ্যানে তোলার সময় কী বলা হত ভিক্টিমদের?

অটো ওলেনডর্ফ: বলা হত তাঁদেরকে অন্য এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কর্নেল অ্যামেন: গ্যাস কীভাবে ছাড়া হত?

অটো ওলেনডর্ফ: এ-ব্যাপারে বিশদ কারিগরি জ্ঞান আমার জানা নেই।

কর্নেল অ্যামেন: সাধারণত ভিক্টিমদের মারা যেতে কতক্ষণ সময় লাগত?

www.pathagar.com

অটো ওলেনডর্ফ: ১০ থেকে ১৫ মিনিট; কী হচ্ছে তাঁদের, সে-সম্পর্কে ভিক্টিমরা সচেতন থাকতেন না।

কর্নেল অ্যামেন: প্রতিটি ভ্যানে একসঙ্গে কত মানুষকে মারা সম্ভব হয়েছে?

অটো ওলেনডর্ফ: ১৫ থেকে ২৫জন। ভ্যান ছিল বিভিন্ন সাইজের।

কর্নেল অ্যামেন: যে-সব লোক ভ্যানগুলো চালাত, সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে তারা রিপোর্ট করত আপনাকে?

অটো ওলেনডর্ফ: প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারছি না।

কর্নেল অ্যামেন: ভ্যানে যারা কাজ করত তারা আপনাকে রিপোর্ট করত?

অটো ওলেনডর্ফ: আমি যে রিপোর্ট পেয়েছি তা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, আইনসাটযকোমান্ডো স্বেচ্ছায় ভ্যানগুলো ব্যবহার করছে না।

কর্নেল অ্যামেন: কেন?

অটো ওলেনডর্ফ: কারণ ভিক্টিমদের কবর দেওয়াটা ওদের কাছে ভয়ঙ্কর নির্যাতন বলে মনে হত।

*

অটো ওলেনডর্ফকে এরপর জেরা করেন লুদভিক বেইবল, এসএস এবং এসডি-র ডিফেন্ডিং কাউন্সল।

*

হের বেইবল: খুন করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন না?

অটো ওলেনডর্ফ: আমি আইনসাটযগ্রুপির নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, কাজেই আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল আইনসাটযকোমান্ডো কীভাবে হুকুমগুলো তামিল করছে তা দেখা।

হের বেইবল: এই হুকুম প্রতিপালনের ব্যাপারে আপনার মনে এতটুকু দ্বিধা দেখা দেয়নি?

অটো ওলেনডর্ফ: হ্যাঁ, অবশ্যই দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

হের বেইবল: কিন্তু এ-ধরনের দ্বিধা সত্ত্বেও কীভাবে হুকুমগুলো পালন করা সম্ভব হলো?

অটো ওলেনডর্ফ: কারণ আমার কাছে এটা অচিন্তনীয় যে একজন অধনস্থ লিডার রাষ্ট্রের কোনো লিডারের দেওয়া নির্দেশ পালন করবে না।

হের বেইবল: এটা আপনার নিজস্ব মতামত। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়, সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই কাজের জন্য নিয়োগ বা দায়িত্ব পাওয়া কিছু লোক আপনাকে অনুরোধ করেনি তাদেরকে এ-ধরনের একটা কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হোক?

অটো ওলেনডর্ফ: সেরকম নিরেট কোনো কেসের কথা আমার মনে পড়ছে না। এ-

www.pathagar.com

ধরনের কাজের জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত নয়, এরকম কিছু লোককে আমি বাদ দিই। আমি তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই।

হের বেইবল: তাদেরকে এই হুকুমের আইনগত দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, অন্তত ভান করে হলেও?

অটো ওলেনডর্ফ: আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারলাম না। অর্ডার যেহেতু উর্ধ্বতন কমকর্তার কাছ থেকে এসেছে, কাজেই এ-সব লোকদের মনে আইনগত দিক নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠার কথা নয়, কারণ তারা শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে এসেছে–কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ দেবে তা তারা পালন করতে বাধ্য।

হের বেইবল: ওদের মধ্যে কেউ এই হুকুম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, তা করে সফল হয়েছিল?

অটো ওলেনডর্ফ: না, কেউ সে চেষ্টা করেনি। করলে তার ফল হত কোর্ট মার্শাল–তার কপালেও নেমে আসত ওই একই শাস্তি।

www.pathagar.com

ছয়

১১ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬: স্বতন্ত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা–যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে শুরু হলো বিবাদীদের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা সাজানো। প্রথমে শোনা হবে কালটেনব্রুনার সম্পর্কে।

আদালতের লম্বা টেবিলে আটজন বিচারক বসে আছেন, কান পাতলে তাঁদের হতাশাব্যঞ্জক দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া যাবে, কারণ এইমাত্র আরও একটা পাহাড় সমান ডকুমেন্টের স্তূপ এভিডেন্স হিসেবে দাখিল করা হলো।

ওগুলোর বেশিরভাগই অপ্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বহীন, ট্রাইবুনাল প্রায়ই যেমনটা মন্তব্য করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশেষ কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্য এতটাই ভীতিকর, অসতর্ক মুহূর্তে জীবনের প্রতি এমনই তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, যে ঘৃণা ছিল নাৎসি জার্মানির মূলমন্ত্র, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি।

নাৎসি প্রশাসনের তীক্ষ্ণ নজরদারি এড়িয়ে প্রাণে রক্ষা পান, এমন একজন চেক ডাক্তার হলেন ফ্রাঞ্জ ব্লাহা [Blaha]। ১৯৪১ সালে তাঁকে ড্যাচাও কনসেনট্রেইনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল।

ডাক্তার ফ্রাঞ্জ ব্লাহা আদালতকে জানান হাসপাতালে, ময়না তদন্ত করার কামরায়, একটা বার্থ দেখতে পান তিনি, এবং সেখানে চাক্ষুষ করেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজাত-শ্রেণীর হাতব্যাগ তৈরির উপকরণ সংগ্রহের নামে তাঁর সহ-বন্দিদের কী চড়া মূল্যই না দিতে হয়েছে।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১১ জানুয়ারি ১৯৪৬: ড্যাচাও-এ বিজ্ঞানের বিকৃতি সম্পর্কে ফ্রাঞ্জ ব্লাহা

১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে বাতাসের চাপ পরিবর্তিত হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে সেটা জানার প্রয়োজনে মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালান ডক্টর সিগমুন্ড র‍্যাশে [Rascher]।

www.pathagar.com

বিশেষভাবে তৈরি করা একটা ভ্যানে প্রতিবার ২৫জন লোককে তোলা হয়, যেটায় প্রেশার যখন যেমন দরকার কমানো বা বাড়ানো যায়। এই পরীক্ষার লক্ষ্য হলো এটা জানা যে খুব বেশি উচ্চতা এবং সেখান থেকে প্যারাসুটযোগে দ্রুত পতন মানুষের দেহ-মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেতাম ভ্যানের মেঝেতে মানুষগুলো শুয়ে আছেন।

বন্দিরা বেশিরভাগই এই এক্সপেরিমেন্টে মারা যেতেন, ফুসফুসে বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায়। যারা বেঁচে যেতেন, ভ্যান থেকে বের করার পর দেখতাম তাঁদের কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে।

আমার কাজ ছিল ভ্যান থেকে ওঁদেরকে বের করা, তারপর মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরীক্ষা করার জন্য মিউনিখে পাঠানো।

৪০০ থেকে ৫০০ বন্দির ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়। যারা বেঁচে যান তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে পঙ্গুদের ব্লকে, সেখানে দিন কয়েকের মধ্যেই গুলি করে মারা হয় সবাইকে। মাত্র দু'চারজন পালাতে পেরেছিলেন।

মানুষের শরীরে ঠাণ্ডা পানির প্রতিক্রিয়া নিয়েও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন ডক্টর র‍্যাশে। এটা করা হয় সাগরে পড়ে যাওয়া কোনো পাইলট বা এয়ারম্যানকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব জানার লক্ষ্যে। সাবজেক্টকে বরফশীতল পানিতে রাখা হত, যতক্ষণ না তিনি জ্ঞান হারান। তারপর ওঁর ঘাড় থেকে রক্ত নিত তারা, তাপমাত্রা যতবার এক ডিগ্রি করে কম পাওয়া যায়। তাপমাত্রার এই অধোগতি ধরা পড়ত একটা রেক্টাল থার্মোমিটারে।

নিয়মিত প্রস্রাবও পরীক্ষা করা হত। কোনো কোনো মানুষ ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত এই ঠাণ্ডা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারতেন। সবচেয়ে কম বডি টেমপারেচার রেকর্ড করা হয় ১৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তবে বেশিরভাগ মানুষ মারা গেছেন ২৫ থেকে ২৬ ডিগ্রির মধ্যে।

বরফঠাণ্ডা পানি থেকে ওঁদেরকে তোলার পর ইলেকট্রো-থেরাপি, কৃত্রিম রোদ, গরম পানি, কিংবা পশুর উষ্ণতার সাহায্যে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হত।

এই শেষ এক্সপেরিমেন্টের জন্য বেশ্যাদেরও ব্যবহার করা হয়েছে–একজোড়া নারীদেহের মাঝখানে রাখা হত অজ্ঞান ব্যক্তিকে। এ-ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্টে হিমলার উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আমি একটা জানালা দিয়ে, রাস্তা থেকে, দেখেছি।

ডক্টর র‍্যাশে অনুপস্থিত থাকলে ঠাণ্ডাপানির এ-সব এক্সপেরিমেন্টে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকতাম আমি। ডক্টর র‍্যাশের ল্যাবরেটরিতে ওঁদেরকে পরীক্ষা করার পর নোট আর ডায়াগ্রামের ওপর চোখ বুলাবার সুযোগও আমার হয়েছে।

এই এক্সপেরিমেন্টে ৩০০জন মানুষকে ব্যবহার করা হয়। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই মারা যান। ভাগ্যগুণে যারা বেঁচে যান, তাঁদেরকেও ভাগ্যবান বলার

www.pathagar.com

উপায় নেই, কারণ তারা প্রায় সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

তবে পাগল হোক আর যাই হোক, বেঁচে যাওয়ার অপরাধে পঙ্গু বা অক্ষমদের ব্লকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের, গুলি করে মারার জন্য–ঠিক যেভাবে বাতাসের চাপ পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট ভিক্টিমদের মারা হয়েছিল।

আমার জানামতে মাত্র দুজন বেঁচে যান, একজন যুগোশ্লাভ, আরেকজন পোল, দুই নারীই ছিলেন মানসিক রোগী।

সুস্থ-সবল এবং গল ব্ল্যাডার বা পেটের রোগে আক্রান্ত, দু'ধরনের মানুষেরই লিভার ফুটো করার এক্সপেরিমেন্ট চালাতেন ডক্টর ব্রাখটল [Brachtl]। লিভারের সামান্য একটু অংশ বের করার জন্য ঘ্যাচ্ করে একটা সুই ঢোকানো হত কোনো এক অভাগার লিভারে। কোনো রকম অ্যানেসথেটিক ব্যবহার করা হত না।

এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা এক্সপেরিমেন্ট, প্রায়ই গুরুতর পরিণতি ডেকে আনত–কারণ লিভার ফুটো করতে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বা বড় কোনো রক্তবাহী নালী ফুটো হয়ে যেত, যার ফলে শুরু হত মারাত্মক রক্তক্ষরণ।

নিহত বন্দিদের শরীর থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়াটা বলা যায় প্রায় নিয়মিত একটা কাজ ছিল। এই কাজ করার হুকুম বেশ কয়েকবারই দেওয়া হয়েছে আমাকে। বিশেষ করে ডক্টর র‍্যাশে এবং ডক্টর উল্টার মানুষের এই চামড়া চাইতেন–পিঠ আর বুক থেকে। ওই ছাড়ানো চামড়ায় রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে শুকাতে দেওয়া হত রোদে।

পরে ওগুলো বিভিন্ন সাইজে কাটা হত–জিন, রাইডিং ব্রিচিজ [এক ধরনের পরিচ্ছদ, ঘোড়ায় চড়ার সময় নিতম্ব আর তার মধ্যবর্তী অংশ ঢাকার জন্য পরিধেয়], দস্তানা, ঘরে পরার উপযোগী স্যান্ডেল, মেয়েদের হাতব্যাগ ইত্যাদি বানাবার জন্য।

উল্কি আছে, এমন চামড়ার বিশেষ কদর ছিল এসএস সদস্যের কাছে। রাশিয়ান, পোলসহ অন্যান্য বন্দিদের এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তবে কোনো জার্মানের চামড়া তোলা নিষিদ্ধ ছিল।

আগেই সতর্ক করা হত, এই চামড়া হওয়া চাই স্বাস্থ্যবান এবং নীরোগ বন্দির। মাঝে-মধ্যে ভাল চামড়া সহ খুব বেশি লাশ আমরা পেতাম না, তখন ডক্টর র‍্যাশে বলতেন, 'ঠিক আছে, লাশ পাবেন আপনারা।'

ঠিক পরদিনই আমরা ২০ থেকে ৩০টা তরুণ বন্দির লাশ পেতাম। হয় তাদের ঘাড়ের পেছনে গুলি করা হয়েছে, নয়তো ভারী কিছু দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে খুন করা হয়েছে, চামড়ার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়।

প্রায়ই আমরা বন্দিদের খুলি কিংবা কঙ্কালের অর্ডারও পেতাম। সেক্ষেত্রে খুলি কিংবা দেহটা গরম পানিতে ফোটাতে দিতাম। ভালমতো সেদ্ধ হওয়ার পর সবটুকু নরম অংশ সরিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাদা করা হত হাড়গুলো, শুকানো হত,

www.pathagar.com

তারপর নতুন করে জোড়া লাগানো হত।

খুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ওটার একপ্রস্থ নিখুঁত দাঁত থাকতে হবে। ওরানিয়েনবার্গ [Oranienburg] থেকে যখনই খুলির অর্ডার পেতাম আমরা, এসএস সদস্যরা বলত, 'দাঁড়ান, চেষ্টা করে দেখি ভাল দাঁত দেখে কিছু লাশের ব্যবস্থা করা যায় কি না।' কাজেই ভাল চামড়া বা ভাল দাঁত থাকাটা ছিল বিপজ্জনক।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৬: মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কে ফঁনসোয়া দে মেনথন-এর উদ্বোধনী ভাষণ

যুদ্ধ চলাকালে নাৎসিদের দ্বারা সংঘঠিত অপরাধও–আগ্রাসী যুদ্ধের মতোই, মিস্টার জ্যাকসন যেমনটি দেখিয়েছেন আপনাদের–একমত হয়ে এবং সুদক্ষ পরিকল্পনা মাধ্যমে সংঘঠিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে।

এই অপরাধ, যুদ্ধের মতোই, সরাসরি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ থেকে উৎসারিত। এই মতাদর্শ চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, কী পদ্ধতিতে তা অর্জিত হলো, তাতে নৈতিকতা লঙ্ঘিত হলো কি না, এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে। এবং এই মতাদর্শের কারণেই যুদ্ধের লক্ষ্য হলো সবকিছু ছারখার করা, ধ্বংস করা আর বিলুপ্ত করা।

সার্বিক যুদ্ধ, যে যুদ্ধের পদ্ধতি এবং লক্ষ্য স্বৈরতান্ত্রিক, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং অন্য যে- কোনো মূল্যবোধের প্রতি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হয়েছিল। নাৎসি ধারণায় একটা সাধারণ নীতি হলো পছন্দ বা বাছাই করা। যে লোক উন্নত জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় তাকে গণ্য করার কোনো দরকার নেই। মানুষের জীবন, এমন কি আরও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন মানুষের স্বাধীনতা, তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদারও এতটুকু মূল্য নেই–যদি কোনো জার্মান সমাজ প্রতিপক্ষ হয়। সত্যিকার অর্থে সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ বর্বরযুগে ফিরে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, এ তাই।

...পরাজিত লোকজনকে জার্মানদের বিজয় মেনে নিয়ে নিজেদের সমস্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে হবে, তৈরি থাকতে হবে শ্রম দানে– স্বেচ্ছায় হলে ভাল তা না হলে বল প্রয়োগে আদায় করা হবে। ওদেরকে বশ করার উপায় ঠিকই পাওয়া যাবে।

পরাজিত লোকজনের কার কী মর্যাদা তা স্থির করা হবে ন্যাশনাল সোশালিস্ট-এর বিবেচনায় তিনি 'আর্য' জাতির অন্তর্ভুক্ত কি না তার ওপর ভিত্তি করে। তা যদি অন্তর্ভুক্ত হন, তা হলে তাঁদেরকে জার্মান রাইখ-এর সদস্য করে নেওয়ার একটা

www.pathagar.com

চেষ্টা করা হবে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আর যদি আর্য না হন, বিভিন্ন উপায়ে দুর্বল করা হবে তাঁদের, সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করা হবে তাঁরা যাতে ধ্বংসের মুখোমুখি হন–যেমন, বিনা অনুমতিতে তাঁদের সম্পত্তি নিজেদের কাজে লাগাবে নাৎসি প্রশাসন।

এরকম নানা উপায়ে নিশ্চিহ্ন করা হবে পরাজিত লোকজনকে। দুই গ্রুপের জন্যই একটা কথা সত্যি–নাৎসি শাসকরা শুধু তাঁদের সম্পত্তি আর শরীরের ওপরই আঘাত হানবে না, আঘাত হানবে তাঁদের প্রাণশক্তি আর আত্মার ওপরও।

নাৎসিরা চান তাদের নিজেদের বিশ্বাস আর আচরণবিধি গ্রহণ করবে পরাজিত দেশের জনগণ, যাতে জার্মান সমাজের অংশ হতে পারেন ওঁরা। নাৎসি দুনিয়ার সঙ্গে যে মত বা ধারণা সাংঘর্ষিক তার জড় তাঁরা উপড়ে ফেলতে চান। জার্মান জাতির স্বার্থে যাদের জাতীয়তার শিকড় উপড়ে ফেলা দরকার বলে মনে করেছে, মানসিক দিক থেকে তাঁদেরকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে নাৎসিরা, চেষ্টা করেছে তাঁরা যাতে শুধু দাসের মর্যাদা পান।

...যুদ্ধ বাধাবার জন্য দায়ী নাৎসিরা, দায়ী ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ৮ মে ১৯৪৫ পর্যন্ত নিয়ম ধরে একের পর এক যুদ্ধাপরাধ সংঘঠনে সহযোগী হওয়ার জন্য। তাঁরা বুঝে-শুনে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে এবং হুকুম দিয়ে এসব অপরাধ করেছেন, কিংবা জেনেশুনে সুবিন্যস্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়েছেন।

পশ্চিম ইউরোপের যে-সব দেশে এরকম অপরাধ করা হয়েছে, সেগুলোর বিভিন্ন দিক আমরা উন্মোচিত করব–যেমন, জোর করে শ্রম আদায়, অর্থনৈতিক লুঠপাট, ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

*

বিচার চলার পুরোটা সময় ডায়েরি লিখেছেন ব্রিটিশ জজ স্যার নরম্যান বারকেট, তাতে তিনি বিচার নিয়ে নিজের আশা ব্যক্ত করেছেন, আবার মাঝে-মধ্যে এই কর্মকাণ্ডের মূল চরিত্রগুলোর ব্যর্থতায় হতাশায় আক্রান্ত হয়েছেন। বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্রও লিখেছেন তিনি, এই যেমন ২০ জানুয়ারিতে লেখা এই চিঠিটা; এটা পরদিন তাঁর ডায়েরিতে স্থান পায়।

নরম্যান বারকেট: ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রায়াল

যে উপলব্ধি আমাকে শক্তি যোগায় সেটা হলো আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে এই ট্রায়াল বিরাট একটা মাইলফলক হতে যাচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানের দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যাবে এটা, এবং ছোট-বড় যে- কোনো আক্রমণকারী রাষ্ট্র এই নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে যে তারা *যদি পরাজিত*

www.pathagar.com

হয় তা হলে অবশ্যই তাদেরকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে।

এই ট্রায়ালকে সব রকমের সমালোচনা থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়–সম্পূর্ণ পক্ষপাতবিহীন, বিশ্বাসযোগ্য এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এটাকে, যা কিনা বহুবছর চেষ্টা করলেও কখনো টলানো বা খণ্ডন করা যাবে না। আর সেজন্যই ট্রায়ালটা এত বেশি সময় নিচ্ছে, আর ডকুমেন্টের পর ডকুমেন্ট জমে গিয়ে বিরাট স্তূপ তৈরি করছে।

এখানে আসলে একই সময়ে দুটো ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে–একটা কাঠগড়ায় বসা বিবাদীদের, আরেকটা বড় মাত্রায় গোটা জাতি এবং তার চিন্তাধারার ট্রায়াল। দুনিয়াকে অবশ্যই সহিষ্ণু হতে হবে [এবং অবশ্যই আমাকেও!], কারণ এরইমধ্যে যা কিছু করা হয়েছে তা নির্ঘাত ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। তবে খুব দ্রুত হলে গ্রীষ্মের শেষদিকে, আমার ধারণা, চূড়ান্ত ফলাফল জানা যেতে পারে।

আদালত খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা, আর বিবাদীদের মুডও বিরতিহীন জল্পনাকল্পনায় ভরাট হয়ে আছে। তাঁদের অনেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন যে জীবনের বালি ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। মাঝে-মধ্যে বিস্ময় মেশানো আগ্রহের সঙ্গে তাঁদেরকে লক্ষ করি আমি, উপলব্ধি করি তাঁদের চিন্তা-ভাবনার রহস্য জানার জন্য দিতে পারি না এমন জিনিস খুব কমই আছে। কিন্তু আপনারা তাঁদের মুখ দেখে বুঝতে পারবেন না যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে খুন করার দায়ে দায়ী তাঁরা, কিংবা বলতে পারবেন না লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাসে পরিণত করার অপরাধে অপরাধী।

২১ জানুয়ারি ১৯৪৬। এটা হওয়ার কথা, সন্দেহ নেই হয়েছেও, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রায়াল। ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরা পেছন ফিরে এটার দিকে মুগ্ধ, বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাবেন।

এই ট্রায়ালের বিচার-বিশ্লেষণে জড়িতদের মস্তিষ্ককে গ্রাস করবে এর সৌন্দর্য আর আকর্ষণ, এর ভেতর লুকিয়ে থাকা আবেগ আর বিশালত্ব এবং সর্বক্ষণ উপস্থিত একটা বিয়োগান্ত অনুভূতি।

কিন্তু এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্তে উপস্থিত থাকার মানে হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা সুযোগ, যা মাত্র অল্প কজনকে দেওয়া হয়েছে...

বিচারের সম্মুখীন আর্য জাতি যথেষ্ট নাটকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তবে কাঠগড়ায় বসা আর্য জাতির প্রত্যেককে মনে হয়েছে মানবজাতির দুর্গন্ধময় দূষিত বর্জ্য। ফ্রাঙ্ক, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একসময় ছিলেন অর্থনৈতিক জগতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বৈরশাসক, অথচ এখানে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে একদলা থেঁতলানো মাংস হিসেবে, দিনের বেশিরভাগ সময় আধোঘুমে থাকেন, অনুভূতিহীন এবং অস্থির, সিনেমাটোগ্রাফ অপারেটারদের সুবিধার্থে আদালতে স্থাপিত উজ্জ্বল আলোর দিকে মিটমিট করা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

*

দিনে দিনে ফুলে স্তূপ হয়ে ওঠা জার্মানদের পৈশাচিক বর্বরতার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর মতো আর কিছু আদালতে উপস্থিত মানুষজনের আবেগকে নাড়া দিতে পারেনি। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ মামলার অংশ হিসেবে, ফরাসি প্রসিকিউটর চার্লস ডবস্ট তাঁর স্বদেশি সঙ্গী মরিস ল্যাম্পকে অনুরোধ করলেন অস্ট্রিয়ার মাউথহাউসেন কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে যে নারকীয় পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে সেটা যেন তিনি স্মরণ করেন, যেখানে কয়েক হাজার সোভিয়েত এবং মিত্রপক্ষের যুদ্ধবন্দিকে খুন করা হয়েছিল।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৫: মাউথহাউসেনে হত্যাকাণ্ড

মরিস ল্যাম্প: ১৯৪১-এর ৮ নভেম্বর গ্রেফতার হই আমি। আড়াই বছর ফ্রান্সে কয়েদি জীবন কাটালাম। তারপর, ২২ মার্চ ১৯৪৪ সালে আমাকে অস্ট্রিয়ার মাউথহাউসেনে পাঠানো হলো। অতি জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে তিন দিন আর তিন রাতের জার্নি–বাতাসবিহীন একটা বদ্ধ ট্রাকে একশ' চারজন নির্বাসিত বন্দিকে গরু-ছাগলের মতো ঠেসে ভরা হয়েছে; ট্রাকটা গবাদি পশু পরিবহনের কাজেই ব্যবহার করা হতো।

ওই জার্নি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়াটা খুব দরকার বলে আমি বিশ্বাস করি না, তবে যে-কেউ কল্পনা করতে পারবেন ২৫ মার্চ ১৯৪৪ সালের ওই দিন সকালবেলা শূন্যের চেয়ে ১২ ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রার মধ্যে ওখানে আমরা কীভাবে পৌঁছাই। শুধু জানিয়ে রাখি, ফরাসি সীমান্ত থেকে ওই ট্রাকে করে আসার সময় আমাদের কারও পরনে কিচ্ছুটি ছিল না, সবাই আমরা বিবস্ত্র ছিলাম।

যাই হোক, ১২০০ ফরাসির কনভয়ের সঙ্গে মাউথহাউসেনে পৌঁছালাম আমরা। কনভয়কে যে এসএস অফিসার রিসিভ করলেন তিনি আমাদের ঠিক এই ভাষায় জানালেন, স্মৃতি থেকে হুবহু উল্লেখ করছি এখানে আমি:

'তোমাদের হাতগুলো জার্মানির দরকার। তোমরা, কাজেই, কাজে নেমে পড়বে; তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে তোমরা কেউ কখনো নিজেদের পরিবারের কাউকে দেখতে পাবে না। এই ক্যাম্পে একবার যে ঢোকে, সে মাত্র একটা জায়গা দিয়ে বেরুতে পারে–ক্রেম্যাটরিয়ামের চিমনি দিয়ে।

বিচ্ছিন্ন একটা ব্লকের কোয়ারানটিনে তিন হপ্তা রাখা হলো আমাকে, তারপর একটা স্কোয়াডের সঙ্গে কাজ করতে পাঠাল পাথরখনিতে। মূল ক্যাম্প থেকে মাউথহাউসেনের এই কোয়ারিটা ৮০০ মিটার নিচুতে, পৌঁছাতে হলে ১৮৬টা ধাপ বেয়ে নামতে হয়। কাজটা অত্যন্ত কষ্টকর, নির্যাতনই বলতে হবে, কারণ ধাপগুলো এমন কর্কশ আর উঁচু যে কোনো বোঝা ছাড়া উঠতে হলেও জান বেরিয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

যোগাড় হয়, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায় শরীর।

একদিন, ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৪, এক জার্মান কাপু, অর্থাৎ সাধারণ এক ক্রিমিনালের নেতৃত্বে বারোজনের একটা টিমের সঙ্গে আমাকে পাঠানো হয়েছে, তার সঙ্গে আছে একজন এসএস সদস্য। বারোজনের সবাই ছিল ফরাসি।

সকাল সাতটায় রওনা দিয়েছি আমরা। আটটার দিকেই, মাত্র একঘণ্টা পর, আমার কমরেডদের মধ্যে থেকে দুজন খুন হয়ে গেলেন। প্রথমজন লিয়নের প্রবীণ অধিবাসী গ্রেগোয়ের, আর টুওরস এলাকা থেকে আসা চুপচাপ স্বভাবের এক তরুণ, নাম লেফরে। খুন হলেন, কারণ জার্মান ভাষায় দেওয়া কাজের নির্দেশ বুঝতে পারেননি তাঁরা। ওই ভাষা বুঝতে না পারার অপরাধে প্রায়ই বেধড়ক পেটানো হতো আমাদের সবাইকে।

ওই প্রথমদিন সন্ধ্যায়, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৪, আমাদের বলা হলো লাশ দুটো নিয়ে চূড়ায় উঠে যাও। বলা হলো, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আমি গ্রেগোয়েরকে বহন করব–মারাত্মক ভারী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। লাশটা নিয়ে ১৮৬টা ধাপ টপকে ওপরে উঠতে হলো আমাদের, চূড়ায় পৌঁছাবার আগে সবাই প্রচুর কিল-ঘুসিও খেলাম।

মাউথহাউসেনের জীবন–এবং এই ট্রাইবুনালের সামনে আমি শুধু তা-ই প্রকাশ করব যা নিজের চোখে দেখেছি এবং আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে–ছিল নির্যাতন আর ভোগান্তির দীর্ঘ একটা চক্র। তবে আমি এখানে অল্প কয়েকটা দৃশ্য স্মরণ করতে চাই, যেগুলো বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর ছিল, এবং আমার স্মৃতির অত্যন্ত গভীরে শক্তভাবে গেঁথে আছে।

সেপ্টেম্বর মাসে, সম্ভবত ৬ তারিখ হবে, ১৯৪৪, ছোট একটা কনভয়ে করে মাউথহাউসেনে নিয়ে আসা হলো ৪৭জন ব্রিটিশ, আমেরিকান আর ডাচ অফিসারকে। সবাই তাঁরা এয়ারম্যান, প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে নিচে নেমেছেন, বন্দি হয়েছেন যে যার নিজের লাইনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করার সময়। এই অপরাধে একটা জার্মান ট্রাইবুনাল তাঁদেরকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। প্রায় দেড় বছর হলো কারাগারে ছিলেন তাঁরা, মাউথহাউসেনে আনা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য।

পৌঁছানোর পর বাঙ্কারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাঁদের, ওটাই ক্যাম্পের জেলখানা। প্যান্ট আর শার্ট ছাড়া তাঁদের বাকি সব কাপড়চোপড় খুলে নেওয়া হলো। পায়ে কিছু নেই–না জুতো-মোজা, না স্যান্ডেল।

পরদিন সকাল সাতটায় তাঁদের রোল কল হলো। কাজে নেমে পড়ল ওঅর্ক গ্যাং। সাতচল্লিশজন হতভাগ্য কর্মকর্তাকে জড়ো করা হয়েছে অফিসের সামনের খোলা জায়গায়। ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন যে তাঁদের সবার কাঁধের ওপর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঝুলছে।

www.pathagar.com

একটা কথা না বললেই নয় যে আমেরিকান কর্মকর্তাদের একজন জার্মান কমাণ্ডারকে বললেন, তাঁকে অনুমতি দেওয়া হোক তিনি যাতে একজন সৈনিকের মতো মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারেন। উত্তরে তাঁকে চাবুক মেরে থেঁতলানো হলো। তারপর সাতচল্লিশজনকে নির্দেশ দেওয়া হলো, খালি পায়ে কোয়ারিতে যাও।

মাউথহাউসেনের সকল বন্দির মনে এই মানুষগুলোর হত্যাকাণ্ড দান্তের ইনফার্নো-র একটা দৃশ্যের মতো জ্বলজ্বল করবে। সেটা এভাবে ঘটানো হয়:

ধাপগুলোর নিচে বেচারাদের পিঠে পাথর বেঁধে দেওয়া হলো, ওগুলো বয়ে ওপরে তুলতে হবে। প্রথম দফায় ২৫ থেকে ৩০ কিলো ওজন আর কিল-ঘুসি-লাথি সহ্য করতে হয়েছে। চূড়ায় ওঠার পর তাঁদেরকে বাধ্য করা হয়েছে দৌড়ে নিচে নামতে।

দ্বিতীয় দফায় পাথরের ওজন বাড়ল। যখনই অভাগাদের কেউ বোঝার চাপ সহ্য করতে না পেরে বসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে লাথি মারল জার্মান গার্ডরা, লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাল, এমন কি পাথর ছুঁড়েও মারা হলো।

এরকম একদিন নয়, তারপরও চলতে থাকল। প্রথমদিন সন্ধ্যায়, যে ওঅর্ক গ্যাঙের সঙ্গে আমি কাজ করি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার সময় দেখি, ক্যাম্পে আসার রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে গোটা পথ। আরেকটু হলে এক লোকের নিচের চোয়ালে পা দিয়ে ফেলেছিলাম আমি।

একুশটা লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল রাস্তার ওপর। প্রথমদিন মারা যান ওই একুশজন। পরদিন সকালে মারা যান বাকি ছাব্বিশজন। আমি এই ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা যতটা সম্ভব সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছি...

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমাদের ক্যাম্প ভিজিট করতে এলেন হিমলার। ক্যাম্পের রুটিনে কোনো পরিবর্তন ঘটল না। ওঅর্ক গ্যাং বরাবরের মতো কাজে বেরুল, এবং আমি-আমরা-খুব কাছ থেকে হিমলারকে দেখার নিরানন্দ সুযোগ পেলাম।

ক্যাম্পে হিমলারের ভিজিট প্রসঙ্গ যদি তুলে থাকি-যেভাবেই দেখা হোক, সেটা বিরাট কোনো ঘটনা ছিল না-তার কারণ হলো, সেদিন হিমলারকে ওরা উৎসর্গ করেছিল নিরেট বাস্তবে পরিণত করা পঞ্চাশজন সোভিয়েত কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড।

এখানে বলে রাখা দরকার যে আমি ওখানে একটা মেসারসস্মিট [Messerschmitt] গ্যাঙের সঙ্গে কাজ করছিলাম। সেদিন আমার নাইট ডিউটি ছিল। যে জায়গায় আমি থাকি, ক্রেম্যাটরিয়ামটা ঠিক তার উল্টোদিকে। যেখানে খুন করা হবে, সেই কামরায় আমরা দেখতে পেলাম...আমি দেখতে পেলাম, প্রতি লাইনে পাঁচজন করে ওই সোভিয়েত কর্মকর্তাদের দাঁড় করানো হয়েছে। তারপর তাঁদের প্রত্যেককে এক এক করে ডাকা হলো। খুন করার ওই কামরায় যাওয়ার

www.pathagar.com

পথটা তুলনায় একটু ছোট। ওখানে পৌঁছাতে হয় এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে। কামরাটা ক্রেম্যাটরিয়ামের নিচে।

খুন করার অনুষ্ঠান, হিমলার যে অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়েছেন–অন্তত শুরুর দিকটা, কারণ পুরো বিকেল জুড়ে মঞ্চস্থ হয়েছে তা–ছিল বিশেষভাবে ভয়াবহ আরেকটা দৃশ্য। আমি রিপিট করছি, সোভিয়েত আর্মি কর্মকর্তাদের এক এক করে ডাকা হচ্ছিল, ফলে মানুষগুলোর গ্রুপের মধ্যে একটা শিকল মতো তৈরি হয়ে গেল–একদল তাঁদের পালা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আছেন, আরেকদল সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে কান পেতে আছেন গুলির শব্দ শোনার জন্য, যে গুলি তাঁদের পূর্বসূরিদের খুন করবে। তাঁদের প্রত্যেককে খুন করা হয় ঘাড়ের পেছনে গুলি করে।

আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন, আমি তাহলে স্যাক্সনিহাউযেন থেকে আসা ৪০০জন মানুষকে কীভাবে খুন করা হলো তার বিশদ বর্ণনা দিতে চাই। আমি বলেছি যে অসুস্থ, অথর্ব আর প্রবীণ বন্দিদের বাছাই করার পর ক্যাম্প কমান্ডার নির্দেশ দিতেন, এদের সবাইকে পুরোপুরি বিবস্ত্র করো। তাপমাত্রা তখন শূন্যের চেয়ে আঠার ডিগ্রি নিচে।

অনেকের ফুসফুসে দ্রুত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতো, তবে তা এসএস সদস্যের চেয়ে দ্রুত নয়। রাত জুড়ে তিনবার এসব মানুষকে শাওয়ারের নিচে ঠেলে দিয়ে গোসল করানো হয়েছে, তিনবার করে প্রত্যেককে আধঘন্টা করে ঠাণ্ডা হিম পানিতে ভেজানো হয়েছে, তারপর শরীর থেকে পানি শুকানোর কোনো সুযোগ না দিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে আমাদের গ্যাঙ যখন কাজে বেরিয়েছে, জমিনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়া লাশের কোনো অভাব ছিল না। আমাকে এ-কথাও বলার অনুমতি দেওয়া হোক যে তারপরও যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদেরকে খুন করা হয়েছে কুঠারের বাড়ি মেরে...

ডবস্ট [Dobost]: আপনি জানেন, কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়?

ল্যাম্প: ক্যাম্পে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাই। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যে গতিতে বন্দিরা আসছিলেন সেই গতিতে ওঅর্ক গ্যাং তৈরি করা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই। আমাদের ক্যাম্প উপচে পড়ছিল। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তখন...

জার্মান জনগণ, অর্থাৎ অস্ট্রিয়ান জনগণ পরিষ্কার জানত মাউথহাউসেনে কী ঘটছে। শ্রম আদায় করার জন্য ছোট ছোট যে-সব স্কোয়াড গঠন করা হয় তার প্রায় সবগুলোই ক্যাম্পের বাইরে কাজ করতে যেত। এইমাত্র বলেছি আমি মেসারসস্মিট গ্যাঙের সঙ্গে কাজ করতাম। ফোরম্যানরা সবাই ছিলেন তৎপর জার্মান সিভিলিয়ান, সন্ধ্যার দিকে যার যার নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে যেতেন তাঁরা। আমাদের ভোগান্তি আর মানবেতর অবস্থার কথা সবই জানা ছিল তাঁদের। প্রায়ই

www.pathagar.com

তাঁদের চোখে পড়ত দোকান থেকে লোকজনকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে খুন করার জন্য। শুধু তাই নয়, একটু আগে আমি যে-সব ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিলাম তার প্রায় সবগুলোরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন তাঁরা।

আরও বলা দরকার যে একবার আমরা *গ্রহণ* করলাম–এরকম ভাষা ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত–একবার ভিয়েনা থেকে আসা ত্রিশজন ফায়ারম্যান পৌঁছাল মাউথহাউসেনে। তাঁদেরকে বন্দি করা হয়েছিল, আমি যতটুকু বুঝতে পারি, শ্রমিকদের হয়ে কোনো ধরনের তৎপরতা দেখানোর অপরাধে। ভিয়েনা থেকে আসা ফায়ারম্যানরা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন, ভিয়েনায় কেউ শিশুদের ভয় দেখাতে চাইলে বলত, 'তুমি যদি শান্ত না হও, যদি কথা না শোনো, তোমাকে আমি মাউথহাউসেনে পাঠিয়ে দেব।'

আরেকটু বিবরণ, তুলনায় এটা বেশি নিরেট: মাউথহাউসেন ক্যাম্পটা তৈরি করা হয়েছে একটা মালভূমির ওপর, এবং রোজ রাতেই ক্রেম্যাটরিয়ামের চিমনিগুলো গোটা জেলাকে আলোকিত করে রাখত; সবাই জানত ক্রেম্যাটরিয়ামগুলোয় কী কাজ করা হচ্ছে।

আরেকটা বিবরণ: ক্যাম্প থেকে মাউথহাউসেনে শহরটা ৫ কিলোমিটার দূরে। নির্বাসিতদের কনভয় এসে পৌঁছাত শহরের রেলস্টেশনে। শহরের সমস্ত লোকজন প্রতিটি কনভয়কে দেখতে পেত। শহরের সমস্ত লোকজন জানত ওই কনভয় করে ক্যাম্পের জন্য কী আনা হচ্ছে।

*

এটা একসময় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল যে নাৎসিরা গণহত্যার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই নারী ও শিশুদেরও। ১৯৪২ সালের ঘটনা। ফ্রেঞ্চ রেজিস্টেন্সের সঙ্গে জড়িত, এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল ২৯ বছর বয়স্কা মারি ভ্যালিয়্যান্ট-কুটুআরিয়াইকে।

শান্ত, অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে দেওয়া মারি ভ্যালিয়্যান্টের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে কীভাবে শিশুরা ডুবে মারা গেছে, কীভাবে মৃতদেহকে পুড়িয়ে ছাই করার পর সোনার খোঁজে তা ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে। এই সাক্ষ্য যারা শুনেছেন তাঁদের সবার মনে অমোচনীয় একটা ছাপ পড়েছে, দেখা গেছে আসামিদের অনেকেই যে যার হেডফোন খুলে ফেলছেন, কারণ মারি ভ্যালিয়্যান্টের রোমহর্ষক বর্ণনা আর তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৮ জানুয়ারি: আসুউইয [Auschwitz]–'গনগনে আগুনে জ্যান্ত শিশুদের ছুঁড়ে দিয়েছে ওরা।'

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: সেটা এক ভয়ানক জার্নি ছিল। একটা কারে সব মিলিয়ে ৬০জন ছিলাম আমরা, জার্নির পুরোটা সময় আমাদেরকে কিছু খেতে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়নি, এমন কি এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত নয়। বিভিন্ন জায়গায় যখনই কনভয় থেমেছে, ভেয়ারমাখট-এর লরেইন সৈনিকদের আমরা জিজ্ঞেস করেছি পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে। ওরাই আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিল। তারা জবাব দিয়েছে: 'যদি জানতে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা হলে ওখানে পৌঁছুনোর জন্য এরকম উতলা হতে না।'

আমরা খুব ভোরে ক্যাম্পে পৌঁছুই। আমাদের কারের সিল ভেঙে গিয়েছিল। উল্টো করা রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে কার থেকে নামানো হলো আমাদের, খেদিয়ে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো বার্কনাও ক্যাম্পে। বিশাল এক ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝখানে ওটা, জানুয়ারি মাস হওয়ায় জমে বরফ হয়েছিল। জার্নির এই পর্বে যার যার নিজের লাগেজ নিজেকেই আমাদের বইতে হয়েছে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় খুব ভাল করেই আমাদের জানা ছিল এই দরজা দিয়ে আবার বেরিয়ে যাওয়ার আশাটা কত ক্ষীণ, কারণ এরইমধ্যে কাজে বেরুনো সারি সারি জ্যান্ত কঙ্কালগুলোকে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমাদের। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় নিজেদের সাহস যোগাবার জন্য আমরা গাইছিলাম–'মার্সেই...'

এম. ডবস্ট: আপনি গর্ভবতী কোনো নারীকে দেখেছিলেন?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: হ্যাঁ। তাঁরা ইহুদি নারী। তাঁদের প্রেগন্যান্সি একমাস হলে গর্ভপাত ঘটানো হতো। গর্ভধারণের মেয়াদ যদি পূর্ণ হয়ে আসত, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাচ্চাকে পানিভর্তি বালতিতে ডোবানো হতো। এটা আমি জানি, কারণ রিভেয়ারে কাজ করেছি আমি, এবং ওখানে ওটার দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি একজন জার্মান মিডওয়াইফ–যাকে বন্দি করা হয়েছিল বেআইনী কী যেন একটা তৎপরতা চালানোর অপরাধে।

কিছুদিন পর আরেক ডাক্তার এলেন ক্যাম্পে, মাস দুয়েকের জন্য ইহুদি শিশুহত্যা বন্ধ থাকল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বার্লিন থেকে আসা এক নির্দেশে বলা হলো, আবার *ওগুলোকে* খতম করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপর মা সহ শিশুদের যেতে বলা হলো ইনফারমারিতে। একটা ট্রাকে তুলে গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সবাইকে...

এম. ডবস্ট: কনভয় পৌঁছুনোর পর যে সিলেকশন পর্ব অনুষ্ঠিত হতো, আপনি কি তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: হ্যাঁ, কারণ ১৯৪৪ সালে আমরা যখন সুইয়িং ব্লকে কাজ করতাম, তখন যে ব্লকে থাকতাম তার ঠিক উল্টোদিকে ছিল ট্রেন থামার নির্দিষ্ট জায়গা। সিস্টেমটার উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। যেখানে পৌঁছুত একেবারে ঠিক সেখানেই সিলেকশনের কাজটা না করে, এরপর একটা সাইড লাইনে তুলে ট্রেনটাকে নিয়ে যাওয়া হতো সরাসরি প্রায় গ্যাস চেম্বারেই বলা যায়। এবং থামার

www.pathagar.com

জায়গাটা, গ্যাস চেম্বার থেকে কমবেশি একশ' মিটার দূরে, আমাদের ব্লকের ঠিক উল্টোদিকে–তবে দুটো জায়গার মাঝখানে দুই প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া ছিল।

একের পর এক কারগুলোর সিল খুলে ফেলতে দেখতাম আমরা; ওগুলো থেকে পুরুষ, নারী ও শিশুদের বাইরে বেরিয়ে আসতে দিত সৈনিকরা। তারপর হৃদয়ে বেদনা জাগানোর মতো কিছু দৃশ্য দেখতে পেতাম আমরা, প্রবীণ দম্পতিরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, কচি কচি মেয়েদের ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে মায়েদেরকে–কারণ মেয়েদেরকেই শুধু ক্যাম্পে ঠাঁই দেওয়া হবে, মায়েদের পাঠানো হবে গ্যাস চেম্বারে। এই সব মানুষজন জানতেন না তাঁদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে। সেই মুহূর্তে তাঁরা শুধু বিচ্ছেদের কারণে বিভ্রান্তি আর উদ্বেগে ভুগছেন, কারও কোনো ধারণাই ছিল না যে মরতে যাচ্ছেন তাঁরা...

এম. ডবস্ট: ওঁদেরকে কোনো আইডেনটিফিকেশন নাম্বার দেওয়া হয়নি?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: না।

এম. ডবস্ট: ওঁদের গায়ে কোথাও উল্কি আঁকাও হয়নি?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: না। ওঁদেরকে এমন কি গোনাও হয়নি।

এম. ডবস্ট: আপনার গায়ে উল্কি আঁকা হয়েছিল?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: হ্যাঁ, দেখুন [সাক্ষী তাঁর হাত দেখালেন]। একটা লাল ইঁটের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ওঁদেরকে, ওটার গায়ে লেখা ছিল–'বাডন'। মানে হলো–বাথ। ওখানে ওঁদেরকে বিবস্ত্র করানো হয়, তারপর হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিয়ে যেতে বলা হয় তথাকথিত শাওয়ার রুমে।

পরে, হাঙ্গেরি থেকে যখন বড় কনভয়টা আসার সময় হয়ে এলো, ভান করার মতো আর সময় থাকল না ওদের হাতে। নির্দয়তার সঙ্গে বিবস্ত্র করা হলো সবাইকে। এসব খুঁটিনাটি বিষয় আমি জানি। যেমন আমি ফ্রান্স থেকে আসা ছোট্ট এক ইহুদি মেয়ের কথা জানি, যে তার পরিবারের সঙ্গে রিপাবলিক ডিস্ট্রিক্টে বাস করত।

এম. ডবস্ট: প্যারিসে?

মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই: প্যারিসে। ওকে সবাই খুদে মারি বলে ডাকত। ওর পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা নয়জন। তার মধ্যে একা শুধু ও-ই বেঁচে গেছে। ওখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ওর মা আর সাত ভাইবোনকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

আমার সঙ্গে যখন ওর দেখা হলো, দেখলাম শিশুদের বিবস্ত্র করার কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওকে। ওর কাজ শেষ হলে অবোধ বাচ্চাগুলোকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিবস্ত্র করার পর লোকজনকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হতো সেটা দেখতে কিছুটা শাওয়ার রুমের মতো, সিলিঙের একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলা হতো

www.pathagar.com

গ্যাস ক্যাপসুল। পোর্টহোলে চোখ রেখে কার কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য একজন এসএস সদস্য ছিল। পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর, গ্যাসের কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, দরজা খোলার সংকেত দিত সে।

গ্যাস-মাস্ক পরা লোকেরা—তারাও ইন্টার্নি ছিল—কামরার ভেতর ঢুকত, ধরাধরি করে বের করে আনত লাশগুলো। আমাদের বলা হতো, মারা যাওয়ার আগে ইন্টার্নিদেরও ভুগতে হবে, কারণ পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল ওদের, পরস্পরকে ধরে ঝুলে থাকত, ছাড়াতে খুব নাকি কষ্ট করতে হয়েছে ওদেরকে।

এরপর সোনার দাঁত আর অলঙ্কার সংগ্রহ করতে আসত স্পেশাল একটা স্কোয়াড। এখানেও, শরীর যেখানে পুড়ে স্রেফ ছাইয়ে পরিণত হয়েছে, সোনার লোভে সেই ছাইও অনবরত ঘাঁটাঘাঁটি করতে পিছপা হয়নি তারা।

এই ক্যাম্পে মোট আটটা ক্রেম্যাটরিয়াম ছিল, কিন্তু ১৯৪৪ সালের পর থেকে তাতে আর কুলাচ্ছিল না। একদল ইন্টার্নিকে দিয়ে বড় বড় গর্ত খোঁড়াল এসএস সদস্যরা, তাতে গ্যাসলিনে ভেজানো গাছপালার শাখা-প্রশাখা ফেলা হলো, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

একটা কনভয় পৌঁছুনোর পঁয়তাল্লিশ থেকে একঘণ্টা পর আমাদের ব্লক থেকে আমরা দেখতে পেলাম ক্রেম্যাটরিয়াম থেকে আগুনের বিরাট শিখা মাথাচাড়া দিয়েছে, এবং জ্বলন্ত গর্তগুলো গোটা আকাশকে আলোকিত করে তুলেছে।

একরাতে রোমহর্ষক আর্তচিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। যে-সব লোকজন গ্যাস চেম্বারে কাজ করে তাদের কাছ থেকে পরদিন সকালে আমরা জানতে পারলাম, গ্যাসের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জীবিত শিশুদের তারা জ্বলন্ত চুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছে...

*

এতটাই বিশদ তাঁর সাক্ষ্য, এত সুন্দরভাবে পরিবেশিত যে জার্মান লইয়ারদের একজন, হ্যানস মার্ক্স, ক্রস-এগজামিনেশনের সময় বললেন, 'সিভিলিয়ান জীবনে নিশ্চয়ই আপনি একজন লেকচারার, কিংবা শিক্ষক ছিলেন।'

তাঁর কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল, মাদমোয়াযেল কুটুআরিয়াই যা বলেছেন নিজের ভাষায় বানিয়ে বলেছেন। 'না,' ভদ্রমহিলা জবাব দেন, 'আমি আসলে খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার ছিলাম।' তাঁর ট্রেনিং পাওয়া চোখ যা যা দেখেছে তার সবই রেকর্ড করে রেখেছিল।

ট্রাইবুনাল এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্তের কথা শুনল যেখানে সোভিয়েত বন্দিদের সঙ্গে আচরণে জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে জার্মান ট্রুপস, প্রতিপক্ষের হাতে সোভিয়েত বন্দিরা রীতিমতো মানবেতর জীবনযাপন করেছে, কিন্তু যখন মিত্রপক্ষ আত্মসমর্পণ করল তখন এরকম লঙ্ঘনের ঘটনা খুব কমই ঘটতে দেখা গেছে। শোকাবহ ব্যতিক্রম হলো বেলজিয়াম ম্যাসাকার, যেখানে খুন

www.pathagar.com

করা করা হয়েছিল ১২৯জন আমেরিকানকে। ঘটনাটা ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে ঘটেছিল, বালয্ যুদ্ধের সময়।

চার্লস ডুবস্ট এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট পড়ে শোনালেন আদালতকে।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৫: বেলযিয়ামে আমেরিকান বন্দিদের হত্যা করা প্রসঙ্গে

'এই রিপোর্টের লেখক ঘটনাগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরছেন এখানে। আমেরিকান বন্দিদের সবাইকে একসঙ্গে রাস্তার মোড়ে নিয়ে আসা হলো। অল্প কয়েকজন সৈনিক, এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা আছে, মাঠের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটলেন, গা ঢাকা দিলেন লম্বা ঘাস, গাছ, ঝোপ-ঝাড় আর গর্তের ভেতর, এবং এভাবে তাঁরা ম্যাসাকারকে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হলেন। অল্প আরও কয়েকজন, পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার সময় যারা গোলাঘরের কাছাকাছি ছিলেন, লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেন সেখানে। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও বেঁচে যান।

'... আমেরিকান যানবাহনের সারিটার ওপর মেশিন গানের ফায়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে চলতে থাকে। তারপর উইযমেস- [Weismes] এর দিক থেকে রাস্তা ধরে ছুটে এলো দুটো জার্মান ট্যাংক আর কয়েকটা আর্মারড কার। মোড়ে পৌঁছুনোর পর এই ভেহিকেলগুলো উত্তর, অর্থাৎ সেইন্ট ভিত[Vith]-এর দিকে ঘুরে গেল। ট্যাংকে বসানো মেশিন গানের ব্যারেল রাস্তার দু'পাশের গর্তগুলোর দিকে ঘুরে ফায়ার শুরু করল। ওই গর্তগুলোতেই আমেরিকান সৈন্যরা মাথা নিচু করে বসেছিলেন। দৃশ্যটা দেখে অন্য আমেরিকান সৈন্যরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে যে যার মাথার ওপর হাত তুললেন।

'সারেন্ডার করা মার্কিন সৈন্যদের মার্চ করিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হলো রাস্তার মোড়ে।

'তারপর হাইওয়ে এন-২৩ ধরে এগোবার সময় তাঁরা যখন কয়েকটা জার্মান যানবাহনকে পাশ কাটাচ্ছেন, ওগুলো থেকে জার্মান সৈন্যরা নেমে এসে আমেরিকানদের বন্দিদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র কেড়ে নিল–হাতঘড়ি, আঙটি, দস্তানা ইত্যাদি যার কাছে যা পেল।

'এরপর সেইন্ট ভিত রোডে জড়ো করা হলো মার্কিন সৈন্যদের, মোড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাড়ির ঠিক সামনে। অন্যান্য জার্মান সৈন্য, ট্যাংকে রয়েছে কিংবা আর্মারড কারে, মোড়ে পৌঁছে একবার করে থামল, তারাও ধরা পড়া আমেরিকানদের কাছ থেকে দামী কিছু পাওয়ার আশায় তল্লাশি চালাচ্ছে...

'...এক মার্কিন বন্দিকে জেরা করার পর, বাকি সঙ্গীদের সঙ্গে তাঁকেও, ওই

www.pathagar.com

রাস্তার মোড়ে হাজির করা হলো।

'...প্রায় ঠিক ওই একই সময়ে হালকা একটা জার্মান ট্যাংক রাস্তার ওপর এমন এক পজিশন নিতে চেষ্টা করছে যাতে করে ওটার কামান ২০ থেকে ২৫ গজ দূরে মাঠে জড়ো হওয়া মার্কিন সৈন্যদের দিকে তাক করা যায়...'

আবার আমি চারটে লাইন বাদ দিয়ে পড়ছি।

'...এরকম আরও কিছু ট্যাংক মাঠের উল্টোদিকে জড়ো হলো, যে মাঠে মার্কিন বন্দিরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হাত দুটো নিতম্বের ওপর এক করা, কিংবা মাথার ওপর তোলা। একজন জার্মান সোলযার, হয় অফিসার নয়তো নন্-কমিশনড অফিসার, মোড়ে থামা ভিয়েকল একটায় রয়েছে, নিচে নেমে রিভলভার বের করল, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করার পর গুলি করল দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকান বন্দিদের দিকে। ওঁদের একজন পড়ে গেলেন। ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি করা হলো, অর্থাৎ আরও একজন মার্কিন বন্দি গুলি খেয়ে পড়ে গেলেন মাঠে।

'প্রায় ওই একই সময়ে, রাস্তার দুটো ভিয়েকল থেকে মাঠে থাকা মার্কিন বন্দিদের লক্ষ্য করে ফায়ার ওপেন করা হলো। সব আমেরিকান, কিংবা প্রায় সব, লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, তারপরও গুলিবর্ষণ থামছে না। আরও অন্তত ২ থেকে ৩ মিনিট গুলি করেছে তারা।

'এই মেশিন গান ফায়ারের গুলি মাঠে থাকা বেশিরভাগ সৈনিকের গায়েই লেগেছিল। জার্মান ভিয়েকলগুলো তারপর দক্ষিণদিকে সরে যায়, ওগুলোর পিছু নেয় আরও কিছু ভিয়েকল, সেগুলোকেও ওই উইযমেসের ওদিক থেকে আসতে দেখা গেছে।

'শেষে আসা এই ভিয়েকলগুলো যখন মাঠের উল্টোদিকে পৌঁছুল, যে মাঠে আমেরিকান সৈনিকরা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন, সচল গাড়ি থেকে ওঁদের নিঃসাড় শরীর লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি করল জার্মান ট্রুপের সদস্যরা।

'...একসময় কিছু জার্মান সৈনিক, বোঝাই যাচ্ছিল রাস্তার মোড়ে যে-সব গ্রুপ পাহারায় রয়েছে সেগুলোর সদস্য, রাস্তা থেকে মাঠে ঢুকে নিঃসাড় পড়ে থাকা আমেরিকান সৈনিকদের দিকে এগোল। কারও মধ্যে প্রাণের ক্ষীণতম আভাস দেখামাত্র প্রবল উৎসাহে পিস্তল নয়তো রাইফেল দিয়ে গুলি করল তারা, কিংবা রাইফেলের উল্টোপিঠ দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে মগজ বের করে ফেলল।

'কিছু আহত আমেরিকান সৈনিককে শর্ট রেঞ্জ থেকে গুলি করা হলো দু'চোখের মাঝখানে, কপালে, কিংবা খুলির পেছনে...

ওদের এই আচরণকে নির্ভেজাল সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, এই লজ্জা চিরকালের জন্য জার্মান সেনাবাহিনীকে বয়ে বেড়াতে হবে, কোনো কিছু দিয়েই না এটাকে ঢাকা যাবে, না একে যুক্তিসিদ্ধ করা যাবে। এই সৈন্যরা ছিলেন নিরস্ত্র, এবং তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

*

১ ফেব্রুয়ারিতে ডুবস্ট তাঁর যুক্তিপ্রদর্শন শেষে উপসংহার টানার সময় বললেন, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শ্রম আদায় এবং ক্যাম্পে বন্দিদের সঙ্গে নির্দয় বর্বর আচরণ করার অপরাধে বিবাদীদের অবশ্যই গিল্টি সাব্যস্ত করা উচিত। জ্যাকসনের ঠিক উল্টো, যিনি এই বক্তব্যে অটল ছিলেন যে জার্মান জনসাধারণের প্রতি মিত্রপক্ষ কোনো আক্রোশ পোষণ করে না, দায়-দায়িত্ব থেকে তাদেরকে রেহাই দিতে একদমই রাজি ছিলেন না ডুবস্ট। ভুলে গেলে চলবে না, নাৎসিরা ফ্রান্স দখল করেছিল, আমেরিকা নয়।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: চার্লস ডুবস্ট– জার্মানি বারোশ' বছরেরও বেশি পিছিয়ে গেছে

জার্মানদের সামরিক উৎকর্ষতার স্বীকৃতি দিই আমরা, তাঁদের কবি আর মিউজিসিয়ানদের আমরা ভালবাসি, কাজের প্রতি তাঁদের আত্মনিবেদন দেখে আমরা মুগ্ধ হই ও প্রশংসা করি, এবং অন্তরের প্রায় সব মহৎ কাজে সততা আর চারিত্রিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তাঁরা কখনো ব্যর্থ হন না; এই জার্মান জনসাধারণ, যারা কিনা একটু বরং দেরিতে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিলেন, শুরুটা হয়েছিল মাত্র অষ্টম শতাব্দিতে, এবং ধীরে ধীরে নিজেদের তুলে নিয়ে এসেছেন সেই সব জাতির কাতারে যারা প্রাচীনতম সংস্কৃতি ধারণ করে। সমসাময়িক আর আধুনিক চিন্তাজগতে যে-সব অবদান রাখা হয়েছে তা দেখে মনে হচ্ছিল আত্মার উৎকর্ষতা সাধনে যে বিজয় তাঁরা অর্জন করেছেন সেটা চূড়ান্ত; কান্ট, গ্যেটে, যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ মানবজাতির সম্পদ, ঠিক যেমন মানবজাতির সম্পদ ক্যালভিন, দান্তে কিংবা শেকসপিয়ার; তা সত্ত্বেও, এই বাস্তব সত্য আমরা ধরে রাখব যে স্বনামধন্য এ-সব মানুষের নিজ ভূমিতেই লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়েছে, এই জনগণের লোকজনের দ্বারা, তাদের নেতাদের তৈরি সর্বসম্মত একটা পরিকল্পনা অনুসারে, এবং এই জনগণ ভুলেও একবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কোনো চেষ্টা করেনি।

গোটা ব্যাপারটা এই পরিণতিই লাভ করেছে, আর তার কারণ হলো, ঘৃণা ও বিদ্রূপ করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে, নাগরিকের সমানাধিকারকে আর মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব বোধকে। এই-ই হয়েছে ফলাফল, কারণ ভুলে যাওয়া হয়েছিল আইনের সামনে দুনিয়ার সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান হয়ে জন্মেছে...

আলোচ্য সমাজ অনুমতি দিয়েছিল তাদের বিবেক আর আত্মা যাতে চুরি হয়ে যায়। শয়তান প্রভুরা এসেছিল, তারা ওই সমাজের মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা পশুশক্তিকে জাগিয়ে তোলে, আর সেজন্যই এই বর্বরতা দেখানো সম্ভব হয়েছে, যেগুলোর বর্ণনা আমি আপনাদের দিয়েছি। সত্য হলো, এই লোকগুলোর অপরাধ জার্মান জনসাধারণকে কম করেও বারোশ' বছর পিছিয়ে দিয়েছে...

www.pathagar.com

*

কাউন্ট থ্রি অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধ এবং কাউন্ট ফোর অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এই দুটো মামলা সাজানোর দায়িত্ব ফরাসি আর রাশিয়ানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো; ফরাসিরা পশ্চিম ইউরোপে সংঘঠিত ক্রাইম কাভার করবে, রাশিয়ানরা কাভার করবে পুব দিকটা।

ওদের চিফ প্রসিকিউটর হলেন একজন ইউক্রেনিয়ান, জেনারেল রোমান রোডেঙ্কো। তাঁর শক্তিশালী উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এই সত্যটা তুলে ধরলেন-১৯৪১ সাল পর্যন্ত বন্ধু হিসেবে নাৎসিদের পাশে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং পোল্যান্ডকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়; এ থেকে সোভিয়েত মাইন্ডসেট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে বোঝা গেল জার্মানদের হাতে কী অসম্ভব মাত্রায় ভুগেছে তারা।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে রোমান রোডেঙ্কোর উদ্বোধনী ভাষণ

হিটলারের অনুসারী ষড়যন্ত্রকারীরা ২২ জুন ১৯৪১ সালে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া আর জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করল কোনো রকম যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই সোভিয়েত এলাকায় হামলা চালিয়ে, সোভিয়েত রাশিয়ার তরফ থেকে এতটুকু প্ররোচনা না থাকা সত্ত্বেও। জার্মান সৈন্যদের বিরাট বাহিনী, গোপনে নিয়ে এসে আগেই যাদের সীমান্তে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর...

সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য আর অভিলাষ গোপন রাখার চেষ্টায় হিটলার-চক্র হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের অনুকরণে, বরাবরের মতো, চিৎকার জুড়ে দিয়ে বলল, সোভিয়েত রাশিয়ার তরফ থেকে বিপদ আসছে বুঝতে পেরেই হামলা চালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে তারা, এবং তাদের এই যুদ্ধ আসলে যুদ্ধ ঠেকানোর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কী করুণ প্রচেষ্টা!

কী করে এটাকে যুদ্ধ ঠেকানোর ব্যবস্থা বলা যায়, জার্মানি যেখানে অনেক আগেই সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর হামলা করার প্ল্যান তৈরি করে রেখেছিল, হামলা চালানোর সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল, সোভিয়েত এলাকায় ঢুকে সেটাকে দখলে রাখতে চাইল, এসব এলাকা তছনছ করার জন্য উঠেপড়ে লাগল, ওখানকার লোকজনকে পাইকারীভাবে খুন করল, শান্তির সময়ও নিজ সেনাবাহিনী মোতায়েন করল, পুরোপুরি যুদ্ধ-সরঞ্জামসহ ১৭০টা ডিভিশনকে সোভিয়েত সীমান্তে এনে অপেক্ষায় রাখল অগ্রসর হওয়ার সংকেত পাওয়ার জন্য?

ফ্যাসিস্ট জার্মানির দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার বাস্তব ঘটনা তো

www.pathagar.com

আছেই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে হিটলার সরকারের মূল দলিল-দস্তাবেজ, যেগুলো এখন সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, ফলে গোটা পৃথিবী এবং ইতিহাস অবশ্যই চাক্ষুষ করছে যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর হামলা করা হয়েছে এই হিটলারী অপপ্রচার কতটা অসত্য আর হাস্যকর ছিল।

ফ্যাসিস্ট নেকড়ে গায়ে ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে ছদ্মবেশ নিতে পারে, কিন্তু সে তার দাঁত লুকাবে কীভাবে!

মিথ্যে অজুহাতে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে হিটলারের অনুসারী সরকার হিসেব করতে বসেছিল—দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিলে, জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর পুরো শক্তিকে এই কাজে ব্যবহার করলে, ফিনল্যান্ড আর রুমানিয়ার আর্মির সাহায্য নিলে, এবং সেই সঙ্গে ইটালিয়ান আর হ্যাঙ্গেরিয়ান মিলিটারি ইউনিটগুলোকে যদি কাজে লাগানো হয়, এবং সবশেষে বিস্ময়ের ধাক্কা দেওয়ার সুযোগটার যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তা হলে খুব সহজেই সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাজিত করা যাবে।

যাই হোক, আক্রমণকারীর এ-সব হিসেব ভুল প্রমাণিত করে রেড আর্মি-র বীরোচিত প্রতিরোধ, দেশের স্বাধীনতা এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে লড়াই করেছে তারা। একের পর এক ব্যর্থতার মুখ দেখেছে জার্মান আক্রমণ।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত জনগণ ফ্যাসিস্ট জার্মান অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে অসমসাহসের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছে আমি তার প্রতিটি পর্বের বিবরণ দেব না, বলব না রেড আর্মি কী রকম অকুতোভয়ে লড়েছে জার্মান, রুমানিয়ান, ফিনিশ ছাড়াও অন্যান্য আর্মির সঙ্গে, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে হামলা চালিয়েছিল। সারা পৃথিবী এই সংগ্রাম প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে, এবং ইতিহাস কখনো এই ঘটনার কথা ভুলতে পারবে না।

সোভিয়েত জনগণ যে মাত্রা এবং প্রচণ্ডতা নিয়ে অটল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার কোনো উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেদের জীবন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে তারা, এবং মিত্রবাহিনীর সঙ্গে এক হয়ে গোটা দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী দেশগুলোকে একের পর এক মুক্ত করেছে ভয়ানক আতঙ্ক নাৎসি দাসত্ব থেকে।

মুখে শান্তির বাণী, ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি, তারপর একসময় মিথ্যে দোষ চাপিয়ে সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া—ফ্যাসিস্ট জার্মানি যুদ্ধকে সামরিক ডাকাতির একটা সিস্টেমে পরিণত করে। যুদ্ধবন্দিদের খুন, অসামরিক জনগণকে নিশ্চিহ্ন করা, দখল করা এলাকা ধ্বংস করা সহ আরও বহু যুদ্ধাপরাধ সর্বগ্রাসী যুদ্ধ-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ফ্যাসিস্টদের দ্বারা সংঘঠিত হয়েছে।

বিশেষ করে সাময়িকভাবে দখল করা সোভিয়েত এলাকায় সন্ত্রাস আর

www.pathagar.com

নিষ্ঠুরতা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সেখানে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল ফ্যাসিস্টরা...

জার্মান ফ্যাসিস্ট হামলাকারীরা হয় সম্পূর্ণ, নয়তো আংশিক, ১,৭১০ শহর জ্বালিয়ে দিয়েছে, ৭০,০০০ গ্রাম হয় পুড়িয়ে দিয়েছে নয়তো ধ্বংস করে ফেলেছে। সব মিলিয়ে ৬০ লক্ষ দালান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তারা। ২৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ আড়াইকোটি মানুষ তাদের বাসস্থান হারিয়েছে...

জার্মানরা ধ্বংস করেছে ৬৫,০০০ কিলোমিটার রেলপথ, ৪,১০০ রেলস্টেশন, ৩৬,০০০ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসসহ অন্যান্য যোগাযোগ কাঠামো। ধ্বংস করেছে ৪০,০০০ হাসপাতাল। ধ্বংস করেছে ৮৪,০০০ স্কুল আর টেকনিকাল কলেজ, ভার্সিটি, সায়েন্টেফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ধ্বংস করেছে ৪৩,০০০ পাবলিক লাইব্রেরি।

হিটলারপন্থীরা ধ্বংস ও লুঠ করেছে ৯৮,০০০ সমবায় ফার্ম, ১,৮৭৬ রাজ্য ফার্ম, ২,৮৯০ মেশিন আর ট্র্যাক্টর স্টেশন; তারা জবাই করেছে, সংগ্রহ করেছে, কিংবা খেদিয়ে জার্মানিতে নিয়ে গেছে ৭০ লক্ষ ঘোড়া, ১ কোটি ৭০ লক্ষ শিংবিশিষ্ট গবাদি পশুর মাথা, ২ কোটি শুয়োর, ২ কোটি ৭০ লক্ষ ভেড়া আর ছাগল, ১ কোটি ১০ লক্ষ হাঁস-মুরগী।

*

নূরেমবার্গের বেশিরভাগই বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। পোকায় ধরা দাঁতের মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু বাড়িঘর। কিন্তু ঐতিহাসিক সিটি সেন্টার-এর বড় অংশটাই মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

ট্রায়ালে যারা অংশগ্রহণ করছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই আবাসিক এলাকা আর গ্রামাঞ্চলের ভিলাগুলোয় থাকতেন। ধনী জার্মানদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ওগুলো। অনেক রাশিয়ান স্টাফের জন্য, নূরেমবার্গে তাঁদের সময়টা, স্বাধীন আর বিলাসী জীবনের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ এনে দেয়। তবে, বিডল স্মরণ করেছেন, খুব বেশিদিনের জন্য নয়।

ফ্রান্সিস বিডল: সোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে—স্বাধীনতার ক্ষণস্থায়ী স্বাদ

জজ পারকার তাঁর এইড হিসেবে বেছে নিয়েছেন মেজর রবার্ট স্টুয়ার্টকে। নর্থ ক্যারলাইনার শার্লটে তাঁর এক পুরনো বন্ধু ছিলেন, মেজর হচ্ছেন সেই বন্ধুর ছেলে। অ্যাকটিভ সার্ভিস থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছেন মেজর স্টুয়ার্ট, ইউনিফর্মে তখনও বারুদ্ যুদ্ধের গন্ধ লেগে রয়েছে। যোগ্য অফিসার হওয়ার প্রয়োজনীয় সব গুণই আছে তাঁর, ধৈর্য আর শান্ত ভাব ধরে রেখে মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বয়সে তরুণ, আকর্ষণীয়, কোনো পিছুটান নেই; কাজেই এটা তো মধুর

www.pathagar.com

এবং যথাযোগ্য বিবেচিত হওয়া উচিত যে খুব কম সময়ের মধ্যে তানিয়ার যাদুময় আকর্ষণ এড়াতে ব্যর্থ হবেন তিনি।

তানিয়া হলেন রাশিয়ানদের অন্যতম সেরা দোভাষীদের একজন; খুবই তরুণ, খুবই সুন্দর; মঞ্চে অনুপস্থিত একজন রুশ ব্রিগেডিয়ারের বিদুষী স্ত্রী।

আটপৌরে আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন তানিয়া, *লাইফ* ও *নিউজউইক* পড়েন, ভালবাসেন মার্কিন চলচ্চিত্র–গন উইথ দা উইন্ড, দা গ্রেট ওয়ালয্, ফর হুম দা বেল টোল; নৃত্যকলায় তাঁর নৈপুণ্য ঈর্ষা করার মতো; বেশভূষায় নিখুঁত, তাতে আভিজাত্যেরও কোনো অভাব নেই।

কয়েক মাস পর হঠাৎ করেই ব্রিগেডিয়ার স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মস্কোয় ফিরে গেলেন তানিয়া। সন্দেহ নেই, চমৎকার একটা সময় উপভোগ করছিলেন তিনি, নূরেমবার্গ উপস্থিত এনকেভিডি-র [সিক্রেট পুলিশ] সদস্য সেটাই রিপোর্ট করেছেন; বেমানান ছদ্মবেশ নিয়ে সারাক্ষণ এক করিডর থেকে আরেক করিডরে হেঁটে বেড়ান তিনি, মনে কোনো আনন্দ নেই, তার তীব্র দৃষ্টি সোভিয়েত নাগরিকদের হাবভাব আর গতিবিধি খুঁটিয়ে লক্ষ করে। কখনো হয়তো বা গ্র্যান্ড হোটেলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি [কনভেনশনের সময় নাৎসি পার্টির গেস্ট হাউজ হিসেবে ব্যবহার করা হতো এই দালান], যেখানে সকল জাতির মানুষজন আরাম-আয়েশ, পানাহার এবং ফষ্টিনষ্টি করতে যান। ওখানে যাদু, অ্যাক্রব্যাটিক কসরত আর কৌতুকনাটিকা দেখেন, দেখেন হেভি মেকআপ নেওয়া জার্মান মেয়েদের নাচতে, যারা ভরপেট খেতে পায় না, এখন আর যাদেরকে ততোটা তরুণ বলা যায় না...

সোভিয়েত সিক্রেট এজেন্ট সবকিছুই স্পর্শ করেন, ভ্রু জোড়ার কোঁচকানো ভাব স্থির রেখে খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে উপভোগ করেন নারীসংসর্গ, কখনো বেশি পান করা হয়ে গেলে আচরণে একটু হিংস্র ভাব চলে আসে, মাঝে-মধ্যে কোনো রাশিয়ান পার্টিতে হাত-পা ছড়িয়ে শিথিলায়ন করতে দেখা যায়, ও-সব পার্টি ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হয়তো একটা জিপসি গান ধরেন তিনি...

রাশিয়ানদের সেরা দোভাষী হলেন তরুণ ও. এ. ট্রয়ানোভস্কি, আমেরিকায় সাবেক এক রুশ অ্যামব্যাসাডরের ছেলে। আমেরিকান স্কুল-কলেজেই পড়াশোনা করেছেন ট্রয়ানোভস্কি, এবং অনর্গল ইংরেজি বলতে পারেন। মার্কিন বাচনভঙ্গি, চিন্তাধারা আর রসবোধ আয়ত্ত করেছেন; তাঁকে দেখে একজন আমেরিকান বলে মনে হয়–সুহৃদ ও মিশুক। আমরা সবাই তাঁকে পছন্দ করতাম। তারপর ধারণা করা হলো, বিপদটা বোধহয় তাঁকেও স্পর্শ করেছে।

কারণ, এক সন্ধের কথা আমার মনে আছে, সেখানে আমরা তিন কি চারজন এককোনে বসে হইচই করে আড্ডা দিচ্ছি, গল্পগুজব আর হাসাহাসি চলছে, হঠাৎ তাঁকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম, কামরা ছেড়ে এমনভাবে বেরিয়ে গেলেন

www.pathagar.com

যেন হঠাৎ একটা এনগেজমেন্টের কথা মনে পড়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এনকেভিডি-র ওই অফিসারকে দেখলাম আমরা, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন, এক পলকেরও কম সময়ের জন্য থেমে ভ্রু কোঁচকালেন। এর কদিন পরই মন্ত্রীসভার বৈঠকে যোগ দিতে প্যারিসে চলে গেলেন ট্রয়ানোভস্কি।

*

জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণের পর, পোল্যান্ডের বেশিরভাগটাই সরাসরি নাৎসি রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। যেটুকু অবশিষ্ট থাকল সেটা নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে শাসন করতে লাগলেন ফ্র্যাঙ্ক। লাউহাউসেন যেমন তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যে জানিয়েছেন, নাৎসিদের প্ল্যান ছিল তাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পোলিশ প্রতিরোধ -শক্তির সম্ভাবনাময় সমস্ত নেতৃত্বকে খতম করতে হবে–আইনজীবি, শিক্ষক, গণ্যমান্য মানুষ, সিভিল সার্ভিস...তারপর ১৯৪০-এর মে মাসে ফ্র্যাঙ্ক পুলিশের উদ্দেশে রোমহর্ষক একটা বক্তৃতা দিলেন, বিষয় ছিল আসন্ন 'শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিযান'। আদালতকে এটা পড়ে শুনিয়েছেন সোভিয়েত প্রসিকিউটর লেভ স্মিরনভ।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: পোল্যান্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিযান প্রসঙ্গে হ্যানস ফ্র্যাঙ্কের দেওয়া ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লেভ স্মিরনভ

'এ আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি, এতে করে হাজার কয়েক পোলের জীবনহানি ঘটবে, এবং তাদের বেশিরভাগকেই ধরে আনতে হবে পোলিশ বুদ্ধিজীবী মহল থেকে, একেবারে বাছাই করা সেরাগুলোকে। এরকম একটা সময়ে আমাদেরকে, ন্যাশনাল সোশালিস্টদের, বাধ্যতামূলকভাবে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে পোলিশ জনগণের দ্বারা আর কোনো প্রতিরোধ গড়ে উঠবে না।

'আরও কথা হলো, এসএস-ওবারগ্রুপেনফুয়েরার ক্রুগার এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হবে। আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সম্ভাব্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই কাজে সাহায্য করুন আমাদের। আমার কথা যদি বলেন, আপনারা যে পদক্ষেপই নিন না কেন, সে-সব কার্যকরী করার জন্য আমার শক্তি ও সাধ্যে যতটুকু কুলাবে তার সবই আমি করব। ন্যাশনাল সোশালিজমের চ্যাম্পিয়ান হিসেবে আপনাদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, এবং জানি এর বেশি আর কিছু আমার বলার দরকার করে না। এ-সব পদক্ষেপকে আমরা বাস্তবে রূপ দেব, এবং আপনাদের আমি আশ্বস্ত করে বলতে পারি এই কাজ আমরা ফুয়েরারের হুকুমেই করছি বলে স্বীকৃতি পাবে।

'ফুয়েরার তাঁর মনের কথা এভাবে আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন: নেতৃত্ব

www.pathagar.com

দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, পোলান্ডে এমন যত লোকের অস্তিত্ব আছে বলে আমরা জানতে পারব, তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। অবশ্যই তাদের যারা অনুসারী, ওই সব লোকজনকেও...তাদের পালা এলেই মেরে ফেলতে হবে।

'ব্যাপারটা নিয়ে রাইখ বা রাইখ পুলিশ অর্গানাইজেশনকে বিরক্ত করার কোনো মানে হয় না। এ-ধরনের ঝামেলাকে রাইখ কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠানোরও কোনো প্রয়োজন নেই, তা পাঠানো হলে ওদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ব আমরা, বার্তা আদান-প্রদানে অযথা প্রচুর সময় আর শ্রম অপচয় হবে। আমরা আমাদের সমস্যাকে ওই দেশেই কবর দেব, এবং সেটা আমরা করব সম্ভাব্য সহজতম পন্থায়।'

নিজের দায়িত্বের প্রতি ফ্র্যাঙ্ক এতটাই আত্মনিবেদিত ছিলেন যে একবার তিনি গর্ব করে বলেছেন: 'প্রাগে, একটা উদাহরণ দিই, লাল পোস্টার ঝুলিয়ে ঘোষণা করা হয় ওই দিন সাতজন চেককে গুলি করে মারা হয়েছে। শুনে আমি তখন নিজেকে বললাম: আমার যদি হুকুম দেওয়ার ইচ্ছে হয় যে প্রতি সাতজন পোলকে গুলি করার পর একটা করে পোস্টার টাঙাতে হবে, তা হলে প্রথমেই যেটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে সেটা হলো, পোস্টারের কাগজ তৈরির জন্য যথেষ্ট বনভূমি কোথায় পোলান্ডে? আসল কথা হলো, আমাদেরকে নিষ্ঠুরতার পথই বেছে নিতে হবে।'

*

বন্দিদের প্রায় প্রতিদিনই দেখতে যেতেন কারাগারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাইকোলজিস্ট গুস্তাভ গিলবার্ট। বন্দিদের মন-মানসিকতা কী রকম, তারা কে কেমন আছে, ট্রায়াল সম্পর্কে তাদের কার কী ধারণা ইত্যাদি জানতে চেষ্টা করতেন তিনি, প্রশ্ন করতেন তাদের অপরাধ বোধ সম্পর্কেও। তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত নোটগুলো এত বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ, দেখে সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক যে তাঁর বোধহয় ইচ্ছে এ-সব ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেন; তাঁর অধীনে থাকা লোকজনের কুকীর্তিকে পুঁজি করে কিছু টাকা কামাবার সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না।

যদিও তাঁর রেকর্ড করা সংলাপ পাঠককে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো বিবাদীদের ব্যক্তিত্বে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, এবং তাদের চরিত্রের এমন একটা দিক উন্মুক্ত করেছে আদালতের যা দেখার সুযোগ ঘটেনি।

তাদের মধ্যে হেইলমার শাখ্‌ট এমন একজন বন্দি ছিলেন, যিনি মনে করতেন তাঁর বিচার করা উচিত হচ্ছে না। ১৯২০ সালের বেশিরভাগ সময় রাইখব্যাংকের–জার্মানির সেন্ট্রাল ব্যাংক ওটা– প্রেসিডেন্ট ছিলেন শাখ্‌ট, অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মতো ভয়ানক মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টেনে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষ শাস্তি হিসেবে জার্মানির কাছে যে বিপুল জরিমানা দাবি করেছে সেটাকেই সমস্যার মূল ধরে নেন তিনি, জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর আদর্শে সায় দিয়ে হাত মেলান, তারপর অর্থনীতির দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন সশস্ত্রবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ফান্ড সংগ্রহে।

শাখ্টের দাবি, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জার্মানির হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনা। ১৯৩৭ সালে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করেন তিনি, কারণ ছিল, তাঁর ভাষ্য অনুসারে, হঠাৎ উপলব্ধি করেন হিটলারের নীতির পেছনে আগ্রাসী মনোভাব কাজ করছে। তবে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী থেকে যান ১৯৪৩ পর্যন্ত, এবং পরের বছর গ্রেফতার হন প্রশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে।

তাঁর ভক্তরা মনে করতেন ফাইন্যান্সে উঁচুদরের জিনিয়াস ছিলেন শাখ্ট, আর তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টিতে তিনি একজন দাম্ভিক, নীতিহীন ব্যাঙ্কারের দৃষ্টান্ত মাত্র, তার বেশি কিছু নন।

তবে নিজেকে বাকি সব আসামীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে করতেন শাখ্ট, আদালতে বসে থাকতেন শিরদাঁড়া খাড়া করে, সহ-অভিযুক্তদের কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। এমনিতে তিরস্কারপ্রবণ অর্থ-বিশেষজ্ঞ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন ভদ্রলোক। তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে নয়।

গুস্তাভ গিলবার্ট: সাচ্চা স্বীকারোক্তি—হেইলমার শাখ্টের ক্রোধ

শাখ্টের সেল:

নতুন নিয়মটার বিরুদ্ধে খুব খেপেছেন শাখ্ট [বন্দিরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না]। জেলখানায় নিজের চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথা বলার সময় সত্যি সত্যি চিৎকার জুড়ে দিলেন তিনি: 'এটা অসম্মানজনক—নোংরা!...কর্নেল আমাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন, তবে আমি তাঁর ক্ষমতাকে ঈর্ষা করি না!...এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল, যাদের দ্বারা চিকিৎসা করানো হচ্ছে তাদের না আছে ঐতিহ্য, না আছে সংস্কৃতি—এটা অরুচিকর!'

আমেরিকানদের লক্ষ্য করে এই ঘৃণার বিস্ফোরণটা সম্ভবত গোয়েরিং-এর দেখাদেখি ঘটেছে, শাখ্টের মধ্যে এটা সংক্রমিত হয় তাঁর টেবিল-সঙ্গী রেইডারের মাধ্যমে। আহত নিরাপরাধ সেজে থাকা ব্যক্তির ভেতরে কী ধরনের অনুভূতি লুকিয়ে ছিল তার অনেকটাই এই ঘটনায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

'আপনাকে আশ্বস্ত করে বলছি, এ-সব লোকদের প্রায় কারও সঙ্গেই আমি কথা বলতে ইচ্ছুক নই!... গোয়েরিং, রোজেনবার্গ, রেবেনট্রপ, স্ট্রেইচার, ফ্র্যাঙ্ক—এঁরা তো সব ক্রিমিনাল! কিন্তু কিছু ভদ্রলোক আছেন যাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই—ভারি চমৎকার সব মানুষ তাঁরা: ফন প্যাপেন, ফন নিউরাথ...কিন্তু ওরা আমাদের ওপর এরকম কর্তৃত্ব ফলাবার স্পর্ধা দেখায় কীভাবে! ...ভুললে চলবে না

www.pathagar.com

আমাদেরকে খেদিয়ে নিয়ে এসে কী রকম একটা বদ্ধ জায়গার ভেতর ঢুকিয়েছে মিত্রবাহিনী। আমাদের সবগুলো দিক সেলাই করে দিয়েছে ওরা–বেশ অনেকটাই গলা চেপে ধরেছে! স্রেফ কল্পনায় আনার চেষ্টা করুন, জার্মানদের মতো সংস্কৃতিবান একটা জাতিকে হিটলারের মতো লোক-খেপানো রাজনৈতিক নেতার খপ্পরে পড়ে কীভাবে ভুগতে হয়েছে।

'... শুধু কল্পনায় আনার চেষ্টা করুন: সেই অন্ধকার যুগ থেকে যে জাতি ইউরোপের কালচারকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে এইসব মনীষীদের মাধ্যমে–গ্যেটে, শেলার, কান্ট, বেটোফেন–প্রতিটি ক্ষেত্রে তুলনারহিত সব মানুষ–সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে...'

'কিন্তু ফরাসিদেরও তো শ্রদ্ধা করার মতো একটা কালচার রয়েছে, তাই না?' সাবধানে প্রশ্নটা করলাম আমি।

'ওহ্, ফরাসিরা!' উৎকট স্বদেশপ্রেম থেকে আসা বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেল তাঁর ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বরে। 'খুদে আদালত চত্বরে, সম্ভবত–এমন কি সেটাও জার্মানদের দ্বারা প্রভাবিত।...আপনি শুধু কল্পনা করুন, আমাদের মতো কালচারড্ একটা জাতিকে এরকম উন্মত্ততার ভেতর টেনে আনতে কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল–এবং চিন্তা করুন, কোন জাতের শয়তানই বা ছিল সেটা, বিপণ্ন আর মরিয়া জার্মান জাতিকে তার বিশ্বাস থেকে সরিয়ে এ-ধরনের অপরাধের পথে ঠেলে দিতে পেরেছিল।

'...চিন্তা করবেন না, এ-বিষয়ে প্রচুর কথা বলার আছে আমার।...এবং জার্মান জনগণ শান্তির জন্য কী না করার জন্য তৈরি হয়ে আছে।...নিজেদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা খুবই বিনয়ী।...আমরা শুধু কিছু রফতানী করার সম্ভাবনা দেখতে চেয়েছিলাম, কিছু বাণিজ্য করতে চেয়েছিলাম, কোনো ভাবে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম...'

'আপনি ভাইমার [Weimar] রিপাবলিকের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই–এবং প্রতিটি খুদে পরামর্শে মিত্রপক্ষের একটাই উত্তর ছিল: না! আমরা এক কি দুটো কলোনি চেয়েছিলাম, ব্যবসা করা যায় এমন কিছু একটা–অসম্ভব, প্রশ্নই ওঠে না! অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইলাম, কিন্তু ওরা বলল না!

'আমরা যুক্তি দেখালাম, জার্মানির সঙ্গে ইউনিয়ন গড়ার পক্ষে অস্ট্রিয়ার নব্বুই ভাগ মানুষ ভোট দিয়েছে।...ওরা বলল কিছুই করার নেই।...কিন্তু হিটলারের মতো একজন গুণ্ডা যখন ক্ষমতায় এলেন–ওহ্, কী অদ্ভুত–অস্ট্রিয়ার সবটুকু নিয়ে যাও, রাইনল্যান্ডকে নতুন করে সমরাস্ত্রে সাজাও, দখল করো সুডেইটেনল্যান্ড, সবটুকু নাও চেকোশ্লোভাকিয়ার, যেখানে যা আছে সব নিয়ে যাও–একটাও কথা বলিনি আমরা।...

www.pathagar.com

'আরে, মিউনিখ চুক্তির আগে সুডেইটেনল্যান্ডকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পাননি হিটলার।...সুডেইটেনল্যান্ডের জন্য খুব বেশি হলে স্বায়ত্ত্বশাসনের কথা ভাবতে পারতেন তিনি।...তারপর ওই বোকারা, ডালাডিয়ার [ফরাসি প্রধানমন্ত্রী] আর চেইম্বারলেন, ঝপাৎ করে সমস্তটা তাঁর কোলে ফেললেন।...

'কেন তাঁরা ভাইমার রিপাবলিককে এর দশভাগের একভাগ সমর্থনও দেননি? ওরা আমাদেরকে সামান্য এক লোকমাও দিতে চাননি!...

'এবং শেষ পর্যন্ত আমি যখন বিপর্যয় এড়াতে ভার্সাই চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে অর্থনীতিকে নিরাপত্তা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা নিলাম, চেষ্টা করলাম যুদ্ধ-পরিকল্পনা স্যাবটাজ করতে এবং সবশেষে ম্যানিয়াকটাকে খুন করতে–ওরা আমাকে ধরে জেলে পুরে দিল, আমি যেন একটা ক্রিমিনাল!'

এমন চিৎকার করে কথা বলছিলেন শাখ্‌ট, নিশ্চয়ই জেলখানার সব জায়গা থেকে তা শোনা যাচ্ছিল।

'...চরম অসম্মানজনক, অবমাননাকর, নির্লজ্জ ব্যবহার! এমন কি, কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পেও এভাবে আমাকে নিজের সেল ঝাড়ু দিতে হয়নি, কিংবা এদিক মুখ করতে ওদিক মুখ করতে বাধ্য করা হয়নি, যাতে আমি ঘুমাতে না পারি!'

ওখানে বসে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিলেন তিনি, আবেগে থরথর করে কাঁপছিলেন, টকটকে লাল দেখাচ্ছিল মুখটা। খানিক পর ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দুঃখিত, তবে আপনি যদি আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চান, ওগুলোই আপনাকে শুনতে হবে– আর কোনো মার্কিন নির্দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না। আমি এমন কি চ্যাপেলেও আর যাব না।'

*

দিনের পর দিন কাউন্ট থ্রি অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধ এবং কাউন্ট ফোর অর্থাৎ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এই দুই ধারার মামলার নথি আর প্রমাণ-পত্র ট্রাইবুনালের সামনে জড়ো করছিলেন সোভিয়েত প্রসিকিউটররা। যুদ্ধে রাশিয়ানদের যে বিপুল, অবিশ্বাস্য ক্ষতি হয়েছে তা দুনিয়াকে জানানোর এটা বোধহয় একমাত্র উপায় ছিল–প্রায় বিশ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছে।

বস্তা বস্তা ডকুমেন্ট বিচারকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেও, এখানে লেভ স্মিরনভ এমন কিছু উপস্থাপন করেন, যা শুনে অসাড় হয়ে যান আদালতে উপস্থিত সবাই, প্রত্যেকে উপলব্ধি করেন এই মামলায় এখনও এমন উপাদান রয়ে গেছে যা বিস্ময়ে পাথর করে দিতে পারে দুনিয়ার মানুষকে।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: লাশ থেকে সাবান বানানো প্রসঙ্গে লেভ স্মিরনভ

ট্রাইবুনালের কাছে আমি দাখিল করলাম নমুনা নম্বর ইউএসএসআর ১৯৭ [ডকুমেন্ট নম্বর ইউএসএসআর ১৯৭], এটা এমন একজনের প্রামাণিক সাক্ষ্য, যিনি মানুষের চর্বি থেকে সাবান উৎপাদনের কাজে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এটা সিগমুন্ড মাযুর-এর সাক্ষ্য, যিনি ড্যানজিগ অ্যানাটমিক ইনস্টিটিউটে ল্যাব সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন...

'১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রফেসর স্প্যানার আমাকে মানুষের চর্বি থেকে সাবান প্রস্তুত করার রেসিপি দেন। এই রেসিপি অনুসারে, মানুষের ৫ কিলো চর্বির সঙ্গে ১০ কিলো পানি আর ৫০০ কিংবা ১০০০ গ্রাম কসটিক সোডা মেশাতে হবে। এ-সব ২ থেকে ৩ ঘণ্টা গরম পানিতে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। সারফেসে সাবান ভাসতে থাকবে, পানি আর অন্যান্য তলানি থাকবে নিচে। এই মিকশ্চারে খানিকটা লবণ আর সোডা মেশাতে হবে। তারপর যোগ করতে হবে বিশুদ্ধ পানি, সবশেষে আরেকবার টগবগ করে ফোটানো হবে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। ঠাণ্ডা করার পর ওই সাবান ছাঁচে ঢালতে হবে।'

ট্রাইবুনালের সামনে আমি এখন ওই ছাঁচগুলো হাজির করব, যেগুলোয় সাবান ঢালা হয়েছিল। তারপর আমি প্রমাণ করব যে মানুষের উপাদান থেকে তৈরি, অর্ধ-সমাপ্ত সাবানের এই নমুনা সত্যি সত্যি ড্যানজিগে পাওয়া গেছে।

'সাবানটা থেকে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল। এই অপ্রীতিকর গন্ধ দূর করার জন্য বেলজলঅ্যালডেহাইড মেশানো হলো। মানুষের চর্বি সংগ্রহ করত বর্কম্যান আর রাইকার্ট। আমি নারী ও পুরুষের শরীর ফুটিয়ে সাবান বের করতাম।

এই ফোটানোর কাজেই কয়েকদিন লেগে যেত–৩ থেকে ৭ দিন। দুটো উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, যেগুলোয় সরাসরি অংশগ্রহণ করি আমি, ২৫ কিলোগ্রামেরও বেশি সাবান তৈরি হয়েছিল।

ওই দুই প্রক্রিয়ায় মানুষের চর্বি লেগেছিল ৭০ থেকে ৮০ কিলোগ্রাম, যা ৪০-টা লাশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

তৈরি সাবান চলে যেত প্রফেসর স্প্যানারের কাছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছে রেখে দিতেন ওগুলো। মানুষের চর্বি থেকে তৈরি সাবান আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য ৪ কিলোগ্রাম রেখে দিই–টয়লেটে ব্যবহার করেছি আর কাপড় কেচেছি।'

*

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকাল, পুবদিকে সোভিয়েত আর্মি নিজেদের বেদখল হয়ে যাওয়া এলাকা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে, এই সময় হিমলার ভয় পেলেন ওরা না

www.pathagar.com

আইনসাৎযগ্রুপেন-এর বীভৎস কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পেয়ে যায়। কাজেই তিনি হুকুম দিলেন, কয়েক হাজার লাশের অবশিষ্ট প্রথমে মাটি খুঁড়ে বের করতে হবে, তারপর নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে–ইহুদি শ্রমিকদের সাহায্যে। নাৎসিদের একজন গার্ড গেরহার্ড অ্যাডামেজের বিবৃতি আদালতকে পড়ে শোনানো হলো।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: গেরহার্ড অ্যাডামেজ–আইনসাৎযগ্রুপেনের কর্মকাণ্ড চাপা দেওয়া প্রসঙ্গে

জায়গাটায় লাশের গন্ধ। অসুস্থ বোধ করলাম আমরা, নাকে রুমাল দিলাম, চেষ্টা করলাম শ্বাস গ্রহণ না করার। ওবারলইটমেন্ট হ্যানিস্ক আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণের যতটুকু মনে আছে এখানে আমি তা বলছি।

'তোমরা এমন জায়গায় এসেছ যেখানে তোমাদেরকে সেবাদান করতে হবে এবং কমরেডদের সহায়তা দিতে হবে। আমাদের পেছনের চার্চ থেকে ভেসে আসা একটা দুর্গন্ধ এরইমধ্যে পাচ্ছ তোমরা। এটার সঙ্গে নিজেদেরকে আমাদের অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হবে, এবং তোমাদের সবাইকে যে যার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে হবে। ইন্টার্নিদের পাহারা দিয়ে রাখব আমরা, এবং সেটা হতে হবে অত্যন্ত কড়া প্রহরা।

'একটা ব্যাপার সবাইকে মনে রাখতে হবে যে এখানে যা কিছু ঘটবে সবই রাইখের গোপন বিষয়। কারও পাহারায় থাকা সত্ত্বেও কখনো যদি কোনো ইন্টার্নি পালাতে সক্ষম হয়, তার মাসুল দিতে হবে নিজের মাথা খুইয়ে। একই পরিণতি অপেক্ষা করবে তার কপালেও, কেউ যদি এখান থেকে কিছু পাচার করে, কিংবা বার্তা আদান-প্রদানে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় না দেয়...'

ওবারলইটমেন্ট হ্যানিস্কের এই ভাষণের পর আমাদেরকে নিয়ে বেরুনো হলো, যেখানে সেবাদান করব সেই জায়গাটা দেখাতে। কবরস্থান থেকে বেরিয়ে পাশের মাঠে চলে এলাম সবাই। এই মাঠের ওপর দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার দুটো দিকই পাহারা দিচ্ছে পুলিশ, কাউকে ওদিকে পা বাড়াতে দেখলেই মারমুখো হয়ে ধাওয়া দিচ্ছে তারা।

ওই মাঠে প্রায় ১০০-র মতো ইন্টার্নিকে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে দেখলাম আমরা। প্রত্যেক ইন্টার্নির পায়ে জড়ানো প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটা করে লোহার শিকল। সবার গায়ে সিভিলিয়ানদের পোশাক...

ইন্টার্নিদের কাজ বলতে, পরে জানতে পারলাম আমরা, দুটো গণকবর থেকে লাশ তোলা, সেগুলো সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্তূপ বানানো, তারপর আগুনে ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা। এরকম কত লাশ পোড়ানো হয়েছে তার হিসেব বের করা কঠিন, তবে আমার বিশ্বাস ওই স্পটে ৪০,০০০ হাজার থেকে ৪৫,০০০

www.pathagar.com

হাজার লাশ ছিল।

আমাদের অ্যান্টিট্যাংক গহ্বরকে কবর হিসেবে কাজে লাগানো হয়, সেটা আংশিক ভরা হয় লাশে। এই গহ্বরটা ১০০ মিটার লম্বা, ১০ মিটার চওড়া, আর ৪ থেকে ৫ মিটার গভীর...

আমরা যেদিন পৌঁছালাম, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, ওই মাঠে লাশের তিন কি চারটে ছোট স্তূপ দেখতে পাই...প্রতিটি স্তূপে কমবেশি ৭০০ লাশ ছিল। প্রতিটি স্তূপ প্রায় সাত মিটার লম্বা, ৪ মিটার চওড়া, ২ মিটার উঁচু...

এখানে, অন্যান্য জায়গাতেও, কীভাবে আগুনে লাশ পোড়ানো হয় দেখেছি আমি: প্রথমে লোহার হুকের সাহায্যে টেনে লাশগুলোকে নির্দিষ্ট একটা স্পটে নিয়ে যায় ইন্টার্নিরা, তারপর কাঠের একটা প্লাটফর্মে স্তূপ করে। স্তূপের চারধারে জ্বালানি কাঠ জমা করা হয়, সেই কাঠের স্তূপে পেট্রল ঢেলে ধরানো হয় আগুন।

মাঠের কাজ দেখার পর আমরা, ১০০৫-বি ডিটাচমেন্টের পুলিশরা, চার্চ সংলগ্ন কবরস্থানে ফিরে এলাম। তবে বিকট দুর্গন্ধের কারণে এবং যা দেখেছি তার কারণে সেদিন আমরা কেউ কিছু মুখে দিতে পারলাম না।

*

লেভ স্মিরনভ দাবি করেছেন, গোপনীয়তা রক্ষার এই ধরন জার্মান আর্মির অন্য একটা বহুল-বিতর্কিত অপরাধের কথা মনে করিয়ে দেয়– যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়: ১৯৪১ সালে ১০,০০০ বন্দি পোলিশ অফিসারকে স্লিয়েনস্ক-এর কাছাকাছি কাইটিন জঙ্গলে পাইকারীভাবে খুন করে তারা। এই অভিযোগটিকে জার্মানদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জিদ ধরেছিল রাশিয়ানরা, যদিও প্রকৃত সত্য ছিল, যা তখনই বহুলোক বিশ্বাস করত, এই যে ওই পাইকারী হত্যাকাণ্ড জার্মানরা নয়, ১৯৪০ সালে আসলে রাশিয়ানরাই ঘটিয়েছিল।

১০৪৬ সালের জুলাই মাসে পরিস্থিতিটি যখন পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হলো, ব্যাপারটা দ্রুতই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে রাশিয়ানরা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করতে পারছে না কালপ্রিট ছিল জার্মান কোনো ইউনিট।

এ-ব্যাপারে আরও তদন্ত করা আদালতের কাজ নয়, তবে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের জন্য ভেয়ারমাখট দায়ী নয় এটা প্রমাণিত হওয়ার পর কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে যুদ্ধের অন্যতম বর্বরতার জন্য কারা দায়ী ছিল।

*

নতুন নতুন এলাকায় বিজয়ী হওয়া দরকার শুধু জার্মান জনসংখ্যাকে আরও বাড়াবার প্রয়োজনে নয়, বরং রাইখকে অতিরিক্ত সম্পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্যও বটে, যেগুলো পরাজিত মানুষজনের কাছ থেকে ছিনতাই বা লুঠ করা হবে। খাদ্যদ্রব্য থেকে তেল, ফার্নিচার থেকে শিল্প, সমস্ত কিছু জার্মানিতে পাঠানো হয়েছে,

www.pathagar.com

বিবেচনা করা হয়নি স্থানীয় লোকজন কী খাবে বা কী ব্যবহার করবে। এরকম নির্লজ্জ লুঠপাটের তত্ত্বাবধান করেছেন, লেভ স্মিরনভের ভাষ্য অনুসারে, গোয়েরিং।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬: গোয়েরিঙের ইউরোপ লুঠ সম্পর্কে লেভ স্মিরনভ–'যতক্ষণ না নিঙড়ে ছিবড়ে বানানো হয়'

এইমাত্র দাখিল করা আমার ডকুমেন্টে যেমন দেখা যাচ্ছে– হিটলার সরকারের রাইখ মার্শাল হিসেবে, চার-বছর-মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে, এবং দখল করা এলাকায় লুঠপাট চালানোর মতো অন্যায় কর্মকাণ্ড তথা গোটা ক্রিমিনাল সিস্টেমের মাথা হিসেবে এই সব অপরাধের জন্য দায়ী ছিলেন আসামী গোয়েরিং।এ-কারণে, দখলীকৃত দেশসমূহে জার্মান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের [রাইখ কমিশনারস্] একটা গোপন মিটিঙের স্টেনোগ্রাফিক রেকর্ড, যে মিটিং অনুষ্টিত হয়েছিল ৬ আগস্ট, ১৯৪২ সালে, বিশেষভাবে আগ্রহ জাগায়।

মিটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছে গোয়েরিঙের সভাপতিত্বে। অন্যান্য আরও যে-সব ডকুমেন্ট আজ ট্রাইবুনালের সামনে দাখিল করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেগুলোর মতো এই ডকুমেন্টটাও সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ খুঁজে পেয়েছে, ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, থিউরিনজিয়া-র জেইনা শহরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিঙে।

এই অসাধারণ ডকুমেন্টে গোয়েরিঙের দীর্ঘ একটা বক্তৃতা আছে, আছে দখল করা দেশগুলোয় নিয়োগপ্রাপ্ত হিটলারী শাসকদের বক্তব্য। এবং, ইওর অনার্স, এই মুহূর্তে আসামীর কাঠগড়ায় যারা বসে আছেন তাঁদের অনেকেই ওই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ডকুমেন্টের বিষয়-বস্তু এমনই যে আমার মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। কাজেই, ট্রাইবুনালের যদি মর্জি হয়, ওটা থেকে আমি পড়তে শুরু করি।

'স্টোনোগ্রাফিক নোট, বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ১৯৪২, বিকেল ৪-টা। স্থান: এয়ার মিনিস্ট্রির হেরম্যান গোয়েরিং হল।

'রাইখ মার্শাল গোয়েরিং: "গাউলাইটার-রা [নাৎসি রাজনৈতিক কর্মকর্তা] গতকাল নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁদের সুর আর হাবভাবে মতপার্থক্য প্রকাশ পেলেও, এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে তাঁরা সবাই অনুভব করেন জার্মানরা খুব কম খেতে পাচ্ছে...

'এই মুহূর্তে জার্মানি নিয়ন্ত্রণ করছে ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধ শস্যভাণ্ডার, যেটা আটলান্টিক থেকে ভলগা এবং ককেসাস পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানকার জমিন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি উন্নত, ফসল উৎপাদনের সক্ষমতাও

www.pathagar.com

অনেক বেশি—এমন কি তার মধ্যে দু'একটাকে শস্যভাণ্ডার বলা না গেলেও।

আমার শুধু আপনাদেরকে নেদারল্যান্ডের অবিশ্বাস্য উর্বরতা আর তুলনাহীন স্বর্গ ফ্রান্সের কথা মনে করিয়ে দিলেই চলবে। বেলজিয়ামও অসাধারণ সুফলা, এবং একই রকম সুফলা পোজান প্রদেশও। তারপর, সবকিছুর ওপরে, সরকার পাচ্ছে ইউরোপের রাই আর গমের বিশাল ভাণ্ডার, সঙ্গে রয়েছেঅবিশ্বাস্য উর্বর লেমবার্গ ডিস্ট্রিক্ট আর গ্যালেসিয়া, অসম্ভব ভাল।

তারপর আছে রাশিয়া, ইউক্রেনের কালো মাটি, নিপার নদীর দুই তীর, তুলার কাছে ডন এলাকা, এ-সব অঞ্চলের উর্বর জেলাগুলো প্রায় অক্ষতই আছে। ডন আর ককেসাসের মাঝখানে বিশাল এলাকা আমাদের সৈন্যরা দখল করেছে, কিংবা এই মুহূর্তে দখল করার কাজে ব্যস্ত আছে।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন গোয়েরিং:

'ঈশ্বর জানেন, অধীনস্থ লোকজনের সেবা করার জন্য ও-সব জায়গায় আপনাদেরকে পাঠানো হয়নি, পাঠানো হয়েছে চাপ দিয়ে তাদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় বের করার জন্য, যাতে জার্মান জনগণ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে। আপনাদের কাছ থেকে এটাই আমি আশা করি। বিদেশিদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার আদ্যিকালের প্রথা বন্ধ করতে হবে, একেবারে চিরকালের জন্য।

'এখানে, আমার সামনে কিছু রিপোর্ট রয়েছে—আপনারা জানিয়েছেন কে কতটুকু ডেলিভারি দিতে পারবেন বলে মনে করেন। আপনাদের এলাকা কত বড়, এটা বিবেচনায় রাখলে বলতে হয়, এটা কিছুই নয়। যদি বলেন আপনাদের লোকজন অভুক্ত আছে, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না।

'তবে একটা কাজ অবশ্যই আমি করতে পারি। যে পরিমাণ ডেলিভারি চাওয়া হয়েছে সে-পরিমাণ ডেলিভারি দিতে আপনাদেরকে আমি বাধ্য করতে পারি; এবং তা ডেলিভারি দিতে আপনারা যদি ব্যর্থ হন, আমি ফোর্স পাঠাতে পারি, যে ফোর্স আপনাদেরকে দিয়ে জোর করে কাজটা করিয়ে নেবে—তা আপনারা চান বা না চান।

'হল্যান্ডের সম্পদ জমে আছে রোর কাছাকাছি। ওখান থেকে এতদিন যা পাঠিয়েছে এখন তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে শাক-সবজি পাঠানো যায় ওই অভাবগ্রস্ত এলাকায়। ডাচম্যানরা কে কী ভাবল না ভাবল আমি কেন তা গ্রাহ্য করতে যাব।

'দখল করা এলাকার একমাত্র সেই সব লোকজন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে যারা অস্ত্রশস্ত্র আর খাবারদাবার সাপ্লাই দিতে পারবে। তাদেরকে ততটুকুই দিতে হবে, যতটুকু না পেলে তারা কাজ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবে না। এক্ষেত্রে আমার কাছে সবাই এক, সে ডাচম্যান হোক আর জার্মান...আপনাদের সবাইকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ একমাত্র রাইখ ছাড়া আর কারও স্বার্থ দেখার কোনো অবকাশ নেই।'

www.pathagar.com

এবার আমি ডকুমেন্টের অন্য একটা অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'এখনও আমি পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে কথা বলছি। বেলজিয়াম নিজের স্বার্থ খুবই ভালভাবে রক্ষা করেছে। বেলযিয়ামের তরফ থেকে সত্যি দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেও, ভদ্রমহোদয়গণ, মূর্তিমান ক্রোধ আমাকে গ্রাস করে। বেলযিয়ামের প্রতিটি প্লটে যদি শাক-সবজির আবাদ করা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তাদের কাছে শাক-সবজির বীজ ছিল। গত বছর জার্মানি যখন চাষাবাদের আওতাধীন নয় এমন জমিনে শাক-সবজি আর তরি-তরকারি ফলাবার বড়সড় একটা পরিকল্পনা হাতে নিল, তখন কিন্তু আমরা প্রয়োজন মতো বীজ পাইনি।

'না হল্যান্ড, না বেলজিয়াম, না ফ্রান্স, কেউ আমাদেরকে বীজ ডেলিভারি দেয়নি। আমি নিজে প্যারিসের একটা মাত্র রাস্তায় ১৭০-টা ভেজিটেবল বীজের বস্তা গুনেছিলাম। ফরাসিরা নিজেদের জন্য ভেজিটিবল ফলাবে, বেশ ভাল কথা। এটা করে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, এরা সবাই আমাদের শত্রু, এবং এদের কারও সঙ্গে মানবিক আচরণ করে আপনারা জিততে পারবেন না। এ-সব মানুষ আমাদের কাছে বিনয়ের অবতার সেজে আছে, তার কারণ বিনয়ের অবতার না সেজে তাদের অন্য কোনো উপায় নেই।

কিন্তু একবার শুধু ইংরেজদের আপনারা গায়ের জোরে ভেতরে ঢুকতে দিন, তখন দেখতে পাবেন ফরাসিদের আসল চেহারা। যে ফরাসি আপনার সঙ্গে ডিনার খায়, পাল্টা আপনাকেও ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়, সেই একই ফরাসি আপনাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবে ফরাসিরা জার্মানবিদ্বেষী। এই হলো পরিস্থিতি, এবং এটাকে আমরা অন্য কোনোভাবে দেখতেও চাই না।

বেলজিয়াম রাজার টেবিলে প্রতিদিন কত পদের খাবার পরিবেশিত হয়, আমার কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। রাজা এখন একজন যুদ্ধবন্দি; এবং তাঁর সঙ্গে যদি একজন বন্দির মতো আচরণ করা না হয় তা হলে আমি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব তাঁকে যাতে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি। এটা নিয়ে সত্যি আমি খুব বিরক্ত বোধ করছি।

'ও, হ্যাঁ, একটা দেশের কথা আমি ভুলে গেছি, কারণ মাছ ছাড়া ওই দেশে আর কিছু পাওয়া যায় না; দেশটা হলো নরওয়ে...

'এখন আমার শুধু একটা ব্যাপারেই আগ্রহ: চরম দক্ষতার সঙ্গে, প্রতিটি নার্ভকে টান টান রেখে আমাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো থেকে কি কি বের করা যায়, এবং তার কতটুকু জার্মানিতে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। আমদানি-রফতানি সম্পর্কে অতীতের পরিসংখ্যান আমি গ্রাহ্য করি না।

'এবার, রাইখে পণ্য পাঠানো সম্পর্কে। গত বছর ফ্রান্স ৫৫০,০০০ টন শস্য পাঠিয়েছে, তবে এখন আমি দাবি করছি ১.২ মিলিয়ন টন। এর ব্যবস্থা করার জন্য

www.pathagar.com

আজ থেকে দু'হপ্তা পর একটা প্ল্যান পেশ করা হবে। এ নিয়ে আর কোনো আলোচনার অবকাশ নেই। ফরাসি জনগণের ভাগ্যে কী ঘটবে সেটার কোনো গুরুত্ব নেই। বারো লক্ষ টন ডেলিভারি দেওয়া হবে।

*

১৯৪২ সালের জুলাইয়ে, হলোকস্ট পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেছে, শুরু হলো ওয়ারশ গেটোর বাসিন্দাদের ট্রেব্লিঙ্কায় সদ্য তৈরি আশ্রয়ে স্থানান্তরের কাজ-সত্তর মাইল দূরে। বন্দিদের বলা হলো ওটা একটা লেবার ক্যাম্প, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা তৈরি করা হয়েছে ওদেরকে খুন করার জন্য।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক পর্যন্ত ৪০০,০০০-এরও বেশি পুরুষ, নারী এবং শিশুকে ট্রেব্লিঙ্কায় পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে স্যামুয়েল র‍্যাযম্যানও [Rajzman] ছিলেন। পরে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকেও কনভয়ে করে বন্দিদের নিয়ে আসা হয়েছে। নতুন আসা মানুষদের ভাগ্যে কী ঘটেছে আদালতকে তারই বিবরণ দিয়েছেন র‍্যাযম্যান, নিজ স্ত্রী এবং সন্তানের পরিণতি সহ।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬: ট্রেব্লিঙ্কায় টিকে থাকা-'শুধু একটা ফটো ছাড়া সব হারিয়েছি'

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: একদিনও মাফ নেই, ওখানে প্রতিদিন নিয়ে আসা হত বন্দিদের; সংখ্যাটা নির্ভর করত কটা ট্রেন পৌঁছেছে তার ওপর; কখনো তিনটে, কখনো চারটে, কিংবা পাঁচটা-প্রতিটি ট্রেন শুধু ইহুদিতে ঠাসা; তাদেরকে ধরে আনা হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, গ্রিস আর পোল্যান্ড থেকে। ট্রেন পৌঁছানো মাত্র, পাঁচ মিনিটের মধ্যে, নীচে নেমে প্লাটফর্মে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হত সমস্ত আরোহীকে। বগি থেকে খেদিয়ে নামানো মানুষজনকে পুরুষ, নারী ও শিশু-এই তিন ভাগে ভাগ করা হত, প্রতিটি গ্রুপ আলাদা।

কালবিলম্ব না করে, জার্মান গার্ডরা চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করত সবাইকে। এই অপারেশনের জন্য নিযুক্ত শ্রমিকরা সদ্য পরিত্যাগ করা কাপড়চোপড় ঝটপট তুলে নিয়ে ব্যারাকে চলে যেত। তারপর নগ্ন বন্দিদের রাস্তা ধরে হেঁটে যেত বাধ্য করা হত, তাদের গন্তব্য গ্যাস চেম্বার।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: আমি চাই ট্রাইবুনালকে আপনি বলবেন গ্যাস চেম্বারে যাওয়ার রাস্তাটাকে জার্মানরা কী নামে ডাকত।

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ওটার নাম ছিল হিমেলফার্ট [himmelfahrt] স্ট্রিট।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: তার মানে হলো, 'স্বর্গের পথে'? দয়া করে আমাদেরকে জানান, ট্রেব্লিঙ্কা ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর একজন মানুষ কতদিন বেঁচে থাকত?

www.pathagar.com

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: কাপড় খোলা থেকে শুরু করে গ্যাস চেম্বারে হেঁটে যাওয়া পর্যন্ত, সব মিলিয়ে মোট সময় লাগত ৮ থেকে ১০ মিনিট; আর মেয়েদের লাগত ১৫ মিনিটের মতো। মেয়েদের ১৫ মিনিট লাগার কারণ, গ্যাস চেম্বারে ঢোকানোর আগে চুল কেটে ন্যাড়া করা হত তাদের।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: কেন, তাদের চুল কেন কাটা হত?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: প্রভুদের ইচ্ছে অনুসারে, এই চুল জার্মান নারীদের জন্য ম্যাট্রেস তৈরির কাজে লাগবে।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি কি বলতে চাইছেন, বগি থেকে নেমে গ্যাস চেম্বারে ঢুকতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগত ওদের?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: পুরুষদের, হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত ১০ মিনিটের বেশি লাগত না।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: কাপড় খোলার সময়টুকু ধরে?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: হ্যাঁ, কাপড় খোলার সময়টুকু ধরে।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: আপনি আমাদেরকে দয়া করে জানান, পরে এই ট্রেব্লিঙ্কা স্টেশনের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: প্রথম দিকে ওখানে কোনো সাইনবোর্ড ছিল না। কয়েক মাস পর ক্যাম্পের একজন কমান্ডার কুট ফ্র্যান্টস সাইনবোর্ড সহ প্রথম শ্রেণীর একটা রেলরোড স্টেশনে পরিণত করেন ওটাকে। যে ব্যারাকে কাপড়চোপড় রাখা হত, সেখানে বেশ কয়েকটা সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়–'রেস্টুরেন্ট', 'টিকিট অফিস', 'টেলিগ্রাফ', 'টেলিফোন' ইত্যাদি। এমন কি ট্রেন শেডিউলও রাখা হত–তাতে লেখা থাকত ট্রেনগুলো কখন ছাড়বে বা কখন পৌঁছাবে, শেডিউলে লিখে রাখা হত ভিয়েনা বা বার্লিন থেকে ট্রেন আসছে।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: আমি কি আপনার কথা ঠিক বুঝেছি, জনাব সাক্ষি, ওটা ছিল সাইনবোর্ডসর্বস্ব একটা নকল স্টেশন?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ট্রেন থেকে আরোহীরা নেমেই বুঝতে পারত এর আগে যে-সব স্টেশন তারা দেখেছে সেগুলোর তুলনায় এটা অনেক ভাল।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: বলুন, পরে এ-সব লোকজনের কপালে কী ঘটেছিল?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ওদেরকে হিমেলফার্টস্ট্র্যাসে ধরে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হত।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: বলুন, প্লিজ, ট্রেব্লিঙ্কা ক্যাম্পে বন্দিদের খুন করার সময় জার্মানদের আচরণ কী রকম ছিল।

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: আপনি যদি সরাসরি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে জানতে চান, প্রত্যেক জার্মান গার্ডকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হত। আমি মাত্র একটা

www.pathagar.com

উদাহরণ দেব। শারফুয়েরার মেঞ্জ, যার বিশেষ দায়িত্ব ছিল তথাকথিত হাসপাতাল পাহারা দেয়া। যে-সব দুর্বল মহিলা আর শিশুর গ্যাস চেম্বারে যাবার শক্তি ছিল না, এই হাসপাতালে তাদেরকে খুন করা হত।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: আশা করি আপনি ওই হাসপাতাল সম্পর্কে ট্রাইবুনালকে একটা ধারণা দেবেন।

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ওটা ছিল চৌরাস্তার একটা অংশ, আলাদা করার জন্য কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। সমস্ত মহিলা, বৃদ্ধ পুরুষ আর অসুস্থ শিশুদের খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হত ওখানে। এই হাসপাতালের গেটে বড় একটা রেড ক্রস ফ্ল্যাগ ছিল। ওখানে নিয়ে আসা লোকজনকে খুন করে এতটা মজা পেত আর এতটা দক্ষ হয়ে উঠেছিল, এই কাজটা আর কাউকে করতে দিতে চাইত না কমান্ডার মেঞ্জ।

আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, একটি শিশুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল ওখানে। ট্রেন থেকে হাসপাতাল ভবনে নিয়ে আসা হলো দশ বছর বয়েসী মেয়েটিকে, সঙ্গে তার দু'বছরের বোন। বড় মেয়েটি যখন দেখল মেঞ্জ পিস্তল বের করে তার ছোট বোনকে গুলি করতে যাচ্ছে, চিৎকার করে উঠে মেঞ্জের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, জানতে চাইল কী কারণে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে সে। ছোট বোনটাকে মেঞ্জ খুন করল না, তাকে জ্যান্ত ছুঁড়ে দিল আভনে, তারপর খুন করল বড় বোনকে।

আরও একটা উদাহরণ দিই। বয়স্ক এক মহিলা আর তাঁর মেয়েকে দালানে ধরে নিয়ে এল ওরা। মেয়েটির সন্তানপ্রসবের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। ঘাস ঢাকা ছোট একটা জায়গায় নিয়ে আসা হলো মেয়েটিকে, বেশ কয়েকজন জার্মান ওখানে দাঁড়িয়ে সন্তানপ্রসবের পুরো দৃশ্যটা দেখল। এই ঘটনা দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হলো, দাদীকে জিজ্ঞেস করল মেঞ্জ, প্রথমে কাকে তিনি খুন হতে দেখতে চান। দাদী মানে মেয়েটির মা। তিনি মিনতি জানিয়ে বললেন, তাঁকে খুন করা হোক। কিন্তু, জানা কথা, উল্টোটা করল তারা–প্রথমে খুন করল সদ্যোজাত শিশুকে, তারপর শিশুর জননীকে, সবশেষে দাদীকে।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: প্লিজ বলুন, জনাব সাক্ষি, আপনার কাছে কুট ফ্র্যান্টস নামটার কোনো তাৎপর্য আছে কি?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ক্যাম্প কমান্ডার স্টেনজেলের ডেপুটি ছিলেন কুট ফ্র্যান্টস। নির্দয় একটা খুনি। কুট ফ্র্যান্টস পরিচিতি পান একটা রিপোর্ট প্রকাশ করার পর, যে রিপোর্টে জানানো হয় ট্রেব্লিঙ্কায় দশ লক্ষ ইহুদিকে খুন করা হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর পদোন্নতি হয়।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: জনাব সাক্ষি, দয়া করে বলবেন কি, কুট ফ্র্যান্টস এক মহিলাকে কীভাবে খুন করেছিলেন, যিনি দাবি করেছিলেন তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের বোন? ঘটনাটি কি আপনার মনে আছে?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: ভিয়েনা থেকে একটা ট্রেন এলো। আরোহীরা যখন বগি

www.pathagar.com

থেকে নামছে আমি তখন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা কুট ফ্র্যান্টসের দিকে এগিয়ে গেলেন, কিছু দলিল বের করে দেখালেন, তারপর বললেন–তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের আপন বোন। ভদ্রমহিলা অনুরোধ করলেন, অফিসে কোথাও তাঁকে যেন হালকা কোনো কাজ দেওয়া হয়।

দলিলটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে, সময় নিয়ে পড়লেন কুট ফ্র্যান্টস, তারপর বললেন, এখানে নিশ্চয়ই কোনো ভুল আছে। পথ দেখিয়ে ভদ্রমহিলাকে ট্রেন শেডিউলের কাছে নিয়ে গেলেন কুট ফ্র্যান্টস, বললেন, 'আর দু'ঘণ্টা পর ভিয়েনার উদ্দেশে একটা ট্রেন ছেড়ে যাবে। আপনি আপনার সমস্ত দলিল-পত্র আর মূল্যবান যা কিছু আছে সব এখানে রেখে বাথহাউসে চলে যান, গোসল করার পর ফিরে এসে নিজের জিনিস-পত্র আর ভিয়েনার টিকিট পেয়ে যাবেন।' অবশ্যই বাথহাউসে গেলেন ভদ্রমহিলা, এবং সেখান থেকে আর কখনো ফিরে এলেন না।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: এবার দয়া করে বলুন, জনাব সাক্ষি, ট্রেব্লিঙ্কায় আপনি কীভাবে বেঁচে থাকলেন?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: শুরু থেকে আমি প্রায় নগ্নই ছিলাম, আমাকেও এই হিমেলফার্টস্ট্র্যাসে ধরে গ্যাস চেম্বারের দিকে যেতে হয়েছিল। আমার সঙ্গে একই ট্রেনে ওয়ারশ থেকে কমবেশি ৮,০০০ ইহুদি আসে। প্লাটফর্ম থেকে রাস্তায় নামার ঠিক আগের মুহূর্তে একজন ইঞ্জিনিয়ার, গেইলভস্কি, আমার পুরনো এক বন্ধু, ওয়ারশে যাকে আমি বহুবছর ধরে চিনতাম, দেখতে পায় আমাকে। ইহুদি শ্রমিকদের ওভারসিয়ার ছিল সে।

ফিসফিস করে আমাকে রাস্তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে বলল গেইলভস্কি। তারপর যখন হিব্রু, ফরাসি, রাশিয়ান আর পোলিশ দোভাষীর দরকার পড়ল, আমাকে মুক্ত রাখার অনুমতি আদায় করে নিল সে।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: সেই থেকে আপনি ক্যাম্পের লেবার ইউনিটের একজন সদস্য হিসেবে ছিলেন?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যান: প্রথমে আমার কাজ ছিল খুন হওয়া লোকজনের কাপড়চোপড় ট্রেনে লোড করা। ক্যাম্পে আছি মাত্র দুদিন হয়েছে, এই সময় ভাইনগ্রোভা শহর থেকে আমার মা, আমার বোন, এবং আমার দুই ভাইকে ওখানে নিয়ে আসা হলো। ওদেরকে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হলো আমাকে। বেশ কদিন পর, ফ্রেইট কারে কাপড় তুলছি, সহকর্মীরা খুঁজে পেল আমার স্ত্রীর কাগজ-পত্র, তার আর আমার বাচ্চার ফটোগ্রাফ। পরিবারের এটুকুই অবশিষ্ট আছে–মাত্র একটা ছবি। হ্যাঁ, শুধু একটা ফটো ছাড়া সব হারিয়েছি আমি।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভ: আমাদের বলুন, জনাব সাক্ষি, ট্রেব্লিঙ্কা ক্যাম্পে প্রতিদিন কতজনকে নিয়ে আসা হত?

www.pathagar.com

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যানঃ জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ১৯৪২, গড়ে প্রতিদিন তিনটে করে ট্রেন এসেছে, প্রতি ট্রেনে ৬০-টা করে বগি ছিল। ১৯৪৩ থেকে ট্রেনের সংখ্যা কমে যায়।

মিস্টার কাউনসেলার স্মিরনভঃ আমাদের জানান, জনাব সাক্ষি, ওই ক্যাম্পে প্রতিদিন গড়ে কত মানুষকে খুন করা হয়েছে?

স্যামুয়েল র‍্যাযম্যানঃ আমার হিসেবে ট্রেব্লিঙ্কা ক্যাম্পে প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে বারো হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সাত

মার্চ-জুন ১৯৪৬: বিবাদীদের মামলা

মার্চের শুরুতে আসামীদের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ [প্রসিকিউশন] তাদের মামলার উপসংহার টানলেন। এবার যারা কাঠগড়ায় উপস্থিত তাদের বক্তব্য শোনার পালা।

প্রথমে মুখ খুলবেন হারম্যান গোয়েরিং, জানেন আসামীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাঁর গুরুত্ব চ্যালেঞ্জ করবে। সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্সে তিনি আসন গ্রহণ করার পর উপস্থিত সবার মনে একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি হলো।

তবে প্রথম দিকে নার্ভাস দেখাল তাঁকে, জিভের ডগা দিয়ে ঘনঘন ঠোঁট ভেজাচ্ছেন, শক্ত হাতে চেপে ধরেছেন স্ট্যান্ডের কিনারা। তবু, ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনায় নিজের মানসিক দৃঢ়তা এবং শারীরিক সক্ষমতা ইতিমধ্যে অনেকটাই ফিরে পেয়েছেন, ফলে খানিক পরই ব্যারিস্টার অটো স্টামার-এর প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজেকে দাপুটে এবং নির্লজ্জ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন।

পরে একজন ব্যারিস্টার স্মরণ করেছেন, গোয়েরিং এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে কাঠগড়াকে পাশ কাটাচ্ছে দেখে একজন সেক্রেটারির নিতম্বে চিমটি কাটেন তিনি। দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বক্তব্য রাখার সময়, প্রায় কখনোই কোনো নোট ব্যবহার করেননি, ব্যাখ্যা করেছেন ইহুদি সম্পর্কিত নাৎসি পার্টির নীতিটা ছিল তাঁদের বিরাট জাতীয় মূল্যবোধের একটা অংশমাত্র।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৪ মার্চ ১৯৪৬: ইহুদি সম্পর্কিত প্ল্যান ব্যাখ্যা করছেন গোয়েরিং

ডক্টর স্টামার: ইহুদি প্রশ্নে কী করা হবে না হবে তা নিয়ে পার্টি প্রোগ্রামে, আমার ধারণা, দুটো পয়েন্ট ছিল। এ-ব্যাপারে আপনার মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা কী ছিল তা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

www.pathagar.com

গোয়েরিং: এই প্রশ্নটা, অভিযোগপত্রে যেটাকে অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়েছে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন নির্দিষ্ট কিছু রিপোর্ট আর ঘোষণায় নাক গলাতে বাধ্য করে আমাকে।

১৯১৮ সালে জার্মানির পতনের পর ওখানকার ইহুদি সম্প্রদায় জীবনের প্রতিটি শাখায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে রাজনৈতিক, সাধারণ মনোজাগতিক বিষয়াদি, সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং সবচেয়ে বেশি, অর্থনৈতিক শাখায়।

রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে মানুষ দেখল তাদের সামনে ভবিষ্যত বলে কিছু নেই, আশা করার মতো কিছু নেই, অথচ যুদ্ধের সময় পোল্যান্ড আর পুবদিক থেকে আসা বিরাট সংখ্যক ইহুদি সমস্ত ভাল পজিশন দখল করে বসে আছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সেক্টরে। সবাই জানত যে যুদ্ধের প্রভাবে এবং যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট ব্যবসার কারণে বিপুল পরিমাণ সয়-সম্পত্তি ও সম্পদ বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে হাতবদল হয়ে গেছে।

এমন অনেক ইহুদি ছিলেন যারা প্রয়োজনীয় সংযম দেখাননি, সামাজিক জীবনে যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণহীন মাথাচাড়া দিয়েছেন, যার ফলে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তুলনা করার জন্য স্বভাবতই তাঁদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে–দেখা গেছে সংখ্যা অনুপাতে তাঁদের পজিশন জার্মান জনগণের চেয়ে অনেক অনেক ভাল। তার ওপর এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার লোকজন যে-সব গোষ্ঠীকে এড়িয়ে চলেন তাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন ইহুদিরা, আনুপাতিক হারের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়...

ওই সময়, যা কিছু জাতীয়–জাতীয় চেতনা, জাতীয় ধ্যান-ধারণা, জাতীয় অনুভূতি বা জাতীয় ঐকমত্যের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হয়েছে। আমি সেই সব ম্যাগাজিন আর প্রবন্ধ-নিবন্ধের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের কাছে যা কিছু পবিত্র বলে বিবেচিত সেগুলোর ওপর কাদা ছিটিয়েছে, অর্থাৎ নির্বিচারে অপ্রীতিকর তথ্য এবং অভিযোগ বর্ষণ করা হয়েছে। একইভাবে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এরকম বিকৃতির চর্চা করা হয়েছে, নাটক লিখে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে মানুষকে দেওয়া হয়েছে মিথ্যে আর ভুল তথ্য, ছোট করা হয়েছে আমাদের সাহসী যোদ্ধাদের আদর্শকে।

প্রকৃতপক্ষে আমি এ-ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই, নাটক ইত্যাদির বিরাট স্তূপ পেশ করতে পারি, কিন্তু তাতে করে মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া হবে, আর তা ছাড়া এ-বিষয়ে খুব বেশি কিছু আমার জানাও নেই।

সব মিলিয়ে, আমার যেটা বলার কথা হলে, এ-সব কারণে, একটা প্রতিরোধ আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়, যেটার সৃষ্টি অবশ্যই ন্যাশনাল সোশালিজমের দ্বারা হয়নি, বরং আগেও সেটার অস্তিত্ব ছিল, যুদ্ধের সময় অত্যন্ত জোরাল হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের পর এই আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়, কারণ ইহুদিদের

www.pathagar.com

প্রভাব এত বেশি প্রবল হয়ে ওঠে যে...

ন্যাশনাল সোশালিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইহুদিরা–তা সে প্রেসে হোক, রাজনীতিতে হোক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হোক, কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হোক–উদ্দেশ্য ন্যাশনাল সোশালিজমের নিন্দা করা, ওটাকে হেয় করা, উদ্ভট বলে প্রতিপন্ন করা।

সে যেই হোক, জাতীয় সমাজতন্ত্রী বলে জানা গেলে তাকে কোনো পজিশন দেওয়া হবে না; জাতীয় সমাজতন্ত্রী কোনো ব্যবসায়ী সাপ্লাই পাবে না, পাবে না বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য ফাঁকা জায়গা, এবং এরকম আরও অনেক কিছু তাকে দেওয়া হবে না। এ-সব মিলে স্বভাবতই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক একটা ভাব ও পরিবেশ তৈরি হয় পার্টির একটা অংশে, এবং একেবারে শুরু থেকে সেটার তীব্রতা বাড়তে শুরু করে, তৈরি হয় যুদ্ধ করার মন-মানসিকতা, যা কিনা প্রথমে পার্টি প্রোগ্রামের অংশ ছিল না।

প্রোগ্রামের লক্ষ্য ছিল একটাই–জার্মানির নেতৃত্ব থাকা উচিত জার্মানদের হাতেই। এবং প্রত্যাশা ছিল নেতৃত্ব, বিশেষ করে জার্মান জনগণের নিয়তির রাজনৈতিক আদল তৈরির ক্ষেত্রে, থাকতে হবে খাঁটি জার্মান লোকজনের নিয়ন্ত্রণ, যারা জার্মান জনগণকে আবার এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে, আবার এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে পারবে, যা কোনো অজার্মান নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজে কাজেই মূল পয়েন্টটা ছিল, প্রথমে রাজনীতি থেকে ইহুদিদের সরাও, সরাও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব থেকে। পরে, যুদ্ধংদেহি মনোভাব বেড়ে ওঠায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, বিশেষ করে ন্যাশনাল সোশালিজম আর ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বটা তীব্র আকার ধারণ করায়...

নূরেমবার্গ ল'র [১৯৩৫ সালে প্রকাশিত এই আইনে ইহুদিদের জন্য জার্মান নাগরিকত্ব নিষিদ্ধ করা হয়, নিষিদ্ধ করা হয় 'আর্য'দের সঙ্গে ইহুদিদের বৈবাহিক সম্পর্কও] উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত পার্থক্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার করা, বিশেষ করে ভবিষ্যতে যাতে জার্মানির কোথাও মিশ্র রক্তের অস্তিত্ব না থাকে, যেহেতু অর্ধেক ইহুদি, কিংবা সিকি ভাগ ইহুদি ইত্যাদি বিশেষণ সংশ্লিষ্ট পদে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ায়...

পরে ওই দ্বন্দ্বের যে তীব্রতা অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় সেটা আসলে ১৯৩৩ সালের ঘটনাগুলো না ঘটার আগে শুরু হয়নি, তারপর আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল যুদ্ধ চলার বছরগুলোয়। কিন্তু এখানে আবার, আরেকটা উগ্রবাদী গ্রুপের কাছে, আন্দোলনরত অন্যান্য গ্রুপের তুলনায়, ইহুদি প্রসঙ্গ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে; ঠিক যেমন, এই পর্যায়ে যেটার ওপর আমি জোর দিতে চাই, দর্শন হিসেবে ন্যাশনাল সোশালিজমকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছিল মানুষ–কেউ দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে, কেউ ওটাতে এমন উপাদান খুঁজে পেয়েছে যা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়,

www.pathagar.com

আবার কেউ বাস্তব ও রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছে।

প্রোগ্রামের বিভিন্ন পয়েন্ট সম্পর্কেও এটা সত্যি। কারও কাছে নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আরেকজনের কাছে সেগুলোর হয়তো তেমন গুরুত্ব নেই। কেউ হয়তো প্রোগ্রামের পয়েন্ট বিশ্লেষণ করে দেখতে পাবে, সেটা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে গেছে–যে চুক্তির বলে জার্মানিকে নিকৃষ্ট সামরিক শক্তি হিসেবে দমিয়ে রাখা হয়–এবং সেটাই গোটা প্রোগ্রামের মূল সুর, গেছে শক্তিশালী ও স্বাধীন জার্মানির পক্ষে; আরেকজনের কাছে, হয়তো, ইহুদি প্রসঙ্গটাই মূল নীতি বলে মনে হবে।

ডক্টর স্টামার: অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, আগ্রাসী যুদ্ধের যে পরিকল্পনা করা হয় সেটার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করা।

গোয়েরিং: ওটার সঙ্গে আগ্রাসী যুদ্ধ-পরিকল্পনার কোনো সম্পর্ক ছিল না; আরও বলি, ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করার অগ্রিম কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি।

*

স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দিতে চাওয়ায়, গোয়েরিং নিজেই প্রসিকিউশনের দ্বারা জেরার মুখে পড়ার ব্যবস্থা করেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে আন্দাজ করা হচ্ছিল এই ব্যাপারটা ট্রায়ালকে না কঠিন সংকটের মুখে ফেলে দেয়। নাৎসি প্রশাসনে তাঁর বহুবিধ ভূমিকা ছিল, বিশেষ করে ১৯৩০ সালের দিকে চতুর্থবার্ষিকী পরিকল্পনার ওভারসিয়ার হিসেবে, যেটা জার্মানির অর্থনীতিকে যুদ্ধের দিকে পা বাড়াতে সাহায্য করেছিল, এবং এয়ার ফোর্সের প্রধান হিসেবেও, ফলে মামলায় তাঁকে সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জড়াতে পারে মিত্রপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগও আনা হয়।

সবচেয়ে প্রভাবশালী আসামী হওয়ায়–বহু বছর ধরে হিটলারের মনোনীত উত্তরাধিকার ছিলেন গোয়েরিং–এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় যে জ্যাকসন নিজে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্সে তাঁর ওপর কর্তৃত্ব ফলাবেন।

এই প্রথম নাৎসি অত্যাচারীদের প্রথমসারির নমুনা হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল বাদীপক্ষ বা প্রসিকিউশন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, জ্যাকসন যে ধারায় জেরা শুরু করলেন সেটাকে নেহাতই অস্পষ্ট আর খাপছাড়া না বলে উপায় নেই; নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের সঙ্গে তাঁকে জড়াবার চেষ্টা না করে, তাঁর সঙ্গে একধরনের নৈতিক বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি।

জ্যাকসন সম্ভবত ধারণা করছিলেন বিচারকরা গোয়েরিংকে 'হ্যাঁ' আর 'না' জবাবের মধ্যে আটকে রাখবেন, তাই যেন তিনি নিজে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনে দীর্ঘ বক্তব্য রাখার একটা সুযোগ করে দিলেন। পুরোটা সময় প্রবল আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন গোয়েরিং, আর জ্যাকসন ক্রমশ মেজাজ হারাতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি সম্ভবত সচেতন যে আপনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে নাৎসি পার্টির সত্যিকার উদ্দেশ্য কী ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারেন, প্রকাশ করতে পারেন নেতৃবৃন্দের গোপন কাজের ধারা।

গোয়েরিং: হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন আমি।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি, একেবারে শুরু থেকে, আপনার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে, ওয়াইমার রিপাবলিককে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন, এবং পরে উৎখাত করেওছিলেন–তাই না?

গোয়েরিং: সেটা ছিল, আমি যতটুকু বুঝি, আমার দৃঢ় সংকল্প।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং, ক্ষমতায় এসে, সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির পার্লামেন্টারি সরকারকে বাতিল করে দিলেন আপনি?

গোয়েরিং: আমরা দেখলাম ওটার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে আমি জোর দিয়ে এই তথ্যটা জানাতে চাই যে আমরা ছিলাম সবচেয়ে শক্তিশালী পার্লামেন্টারি পার্টি, এবং পার্লামেন্টে আমাদের মেজরিটিও ছিল। তবে কথাটা সত্যি, যখন আপনি বলছেন যে পার্লামেন্টারি প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে গিয়েছিল, কারণ অনেকগুলো পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হয় কিংবা নিষিদ্ধ করা হয়।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি নেতৃত্বদানের নীতিমালা চালু করেন, যেটাকে আপনি একটা সিস্টেম হিসেবে অভিহিত করেছেন–যার অধীনে কর্তৃত্বের অস্তিত্ব থাকবে শুধু চূড়ায়, নীচের দিকে পাঠানো হবে, এবং সেটা চাপানো হবে তলায় থাকা জনগণের ওপর; কথাটা কি ঠিক?

গোয়েরিং: সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আরও একবার আইডিয়াটা আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে চাই, যেভাবে ব্যাপারটা আমি বুঝি। অতীতে জার্মান পার্লামেন্টারি প্রক্রিয়া অনুসারে দায়িত্ব বর্তেছে সর্বোচ্চ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর, যাদের কাজ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছেগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়া, এবং কর্তৃত্ব যা ফলাবার তাঁরাই ফলাতেন। নেতৃত্বদান নীতিমালায় আমরা দিক-নির্দেশনাটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছি, অর্থাৎ, নেতৃত্ব থাকবে চূড়ায়, সেখান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে নীচের দিকে, একই সঙ্গে দায়-দায়িত্ব শুরু হবে নীচে থেকে, ক্রমশ উঠে আসবে ওপরদিকে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: অন্য কথায়, সরকারে আপনাদের বিশ্বাস ছিল না, সরকারকে অনুমোদন দেননি, দেননি নিয়ন্ত্রণ করার ছাড়পত্র, যে পদ্ধতিতে প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণই আসলে ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের অধিকারী থাকে?

গোয়েরিং: এটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আমরা বারবার জনগণকে আহ্বান জানিয়েছি, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্পষ্ট করে বলুক আমাদের সিস্টেম সম্পর্কে কী ভাবছে তারা, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে আগে অ্যাডাপ্ট করা পদ্ধতির চেয়ে এটা আলাদা,

www.pathagar.com

এবং অন্য কোনো দেশে এটার চল নেই। আমরা তথাকথিত প্লেবেসাইট-কে বেছে নিয়েছি–দেশের জনগণ যে যার অবস্থান থেকে সরাসরি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করবে। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করি, নেতৃত্বদান নীতিমালার আলোকে যদি একটা সরকার গঠন করা হয়, সেটা শুধু তখনই চলতে পারবে যদি কোনোভাবে তার ভিতটা জনগণের বিশ্বাস দিয়ে তৈরি করা যায়। এ-ধরনের আস্থা না থাকলে, সরকারকে শাসন করতে হবে বেয়োনেটের সাহায্যে, এবং ফুয়েরার সব সময় এই মত দিয়ে আসছিলেন যে জনগণের বিরোধিতার মুখে দীর্ঘ মেয়াদে দেশ চালানো সম্ভব নয়।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু জনগণের ওপর যারা কর্তৃত্ব ফলাবেন তাঁদেরকে নির্বাচিত হয়ে আসার অনুমতি আপনারা দেননি, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত নিয়োগ পান তারা, ঠিক না?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, পুরোপুরি ঠিক। জনগণকে শুধু ফুয়েরারের কর্তৃত্ব স্বীকার করলেই হবে, কিংবা এভাবেও বলতে পারি–ফুয়েরারের সঙ্গে নিজেদেরকে একমত ঘোষণা করলেই সব ঝামেলা মিটে যায়। তারা যদি ফুয়েরারের প্রতি আস্থা রাখে, তা হলে বাকি সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা তাদের দায়িত্ব। এভাবে, জনগণের ইচ্ছে অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ নির্বাচিত হচ্ছেন না, নির্বাচিত হচ্ছে গোটা নেতৃত্ব।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এই নেতৃত্বদান নীতিমালা জার্মানিতে আপনাদের সমর্থন পেয়েছে এবং আপনারা সেটাকে অ্যাডাপ্ট করেছেন এই কারণে কি যে আপনারা বিশ্বাস করেন কোনো জনগণই আসলে স্বশাসনের উপযোগী নয়, নাকি ভেবেছিলেন আর কেউ উপযোগী হলেও, জার্মান জনগণ সেই ক্যাটাগরিতে পড়ে না?

গোয়েরিং: ক্ষমা চাই, আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, তারপরও আমি বোধহয় এরকম একটা উত্তর দিতে পারি: নেতৃত্বদান নীতিমালাকে আমি প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম, কারণ এর আগে যে সিস্টেমের অস্তিত্ব ছিল, যেটাকে আমরা পার্লামেন্টারি, কিংবা গণতান্ত্রিক বলি, জার্মানিকে সেটা একেবারে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে আমি বোধহয় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে আপনার নিজের প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, আমার যতদূর মনে পড়ে, হুবহু উদ্ধৃতি দেব না–ঘোষণা করেছিলেন, 'ইউরোপের কিছু মানুষ গণতন্ত্রকে পরিত্যাগ করেছে, সেটা কিন্তু গণতন্ত্রকে তারা অপছন্দ করে বলে নয়, কারণ হলো গণতন্ত্র এমন সব দুর্বল মানুষকে সামনে আসার সুযোগ করে দেয় যারা নিজ জনগণকে কাজ আর রুটি দিতে পারে না, পারে না তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে। এ কারণেই সিস্টেমটা মানুষ পরিত্যাগ করেছে, পরিত্যাগ করেছে যারা এই সিস্টেমের কথা বলে তাদেরকেও।'

ওই বিবৃতিতে প্রচুর সত্যতা আছে। এই সিস্টেম অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

www.pathagar.com

ধ্বংস ডেকে এনেছে। আমার নিজের মত হলো, যে সংগঠন নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ক্রমবিভক্ত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সুসংগঠিত এবং যথেষ্ট শক্তিশালী, শুধু ওটার পক্ষেই আবার শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে, এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার, সেটা জনগণের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটবে না। বরং তখনই ঘটবে শুধু যখন. সময়ের দীর্ঘ মেয়াদে একের পর এক অনেকগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমশ আরও শক্তি অর্জন করবে জনগণ, ইচ্ছে প্রকাশ করে বলবে পূর্ণ আস্থা রেখে নিজেদের নিয়তি তারা তুলে দিতে চায় জাতীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের হাতে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কর্তৃত্ববাদী যে সরকার আপনারা চালু করলেন, তার মূল নীতি বোধহয়, যতটুকু আমি বুঝি–বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সহ্য না করা, কারণ তারা নাৎসিবাদকে সমর্থন না করে বাধা দিতে পারে, কিংবা পরাজিত করতে পারে?

গোয়েরিং: ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বুঝেছেন। ততদিনে বিরোধী দলের সঙ্গে বহুকাল বসবাস করা হয়ে গেছে আমাদের, শিক্ষাও যতটুকু পাওয়ার পেয়ে গেছি। বিরোধিতার মাধ্যমে আমাদের ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। ওটাকে বাদ দিয়ে নতুনভাবে শুরু করার তাগাদা অনুভব করছিলাম আমরা।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনারা ক্ষমতায় আসার পর, ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থে উপলব্ধি করলেন, সমস্ত বিরোধীদলকে দমিয়ে রাখতে হবে?

গোয়েরিং: আমাদের কাছে জরুরি মনে হলো বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ আর কাউকে দেওয়া হবে না, হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনাদের কাছে এটাও প্রয়োজন বলে মনে হলো যে সব ধরনের ব্যক্তিগত বিরোধিতাও দমন করতে হবে?

গোয়েরিং: বিরোধিতা জিনিসটা আমাদের উঠে দাঁড়াবার কাজে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, কাজেই কোনো ব্যক্তির বিরোধিতাও সহ্য না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে যতক্ষণ মনে হত স্রেফ বকবকানি, ক্ষতিকর কিছু নয়, ততক্ষণ কিছু বলা হত না।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা, তারপর ব্যক্তিগত বিরোধিতা নিষিদ্ধ করার পর আপনাদের মনে হলো এবার একটা সিক্রেট পলিটিকাল পুলিশ ফোর্স থাকা দরকার, কেউ কোথাও বিরোধিতা করছে কি না জানার জন্য?

গোয়েরিং: আমি আগেই বলেছি, ওটাকে আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি, আমাদের আগেও ঠিক যেরকম পলিটিকাল পুলিশের অস্তিত্ব ছিল, তবে এটা আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর, আরও বড় মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং ক্ষমতায় আসার পরপরই এ-ও আপনারা প্রয়োজন বলে মনে করলেন, নাছোড়বান্দা বিরোধিতাকারীদের জন্য

www.pathagar.com

কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প খোলা দরকার?

গোয়েরিং: আমি আগেও বলেছি যে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প খোলার কারণ এটা নয় যে যাতে বলা যায়, 'এই লোকগুলো আমাদের বিরোধিতা করছে, তাই এদেরকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা দরকার।' বরং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে তৈরি করা হয় ওগুলো, যারা হাজারে হাজারে আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল, এবং যেহেতু তাদেরকে নিরাপদ হেফাজতে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল, তাই আর জেলে পাঠাতে হয়নি। তবে, আগেও যেমন বলেছি, তাদের জন্য ক্যাম্প তৈরি করার প্রয়োজন ছিল–এক, দুই, কিংবা তিনটে ক্যাম্প।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু আপনি, এই সিস্টেমের একজন উঁচুপদের কর্মকর্তা হিসেবে, এমন সব মানুষের কাছে এটা ব্যাখ্যা করছেন যারা ব্যাপারটা তেমন ভাল করে বোঝেন না; আমি জানতে চাইছি, জার্মানিতে আপনারা যে সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করেন সেটা চালাবার জন্য কি কি দরকার ছিল। তার মধ্যে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প একটা, ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আপনারা সেটাকে অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছেন, তাই না? একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন বলেই তো ওগুলো কাজে লাগান হয়, ঠিক কি না?

গোয়েরিং: এখানে ভুল তরজমা করা হয়েছে–তাড়াহুড়োর সঙ্গে। তবে আপনার মন্তব্যের মূল সুরটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি। আপনি জানতে চেয়েছেন, ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প চালু করার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করেছিলাম বিরোধিতা নিশ্চিহ্ন করার জন্য কি না। এই তো?

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনার জবাব 'হ্যাঁ,' ধরে নিচ্ছি আমি?

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এই সিস্টেম চালু রাখার জন্য এটাও কি অত্যাবশ্যক ছিল যে স্বাধীন আদালতে বিচার চাওয়ার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে হবে? ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ফরমান জারি করেন আপনারা, তাতে বলা হয় আপনাদের পলিটিকাল পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না, তাই না?

গোয়েরিং: দুটো ক্যাটাগরিকে আপনার আলাদা করে দেখতে হবে। নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা বিশ্বাসঘাতকতামূলক তৎপরতা চালিয়েছে, কিংবা যারা ওই ধরনের তৎপরতা চালিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদেরকে স্বভাবতই কোর্টে চালান দেওয়া হবে। বাকিদের, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় এ-ধরনের কাজ তারাও করতে পারে, তবে এখনও করেনি, তাদেরকে নিরাপদ হেফাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে–এবং এ-সব লোকজনকেই কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

আমি শুধু ব্যাখ্যা করছি শুরুর দিকে কী ঘটেছিল। পরে সবকিছু অনেক বদলে যায়। যেমন, রাজনৈতিক কারণে কাউকে যদি—আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি—নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়, স্রেফ রাষ্ট্রের স্বার্থে, এটা কোনো আদালতে রিভিউ করা যাবে না, বা কোনো আদালতের দ্বারা রদ করা যাবে না। পরে, যখন অরাজনৈতিক কারণেও লোকজনকে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হলো, যে-সব লোক অন্য উপায়ে সিস্টেমের বিরোধিতা করছিল...একবার আমার মনে আছে, আমি তখন প্রুশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আসুন এ-সব বাদ দিই। এ বিষয়ে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। আপনি শুধু যদি আমার প্রশ্নের জবাব দেন, হাতে প্রচুর সময় পাব আমরা। আপনি কিছুর ব্যাখ্যা দিতে চাইলে আপনার ব্যারিস্টার সে-সব পেশ করার অনুমতি পাবেন। আপনারা সমস্ত কোর্ট রিভিউ নিষিদ্ধ করেন, এবং মানুষকে তথাকথিত নিরাপদ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না বলে জানিয়ে দেন?

গোয়েরিং: এটার আমি পরিষ্কার উত্তর দিয়েছি, তবে আমার উত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ব্যাখ্যাও আমি দিতে চাই।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনার উকিল সেদিকটা দেখবেন। এখন আপনি কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প আর নিরাপদ হেফাজত সম্পর্কে...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন, ট্রাইবুনাল মনে করে এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষির ব্যাখ্যা দান করার অনুমতি পাওয়া উচিত।

*

www.pathagar.com

াঠগড়ায় বসা আসামীদের ছবি এঁকেছেন শিল্পী লরা নাইট। ছবিতে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে াঝখানের সারি, মাথা থেকে] গোয়েরিং, টাকে আক্রান্ত হ্যাস, ফন রেবেন্ট্রপ, ইউনিফর্ম প াইটেল, কালটেনব্রুনার, রোজেনবার্গ, ফ্র্যাঙ্ক, ফ্রিক, স্টেইচার [অন্যদিকে ফিরে আছে পছনের সারি] ডোয়েনিজ, রেইডার, ফন শিরাখ, সসকেল, ইউনিফর্ম পরা জডল, ফন প্যাপে াস-ইনকোয়ার্ট [Seyss-Inquart], স্পিয়ার, ফন নিউরাথ।

www.pathagar.com

৯৩৮ সাল, নূরেমবার্গ, নাৎসি পার্টির কংগ্রেসে গোয়েরিঙকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন
্টলার–ওঁদেরকে দেখছেন স্টেইচার [ডানে] আর ফন রেবেনট্রপ [সর্বডানে] ।

৯৩৭ সালের পার্টি র‍্যালি; জনতা, উপস্থিত ৫০,০০০ শিশুসহ, হিটলারের বক্তৃতা শোনার সময়
াির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে ।

www.pathagar.com

াচাও কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে লাশের স্তূপ, ১৯৪৫ সালে আমেরিকান সৈন্যরা খুঁজে পায়
ন্দিদের গ্যাস প্রয়োগে খুন করা হয়, তারপর স্তূপ করে রাখা হয় আগুনে পোড়ানোর জন্য।

১৯৪৫ সাল, হতবিহ্বল ব্রিটিশ সৈন্যদের সামনে জার্মান মহিলা গার্ডরা বার্জেন-বেলসে
কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের গণকবর থেকে লাশ তুলছে; ব্রিটিশ সৈন্যরা সবেমাত্র এলাকাটা মুক্ত
করার পর।

www.pathagar.com

৯৪৫, মে, ফ্লেনসবার্গে গ্রেফতার করা হয়েছে স্পিয়ার [পরনে রেইনকোট], ডোয়েনিজ আর ।ডলকে।

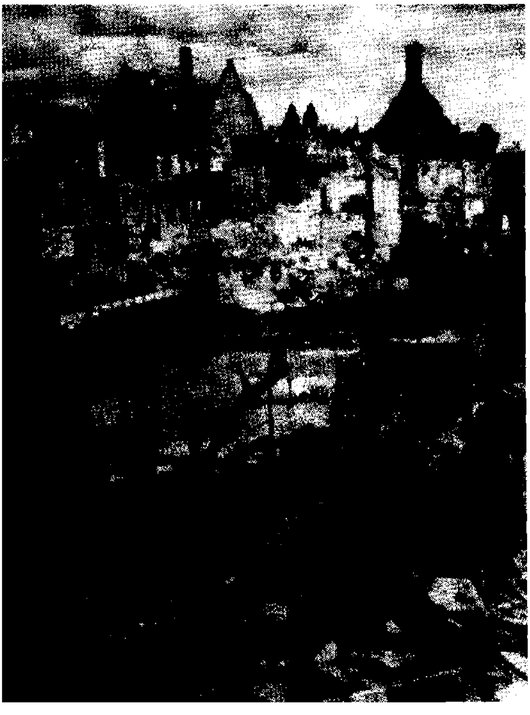

১৯৪৫, নূরেমবার্গ ধ্বংসস্তূপ: মিত্রপরে বোমা বর্ষণে শহরের অর্ধেকেরও বেশি গুঁড়িয়ে যায়. তবে আদালত আর কারাগার র পাওয়ায় ট্রায়ালের ভেনু করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

www.pathagar.com

ক্যালটেনব্রুনার, নাৎসি অত্যাচারের সমস্ত হাতিয়ার নিয়ন্ত্রণ করতেন কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পসহ; আত্মহত্যা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা পর মিলিটারি প সহায়তা নিয়ে নূরেমবার্গে পৌঁছাচ্ছেন।

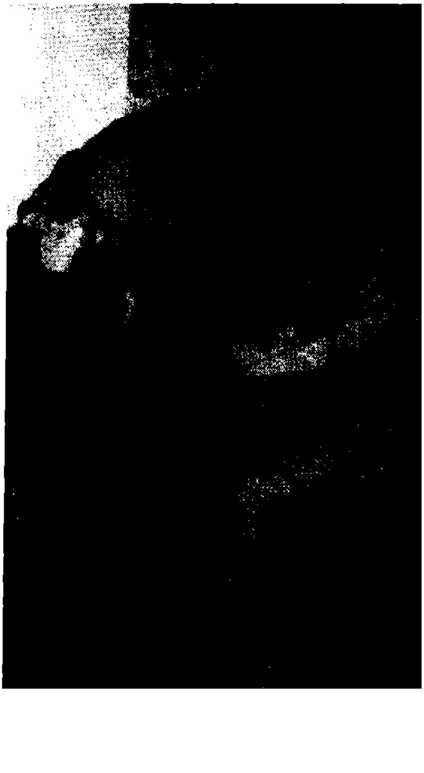

লইকে দেখে মনে হচ্ছে াচ্ছন্ন বোধ করছেন ঁনি। ইনি নাৎসিবাহিনীর নুমোদন পাওয়া একমাত্র মিক সংগঠন 'লেবার ন্ট'-এর প্রধান ছিলেন। ৯৪৫ সালে লুকানো বস্থায় ধরা পড়ে গ্রেফতার হন।

www.pathagar.com

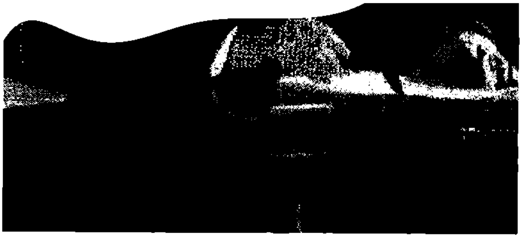

১৯৪০; জ্যাকসন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে নমিনেশন পাওয়ার পর। ট্রায়ালে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ বিরাট প্রভাব ফেলে, তবে গোয়েরিংকে ঠিকমতো জেরা করতে না পারার কারণে প্রসিকিউশনকে বিব্রত হতে হয়।

নাৎসিরা হামলা চালাতে পারে, এই ভয়ে মার্কিন সৈন্যরা ট্রায়াল শুরু হওয়ার সময় আদালত ভবন পাহারা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

বারকেট [বাঁয়ে] বিকল্প ব্রিটিশ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, ডায়েরিতে ট্রায়াল সম্পর্কে লেখেন তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর পাশে লর্ড জাস্টিস স্যার লরেন্স, প্রেসিডেন্ট।

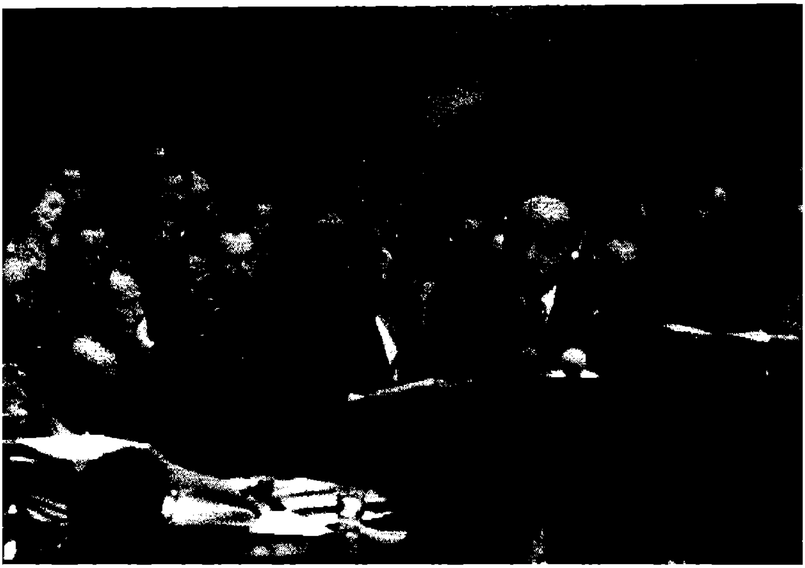

-ক্রস [বাঁ দিকে বসে আছেন] ছিলেন চিফ ব্রিটিশ প্রসিকিউটর, তবে তাঁর ডেপুটি [ডানে] াক্সওয়েল ফাইফে [Fyfe]-ই বেশিরভাগ কাজ করতেন, এবং গোয়েরিংকে তিকর স্বীকারোক্তি তে বাধ্য করেন।

www.pathagar.com

চার হোতা [বাম থেকে ডানে]: স্পিয়ার, যুদ্ধকালীন উৎপাদন মন্ত্রী; ফাঙ্ক, সাবেক অর্থমন্ত্রী [সামনে]; ফন নিউরাথ, একসময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী; এবং ব্রডকাস্টার ফ্রেৎশে কাঠগড়ায় শলা-পরামর্শ করছেন।

www.pathagar.com

*

আদালতের পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল, কারণ রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্তে গোয়েরিঙের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন জ্যাকসন; তিনি তাঁর অভিযোগে বললেন–জার্মান পজিশন শোচনীয় হয়ে ওঠার পরও যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গোয়েরিঙের একটা সুবিধে ছিল, তিনি ইংরেজি জানতেন, আর তাই প্রশ্নটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ হওয়ার ফাঁকে উত্তর তৈরি করার সময় পেতেন তিনি, স্বভাবতই সেটা খুব গোছানো হচ্ছিল এবং জ্যাকসনের ক্ষিপ্রগতি আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারছিলেন। ট্রাইবুনালও এ-ব্যাপারে নাক গলাতে রাজি হয়নি। গোয়েরিংকে চ্যালেঞ্জ করার দায়িত্বটা তাঁদের ছিল না, ছিল জ্যাকসনের।

গোয়েরিঙের সাক্ষ্য নাৎসি নেতৃত্বের রুই-কাতলাদের কর্ম-তৎপরতার ওপর আলোকপাত করলেও, প্রথমে সেটা ভাল করে বোঝা যায়নি। যুদ্ধের মূল ঘটনাসমূহের জন্য হিটলার দায়ী, জ্যাকসনের অনুসন্ধানী প্রশ্নগুলো এই ব্যাপারটার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছিল। যদিও, নূরেমবার্গ আদালত হিটলারের বিচার করতে বসেনি।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৮ মার্চ, ১৯৪৬: রাশিয়া আক্রমণের ব্যাপারে গোয়েরিংকে জেরা করা হলো

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করল জার্মানি, ওই সময় আপনারা কি এর কোনো সামরিক প্রয়োজনীয়তা দেখতে পেয়েছিলেন?

গোয়েরিং: আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, ওই সময় বিপদটা একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছায়নি, সেদিক থেকে দেখতে গেলে আক্রমণ করার প্রয়োজন ছিল না। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে ওই সময় গোটা জার্মানিতে আপনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি?

গোয়েরিং: গুরুত্বের দিক থেকে আমি দ্বিতীয় কি না তার সঙ্গে ওটার কোনো সম্পর্ক ছিল না। রণকৌশলটা কী হবে তা নিয়ে দুটো পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

ফুয়েরার, এক নম্বর ব্যক্তি, তিনি একটা বিপদ দেখতে পেলেন; আর আমি, আপনার ভাষায় দ্বিতীয় ব্যক্তি, চাইলাম আরেকটা কৌশলী পদক্ষেপ নিতে। এখন আমি যদি প্রতিবার আমার ইচ্ছে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তা হলে আমি হয়তো বা এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে যাব। কিন্তু যেহেতু এক নম্বর ব্যক্তি ভিন্ন রকম মতামত পোষণ করেন, এবং আমি কেবল দ্বিতীয় ব্যক্তি, স্বভাবতই তাঁর মতামত টিকে যায়।

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনার জবানবন্দি পড়ে আমি বুঝেছি, এবং আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে এটার উত্তর দিতে পারেন, তা দিলেও আমি খুশি হব–আপনার জবানবন্দি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে আপনি বিরোধিতা করেছিলেন, এবং ফুয়েরারকে বলেছিলেন যে আপনি এটার বিরোধী, ওই সময় রাশিয়াকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। আমি ভুল বলছি, না ঠিক বলছি?

গোয়েরিং: কথাটা সত্যি...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং তারপরও, ফুয়েরারের সিস্টেমের কারণে, যতটুকু আপনাকে আমি বুঝি, জার্মান জনগণকে আপনি কোনো ভাবে সতর্ক করতে পারতেন না; এই পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য আপনি কোনো রকম চাপ প্রয়োগ করতেও পারতেন না, এমন কি ইতিহাসে নিজের স্থান রক্ষা করার জন্য পদত্যাগও করতে পারতেন না।

গোয়েরিং: একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি শুধু প্রথমটার জবাব দিতে চাই।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: যদি ইচ্ছে করেন, ওগুলোকে আলাদা করে নিন।

গোয়েরিং: প্রথম প্রশ্ন ছিল, মনে হচ্ছে, বিপদটা সম্পর্কে জার্মান জনগণকে আমি সাবধান করার সুযোগটা নিয়েছিলাম কি না। এরকম কিছু করার কোনো সুযোগ আমার ছিল না। আমরা যুদ্ধে ছিলাম, এবং নিজেদের মধ্যে এত বেশি মতপার্থক্য ছিল, অন্তত রণকৌশল নিয়ে, যুদ্ধের সময় সে-সব পাবলিক ফোরামের সামনে আনা সম্ভব ছিল না। আমার বিশ্বাস ইতিহাসে কখনো এটা ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত, আমার পদত্যাগ করার প্রশ্ন, এটা আমি এমন কি আলোচনা পর্যন্ত করতে রাজি নই, কারণ যুদ্ধের সময় আমি একজন অফিসার ছিলাম, একজন সৈনিক ছিলাম, এবং এটা নিয়ে কখনোই উদ্বিগ্ন ছিলাম না যে আমার মতামত আর কেউ সমর্থন করছে কি করছে না। আমার শুধু দায়িত্ব ছিল একজন সৈনিক হিসেবে দেশের সেবা করা।

তৃতীয়ত, আমি কাউকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মানুষ নই, বিশেষ করে যার প্রতি অনুগত থাকার শপথ নিয়েছি, যতবার আমার ধারায় তিনি চিন্তা না করবেন। তাই যদি হত, তা হলে শুরুতেই তাঁর সঙ্গে নিজেকে আমার জড়াবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফুয়েরারকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনো আমার মনে জাগেনি।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন যে জার্মান জনগণকে যুদ্ধে জড়ানো হলো, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করা হলো, এরকম একটা ধারণায় যে আপনি সেটা চাইছেন?

গোয়েরিং: রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে জার্মান জনগণ কিছু জানত না, জানতে পারে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে। কাজেই, এ-ব্যাপারে জার্মান জনগণের কিছু করার ছিল না। জার্মান জনগণকে কিছু বলতে বলা হয়নি, কী ঘটনা জানানো

www.pathagar.com

হয়েছে তাদেরকে, জানানো হয়েছে যুদ্ধ কেন প্রয়োজন।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ঠিক কখন আপনারা বুঝতে পারলেন যে যুদ্ধ করে যা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা আসলে অর্জন করা সম্ভব হবে না, অর্থাৎ আপনারা ব্যর্থ হতে যাচ্ছেন?

গোয়েরিং: সেটা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু, আমার বিশ্বাস, তুলনায় অনেক দেরিতে-আমি বলতে চাইছি, প্রায় শেষদিকে এসে আমি বুঝতে পারি আমরা জিততে পারব না। তার আগে পর্যন্ত আমি সব সময় ভাবতাম এবং আশা করতাম, একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি বললেন 'তুলনায়'। আপনার এই প্রকাশভঙ্গি আমাকে কিছু জানাচ্ছে না, কারণ তুলনায় অনেক দেরি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন তা আমার জানা নেই। দয়া করে বলবেন, তুলনাটা কোন ঘটনার সঙ্গে, কিংবা কোন সময়ের সঙ্গে-যখন আপনার মনে হলো যুদ্ধে আপনারা হেরে গেছেন?

গোয়েরিং: যখন, ১৯৪৫ সালের ১২ জানুয়ারি, রাশিয়ার অফেনসিভ ওডার-এর দিকে এগিয়ে এল, এবং ওই একই সময়ে আরডেনস অফেনসিভ পেনিট্রেট করতে পারল না, তখনই আমি উপলব্ধি করতে বাধ্য হলাম পরাজয় বোধহয় ধীরে ধীরে শুরু হতে যাচ্ছে। তার আগে পর্যন্ত আমি একদিকে আশা করেছি পুবাঞ্চলের ভিসটুলা-র পজিশন, অপরদিকে পশ্চিমের ওয়েস্ট ওয়াল-এর পজিশন টিকে থাকবে, অন্তত নতুন অস্ত্রের ব্যাপক প্রবাহ অ্যাংলো-আমেরিকান বিমান আক্রমণকে খানিকটা শিথিল না করা পর্যন্ত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি কি এটা বলতে চান, সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসের আগে পর্যন্ত আপনি বোঝেননি যে জার্মানি এই যুদ্ধে সফল হতে পারবে না?

গোয়েরিং: আমি আগেও যেমন বলেছি, দুটো সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্যটা পরিষ্কার হতে হবে। প্রথমটা, একটা যুদ্ধের সফল পরিণতি; দ্বিতীয়টা, এমন একটা যুদ্ধ, যে যুদ্ধে কোনো পক্ষই বিজয়ী নয়। সফল পরিণতির প্রসঙ্গে বলি-যখন বোঝা গেল যে না, এটা এখন আর সম্ভব নয়, সেটা বেশ আগের উপলব্ধি; অপরদিকে পরাজয় ঘটতে যাচ্ছে এই উপলব্ধি এইমাত্র আমি যে সময়ের উল্লেখ করলাম তার আগে হয়নি।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তার বেশ কিছু সময় আগে, আপনি জানতেন যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি ঘটানোর একমাত্র উপায় হলো শত্রুর সঙ্গে আপনি যদি কোনো রকম একটা আপসরফায় আসতে পারেন, তাই না?

গোয়েরিং: একটা যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি নির্ভর করে, অবশ্যই, আমি শত্রুকে পরাজিত করতে পেরেছি কি না, কিংবা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে শত্রুর সঙ্গে একটা

www.pathagar.com

সমঝোতায় পৌঁছুতে পেরেছি কি না তার ওপর, যে সমঝোতা আমাকে সাফল্যের গ্যারান্টি দান করবে। এটাকেই আমি সফল পরিসমাপ্তি বলি। ড্র বলব, শত্রুর সঙ্গে যদি শর্তসাপেক্ষে আপস করি। বিজয়ী হলে যে সাফল্য পেতাম, এটা আমাকে তা দেবে না, তবে, অপরদিকে এটা আমার পরাজয় ঘটাতে বাধা দেবে। বিজয় ও পরাজয় বিহীন একটা উপসংহার।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু আপনি জানতেন যে হিটলারের নীতি ছিল দর-দস্তুর কিংবা আলাপ-আলোচনায় বিশ্বাস না করা, এবং এ-ও জানতেন যে যতদিন তিনি সরকারপ্রধান থাকবেন ততদিন শত্রুপক্ষও জার্মানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজি হবে না। কী, জানতেন না?

গোয়েরিং: আমি জানতাম শত্রুপক্ষের প্রচারণায় জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, কোনো পরিস্থিতিতেই হিটলারের সঙ্গে তারা সমঝোতায় আসবে না, এ-ও প্রচার করা হচ্ছিল যে হিটলার কোনো অবস্থাতেই সমঝোতায় আসবেন না, তবে সেটা এ-প্রসঙ্গে নয়। সমঝোতায় রাজি ছিলেন হিটলার, যদি তাতে ফলাফলের সম্ভাবনা দেখতে পেতেন, তবে আশাবিহীন, নিষ্ফল প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। আফ্রিকায় ল্যান্ড করার পর পশ্চিমে শত্রুপক্ষ ঘোষণা করল, আমি যতটুকু মনে করতে পারি, কোনো পরিস্থিতিতেই জার্মানির সঙ্গে তারা সমঝোতায় আসবে না, বরং তাকে শক্তিবলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হবে।

এর ফলে জার্মানির প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চরম মাত্রায় শক্তিশালী করা হয়, পদক্ষেপ নেওয়া হয় শত্রুকে শক্তভাবে মোকাবিলা করার। সমঝোতার মাধ্যমে যদি একটা যুদ্ধের ইতি টানার কোনো সুযোগ আমার না থাকে, তা হলে সমঝোতা করতে যাওয়াটা বৃথা, তারচেয়ে প্রতিটি স্নায়ুকে টান টান করে অস্ত্রের মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে বলব আমি।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ১৯৪৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে আপনি এ-ও জেনে ফেলেছিলেন যে মিত্রপক্ষের বিমান হামলা থেকে জার্মান শহরগুলোকে আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না, ঠিক কি না?

গোয়েরিং: মিত্রপক্ষের বিমান হামলা থেকে জার্মান শহরগুলোকে রক্ষা করার ব্যাপারে কি কি করার সম্ভাবনা মাথায় রাখা হয়েছিল সেটা আমি ব্যাখা করছি...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কি না? আমাদের সবার কাছে সময়ের যে মূল্য, আপনার কাছে হয়তো ততটা নয়। আপনি 'হ্যাঁ', কিংবা 'না' বলতে পারেন না? ওই সময় আপনি কি জানতেন, যখন বুঝতে পারলেন যুদ্ধে আপনারা হেরে যাচ্ছেন, শত্রুর বিমান হামলা থেকে জার্মান শহরগুলোকে রক্ষা করা যাবে না? আপনি আমাদেরকে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে জবাব দিতে পারেন না?

গোয়েরিং: আমি বলতে পারি, তখন জানতাম, ওই সময়, কাজটা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ওই সময়ের পর এটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে বিমান হামলা আপনারা চালাচ্ছিলেন, অব্যাহত রাখলেও যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য সেটার ছিল না; স্রেফ অপপ্রচার চালানোর প্রয়োজনে অব্যাহত রাখা হয়েছিল, এবং ততদিনে আপনারা জেনে গেছেন ওটা ছিল নিষ্ফল, হতাশাব্যঞ্জক একটা সংঘর্ষ।

গোয়েরিং: আমার বিশ্বাস আপনি ভুল করছেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারির পর ইংল্যান্ডে আর কোনো বিমান হামলা চালানো হয়নি, দু'একটা নিঃসঙ্গ প্লেনের কথা বাদ দিলে, কারণ ওই সময় আমাদের ডিফেন্স ফাইটার প্লেনের জন্য যেখানে যত পেট্রল আছে সব আমার দরকার ছিল। আমার হাতে যদি বোমারু বিমান আর প্রচুর তেল থাকত, তা হলে, অবশ্যই, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-ধরনের আক্রমণ চালিয়ে যেতাম, জার্মান শহরগুলোয় হামলা চালানোর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে, তাতে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন।'

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আর রোবট অ্যাটাক সম্পর্কে? জানুয়ারি, ১৯৪৫-এর পর কোনো রোবট অ্যাটাক হয়েছে?

গোয়েরিং: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখনও আমাদের হাতে এমন একটা অস্ত্র রয়েছে, যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই মাত্র আমি বলেছি, যুদ্ধ যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পাল্টা আঘাত হানতেই হবে আমাদের। এবং একজন সৈনিক হিসেবে আমার খেদ হলো, আমাদের হাতে এই ভি-ওয়ান আর ভি-টু বোমারু বিমান যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না। জার্মান শহরের ওপর মিত্রপক্ষের বিমান হামলার প্রচণ্ডতা কমিয়ে আনা যেত, শুধু যদি আমরা বোমারু পাঠিয়ে শত্রুকেও একই পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে ফেলতে পারতাম।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং যতদিন জার্মান সরকারের প্রধান হিসেবে হিটলার ছিলেন ততদিন যুদ্ধ ঠেকাবার কোনো উপায় ছিল না, কি বলেন?

গোয়েরিং: যতদিন জার্মান জনগণের ফুয়েরার ছিলেন হিটলার, তিনি একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক ছিলেন যুদ্ধ চলবে কি চলবে না। আমার শত্রু যতক্ষণ আমাকে হুমকি দেবে, এবং দাবি করবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের, আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাব, কারণ কোনোভাবে ভাগ্য বদলে যাওয়ার একটা সুযোগ ছাড়া আর কিছু সম্ভবত

অবশিষ্ট নেই আমার, যদিও সেটা খুব হতাশাজনক বলে মনে হয়।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: জার্মানির মানুষ ভাবল এই হত্যাযজ্ঞ এবার থামানো উচিত, কিন্তু একটা বিপ্লব ঘটানো বা হিটলারকে খুন করা ছাড়া তাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিল না যার দ্বারা তারা তা থামাতে পারে, ছিল কি?

গোয়েরিং: একটা বিপ্লব সব সময় পরিস্থিতি বদলে দেয়, যদি সেটা সফল হয়। এটা পূর্ব-নির্ধারিত, অনিবার্য উপসংহার। ওই সময়ে হিটলারকে খুন করা হলে,

www.pathagar.com

ধরুন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে, ক্ষমতা চলে আসত আমার হাতে। শত্রুপক্ষ আমাকেও যদি ওই একই উত্তর দিত, মানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, এবং ওই সব ভয়ঙ্কর শর্ত জুড়ে দিত, পরিণতি যাই হোক না কেন আমিও যুদ্ধ চালিয়ে যেতাম।

*

জ্যাকসন এরপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র অধিকার করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় গোয়েরিঙের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, বিশেষ করে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে জার্মানির অস্ট্রিয়া অধিকার করা প্রসঙ্গে।

ওই সময় অস্ট্রিয়া সরকারের ভেতর নাৎসিদের লোক ছিল, তাঁর নাম আর্থার সেস-ইনকোয়ার্ট [Seyss-Inquart]। তাঁকে চ্যান্সেলার বানাবার জন্য অস্ট্রিয়ান প্রেসিডেন্টকে চাপ দেন গোয়েরিং আর হিটলার, যাতে জার্মান সৈন্যরা বিনা বাধায় সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে।

পরে পোলান্ডে ফ্র্যাঙ্কের ডেপুটি, এবং হল্যান্ডে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান সেস-ইনকোয়ার্ট, এবং সবশেষে নূরেমবার্গে আসামী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তাঁকেও।

রাজনৈতিক এবং বিচারিক ক্যারিয়ারের কারণে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে কোনো সাক্ষিকে জেরা করেননি জ্যাকসন, তাঁর এই চর্চার অভাবটা এবার প্রকাশ হয়ে পড়ল। স্ট্যান্ডে পজিশন নিয়ে, কামরার অপরপ্রান্তে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্সে দাঁড়ানো গোয়েরিঙের উদ্দেশে জেদের বশে একের পর এক প্রশ্ন করে গেছেন, তাঁর প্রতিপক্ষকে দেখে মনে হচ্ছিল লড়াই করতে পুরোদস্তুর তৈরি। যতই চেষ্টা করুন না কেন, গোয়েরিঙের কাছ থেকে সরাসরি কোনো জবাব আদায় করতে পারেননি জ্যাকসন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৮ মার্চ ১৯৪৬: রাষ্ট্র দখলের প্রসঙ্গে গোয়েরিঙকে জেরা করা হলো

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এখন, সেস-ইনকোয়ার্ট কি এই সমঝোতায় অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর দেশকে জার্মানির কাছে সারেন্ডার করাবেন, নাকি আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবেন, তাঁর দেশটাও থাকবে স্বাধীন একটা রাষ্ট্র?

গোয়েরিং: সেদিন আমি ব্যাখ্যা করছিলাম, এমন কি পরদিন সকালে প্লেন ধরে রওনা হওয়ার আগেও, ফুয়েরার স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যে ইউনিয়ন গঠিত হতে যাচ্ছে সেটার যুগ্ম রাষ্ট্রপ্রধান হবে কি না। আমি আরও বলেছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সমাধানকে নাগালের যথেষ্ট বাইরে বলে মনে করিনি, এবং আমি চেয়েছি শর্তহীন, সরাসরি, পুরোদস্তুর অধিকার।

www.pathagar.com

ওই সময় সেস-ইনকোয়ার্টের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল আমি ঠিক জানতাম না। তবে আমার ভয় হত যে তিনি বোধহয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নকরণের দিকেই যেতে চান, এবং আমার আইডিয়া 'পুরোদস্তুর অধিকার' নিয়ে খুব বেশিদূর এগোতে পারেননি। কাজেই একসময় পুরোদস্তুর অধিকার যখন বাস্তবায়িত হলো, আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আমি সমীহের সঙ্গে জানাচ্ছি উত্তরগুলো যথাযথ, প্রাসঙ্গিক হচ্ছে না, তাই আমাকে পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। সেস-ইনকোয়ার্ট কি অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর হয়েছিলেন এই সমঝোতায় যে তিনি জার্মান সৈন্য ডাকবেন এবং অস্ট্রিয়াকে জার্মানির কাছে সারেন্ডার করাবেন, নাকি আপনারা তাঁকে এই বলে ভুল বুঝিয়েছিলেন যে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা তিনি ধরে রাখতে পারবেন?

গোয়েরিং: মাফ করবেন, এখানে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো, কাজেই 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'সেস-ইনকোয়ার্ট চ্যান্সেলর হয়েছিলেন আপনার আর হিটলারের ইচ্ছে অনুসারে কি না?'–হ্যাঁ।

তারপর আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'সেস-ইনকোয়ার্ট চ্যান্সেলর হয়েছিলেন এই সমঝোতায় কি না যে সৈন্য মার্চ করানোর জন্য তিনি একটা টেলিগ্রাম পাঠাবেন?'– আমি বলব, 'না,' কারণ চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করার সময় আমাদেরকে টেলিগ্রাম পাঠানোর কোনো প্রশ্নই তাঁর ছিল না।

আপনি যদি আমাকে, তৃতীয়ত, জিজ্ঞেস করেন, 'সেস-ইনকোয়ার্ট এই সমঝোতায় চ্যান্সেলর হয়েছিলেন কি না যে তিনি অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারবেন?'– আমাকে তা হলে আবার বলতে হবে, সেদিন সন্ধ্যায় চূড়ান্ত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে ফুয়েরারের মনে পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না।

এটাই আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি...

*

গোয়েরিংকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছেন, এমন কি এরকম দুর্লভ পরিস্থিতিতেও জ্যাকসনের ভাগ্য তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। ভার্সাই চুক্তির কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে, রাইনল্যান্ড পরিণত হয় সেনামুক্ত জোনে। গোয়েরিং এখন জবানবন্দিতে জানাচ্ছেন, ১৯৩৬ সালে চুক্তি ভেঙে ওই জোনে সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারটা আগে থেকে প্ল্যান করে করা ছিল না।

উল্লাসে অধীর হয়ে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত রাইখ ডিফেন্স কাউন্সিলের একটা কনফারেন্সের কথা মনে করিয়ে দিলেন জ্যাকসন, যেখান থেকে ঠিক উল্টো ইঙ্গিত আসছে।

কিন্তু ডকুমেন্টের ইংরেজি সংস্করণের দুর্বল অনুবাদ জ্যাকসনকে অপদস্থ করার সুযোগ এনে দিল গোয়েরিংকে; শুধু তাই নয়, একটা এভিডেন্সকেও পাশ কাটাতে

www.pathagar.com

পারলেন তিনি, যেটা জোনকে সেনাযুক্ত রাখার পরিকল্পনার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছিল। স্তব্ধ কোর্টরুমে বিব্রত বোধ করলেন সবাই, জ্যাকসনও তাঁর মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৯ মার্চ ১৯৪৬: রাইনল্যান্ডকে নিয়ে জ্যাকসন তাঁর মেজাজ হারালেন

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এটা আপনি পেয়েছেন: 'সেনামুক্ত এলাকা বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার অধিকারী। ১৯৩৫ সালের ২১ মে-র ভাষণসহ অন্যান্য বিবৃতিতে ফুয়েরার এবং রাইখ চ্যান্সেলর ঘোষণা করেছিলেন যে ভার্সাই চুক্তির শর্ত এবং সেনামুক্ত জোন সম্পর্কে লকার্নো প্যাক্ট মেনে চলা হবে।' এটা আপনি পেয়েছেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: পরবর্তী প্যারাটা পেয়েছেন, 'যেহেতু বর্তমানে কোনো অবস্থাতেই আন্তর্জাতিক বিষয়ের সঙ্গে জড়ানো চলবে না, জরুরি প্রয়োজনের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ-ধরনের প্রস্তুতি, কিংবা সেগুলোর পরিকল্পনা, ওই জোনের ভেতর গোপন রাখতে হবে, সেই সঙ্গে গোপন রাখতে হবে খোদ রাইখের ভেতরও।' এটা আপনি পেয়েছেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং আপনি আরও পেয়েছেন, 'এই প্রস্তুতিগুলো বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত '–ক) আর খ) আমার বর্তমান প্রশ্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর সেটা হলো–'গ) রাইনকে স্বাধীন করার জন্য প্রস্তুতি।'

গোয়েরিং: আরে, না, এখানে আপনি বিরাট ভুল করছেন। মূলে বাক্যটা ছিল–এবং এককভাবে শুধু এটাই প্রশ্নের মূল পয়েন্ট–তা হলো: 'গ) রাইনকে পরিষ্কার করার জন্য প্রস্তুতি।' ওটা ছিল নির্ভেজাল কারিগরি প্রস্তুতি, রাইনল্যান্ডের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। এখানে বলা হয়েছে, প্রথমে, যোগাযোগ আর পরিবহনের জন্য সৈন্য সমাবেশের পদক্ষেপ, তারপর 'গ) রাইনকে পরিষ্কার করার জন্য প্রস্তুতি,' তার মানে হলো আদৌ যদি সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, রাইনে যেন ফ্রেইটার, টাগবোট ইত্যাদি উপচে না থাকে, নদীটাকে থাকতে হবে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিষ্কার। তারপর বলা হয়েছে, 'ঘ) স্থানীয় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি,' ইত্যাদি। কাজেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা ছোটখাট, অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রস্তুতি, সৈন্য সমাবেশের জন্য। বাক্যটাকে প্রসিকিউশন ব্যবহার করেছেন...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: সৈন্য সমাবেশ, ঠিক তাই।

www.pathagar.com

গোয়েরিং: ওটা, আপনার যদি মনে থাকে, আমার বিবৃতিতে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করেছি–সৈন্যমুক্ত জোনে সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোড়ার পাল ইত্যাদি কেনার কথা বলেছিলাম। আমি শুধু 'রাইনকে পরিষ্কার করার...' সম্পর্কে ভুলটা দেখাতে চেয়েছি, যেটার সঙ্গে রাইনল্যান্ডের কোনো সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল শুধু নদীটার সঙ্গে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: বেশ, এই প্রস্তুতিগুলো ছিল আসলে রাইনল্যান্ডকে সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি, তাই নয় কি?

গোয়েরিং: না, এর সবটুকুই ভুল। জার্মানিকে যদি কোনো যুদ্ধে জড়াতে হত, তা সে যেদিক থেকেই হোক, ধরা যাক পুবদিক থেকে, তা হলে সৈন্য সমাবেশের পদক্ষেপ নিরাপত্তার কারণে গোটা রাইখ জুড়ে নেওয়া হত, এক্ষেত্রে এমন কি সৈন্যমুক্ত রাইনল্যান্ডেও, তবে অধিকার করার জন্য নয়, রাইনল্যান্ডকে স্বাধীন করার জন্য।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনি বলতে চাইছেন প্রস্তুতিগুলো সামরিক প্রস্তুতি ছিল না?

গোয়েরিং: ওগুলো ছিল সৈন্য সমাবেশের সাধারণ প্রস্তুতি, যে-ধরনের প্রস্তুতি প্রতিটি দেশই নিয়ে থাকে, এবং রাইনল্যান্ডকে অধিকার করার লক্ষ্যে নয়।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তবে তার প্রকৃতি এমন ছিল যে ব্যাপারটা বিদেশী শক্তির কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হয়?

গোয়েরিং: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সমাবেশ সংক্রান্ত খবর আগেভাগে কোথাও পড়েছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: বেশ, আমি শ্রদ্ধা রেখেই ট্রাইবুনালকে জানাচ্ছি যে সংশ্লিষ্ট সাক্ষি সহায়তা করছেন না, তদন্তের সময়ও যথাযথ সাড়া দিচ্ছেন না, এবং ব্যাপারটা...

[বিবাদী কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন, এখানে সেগুলো রেকর্ড করা হলো না।]

প্রশ্নের যদি উত্তর না পাওয়া না যায় তা হলে এখানে আমরা বৃথাই সময় নষ্ট করছি।

[বিবাদী কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন, এখানে সেগুলো রেকর্ড করা হলো না।]

এ-সব আমরা মুছে ফেলতে পারি। তা করতে গিয়ে সময় ব্যয় করতে রাজি নই আমি, তবে এই সাক্ষি, আমার মনে হচ্ছে, সাক্ষির বাক্সে এবং কাঠগড়ায় এমন একটা ভাব গ্রহণ করেছেন, যেটাকে এই বিচার-ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা আর গোঁয়ারসুলভ না বলে উপায় নেই, যে বিচার তিনি নিজে কোনো জীবিত মানুষকে পেতে দেননি, পেতে দেননি এমন কি কোনো মৃত মানুষকেও।

আমি যথাবিহিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আবেদন জানাচ্ছি, সাক্ষিকে নোট নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক, যে ব্যাখ্যা তিনি দিতে চান সে-সব লিখে রাখুন, যাতে তিনি শুধু

www.pathagar.com

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এবং ব্যাখ্যাগুলো রেখে দেবেন তাঁর উকিলের জন্য, সময়মতো তিনি সেগুলো আদালতকে জানাবেন।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: সাধারণ নিয়ম আগেই তৈরি করে দিয়েছি আমি, যেটা এই সাক্ষিসহ বাকি সব সাক্ষির বেলায় প্রযোজ্য।

এখন বরং আমরা আদালত মুলতবি রাখি...

*

প্রেসিডেন্ট স্যার লরেন্স আশা করেছিলেন একরাত বিশ্রামের পর নিজের ঠাণ্ডা মেজাজ ফিরে পাবেন জ্যাকসন, কিন্তু পরদিন সকালে জ্যাকসন সরাসরি নিজের অবশিষ্ট কর্তৃত্ব ফলিয়ে নগণ্য সব পয়েন্টে আদালতের সমর্থন চেয়ে বসলেন। প্রসিকিউশন আর জাজরা একই পক্ষভুক্ত, তাঁর ভূমিকা এটাকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তুলল, ফলে বিহ্বল হয়ে পড়লেন স্যার লরেন্স, এবং জ্যাকসন বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা হারালেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ মার্চ ১৯৪৬: গোয়েরিঙের বিরুদ্ধে জ্যাকসনকে সমর্থন করতে আদালত রাজি হলেন না

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ট্রাইবুনালের যদি মর্জি হয়, কাল রাতে শেষ যে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম–রাইনল্যান্ডে সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি সম্পর্কে, অফিশিয়াল ট্রায়াল প্রতিলিপিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, সেটা ছিল: 'তবে তার প্রকৃতি এমন ছিল যে ব্যাপারটা বিদেশী শক্তির কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হয়?' তার উত্তর ছিল এই: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য সমাবেশ সংক্রান্ত খবর আগেভাগে কোথাও পড়েছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না।'

তো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে, আমার সামনে এই বিকল্পগুলো আছে–মন্তব্যটা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি, সেক্ষেত্রে যে-সব মানুষ আমাদের সিস্টেম সম্পর্কে জানে না তাদেরকে বিষয়টা নিয়ে তর্ক করার সুযোগ করে দেওয়া হবে; কিংবা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভুলটাকে আরও বড় হতে দিতে পারি; কিংবা বিরোধিতা করতে পারি। এটা থেকেই সংকট তৈরি হচ্ছে, ইওর অনার–জেরার সময় সাক্ষিকে যদি বিবৃতি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়, যতক্ষণ সেটা রেকর্ড ভুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ থাকছে না। কিন্তু যদি উকিলের উচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর হত ওটা, তা হলে প্রতিবাদ হত, চার্টার-এর অধীনে দায়িত্ব পালনের পজিশনে থাকত ট্রাইবুনাল, আর আমি ওই মন্তব্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে মামলাটাকে সংক্ষিপ্ত করার পজিশনে থাকতাম...

আমি যথাবিহিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে পেশ করছি, ট্রাইবুনাল যদি রুলিং দেন প্রশ্ন করা না হলেও বিবৃতির আদলে এ-ধরনের উত্তর দেওয়ার অধিকার বিবাদীর

www.pathagar.com

আছে তা হলে এই বিচারপ্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ সরাসরি বিবাদীর হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-ধরনের ক্রস-এগজামিনেশনের ঘোর বিরোধী, কারণ এই প্রক্রিয়ার অধীনে ক্রস-এগজামিনেশন সুফল আনতে পারে না। যেহেতু আমরা...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনার সঙ্গে আমি একমত, সৈন্য সমাবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয়তায় কথা তোলাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, এবং এ-ও মনে করি যে এরকম একটা উত্তর দেওয়া উচিত হয়নি, তবে একমাত্র যে রুল ট্রাইবুনাল সাধারণ রুল হিসেবে বহাল রাখতে পারে–যা আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে–সাক্ষি অবশ্যই জবাব দেবে, যদি সম্ভব হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে, এবং এভাবে সরাসরি উত্তর দেওয়ার পর প্রয়োজন মনে করলে এ-ধরনের ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারবেন, এবং সেই ব্যাখ্যাগুলোকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে, কোনোভাবেই ভাষণ বা বক্তৃতা হওয়া চলবে না। নির্দিষ্ট এই উত্তর সম্পর্কে বলা যায়, আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ট্রাইবুনালের রুলিং-এর সামনে অবশ্যই আমাকে মাথা নত করতে হবে, তবে আমার মনে আছে রুলিং দেওয়ার সময় আদালত তিরস্কারের সুরে কথাটা বলেছিলেন, উত্তর হতে হবে 'হ্যাঁ' বা 'না'। কিন্তু এই সাক্ষি সে-ব্যাপারে এতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেজন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না, কারণ তিনি তাঁর নিজের স্বার্থের পেছনে ছুটছেন...'

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি এখন ঠিক কী চাইছেন? আপনি কি ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন রেকর্ড থেকে উত্তরটা মুছে ফেলা হোক?

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: না; এ-ধরনের ট্রায়ালে, যেখানে বিবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য প্রচারণা পাওয়া, উত্তর দেওয়ার পর তা মুছে ফেললেও কোনো লাভ হয় না–এটা যেমন গোয়েরিং জানেন, তেমনি আমিও জানি। আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করা হয়েছে, এবং এখন সেটা রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত। আমি এখন সবিনয় আবেদন জানাব, এই সাক্ষিকে নির্দেশ দেওয়া হোক আমার প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবেন তিনি, আদৌ যদি তিনি উত্তর দিতে চান। এবং, উকিলের মাধ্যমে যে-সব ব্যাখ্যা পেশ করবেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের যাতে আপত্তি প্রকাশ করার সুযোগ থাকে, আর যদি সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়, এবং তাতে ট্রাইবুনালের রুলিং থাকে...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি কি চাইছেন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষিকে হয় 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলতে হবে, এবং তারপর তিনি অপেক্ষা করবেন, যতক্ষণ না পরীক্ষা করে দেখা হয় তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার আছে কি না?

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আমি মনে করি সাধারণ পরিস্থিতিতে সেটাই ক্রস-এগজানিনেশনের নিয়ম। সাক্ষি, প্রশ্ন যদি অনুমতি দেয়, অবশ্যই উত্তর দেবেন; এবং তারপর যদি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা থাকে সেটা তিনি পরে দেবেন...

www.pathagar.com

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: সন্দেহ নেই সাক্ষি তাঁর বাক্যে যা বলেছেন সেটাকে অনেক বড় করে দেখা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে কি না।

সন্দেহ নেই এটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয়। সব দেশই নির্দিষ্ট কিছু জিনিস গোপন রাখে। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হবে এ-ধরনের মন্তব্য এড়িয়ে গেলে। তবে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, ট্রাইবুনাল এখন ব্যাপারটা বিবেচনা করবে।

রুল কি হবে, সেটা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি, আমার বিশ্বাস ট্রাইবুনালের সম্মতিক্রমে...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আমাকে বলতে দিন, ইওর অনার, আপনার সঙ্গে আমি একমত যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাক্ষি কী বলতে পারেন বা না পারেন তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই–আরও বহুকিছুর অপেক্ষায় ছিলাম।

পয়েন্ট হলো, এ-সব মন্তব্যের জবাব দেব, নাকি এড়িয়ে যাব, ট্রাইবুনাল যদি ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ না করেন? আমার যেন মনে হচ্ছে, এই ট্রায়াল হাত থেকে ছুটে যাওয়ার প্রক্রিয়া এখান থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে–আমাকে যদি বলার অনুমতি দেওয়া হয়–পরিস্থিতির ওপর আমাদের যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

বিষয়টা পেশ করার সময় আমি যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছি আশা করি ট্রাইবুনাল সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি মনে করি ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আমি কখনো এরকম পরামর্শ দিতে শুনিনি যে ক্রস-এগজামিনেশনের সময় অপ্রাসঙ্গিক প্রতিটি মন্তব্যের উত্তর দিতে হবে প্রসিকিউশন-এর আইনজীবীকে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: সেটা প্রাইভেট আইনী প্রক্রিয়ায় সত্যি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আদালত অসচেতন নন যে এই কামরার বাইরে বিরাট একটা সামাজিক প্রশ্ন বিদ্যমান–নাৎসিবাদ পুনর্জীবিত হতে যাচ্ছে কি না, এবং বিবাদী গোয়েরিঙের অন্যতম লক্ষ্যও তাই, এই ট্রায়াল থেকে পাওয়া প্রচার-প্রচারণার সাহায্যে ওটায় প্রাণসঞ্চার ঘটিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন, ট্রাইবুনাল মনে করে যে রুল নির্ধারণ করা হয়েছে সেটাই একমাত্র সম্ভাব্য রুল, এবং প্রশ্ন যেখানে সরাসরি জবাব আশা করে সেখানে সরাসরি জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন সাক্ষি, এবং সরাসরি জবাব দেওয়ার আগে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।

তবে, যে- কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়ার পর, যে প্রশ্ন সরাসরি উত্তর দাবি করে, ছোটখাট ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারবেন; এবং সরাসরি উত্তর বলতে স্রেফ 'হ্যাঁ' আর 'না'-র মধ্যে তাঁকে বেঁধে রাখা যাবে না।

এবং রি-এগজামিনের সময় উকিলের মাধ্যমে বিশদ ব্যাখ্যাও দিতে পারবেন তিনি।

www.pathagar.com

সাক্ষির আলোচ্য মন্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কথাটা তিনি না তুললেও পারতেন, তবে আমি মনে করি এই ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করলেও চলত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এই রুলিং অবশ্যই আমি নত মাথায় গ্রহণ করলাম।

*

শুধু ক্রস-এগজামিনেশনে দক্ষতার অভাব নয়, আরও একটা দুর্বলতা ছিল জ্যাকসনের, সেটা হলো এই ট্রায়ালকে নিয়ে তাঁর উচ্চাভিলাষ। তাঁর আশা ছিল গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি নৈতিক সমর্থন দেবে এই ট্রায়াল, এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর লিগ্যাল ক্যারিয়ার দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে।

গোয়েরিঙের সঙ্গে তাঁর বাক্যবিনিময়ের কয়েক হপ্তা পর সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্বে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, কারণ চিফ জাস্টিস হারলান স্টোন মারা গেলেন। সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে জ্যাকসনের নাম অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তাঁকে নির্বাচন করা হয়নি। তবে কি গোয়েরিঙের সঙ্গে আরও ভাল আচরণ করলে এটা ঘটত না? এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

এরপর রাইখমার্শালকে খোঁয়াড়ে আটকানোর প্রচেষ্টায় ট্রাইবুনাল তাঁকে সহায়তা না করায়, বিশেষ করে অন্যান্য আমেরিকানদের সমর্থনের অভাব তাঁর মনে তিক্ততার জন্ম দেয়। তারপরও, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, রায়প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা সামান্যই প্রভাব ফেলেছে।

*

ট্রাইবুনাল তিরস্কার করায় সম্মান হারালেও, গোয়েরিংকে অপরাধের সঙ্গে জড়ানোর মতো বেশ কিছু ডকুমেন্ট জ্যাকসনের কাছে জমা ছিল।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইহুদিদের জন্য নাৎসি নেতৃত্বের তৈরি করা প্ল্যানে তাঁর সংশ্লিষ্টতা বা অবদান। ওই ডকুমেন্টে উঁচু পর্যায়ের একটা মিটিঙের কথা বলা হয়েছে, যে মিটিঙে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে, ক্রিসটারনাখট দাঙ্গার পর, যে দাঙ্গার লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের দোকান-পাট লুঠ করা আর সিনেগগ ভাঙচুর করা।

মিটিঙে গোয়েরিং সভাপতিত্ব করেন।

যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বৈরশাসকের প্রধান প্রচারণাবিদ জোসেফ গোয়েবলস। প্রচণ্ড সেমিটীয়-বিরোধী এই নাৎসি নেতা প্ল্যান দিলেন বর্ণবাদী সিস্টেম চালু করা হবে, ইহুদিদেরকে যাতে আরও নির্যাতন ও অপদস্থ করা যায়।

www.pathagar.com

ট্রায়ার প্রতিলিপি, ২০ মার্চ ১৯৪৬: গোয়েবলস আর গোয়েরিং ইহুদি নির্যাতনের ষড়যন্ত্র পাকালেন

Copyright © 1998 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved.
Goebbels

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: মিটিংটা এভাবে শুরু করেন আপনি, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের সভার ধরনটা সিদ্ধান্তসূচক। আমি একটা চিঠি পেয়েছি, ফুয়েরারের নির্দেশে লেখা হয়েছে, তাতে অনুরোধ করা হয়েছে ইহুদি প্রশ্নটা এবার, শেষবারের মতো, কোনো না কোনো ভাবে সমন্বয় এবং সমাধান করতে হবে।' ঠিক কি না?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, ঠিক।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আরও নীচে আমি দেখছি: 'ভদ্রমহোদয়গণ, এ-ধরনের বিক্ষোভ মিছিল আমি অনেক দেখেছি। এগুলো ইহুদিদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না, অবশেষে আমার ঘাড়ে চাপানো হয়–জার্মান অর্থনীতির সবচেয়ে বড় কর্তার ঘাড়ে। আজ যদি একটা ইহুদির দোকান ধ্বংস করা হয়, জিনিস-পত্র সব যদি ছুঁড়ে ফেলা হয় রাস্তায়, বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের টাকা গুঁজে দেবে ওই ইহুদির হাতে, তার যাতে একবিন্দু ক্ষতি না হয়। আরও কী হলো? ভোক্তার পণ্য, যে পণ্যের মালিক জনগণ, ধ্বংস হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যদি বিক্ষোভ মিছিল হয়, যদি পরিস্থিতি বিক্ষোভ মিছিল দাবি করে, তা হলে আমি বলব সেটা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে নিজেদের গলা কাটা না হয়।'

আমি ঠিক বলছি?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, ঠিক বলছেন...

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের সভার লক্ষ্য সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ রাখতে চাই না আমি। শুধু আলাপ করার জন্য আবার আমরা এক জায়গায় জড়ো হইনি, এক হয়েছি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। আমি ব্যগ্রতার সঙ্গে দক্ষ ডিপার্টমেন্টগুলোকে অনুরোধ করছি জার্মান অর্থনীতিকে আর্যকরণের জন্য জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক, এবং যতটুকু দরকার আমার কাছে তা পেশ করা হোক।'

আমি ঠিক বলছি?

গোয়েরিং: ঠিক বলছেন...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: বেশ, তারপর, ডক্টর গোয়েবলস মাঝখান থেকে বললেন, 'আমার মত হলো ওদের উপাসনালয়, সিনেগগগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলার এই একটা সুযোগ।' এরপর সিনেগগ ধ্বংস করা নিয়ে আপনারা একটা আলোচনা শুরু করেন, তাই না?

গোয়েরিং: ডক্টর গোয়েবলস শুরু করেন, হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তারপর ডক্টর গোয়েবলস রেলওয়ে ট্রেনে ইহুদি ভ্রমণের প্রশ্নটা তোলেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আমাকে জানান ওই বিষয়ে ডক্টর গোয়েবলসের সঙ্গে আপনার আলাপ আমি ঠিকঠাক উদ্ধৃত করতে পারছি কি না। ডক্টর গোয়েবলস বললেন, 'আরও বলি, আমার পরামর্শ হলো, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, যে-সব জায়গায় তারা প্ররোচণামূলক কর্মকাণ্ড চালাতে পারে। এখনও একজন ইহুদির পক্ষে একটা স্লিপার কোনো জার্মানের সঙ্গে শেয়ার করা সম্ভব। কাজেই, রাইখ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই একটা ডিক্রি ইস্যু করতে হবে, যাতে বলা হবে ট্রেনে ইহুদিদের জন্য আলাদা কমপার্টমেন্ট রাখার আদেশ দেওয়া হলো। এই কমপার্টমেন্ট যদি ভরে যায়, ইহুদিরা তা হলে বসার জায়গা চাইতে পারবে না। আলাদা কমপার্টমেন্ট তারা তখনই পাবে, সকল জার্মান নিজেদের সিট দখল করার পর। কোনো অবস্থাতেই জার্মানদের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে না তারা। জায়গা না পেলে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

সব ঠিক আছে?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: *'গোয়েরিং:* আমার ধারণা ওদেরকে আলাদা কমপার্টমেন্ট দেওয়াটাই সবদিক থেকে ভাল হবে।

'গোয়েবলস: তবে ট্রেনে উপচে পড়া ভিড় থাকলে নয়।

'গোয়েরিং: একমিনিট। মাত্র একটা ইহুদি কোচ থাকবে। সেটা যদি ভরে যায়, বাকি ইহুদিদের বাড়িতে বসে থাকতে হবে।

'গোয়েবলস: কিন্তু ধরুন খুব বেশি ইহুদি যাচ্ছে না–ধরা যাক দূরপাল্লার

www.pathagar.com

এক্সপ্রেস ট্রেন, যাচ্ছে মিউনিখে; ধরুন ট্রেনে দুজন ইহুদি আছে, এবং অন্য সব কমপার্টমেন্টে উপচে পড়া ভিড়; এই দুজন ইহুদিকে তখন একটা কমপার্টমেন্ট দিতে হবে। কাজেই ডিক্রিতে উল্লেখ থাকতে হবে যে ইহুদিরা সিট দাবি করতে পারবে, তবে প্রতিটি জার্মান আরোহী সিট পাওয়ার পর।

'গোয়েরিং: ইহুদিদের আমি একটা কোচ কিংবা একটা কমপার্টমেন্ট দেব, আর আপনার বলা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, ট্রেনে যদি উপচে পড়া ভিড় থাকে, বিশ্বাস করুন, আমাদের কোনো আইনের দরকার হবে না। ঠিকই লাথি মারা হবে তাকে, এবং পুরোটা পথ টয়লেটে বসে পাড়ি দিতে হবে।'

এ-সব কি ঠিক আছে?

গোয়েরিং: হ্যাঁ। গুরুত্বপূর্ণ আইন নিয়ে আলোচনার সময় গোয়েবলস যখন নগণ্য খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমি তখন খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। কিছু করতে অস্বীকৃতি জানাই আমি। এ বিষয়ে আমি কোনো ডিক্রি বা আইন জারি করিনি। আজ, অবশ্যই, এ-সব প্রসঙ্গ তোলা প্রসিকিউশনের জন্য খুব মজার ব্যাপার, তবে আমার ইচ্ছে এটা জানানো যে ওটা খুব জ্যান্ত একটা মিটিং ছিল, যেখানে গোয়েবলস তাঁর দাবিগুলো প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলো অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযোগী ছিল না, এবং আমি আমার অনুভূতিকে বেরুনোর পথ করে দেওয়ার জন্য ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলাম ওখানে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তারপর, গোয়েবলস, যিনি এ-সব বিষয়ে খুব জোর দিচ্ছিলেন, বললেন ইহুদিদের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর আপনি বললেন ওদেরকে বসতে হবে টয়লেটে। ঠিক এভাবেই আপনি কথাটা বলেছিলেন?

গোয়েরিং: না, এভাবে নয়। আমি বলেছিলাম ওদের জন্য একটা স্পেশাল কমপার্টমেন্ট থাকতে হবে, কিন্তু গোয়েবলস তারপরও সন্তুষ্ট না হওয়ায়, ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকায়, অবশেষে আমি তাঁকে বললাম, 'আমার কোনো আইন দরকার নেই। আমি হয় টয়লেটে বসতে পারি, নয়তো ট্রেন ছেড়ে নেমে যেতে পারি।' এ-প্রসঙ্গে এগুলোই উচ্চারণ করা হয়–যার সঙ্গে, প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ মহা সংঘর্ষের কোনো সম্পর্ক নেই।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আসুন আমরা আরও একটু এগোই, যেখানে গোয়েবলস নতুন একটা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন–জার্মান বনভূমি।

গোয়েরিং: এক মিনিট। হ্যাঁ। এটা শুরু হয়েছিল গোয়েবলস যখন একটা ডিক্রি দাবি করলেন, যে ডিক্রি জার্মান হলিডে রিসর্টে যেতে বাধা দেবে ইহুদিদের। তার এই দাবির জবাবে আমার উত্তর ছিল, 'ওদের রিসর্ট আলাদা করে দিন।'

এরপর তিনি সাজেশন দিলেন, বিবেচনা করে দেখতে হবে আমরা ওদেরকে নিজস্ব রিসর্ট রাখতে দেব, নাকি গোসল করার কিছু জার্মান ফ্যাসিলিটি ওদের হাতে ছেড়ে দেব, তবে সেরাগুলো নয়, কারণ তা হলে লোকজন বলতে পারে, 'ফিট

www.pathagar.com

থাকার জন্য ইহুদিদের আপনারা জার্মান বেইদিং রিসর্ট ছেড়ে দিয়েছেন।' এই প্রশ্নও অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে জার্মান বনভূমিতে ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা আবশ্যক কি না। আজকাল ইহুদিদের অসংখ্য পাল গ্রুনাভ্যাল্টের চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে; এটা ধারাবাহিক প্ররোচনা ছাড়া কিছু নয়–ইত্যাদি।

তারপর আবার যখন প্রসঙ্গটা তুললেন তিনি, আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাঁকে বললাম, 'ভাল হয় বনভূমির নির্দিষ্ট একটা অংশ ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দিলে।'–তিনি যেখানে ওদেরকে পুরো জঙ্গল থেকেই বঞ্চিত করতে চাইছিলেন। তারপর আমি মন্তব্যটা করি, যেটা নিয়ে এত বেশি আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ওই মন্তব্যটায় আসা যাক। এটা কি সত্যি, আপনি বলেছেন: 'ইহুদিদের আমরা বনভুমির নির্দিষ্ট একটা অংশ দেব, এবং ফরেস্টাররা এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে বিভিন্ন জীব-জানোয়ার, যেগুলো ইহুদিদের দারুণ পছন্দ করে–প্রকাণ্ড হরিণগুলোর হুক আকৃতির নাক আছে–ইহুদিদের ঘেরা অংশে ঢুকে ওদের সঙ্গে বসবাস করবে।'

ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন আপনি?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, বলেছি, তবে মিটিংটার পুরো পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে ওটাকে...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এখন আমি অন্য একটা আলাপ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি...

'একটা প্রশ্ন নিয়ে এখনও আলোচনা বাকি আছে। দোকানগুলোর বেশিরভাগ পণ্য দোকানদারের সম্পত্তি নয়, বরং অন্যান্য যে-সব ফার্ম সাপ্লাই দিয়েছে, তাদের। এখন এ-সব ফার্ম থেকে দাম পরিশোধ না করা পণ্যের ইনভয়েস পাঠানো হচ্ছে–সেগুলোর সবই যে ইহুদিদের, তা নয়, অনেক দোকানই 'আর্য'দের।

হিলগার্ড: ওগুলোর পাওনাও আমাদের মিটিয়ে দিতে হবে।

গোয়েরিং: 'খুশি হতাম এরকম মূল্যবান জিনিস নষ্ট না করে যদি ২০০ ইহুদি মারতেন।

হেইড্রিক: পঁয়ত্রিশজন মারা গেছে।'

আমি কি ঠিক পড়েছি?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, কথাটা উত্তেজনা আর রাগের মাথায় বলা হয়েছে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: স্বতস্ফূর্তভাবে আন্তরিক, তাই না?

গোয়েরিং: আমি যেমন জানিয়েছি, কথাটা সিরিয়াসলি বলা হয়নি। ঘটনার কারণে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কেননা মূল্যবান জিনিস-পত্র ধ্বংস হয়ে যায়, নানা সংকটে পড়ে মাথাও ঠিক রাখা যাচ্ছিল না। এখন আপনি যদি গত পঁচিশ বছরে আমি যত শব্দ উচ্চারণ করেছি তা টেনে এনে এভাবে খুঁটিয়ে বিচার করতে বসেন...আমি নিজে এরচেয়ে অনেক কঠিন মন্তব্য জানাতে পারি আপনাকে...

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আরেকটু সামনে এগোনো যাক। হেইড্রিক সাজেশন দিচ্ছিলেন, এবং একসময় বললেন:

'একঘরে করার ব্যাপারে, পুলিশী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমি কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই–এও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ-সব পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মনে সাইকোলজিকাল প্রতিক্রিয়া ঘটায়। উদাহরণ হিসেবে, নূরেমবার্গ ল অনুসারে কেউ যদি ইহুদি হয় তাকে নির্দিষ্ট একটা ব্যাজ পরতে হবে। এটা এমন একটা সম্ভাবনা, আরও অনেক কিছুর সূচনা ঘটাবে। বাড়াবাড়ির কোনো বিপদ আমি দেখছি না, এবং এটা বিদেশী ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরও সহজ করতে অবদান রাখবে।

'*গোয়েরিং:* একটা ইউনিফর্ম?

'*হেইড্রিক:* একটা ব্যাজ। এভাবে বিদেশী ইহুদিদের নির্যাতিত হওয়া ঠেকানো যাবে, যারা আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের চেয়ে দেখতে আলাদা নয়।

'*গোয়েরিং:* কিন্তু, মাই ডিয়ার হেইড্রিক, সমস্ত শহরে প্রকাণ্ড আকারের গেটো তৈরি আপনি এড়াতে পারবেন না। ওগুলো তৈরি হতে হবে'...

ওই মিটিঙের শেষদিকে আপনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, তাই না? 'আমি দাবি করি যে গোটা ইহুদি গোষ্ঠীকে, জঘন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে, ১,০০০,০০০,০০০ মার্ক চাঁদা দিতে হবে। কাজ হবে এতে। শুয়োরগুলো দ্বিতীয় খুন করবে না [জার্মান ডিপ্লোম্যাট হত্যাকাণ্ড, যেটাকে দাঙ্গার অজুহাত হিসেবে চালানো হয়] এত তাড়াতাড়ি। ও, হ্যাঁ, কথাটা আমি আবার বলতে চাই যে জার্মানিতে আমি একজন ইহুদি হতে চাইব না।'

গোয়েরিং: হ্যাঁ, এ-সব ঠিক আছে।

*

ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাৎসি স্বৈরশাসকদের বিভিন্ন পদক্ষেপ এই উপলব্ধি থেকে সমর্থন পায় যে এতে করে ব্যবসা, শিল্পকলা এবং রাজনীতিতে তাদের আধিপত্য এবং ভারসাম্যহীন প্রভাব কমে আসবে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিরা জার্মান জনসংখ্যার শতকরা একভাগেরও কম ছিল।

*

জ্যাকসন এবার লুঠ করা আর্ট কালেকশন-এর দিকে নজর দিলেন, যুদ্ধের সময় গোয়েরিং যেগুলো সরিয়ে ফেলেছিলেন। একটা স্পেশাল স্ন্যাচ স্কোয়াড গঠন করা হয়, আইনস্যাটযস্ট্যাব রোজেনবার্গ, জার্মানদের দখল করা দেশগুলোর সাংস্কৃতিক সম্পদ গ্রাস করার জন্য। রোজেনবার্গের একজন অফিসার, ডক্টর বানজেস-এর একটা বিবৃতি আঁকড়ে ধরে গোয়েরিঙকে জ্যাকসন মনে করিয়ে দিলেন প্যারিস মিউজিয়াম ট্যুর করার সময় কী রকম নির্লজ্জ আর লোভী লাগছিল তাঁকে।

www.pathagar.com

ট্রায়ল প্রতিলিপি, ২০ মার্চ ১৯৪৬: 'আর্ট কালেক্টর' গোয়েরিং সম্পর্কে বানজেসের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন জ্যাকসন

বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। রাইখ মার্শাল হের গোয়েরিঙের নির্দেশে যো ডি পমে যাই আমি। ইহুদিদের আর্ট ট্রেজার-এর নতুন শুরু হওয়া প্রদর্শনী দেখতে ১৫০০ ঘণ্টায় জেনারেল হ্যানেসে, হের অ্যাঙ্গেরার এবং হের হোফারকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে পৌঁছুলেন রাইখ মার্শাল...

'তারপর, আমাকে তাঁর গাইড হিসেবে নিয়ে, রাইখ মার্শাল প্রদর্শনীতে রাখা আর্ট ট্রেজার ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং কিছু শিল্পকর্ম বাছাই করলেন ফুয়েরারকে পাঠানোর জন্য, কিছু বাছাই করলেন নিজের কালেকশনে রাখার জন্য।

'এই গোপন আলাপের সময় আমি আবার রাইখ মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম যে ফরাসি সরকারের কাছ থেকে আইনস্যাটযস্ট্যাব রোজেনবার্গের তৎপরতা সম্পর্কে একটা প্রতিবাদ পত্র এসেছে, জার্মানি কর্তৃক স্বীকৃত ল্যান্ড ওঅরফেয়ার-এর ওপর হেগ রুলস-এর রেফারেন্সসহ। এও বললাম যে বাজেয়াপ্ত করা ইহুদি আর্ট ট্রেজার নিয়ে কী করা হবে তার যে ব্যাখ্যা জেনারেল ফন স্টাল্পনাজেল [Stulpnagel] দিয়েছেন, সেটার সঙ্গে রাইখ মার্শালের ধারণা মিলছে না।

'আমার কথা শুনে রাইখ মার্শাল গোটা ব্যাপারটার বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন। সব শোনার পর এই নির্দেশ দিলেন তিনি:

"প্রথম কথা, আপনাকে আমার আদেশ অনুসরণ করতে হবে। আপনি কাজ করবেন সরাসরি আমার আদেশ অনুসারে। যো ডি পমে যে শিল্পকর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো ফুয়েরারের নির্দেশে অনতিবিলম্বে একটা বিশেষ ট্রেনে তুলে সোজা পাঠিয়ে দিতে হবে জার্মানিতে।

"যে শিল্পকর্মগুলো ফুয়েরারের জন্য বাছাই করা হয়েছে এবং যেগুলো রাইখ মার্শাল নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, এই দু'ধরনের কার্গো দুটো আলাদা রেলরোড কারে তুলতে হবে, তারপর কার দুটোকে রাইখ মার্শালের বিশেষ ট্রেনের সঙ্গে জোড়া লাগাতে হবে। তিনি জার্মানির উদ্দেশে রওনা হলে, সেটা আগামী হপ্তার শুরুতেই, ওগুলো তাঁর সঙ্গে বার্লিনে পৌঁছুবে।

"বার্লিনগামী বিশেষ ট্রেনে রাইখ মার্শালের সফরসঙ্গী হচ্ছেন ফিল্ডফুয়েরার ফন বের।"

'আমি যখন বললাম যে জুরিরা হয়তো অন্যরকম মতামত দেবেন, এবং ফ্রান্সে দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক কমান্ডারও বোধহয় প্রতিবাদ করবেন, তখন রাইখ মার্শাল বললেন, ঠিক এই ভাষায়: "ডিয়ার বানজেস, এটা নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না, গোটা রাষ্ট্রে আমিই সবচেয়ে বড় জুরি।'

www.pathagar.com

*

গোয়োরিংকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করাতে জ্যাকসনের ব্যর্থতা প্রধান বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের গোটা মামলাকেই এখন মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দিল। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে প্রধান ব্রিটিশ প্রসিকিউটর, স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে, মামলার নির্দিষ্ট একটা অংশ নিয়ে গোয়েরিঙকে জেরা করবেন–টিমে তাঁর দায়িত্ব প্রসঙ্গে, কাউন্ট টু।

এই স্কটম্যান একজন পোড়খাওয়া কোর্টরুম অ্যাডভোকেট, প্রয়োজনে সাক্ষিকে শুধু আলোচ্য বিষয়ে আটকে রাখার কাজে বিশেষ দক্ষ, এবং মামলা জেতাটাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

গোয়েরিঙের ওপর প্রবল চাপ দিয়ে জেরা শুরু করলেন ফাইফে–গ্রেট এস্কেপ নামে পরিচিত, ১৯৪৪ সালে যুদ্ধবন্দি-কারাগার লুফটভ্যাফা-রান থেকে পালানোর ঘটনা সম্পর্কে কী জানেন, যে ঘটনার পর ধরা পড়া পঞ্চাশজন ব্রিটিশ সার্ভিসম্যানকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়?

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ মার্চ, ১৯৪৬: গোয়েরিং এবং 'দ্য গ্রেট এস্কেপ'–স্যার ম্যাক্সওয়েল ফাইফের আক্রমণ

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আমি প্রথমে আপনাকে স্ট্যাগল্যাগ লুফট থ্রি থেকে পালানো ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স অফিসারদের পালানো সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব। আপনার কি মনে আছে নিজের এভিডেন্স দেওয়ার সময় আপনি বলেছেন, ওই ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু খুব পরিষ্কারভাবে, খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ জানেন আপনি? মনে পড়ে?

গোয়েরিং: না...বলেছি যে আমি নির্ভুল তথ্য পেয়েছি, এ-কথা বলিনি যে আমার কাছে নির্ভুল তথ্য আছে...বিবরণগুলো আমি পাই।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার নিজের বলা বাক্য উদ্ধৃত করছি আমি, ঠিক যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, 'এই ঘটনার পুরোটা আমি জানি, খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু সহ, তবে ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিতে আসে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আরও পরে।' এটা ঠিক কি না, সেদিন এ-কথাই আপনি বলেছিলেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি, সেটা এই যে ঘটনাটা হুবহু আমি জানি, তবে শুনেছি–দুদিন পর।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ট্রাইবুনালকে আপনি জানিয়েছেন যে ওই সময় আপনার ছুটি ছিল–১৯৪৪ সাল, মার্চের শেষ দিক। এটা ঠিক কি না?

গোয়েরিং: হ্যাঁ। যতদূর মনে করতে পারছি, মার্চে ছুটিতে ছিলাম, ইস্টারের কয়েকদিন আগে পর্যন্ত।

www.pathagar.com

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এবং আপনি বলেছিলেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারব'। আমি চাই ট্রাইবুনালকে আপনি আপনার ছুটির তারিখ জানান।

গোয়েরিং: আমি আবার বলছি, এটা গোটা মার্চ মাসকে নিয়েই–আমার পরিষ্কার মনে আছে–এবং প্রমাণের ব্যাপারে, আমি সেই সব মানুষের নাম বলতে পারব যারা আমার সঙ্গে ওই ছুটিতে ছিলেন...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আমি চাই আপনার মুখ থেকে বেরুনো আরও কিছু তারিখ সম্পর্কে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি বলেছেন, 'এই পালানোর ঘটনা এক কি দুদিন পর আমি শুনতে পাই।' আপনি কি বুঝতে পারছেন, সাক্ষি, আমি আপনাকে পালানো সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, গুলি করা সম্পর্কে নয়–আপাতত; এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাই।

গোয়েরিং: আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এর দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাইছেন যে পালানোর ঘটনাটা সত্যি যখন ঘটেছে তার এক কি দুদিন পর আপনি তা জানতে পেরেছেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আমি চাই ট্রাইবুনালকে আপনি আরও একটা তারিখ সম্পর্কে জানান: আপনি বলেছেন ছুটি থেকে ফেরার পর আপনার চিফ অব স্টাফ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কে ছিলেন চিফ অব স্টাফ?

গোয়েরিং: ওই সময় জেনারেল কোর্টেন ছিলেন চিফ অব স্টাফ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনি আমাদেরকে তারিখটা জানাতে পারেন, কবে তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?

গোয়েরিং: না, সেটা আপনাকে আমি নির্ভুল জানাতে পারব না। আমার ধারণা, বিষয়টা নিয়ে আমার চিফ অভ স্টাফের সঙ্গে আমি পরে আলোচনা করি, তাঁকে বলি ঘটনাটা সম্পর্কে এরইমধ্যে অন্যান্য সূত্র থেকে আমি জানতে পেরেছি...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: সেদিনের তারিখ বলতে পারবেন, যেদিন আপনার চিফ অভ স্টাফের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আপনি আলাপ করেন?

গোয়েরিং: স্মৃতি থেকে সঠিক তারিখ আপনাকে আমি বলতে পারব না, তবে সেটা নিশ্চয়ই ইস্টারের কাছাকাছি একটা সময় হবে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: তার মানে সেটা মার্চের শেষদিকে হবে, তাই না?

গোয়েরিং: না। সেটা এপ্রিলের শুরুর দিকেও হতে পারে, এপ্রিলের প্রথম অর্ধেকে...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আগের দিন আপনি বলেছেন যে আপনি যে ছুটিতে ছিলেন তা প্রমাণ করতে পারবেন। আমাকে কি তা হলে এটা বিশ্বাস করতে

www.pathagar.com

হবে, আপনি এটা দেখারও কষ্ট স্বীকার করেননি যে আপনার ছুটির তারিখ কী?

গোয়েরিং: আমি আগেই বলেছি যে আমার ছুটি ছিল মার্চ মাসে। আমি ছুটি শেষে ২৬ কি ২৮ তারিখে ফিরি, নাকি ২৯ মার্চে, সেটা আপনাকে বলতে পারব না। এটার প্রমাণ পেতে হলে আমার সঙ্গে যারা ছুটিতে ছিলেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার, তাঁরা সম্ভবত এই তারিখ সম্পর্কে আরও নিখুঁত হিসেব দিতে পারবেন। আমি শুধু জানি আমি ওখানে মার্চ মাসে ছিলাম।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: সাক্ষি, এটা কি আপনার কাছে পুরোপুরি নিরপেক্ষ বলে মনে হবে আপনার সর্বশেষ তারিখ যদি ২৯ মার্চ ধরা হয়, কাজ চালাবার জন্য?

গোয়েরিং: ব্যাপারটা আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হবে আপনি যদি আমাকে বলেন ওই বছর ইস্টার কখন ছিল, কারণ আমি ঠিক মনে করতে পারছি না...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আমি আপনাকে এখনই ইস্টারের তারিখ জানাতে পারছি না, তবে আমার এ-কথা মনে আছে যে উইটসানটাইড ছিল ২৮ মে, কাজেই তার আগে হয়ে গেছে ইস্টার, এই ৫ এপ্রিলের দিকে। কাজেই আপনার ছুটি শেষ হয়েছিল মার্চের শেষদিকে কোনো একদিন–হয়তো ২৬ বা ২৯ তারিখে, এরকমই হবে, তাই না?

এবার, ওই অফিসারদের গুলি করে মারার ঘটনা। সেটা চলে ২৫ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমার ভেতরে, এটা আপনি জানেন কি না?

গোয়েরিং: তা আমি ঠিক জানি না।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: সেটা আপনি আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন, কারণ এই গুলি করার বিষয়ে একটা অফিশিয়াল রিপোর্ট আছে, এবং আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি নিরপেক্ষ আচরণ করব। এই অফিসারদের মধ্যে ঊনপঞ্চাশজনকে গুলি করে মারা হয় ৬ এপ্রিলে, আমাদের পক্ষে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে, বাকি একজনকে গুলি করা হয় ১৩ এপ্রিলে, কিংবা তারপরে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে মার্চের শেষদিকটা, এবং আমরা ধরে নিতে পারি ২৯ মার্চের মধ্যে ছুটি থেকে ফিরে এসেছেন আপনি।

আমি শুধু চাই ট্রাইবুনালকে আপনি বলুন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ছিল, তাই নয় কি? এটাকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করেন?

গোয়েরিং: খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: জেনারেল মিলচ্–মাফ করবেন– ফিল্ড মার্শাল মিলচ্ বলেছেন এটা এমন একটা ব্যাপার ছিল যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব দরকার হয়, এবং আমার ধারণা আপনি বলেছেন, আপনার জানা ছিল অফিসারদের গুলি করার সিদ্ধান্তটা হিটলারের কাছ থেকেই আসে, তাই না?

গোয়েরিং: প্রশ্নটা পরিষ্কার বোঝা গেল না।

www.pathagar.com

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: অফিসারদের গুলি করে মারা হোক, এটা হিটলারের সিদ্ধান্ত ছিল?

গোয়েরিং: এটা ঠিক, এবং পরে আমি জানতে পারি ওটা ছিল হিটলারের একটা ডিক্রি...

*

যেটা স্বীকার করানো দরকার ছিল তা করিয়ে নিয়ে স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে গোয়েরিংকে ভাবতে দিলেন তাঁর বিপদ কেটে গেছে; এরপর তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, তবে সেগুলোও এর সঙ্গে সম্পর্কিত...

*

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে, এ বিষয়ে সাধারণ প্ল্যান সম্পর্কে আপনার জানা ছিল, যেটাকে আমরা 'অ্যাকশন কুগল' [Aktion Kugel] প্ল্যান হিসেবে এভিডেন্সে পেয়েছি–আপনার জানা ছিল কি না?

গোয়েরিং: না। এই অ্যাকশন সম্পর্কে কিছুই আমি জানতাম না। এ-ব্যাপারে আমাকে কোনো পরামর্শ দেওয়া হয়নি।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: অ্যাকশন কুগল সম্পর্কে কেউ আপনাকে অবগত করেনি?

গোয়েরিং: অ্যাকশন কুগল সম্পর্কে প্রথম আমি শুনি এখানে; এই প্রথম ডকুমেন্টটা দেখি এবং নামটা জানি। লুফটভ্যাফার কোনো অফিসারও এ-বিষয়ে কখনো আমাকে কিছু জানায়নি; এবং আমি বিশ্বাস করি না যে লুফটভ্যাফা ক্যাম্প থেকে একজন অফিসারকেও বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট আমার সামনে পেশ করা হয়নি, কক্ষনো না।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনি জানেন অ্যাকশন কুগল কী ছিল: পলাতক অফিসার এবং নন্-কমিশনড্ অফিসারদের, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাদে, পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে, এবং তারপর পুলিশ তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে মাউথহাউসনে [Mauthausen], ওখানে পৌঁছে তারা যখন ভাববে কারাগারের পোশাক পরানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে, ঠিক তখনই মাপজোকের সরঞ্জামের ভেতর লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে গুলি করা হবে সবাইকে। আপনি জানেন অ্যাকশন কুগল কী, তাই না?

গোয়েরিং: এ-সব আমি এখানে এসে শুনেছি।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ট্রাইবুনালকে কি আপনি এ-কথা বলছেন যে পলাতক যুদ্ধবন্দিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, এবং তাদেরকে মাউথহাউসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ-সব আপনি জানতেন না?

গোয়েরিং: না, আমি জানতাম না। বরং, উল্টো, আমার ক্যাম্প থেকে পালানো বেশ কিছু যুদ্ধবন্দি, যারা পালিয়েছিল, পুলিশ আবার তাদেরকে অ্যারেস্ট করে, এবং

www.pathagar.com

ফিরিয়ে নিয়ে আসে ক্যাম্পে: ওটা ছিল প্রথম কেস, যেখানে এরকম ঘটেনি।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: কিন্তু আপনি কি জানতেন না যে কর্নেল ওয়াল্ডে, আপনার মন্ত্রণালয়ের ইন্সপেক্টরেটে সেকেন্ড কমান্ড হিসেবে, একমাস আগেই, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটা লিখিত নির্দেশ ইস্যু করেছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল পলাতক যুদ্ধবন্দি যাদেরকে লুফটভ্যাফা ধরতে পারবে তাদেরকে নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত পাঠাতে হবে, এবং পলাতক যুদ্ধবন্দি পুলিশ যাদেরকে ধরতে পারবে তাদেরকে পুলিশই আটকে রাখবে, এবং তখন থেকে তারা আর লুফটভ্যাফার নিরাপত্তা পাচ্ছে বলে গণ্য করা যাবে না–এটা আপনি জানতেন না?

গোয়েরিং: না। প্লিজ, কর্নেলকে ডেকে এনে সাক্ষি দিতে বলুন আমাকে কখনো এরকম কোনো রিপোর্ট দিয়েছিলেন কি না, বা আমাকে কোনো চিঠি লিখেছিলেন কি না...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আচ্ছা। তার মানে বলছেন আপনি কখনো শোনেননি...ততদিনে যুদ্ধ শুরুর পর সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেছে...অথচ আপনি কখনো শোনেননি যে পলাতক যুদ্ধবন্দিদের তুলে দিতে হবে পুলিশের হাতে। এটাই কি আপনি ট্রাইবুনালকে বিশ্বাস করতে বলছেন?

গোয়েরিং: এমন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে, যেমন–পলাতক যুদ্ধবন্দি যদি কোনো ক্ষতিকর কাজ বা কোনো অপরাধ করে থাকে, তা হলে তাদেরকে অবশ্যই পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে, আমার বিশ্বাস। কিন্তু আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিতে চাই যে আমি কখনো তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিইনি, কিংবা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠাতে বলিনি, শুধু মাত্র এরকম একটা নগণ্য কারণে যে তারা পালাবার চেষ্টা করেছিল। এবং এ-ধরনের কোনো পদক্ষেপ কখনো নেওয়া হয়েছে বলেও আমি শুনিনি।

*

সেদিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল আদালত, পরদিন সকালে শুরুতেই স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে ফাটল ধরাতে শুরু করলেন গোয়েরিং যেটাকে সত্য এভিডেন্স বলে ঘোষণা করেছেন, সেটিতে। তারপর আবার ফিরে গেলেন আগের গুরুতর বিষয়ে–পালানোর শাস্তি সম্পর্কে কী জানতেন গোয়েরিং।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২১ মার্চ ১৯৪৬: পালানোর শাস্তি সম্পর্কে জানতেন বলে স্বীকার করলেন গোয়েরিং

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: সাক্ষি, আপনার কি মনে আছে কাল রাতে আমাকে বলেছেন যে পলাতক যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে শুধু তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হত যারা ক্ষতিকর কোনো কাজ করত বা কোনো অপরাধ করত?

www.pathagar.com

গোয়েরিং: আমি ওভাবে আমার বক্তব্য রাখিনি। আমি বলেছি পুলিশ যদি যুদ্ধবন্দিকে ধরতে পারে, পালাবার সময় যারা কোনো ক্ষতিকর কিছু বা অপরাধমূলক কিছু করেছে, আমি যতদূর জানি, পুলিশ তাদেরকে আটকে রাখে, ক্যাম্পে ফেরত পাঠায় না। পুলিশ যুদ্ধবন্দিদের কতদিন আটকে রাখত, তাদেরকে ক্যাম্পে ফেরত না পাঠিয়ে, এ-সব আমি এখানকার জেরা আর ব্যাখ্যা থেকে জেনেছি...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ডকুমেন্ট ডি-৫৬৯ দেখবেন আপনি? ওপরদিকে, বাম কোণে তাকাবেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা ডকুমেন্ট, প্রকাশ করেছে ওবারকোমান্ডো দে ভেরমার্খট্?... এবার, বামদিকে নীচের কোণে তাকান, ওখানে দেখানো হয়েছে কাকে বিলি করা হয়েছে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে এই ডকুমেন্ট বিলি করা হয়েছে, তিনি হলেন এয়ার মিনিস্ট্রি এবং এয়ার ফোর্সের কমান্ডার-ইন-চিফ, তারিখটা ছিল ১৯৪১ সালের ২২ নভেম্বর। তার মানে, আপনাকে।

গোয়েরিং: হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটার প্রসঙ্গে আমি এখনই একটা বিবৃতি দিতে চাই, সেটা হলো...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এক মিনিট। আমি চাইছি প্রথমে আপনি এই ডকুমেন্টটাকে স্বীকৃতি দেবেন, তারপর এটার ওপর বিবৃতি দেবেন। আমি আপনাকে বাধা দেব না। প্যারাগ্রাফ ১-এর তৃতীয় বাক্যটা দেখতে বলি আপনাকে। এতে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে বলা হয়েছে, বুঝলেন। তৃতীয় বাক্যতে বলা হয়েছে:

'এই নির্দেশ অনুসারে যদি কোনো পলাতক সোভিয়েত যুদ্ধবন্দি ক্যাম্পে ফিরে আসে, নিকটবর্তী সিক্রেট স্টেট পুলিশ পোস্টে হস্তান্তর করতে হবে তাদেরকে, যে-কোনো পরিস্থিতিতে'... আমি কি বুঝব এই ডকুমেন্ট বলছে যে কেউ যদি পালায় তাকে সিকিউরিটি পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে? আপনি বুঝতে পারছেন এই ডকুমেন্টে বলা হয়েছে কোনো লোক পালালে, ধরার পর তাকে সিক্রেট পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে...

এই নির্দেশ অনুসারে কাজ করেছে আপনার যুদ্ধবন্দি ডিপার্টমেন্ট, আপনার মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেটা, তাই না?

গোয়েরিং: এই ডিপার্টমেন্ট, এ-সব নির্দেশাবলীর জন্য যে কার্যধারা অনুসরণ করা হয় তার প্রেক্ষিতে, গ্রহণ করেছিল অর্ডারটা, তবে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট নয়।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আমার ধারণা, আমি যে প্রশ্নটা করেছি তার উত্তর নিশ্চয়ই 'হ্যাঁ' হবে। এই নির্দেশ অনুসারে কাজ করত যুদ্ধবন্দি ডিপার্টমেন্ট—আপনার মন্ত্রণালয়, তাই না?

www.pathagar.com

গোয়েরিং: আমি হ্যাঁ বলব।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ব্যাপারটা দ্রুত হয়, দেখলেন তো, শুরুতেই আপনি যদি হ্যাঁ বলেন–বুঝতে পারছেন?

গোয়েরিং: না; এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশটা আমি পড়েছি কি পড়িনি তার ওপর, তারপরেই আমি ঠিক করতে পারব আমার নিজের দায়িত্ব।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এখন তা হলে, পালানো...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনাকে দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়নি, প্রশ্ন করা হয়েছে ওটা ধরে যুদ্ধবন্দি ডিপার্টমেন্ট কাজ করত কি না তা নিয়ে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এবার, পালানো সম্পর্কে, যেটা ২৪ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে কোনো এক সময় ঘটেছে। আমি চাই এই তারিখ আপনি মনে রাখবেন। ওই তরুণ অফিসারদের খুন করার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অত্যন্ত দ্রুত নেওয়া হয়েছিল, কারণ প্রথম খুনটা করা হয় ২৬ মার্চে। এর সঙ্গে আপনি একমত পোষণ করছেন? সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুত গ্রহণ করা হয়?

গোয়েরিং: আমি ধরে নিচ্ছি এই নির্দেশ, পরে যেমন আমাকে জানানো হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়, তবে এই ডকুমেন্টের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: না, না, ওই ডকুমেন্ট নিয়ে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন ওই তরুণদের খুন প্রসঙ্গ আলাপ করছি। পালানোর সঙ্গে সঙ্গে, ধারণা করি–ধরো! ধরো! করে মহা হইচই শুরু হয়ে যায়, তাই না?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, তা ঠিক। যখনই কোথাও পালানোর ঘটনা ঘটেছে, এবং এত বিপুল সংখ্যায় বন্দি পালায়, আপনাআপনি গোটা রাইখ জুড়ে একটা হইচই পড়ে যেত, ফলে তাদেরকে আবার ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে উঠেপড়ে লাগতে হত।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: কাজেই এই তরুণদের খুন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য, এবং মহা হইচই বেধে যাওয়ার কারণে, নিশ্চয়ই হিটলারের সঙ্গে একটা মিটিং করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, অন্তত পক্ষে হিমলার কিংবা কালটেনব্রুনারের সঙ্গে, এ-কারণে যে ওই নির্দেশ যাতে কার্যকরী করা হয়, তাই না?

গোয়েরিং: হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি যেমনটি শুনেছি, হিমলারই প্রথম এই পলা নে সম্পর্কে ফুয়েরারকে রিপোর্ট করেন।

স্যার ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এখন, জেনারেল ওয়েস্টঅফ, যিনি বিবাদী কেইটেল-এর প্রিজনার-অভ-ওয়র সেট আপ-এ দায়িত্বে ছিলেন, বলেছেন, 'একদিন, আমার ধারণা দিনটা ছিল ২৬ তারিখ, কেইটেল আমাকে বললেন, "আজ সকালবেলা আরও যুদ্ধবন্দিকে পালাতে দেওয়ার অভিযোগে হিমলারের উপস্থিতিতে গোয়েরিং আমাকে তিরস্কার করেছেন। এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।" '

www.pathagar.com

আপনি কি বলবেন জেনারেল ওয়েস্টঅফ ভুল করছেন?

গোয়েরিং: হ্যাঁ। বাস্তবের সঙ্গে এর মিল নেই। জেনারেল ওয়েস্টঅফ ফিল্ড মার্শাল কেইটেলের একটা বিবৃতির কথা বলছেন। এই ভাষ্যই তো অযৌক্তিক; আমি কেইটেলকে অভিযুক্ত করতে পারি না, কারণ বিষয়টার প্রতি তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না, যেহেতু পাহারা দেওয়াটা ছিল তাঁর দায়িত্ব, আমার নয়।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: বিবাদী কেইটেলের একজন অফিসার, এ-বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একজন জেনারেল ইন্সপেক্টর, জেনারেল রোটিচ [Rottich]। আমি জানি না আপনি তাঁকে চেনেন কি না।

গোয়েরিং: না।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: যাই হোক, জেনারেল ওয়েস্টঅফ, বোধগম্য কারণেই, সবাইকে আশ্বস্ত করার জন্য খুবই অস্থির ছিলেন যে তাঁর সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং জেনারেল রোটিচ সম্পর্কে তিনি এই কথা বলে বেড়াতে লাগলেন, 'তাঁকে এই ব্যাপারটা থেকে পুরোপরি সরিয়ে দেওয়া হয় এই অর্থে যে তাঁর হাত থেকে সমস্ত দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ফুয়েরারের সঙ্গে সকালবেলা ওই কনফারেন্স হয়, বলা উচিত ফুয়েরারের উপস্থিতিতে হিমলার, ফিল্ড মার্শাল কেইটেল আর গোয়েরিঙের মধ্যে কনফারেন্স হলো, যখনই অফিসারদের পালানোর ঘটনা ঘটত ফুয়েরার নিজে এ-সব নিজের হাতে তুলে নিতেন।'

আপনি বলবেন এ-সব সত্যি নয়? এ-ধরনের কোনো কনফারেন্সে আপনি ছিলেন না?

গোয়েরিং: এই কনফারেন্সে আমি উপস্থিত ছিলাম না, উপস্থিত ছিলেন না জেনারেল ওয়েস্টঅফও; তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, একতরফা বক্তব্য দিচ্ছেন, যা বাস্ত ব নয়।

*

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফের প্রশ্নের ধারায় গোয়েরিং নার্ভাস হয়ে পড়লেও, দাবি করে যাচ্ছেন অফিসারদের মেরে ফেলার নির্দেশ সম্পর্কে কিছু জানতেন না তিনি, হিটলার নির্দেশটা জারি করার পর কিছুদিন পর্যন্ত, আর তাই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি। ব্যাপারটা ইঁদুর-বিড়ালের খেলায় পরিণত হলো, স্যার ফাইফে কোর্টরুমে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিলেন এমন সব ডকুমেন্ট পেশ করে, যেগুলো অন্য একটা গল্প বলছে। তার মধ্যে একটা এফিডেভিট ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গ্রোশ [Grosch]-এর। লুফটভ্যাফার প্রধান কারাগার ইন্সপেক্টর তিনি।

'কর্নেল ওয়াল্ডে আমাকে জানালেন...ফুয়েরার এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আবার ধরা পড়ার পর, পলাতক ব্রিটিশ এয়ার ম্যানদের আর লুফটভ্যাফে ফেরত

www.pathagar.com

পাঠাবার দরকার নেই, তার বদলে গুলি করতে হবে...কর্নেল ওয়াল্ডেকে আমি বললাম, এ-ধরনের সূদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত লুফটভ্যাফের হাই কমান্ডকে লিখিতভাবে জানাতে হয় কি না, নাকি রাইখ এয়ার মিনিস্ট্রিকে জানাবার নিয়ম, কিংবা তিনি নিজে লিখিত কিছু দেবেন কি না।

'কর্নেল ওয়াল্ডে আমাকে বোঝালেন, ওকেডব্লিউ-র মুখপাত্র অ্যাসেম্বলিকে জানিয়েছেন যে তাঁরা লিখিত কিছু পাবেন না, এবং এ-বিষয়ে কোনো চিঠিপত্রও চালাচালি হবে না। যারা জানবেন তাদের বৃত্তটা যতটা সম্ভব ছোট রাখতে হবে।

'আমি তখন কর্নেল ওয়াল্ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, ওকেডব্লিউ-র মুখপাত্র কি এরকম কিছু বলেছেন যা শুনে মনে হয়েছে রাইখ মার্শাল বা হাই কমান্ডকে এই ব্যাপারটা অবহিত করা হয়েছে? কর্নেল ওয়াল্ডে আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ওকেডব্লিউ-র মুখপাত্র তাঁদেরকে বলেছেন যে রাইখ মার্শালকে অবহিত করা হয়েছে।'

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে [সাক্ষির দিকে ঘুরে] : বুঝতেই পারছেন, আমি আপনাকে বিবেচনা করতে বলছি যে এই ব্যাপারটা শুধু ওকেডব্লিউ জানত না, শুধু গেস্টাপো আর ক্রিপো জানত না, জানা ছিল যিনি আপনার নিজের ডাইরেক্টর অভ অপারেশন ছিলেন, জেনারেল ফস্টার, তাঁরও–তিনি জেনারেল গ্রোশকে বলেছেন ফিল্ড মার্শাল মিলচ্‌কে অবহিত করা হয়েছে। আমি আপনাকে এখন বিবেচনা করতে বলছি, এটা সম্পূর্ণ অসত্য যে এই পরিস্থিতিতে এ-ব্যাপারে আপনি কিছু জানতেন না...

গোয়েরিং: গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো–এবং এটা আমি ধরে রাখতে চাই–ফুয়েরার যখন এই কমান্ড দেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। তারপর যখন আমার কানে ব্যাপারটা এল, আমি এর তীব্র বিরোধিতা করি। কিন্তু যখন আমি শুনেছি, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পরে অল্প কয়েকজনকে গুলি করা হয়, ওই সময় তা জানাও ছিল না, জানা ছিল না ঘটনার সঠিক সময়ও। বেশিরভাগকে আগেই গুলি করা হয়...আমি ব্যক্তিগতভাবে ফুয়েরারকে বারবার বলেছি, পালানোটা এই অফিসারদের কর্তব্য, একটা ডিউটি। যুদ্ধ শেষে ফেরার পর এ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হবে তাদেরকে–যেটা কি না, আমি যতটুকু মনে করতে পারি, তিনবার চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে, ইংলিশ আইন মোতাবেক...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার দেওয়া এভিডেন্স অনুসারে দেখা যাক। হিমলারের কাছে গেছেন আপনি, জানতে চেয়েছেন তিনি অর্ডারটা পেয়েছেন কি না, এবং তারপর আপনি বলেছেন, 'আমি তাঁকে বললাম, আমার ব্রাঞ্চে অসম্ভব উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, কারণ এ-ধরনের পদক্ষেপ আমাদের বোধগম্য নয়, এবং তিনি যদি কোনো নির্দেশ পেয়ে থাকেন তা হলে দয়া করে সেটা পালন করার আগেই

www.pathagar.com

আমাকে জানান, এ-ধরনের নির্দেশে কাজ শুরু হওয়ার আগেই আমার যাতে তাতে বাধা দেওয়ার সুযোগ থাকে, যদি সম্ভব হয়'...এবং তারপর আপনি বলেছেন–'ফুয়েরারের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং তিনি নিশ্চিত করেছেন নির্দেশটা তিনি দিয়েছেন, কেন দিয়েছেন তাও বলেছেন।'

তখনও, এভিডেন্স অনুসারে, জার্মানিতে যথেষ্ট প্রভাব আপনার, আপনারই মতে হিমলারকে আপনি বাধা দিতে পারেন এ-ধরনের একটা নির্দেশ ইস্যু করতে বা কার্যকরী করতে–আমি দুঃখিত যে ইস্যু বলেছি–কার্যকরী করতে।

গোয়েরিং: আপনি আমার বিবৃতির সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করছেন। হিমলারকে আমি সোজা ভাষায় বলেছি যে এই ব্যাপারটা কার্যকরী করার আগে আমাকে টেলিফোন করাটা আপনার দায়িত্ব ছিল, আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া, এমন কি আমার প্রভাব কমে আসার এই সময়েও, ফুয়েরারকে তা হলে বাধা দিয়ে বলতে পারতাম যে এই ডিক্রি তিনি যেন বাতিল করেন। এ-কথা বলতে চাইছি না যে কাজটায় আমি সম্পূর্ণ সফল হতাম, কিন্তু লুফটভ্যাফের চিফ হিসেবে হিমলারের কাছে এটা পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয় যে তাঁর কর্তব্য ছিল সবচেয়ে আগে আমাকে টেলিফোন করা, কারণ আমারই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকার কথা এই ব্যাপারটায়।

আমার অনুভূতির কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ফুয়েরারকে জানাই আমি, এবং তাঁর উত্তর থেকে বুঝতে পারি, এমন কি আমি যদি ব্যাপারটা আগেভাগে জানতামও, এই ডিক্রি রদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে প্রক্রিয়ার দুটো আলাদা ধরন রয়েছে। নির্দেশটা লুফটভ্যাফকে দেওয়া হয়নি, এবং যারা নিহত হয়েছে তাদেরকে লুফটভ্যাফের সদস্যরা গুলি করেনি, গুলি করেছে পুলিশ।

ফুয়েরার যদি আমাকে বলতেন, 'যে ডিক্রি পুলিশকে দিয়েছি সেটা আমি বহাল রাখব,' আমি তা হলে পুলিশকে হুকুম দিতে পারতাম না যে তোমরা ফুয়েরারের ডিক্রি পালন করো না। শুধু যদি এই ডিক্রি আমার লোকেরা কার্যকরী করত, তা হলে আমার পক্ষে হয়তো ডিক্রিটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত, সেক্ষেত্রে এই পয়েন্টটার ওপর জোর দিতে পারতাম আমি।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এটা হয়তো আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যে ফুয়েরারের সঙ্গে আলাপ করে আপনি কোনো সুবিধে করতে পারতেন না, তবে আমি এখন আপনাকে বিবেচনা করতে বলি যে এতগুলো কর্মকর্তা যখন–যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি–ব্যাপারটা জানতেন, আপনি যখন ব্যাপারাটা জানতেন, অথচ তরুণ অফিসারদের গুলি খাওয়া ঠেকানোর জন্য কিছুই আপনি করলেন না, বরং এরকম একটা অতি জঘন্য, ঘৃণ্য সিরিজ খুনের ঘটনা ঘটাতে সহায়তা করলেন আপনি।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: স্যার ডেভিড, প্রসঙ্গটা আপনি ছেড়ে যাচ্ছেন?...সম্ভবত

www.pathagar.com

ওটার কথা বলবেন, ৭৩১-এর দ্বিতীয় প্যারায় যা রয়েছে?...এতে দেখা যাচ্ছে, বোধহয় ২৫ মার্চের শুরুর দিকে কোনো একসময় বিষয়টা রাইখ মার্শালের অ্যাডজুট্যান্ট অফিসকে জানানো হয়–দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা শুরু হয়েছে এভাবে–'৩০ থেকে ৪০ জন বন্দির পলায়ন'...

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: হ্যাঁ। '৩০ থেকে ৪০ জন বন্দির পলায়ন–সংখ্যাটা নিশ্চিত হতে হলে রোল কল করতে হবে–২৫ মার্চের শুরুর দিকে, শনিবার ভোরবেলা, সেইগান ক্যাম্প থেকে টেলিফোনে রিপোর্ট করা হয় ইন্সপেক্টরেট-এ, এবং এই অফিস থেকে একই ভাবে সময়মতো সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের অফিসে, গণপলায়নের ঘটনা ঘটলে যাদেরকে রিপোর্ট করার নিয়ম। অফিসগুলো হলো: ১) রাইখ মার্শালের অ্যাডজুট্যান্ট অফিস; ২) ওকেডব্লিউ, এ-সব যুদ্ধবন্দিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টরদের অফিস; ৩) যুদ্ধবন্দিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিস; ৪) ডিরেক্টর অভ অপারেশনস, এয়ার মিনিস্ট্রি।'

আমি খুবই বাধিত। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পালানোর ঘটনাটা যে তাঁর অ্যাডজুট্যান্ট অফিসকে অবহিত করা হয়েছিল, কাল বিকেলে সাক্ষি এটা স্বীকার করেননি।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: হ্যাঁ।

*

গুলিবর্ষণের সময় ছুটিতে ছিলেন, এবং হিটলারের নির্দেশ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, এই সন্দেহজনক দাবি থেকে গোয়েরিঙকে কৌশলে সরিয়ে এনেছেন ম্যাক্সওয়েল ফাইফে। গোয়েরিং এখন স্বীকার করছেন যে হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার আগে থেকেই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতেন তিনি, তবে উপলব্ধি করেছিলেন বিষয়টা নিয়ে ফুয়েরারের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটা হবে স্রেফ বোকামি, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ম্যাক্সওয়েল ফাইফের ক্রস-এগজামিনেশন অত্যন্ত কার্যকর বলে বিপুল প্রশংসা লাভ করল ঠিকই, কিন্তু জার্নালিস্টরা লিখেছেন যে তাতে গোয়েরিঙকে টলমল করতে দেখা গেলেও, তাঁর কাছ থেকে তিনি কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেননি।

তারপরও বলতে হবে ম্যাক্সওয়েল ফাইফে অবশ্যই গোয়েরিঙকে টলিয়ে দিয়েছেন, একজন ব্যারিস্টারের দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন অ্যাকশন কুগল ডকুমেন্টের মতো প্রায় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নেও গোয়েরিঙের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

ওই পলিসি সাধারণত ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দিদের নয়, সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিদের বেলায় প্রয়োগ করার কথা, এবং সেটা হয়তো গোয়েরিং নাও পড়ে থাকতে পারেন। আসলে, এরকমও হতে পারে, গোয়েরিং যেমন বলে এসেছেন, পলাতকদের গুলি

www.pathagar.com

করার ব্যাপারে হিটলারের সিদ্ধান্ত বদলানো তাঁর পক্ষে সত্যি সম্ভব ছিল না। সবদিক বিবেচনা করে, তিনি আর তাঁর অফিসাররা, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকেন।

এবং এই ট্রায়ালের মানদণ্ড অনুসারে কিছু করতে না পারার এই ব্যর্থতা তাঁকে হত্যাকাণ্ডে সহায়তাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

*

নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে, ম্যাক্সওয়েল ফাইফে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এমন একটা বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন, যেটাকে প্রান্তিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল। ব্রিটিশ কেসের মূল আক্রমণে ফিরে এসে–আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি এবং যুদ্ধ বাধানোতে গোয়েরিঙের ভূমিকা–ম্যাক্সওয়েল ফাইফে দেখালেন সামনে টেনে আনার মতো প্রচুর বিষয়বস্তু জমা আছে তাঁর কাছে। এখানে তিনি তুলে ধরেছেন আক্রান্ত হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে জার্মানির প্রতিবেশীদেরকে দেওয়া হিটলারের বন্ধুসুলভ আশ্বাস।এমন প্রহসন খুব কমই দেখা যায়।

<u>ট্রায়ার প্রতিলিপি, ২১ মার্চ ১৯৪৬: জার্মানির প্রতিবেশীদের দেওয়া হিটলারের মিথ্যে আশ্বাস</u>

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এবং ৬ অক্টোবর, ১৯৩৯, তিনি [হিটলার] আবারও আশ্বাস দেন, এবং ৭ অক্টোবর, ওই শেষবার আশ্বস্ত করার পরদিন, অর্ডারটা, ডকুমেন্ট নম্বর ২৩২৯-পিএস, এগজিবিট জিবি-১০৫, ইস্যু করা হয়। 'কালবিলম্ব না করে ডাচ আর বেলজিয়ামের মাটিতে হামলা করার জন্য বিশেষ নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুতি নেবে আর্মি গ্রুপ বি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি সেরকম দাবি করে।'

এবং ৯ অক্টোবর, হিটলারের কাছ থেকে একটা নির্দেশনা আসে: 'ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট-এর উত্তর ঘেঁষা এলাকায় আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, পার হতে হবে লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম আর হল্যান্ডের এলাকা। এই হামলা চালাতে হবে যত দ্রুত এবং যত প্রচণ্ড শক্তিতে সম্ভব।'

এ-সব থেকে কি এটা বেশ পরিষ্কার নয় যে শুরু থেকেই আপনি জানতেন, ২২ অগাস্টে হিটলার যেমনটি বলেছেন যে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স তিনটে দেশ, যেমন নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম আর লাক্সেমবার্গের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করবেন না, কিন্তু আপনারা তা লঙ্ঘন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন রণকৌশলের দিক থেকে যখনই নিজেদের সুবিধে হয়। এই ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার না?

গোয়েরিং: পুরোপুরি নয়। শুধু যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ওটাকে প্রয়োজনের পর্যায়ে নিয়ে যেত। এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স কর্তৃক হল্যান্ড আর বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা পেনিট্রেট করার ঘটনা ঘটে গেছে, অক্টোবরের পর থেকে।

www.pathagar.com

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনি বললেন পুরোপুরি নয়। আমার সঙ্গে বোধহয় এই পর্যন্ত একমত হওয়ার প্রস্তুতি আছে আপনার।

এবার আমি আপনাকে খুব সংক্ষেপে আবার যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আপনার মনে আছে নিজের এভিডেন্সে আমাদেরকে আপনি বিশেষভাবে বলেছেন যে যুদ্ধের আগে জার্মানির সঙ্গে সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক ছিল যুগোশ্লাভ জনগণের, এবং তাতে আপনার নিজেরও অবদান ছিল। ব্যাপারটা আমি খুব সংক্ষেপে তুলছি।

গোয়েরিং: হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: এবং এই কথা আর ভাব আরও জোরালভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯৩৯ সালের পয়লা জুনে, স্বয়ং হিটলারের একটা ভাষণে, যে ভাষণ তিনি দিয়েছেন যুগোশ্লাভিয়ার রাজপ্রতিভূ প্রিন্স পল-এর সঙ্গে ডিনারে বসে।

গোয়েরিং: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: বেশ, এই ঘটনার ৮০দিন পর, ১২ অগাস্ট ১৯৩৯, বিবাদী রুবেনট্রপ, হিটলার আর ইটালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়ানো একটা মিটিং করেছেন, এবং আপনার জন্য আমাকে স্মরণ করতে দিন হিটলার ওই মিটিঙে কাউন্ট সিয়ানোকে কী বলেছিলেন...এটা অফিশিয়াল রিপোর্ট:

'মোদ্দা কথায়, সবচেয়ে ভাল যেটা ঘটতে পারে, একের পর এক অনিশ্চিত নিরপেক্ষদের অস্তিত্ব বিলোপ করা।

'ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যাবে অনিশ্চিত নিরপেক্ষদের নিয়ে কিছু করার সময় অক্ষশক্তির এক পার্টনার যদি অন্য পার্টনারকে কাভার দেয়। ইটালি অনায়াসেই যুগোশ্লাভিয়াকে এ-ধরনের অনিশ্চিত নিরপেক্ষ বলে মনে করতে পারে।'

এটার সঙ্গে আপনার এবং প্রিন্স পলের উদ্দেশে দেওয়া হিটলারের বিবৃতির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানে আপনারা বলেছেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি আপনাদের শুভ কামনা ছিল। সঙ্গতি আছে কি?

গোয়েরিং: ওটা আরেকবার আমাকে খুব সাবধানে পড়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে কোন প্রসঙ্গে বিবৃতিটা দেওয়া হয়েছিল। এখন যেভাবে পরিবেশিত হলো, তা থেকে মনে হচ্ছে যে না, সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনি জানেন আমি আপনাকে প্রয়োজন ছাড়া কোনোভাবেই বাধা দিতে চাই না, কিন্তু ট্রায়াল চলার সময় ওই ডকুমেন্টটা অন্তত দুবার পড়া হয়ে গেছে, এবং আপনি হয়তো নতুন কোনো বিষয় বিবেচনা করবেন। তবে আপনি একমত হবেন ব্যাপারটা বন্ধুসুলভ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, ছিল কি?

গোয়েরিং: আগে যেমন বলেছি, ওটার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

www.pathagar.com

'নিজ সামরিক কর্তাদের সঙ্গে একটা কনফারেন্সে, ১৯৩৯ সালের ২৩ নভেম্বরে, হিটলার বলেছিলেন: 'যতটা সম্ভব দ্রুত এবং সবচেয়ে সুবিধেজনক সময়ে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড আক্রমণ করব আমি। বেলজিয়াম আর হল্যান্ডের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করা কোনো ব্যাপার না। আমরা যখন জিতব, কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না...আমরা যদি নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন না করি, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স করবে। আক্রমণ ছাড়া বিজয়ী হিসেবে যুদ্ধ শেষ করা যাবে না।'

কোনো সন্দেহ নেই যে নাৎসিদের উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রসারণমূলক, প্রতিরোধমূলক নয়, এবং সাফল্য তাদেরকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নাৎসিদের পরবর্তী বিজয়গুলোর সুযোগসন্ধানী প্রবণতা গোয়েরিঙের দাবির অসারতাই প্রমাণ করে–ইউরোপে যুদ্ধ বাধাবার যে- কোনো সাবেক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে খুব বড় করে দেখেছে প্রসিকিউশন।

*

এবার গোয়েরিঙকে রাশিয়ানদের জেরা করার পালা। আদালতে উপস্থিত ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট আর কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈরি ভাব স্পষ্টই চিহ্নিত করা যাচ্ছিল। এ সময় কাঠগড়ায় দাঁড়ানো গোয়েরিং নাৎসি তৎপরতার পক্ষে বক্তব্য রাখার একটা সুযোগ দেখতে পেলেন, তাদের দ্বারা মানুষের যে অবর্ণনীয় ভোগান্তি হয়েছে সে-ব্যাপারে বেশিরভাগ সময় অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না, যেটা খেপিয়ে তুলল রুশদের।

তা সত্ত্বেও, ঘটনার বিবরণ সঠিক রাখার ব্যাপারে গোয়েরিঙের ইচ্ছে প্রমাণ করে তিনি সব সময় নিজের সাবেক সহকর্মীদের বড় করে দেখাতে চাইছেন না, এমন কি হিটলারকেও নয়।

আদালতকে গোয়েরিং বললেন যে ফুয়েরারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত শুরুর দিকে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, এবং এ-ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সতর্কও ছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন সোভিয়েত কোনো এলাকা দখল এবং সে-সব দখল করা এলাকার প্রশাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে হবে ধাপে ধাপে, হঠাৎ করে নয়।

সোভিয়েত প্রসিকিউটর রুডেঙ্কো যখন কর্কশ ভাষায় এবং আনাড়ী ভঙ্গিতে গোয়েরিঙের শাস্তিযোগ্যতা সম্পর্কে জোরাল বক্তব্য রাখছেন, তাঁর প্রতিপক্ষ তখন নিজের ঘৃণা গোপন রাখার খুব সামান্য চেষ্টাই করলেন।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২১ মার্চ ১৯৪৬: 'গুলি করে ভালুক মারা'–আক্রমণ সম্পর্কে গোয়েরিঙকে জেরা করলেন রুডেঙ্কো

জেনারেল রুডেঙ্কো: ...যাই হোক, আপনি এইমাত্র যে প্রতিবাদ জানালেন তার মানে এই নয় যে আপনি ক্রিমিয়া অধিকারে বা অন্য কোনো এলাকা অধিকারে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কথাটা কি ঠিক নয়?

গোয়েরিং: আপনি যদি জার্মান ভাষায় কথা বলতেন, তা হলে, যে বাক্যটা বলা হয়েছে, 'প্রতিবাদ জানিয়ে, রাইখ মার্শাল গুরুত্ব দেন...' তাতে যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তাই আপনি বুঝতে পারতেন। অন্য ভাষায়, আমি এখানে বলিনি, 'আমি ক্রিমিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি,' কিংবা, 'আমি প্রতিবাদ করি বাল্টিক স্টেটস অধিকারের বিরুদ্ধে।' আমার তা করার কোনো কারণ ছিল না। আমরা যদি বিজয়ী হতাম, তা হলে শান্তিচুক্তি সই করার পর ঠিক করতাম একটা রাষ্ট্রের কতটুকু অধিকারে রাখলে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ওই সময় আমরা যুদ্ধ শেষ করিনি, তখনও যুদ্ধে আমরা জিতিনি, কাজেই ব্যক্তিগতভাবে আমি বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত রাখি নিজেকে।

জেনারেল রুডেঙ্কো: বুঝতে পারছি। সেক্ষেত্রে এ-সব এলাকা অধিকার করার ব্যাপারটাকে পরবর্তী কোনো এক সময়ের কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন আপনি। নিজেই যেমন বলেছেন, যুদ্ধে জেতার পর এই প্রদেশগুলো আপনারা দখল করতেন, তারপর জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতেন। নীতিগতভাবে আপনি প্রতিবাদ করেননি।

গোয়েরিং: নীতিগতভাবে নয়। একজন প্রবীণ শিকারি হিসেবে আমি আসলে এই নীতিতে বিশ্বাসী–ভালুকটাকে গুলি না করে তার চামড়া ভাগ করব না।

জেনারেল রুডেঙ্কো: বুঝতে পারছি। এবং ভালুকের চামড়া তখনই ভাগ করা উচিত, এলাকাগুলো যখন পুরোপুরি দখলে এসে যাবে, ঠিক কি না?

গোয়েরিং: চামড়া নিয়ে কি করা হবে তার পাকা সিদ্ধান্ত আসবে ভালুকটাকে গুলি করার পর।

জেনারেল রুডেঙ্কো: সৌভাগ্যই বলতে হবে যে সেটা ঘটেনি।

গোয়েরিং: সৌভাগ্য আপনাদের।

*

বাদীপক্ষের আইনজীবীরা হয়তো তাঁদের কেস ব্যবস্থাপনার অভাবে দুর্বল করে ফেলছেন, কিন্তু ওদিকে বিবাদীপক্ষের উকিলদেরও, সবাই তাঁদের জার্মান, নানান প্রতিবন্ধকতার ভেতর কাজ করতে হচ্ছিল। তাঁদের কাছে বাদীপক্ষের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠল মিশ্র আইন দিয়ে তৈরি সিস্টেমটাকে আয়ত্তে আনা, যে সিস্টেমে মামলার কাজ চালানো হচ্ছিল, বিশেষ করে সাক্ষিকে জেরা করার বৈরি ধরন–যেটার প্রবণতা

www.pathagar.com

হলো সত্য কী তা জানার চেষ্টা না করে যা কিছু বলা হবে সেটার বিরোধিতা করা। মক্কেলদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সীমিত সময় দেওয়া হচ্ছে তাঁদের, একহাতে ডকুমেন্টের স্তূপ সামলাতে হয় [অনেকগুলোই আসে বিকেলের দিকে], বাদীপক্ষকে নোটিশ দিয়ে অগ্রিম জানিয়ে রাখতে হয় কী এভিডেন্স তাঁরা চাইবেন ইত্যাদি।

আরও সমস্যা হলো, আইনজীবীরা একজোট হয়ে বাদীপক্ষের মুখোমুখি হতে পারছেন না, কারণ তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো মক্কেল বেকসুর খালাস পাবেন কি পাবেন না তা প্রায়ই নির্ভর করে তাদের কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব সহ-বিবাদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ওপর।

সবচেয়ে বড় কথা, ডিফেন্স টিমের হাত-পা এই অর্থে বাঁধা যে ট্রায়ালের আইনকানুন বিজয়ী রাষ্ট্রগুলো তৈরি করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো এভিডেন্সই দিতে পারবে না, এরকম সোভিয়েত দাবি কিছু বিচারক ভেটো দিয়ে বাতিল করলেও, বিবাদীর হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকল সত্য তুলে ধরার অনুমতি জার্মান অ্যাডভোকেটরা যাতে না পান সে-ব্যাপারে তাঁরা এতটুকু ছাড় দিতে রাজি হননি। গোয়েরিংকে জেরা করা হচ্ছে, এ সময় তাঁর ব্যারিস্টার সোভিয়েত আপত্তির মুখে ট্রাইবুনালকে বিষয়টা জানালেন।

<u>ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২২ মার্চ ১৯৪৬: গোয়েরিঙের আইনজীবী মিত্রপক্ষের যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে এভিডেন্স দাখিল করতে চাইলে আদালত তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন।</u>

ডক্টর স্টামের: জার্মান ভেয়ারমাখট যুদ্ধে যোগ দেয় আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রতি যথাবিহিত শ্রদ্ধা রেখেই। বড় মাত্রার কোনো বাড়াবাড়ি জার্মান সৈন্যরা করেছে বলে শোনা যায়নি। ব্যক্তিবিশেষের অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তবে, শত্রুতা শুরু হওয়ার পরপরই জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে করা নানা ধরনের ক্রাইমের বর্ণনা আর রিপোর্ট আসতে থাকে। এ-সব রিপোর্ট সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত করা হয়েছে।

তদন্তের ফলাফল জার্মান পররাষ্ট্র অফিস রেকর্ড করেছে তাদের শ্বেতপত্রে, যা কি না যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জেনেভায়। এভাবে শ্বেতপত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেটার মূল বিষয়বস্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনকানুন অমান্য এবং মানবিকতার বিরুদ্ধে রাশিয়ান সৈন্যদের করা অপরাধ।

জেনারেল রুডেঙ্কো: ইওর অনার্স, গোয়েরিঙের ডিফেন্স কাউন্সল মিস্টার স্টামের ট্রাইবুনালের সামনে তথাকথিত শ্বেতপত্র থেকে গ্রহণ করা রেকর্ড দাখিল তথা পাঠ করতে চাইছেন, যে শ্বেতপত্র ১৯৪১ সালে হিটলার সরকার প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছিল–বিষয় ছিল জার্মান যুদ্ধবন্দিদের বিরুদ্ধে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয় আইনের এমন কিছু লঙ্ঘন। আমার বিবেচনায় এ-সব রেকর্ডের উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করা কারণে দাখিল এবং পাঠ করা যায় না:

এই আদালতে এভিডেন্স হিসেবে দাখিল করা যাবে শুধু এই মামলার ফ্যাক্টস; এই আদালতে দাখিল করা যাবে সেই সব ডকুমেন্ট যাতে শুধু প্রধান জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের কথা স্থান পেয়েছে।

শ্বেতপত্র হলো আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত বানানো তথ্যের একটা সিরিজ ডকুমেন্ট, যেগুলো ফ্যাসিস্ট জার্মান নয়, অন্যান্য রাষ্ট্র তৈরি করেছে। কাজেই শ্বেতপত্রে যে-সব তথ্য আছে তা এই মামলার এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

এই উপসংহার আরও বেশি ন্যায্য হয়ে ওঠে এ-কারণে যে শ্বেতপত্রটা এমন একটা প্রকাশনা যেটা ফ্যাসিস্ট অপপ্রচারে অবদান রেখেছে, এবং যাতে বানোয়াট আর জাল ডকুমেন্টের সাহায্যে অপরাধকে আড়াল কিংবা যৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, যে-সব অপরাধের জন্য দায়ী ওই ফ্যাসিস্টরাই।

কাজেই ট্রাইবুনালকে আমি তথাকথিত শ্বেতপত্র থেকে তুলে আনা ও-সব উদ্ধৃতি গ্রহণ করতে এবং পড়ার অনুমতি না দিতে অনুরোধ করছি।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: কোন থিওরিতে এই এভিডেন্স দাখিল করা উচিত বলে আপনি মনে করেন, ডক্টর স্টামের?

ডক্টর স্টামের: প্রশ্নটা বারবার আলোচিত হয়েছে এই ট্রায়াল চলাকালে শ্বেতপত্র দাখিল করা সম্ভব বা অনুমোদনযোগ্য কি না। এই শ্বেতপত্রকে এভিডেন্স বলার অনুমতি পাব কি না তা নিয়েও তর্ক করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি, এটাকে আপাতত এভিডেন্স বলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে...

তখনই আমি উল্লেখ করেছিলাম যে জার্মান যুদ্ধবন্দিদের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধ করা হয়েছে সেগুলো এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তাতে করে জার্মানির গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলো বুঝতে সুবিধে হবে।

এ-সব অপরাধ যারা করেছে, কিংবা যারা করার হুকুম দিয়েছে, তাদের অন্ত র্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল তা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে ওগুলো করার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কী ছিল, কেন তারা এমন কাজ করল। উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, আমি মনে করি, এই ডকুমেন্টের রেফারেন্স খুবই দরকার।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?

ডক্টর স্টামের: হ্যাঁ।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: এখানে আমরা প্রধান প্রধান যুদ্ধবন্দিদের বিচার করতে বসেছি, কোনো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদাতা শক্তির বিচার করতে বসিনি। কাজেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদাতা কারও বিরুদ্ধে এভিডেন্স উপস্থাপন করতে চাইলে তা আপনাকে কোনো আইনের মাধ্যমে করতে হবে।

www.pathagar.com

ডক্টর স্টামের: উপস্থাপন, আমাকে যদি পুনরাবৃত্তির অনুমতি দেওয়া হয়, এইসব কারণে করা হয়েছে: এখানে বিবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁরা তাঁদের নেতৃবৃন্দের অধীনে বিদেশি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে এমন সব অপরাধ করেছেন যেগুলো জেনেভা কনভেনশনের বরখেলাপ।

আমরা সবিনয়ে বলেছি জার্মানির দিক থেকে যদি কোনো কর্কশ আচরণ বা কোনো রকম বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে, তার কারণ ছিল এই একই ধরনের কর্কশ আচরণ আর বাড়াবাড়ি প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়েছে, এবং তাই এ-সব অপরাধের বিচার অন্যভাবে করতে হবে–অপরাধগুলো নিরীহ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করা হলে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হত, বর্তমান পরিস্থিতিতে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখলে চলবে না।

যাই হোক, এ-সব বাস্তব তথ্যভিত্তিক বর্ণনা মোটিভ অনুধাবনে সহায়ক হবে বলে...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি আমাদেরকে এমন একটা ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে বলছেন, যেটা জার্মান সরকারের ডকুমেন্ট।

এখন, চার্টার-এর অধীনে আমরা ডকুমেন্ট গ্রহণ করতে বাধ্য, সেগুলো সরকারি ডকুমেন্ট হতে পারে, হতে পারে জাতিসংঘের রিপোর্ট, কিন্তু এ-কথা কোথাও বলা হয়নি জার্মান সরকারের ইস্যু করা ডকুমেন্ট আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য বা গ্রহণ করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। আমরা বলতে পারব না ওই সব ডকুমেন্টে যে-সব ফ্যাক্টস আছে তা সত্য নাকি বানোয়াট...

প্রশ্ন হলো, জার্মানির প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে বসে কীভাবে আপনি গ্রেট ব্রিটেন, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অথবা সোভিয়েত রাশিয়া, বা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এভিডেন্স ব্যাখ্যা করবেন? আপনি যদি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদাতা ওই চার শক্তির বিরুদ্ধে মামলা চালাতে চান, আর সব কিছু বাদ দিলেও, এই ট্রায়ালের শেষ বলে কিছু থাকবে না।

এবং ওই চার শক্তির সঙ্গে জার্মানির প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের অপকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, যদি না প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি অবলম্বন করা হয়, যে নীতিকে এখানে ন্যায্যতা দেওয়া যায় না। আর তাই ট্রাইবুনাল ওই ডকুমেন্টগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করে।

*

নূরেমবার্গের জীবন বদ্ধ জায়গায় আটকে থাকার আতঙ্ক ছড়াতে পারত। মনোরঞ্জনের সুযোগ পাওয়া ছিল নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার। একসময় নাৎসিদের পার্টি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় যে গ্র্যান্ড হোটেলকে করা হত গেস্ট হাউস, সেটাকে ঘিরে নাইটলাইফ জমাবার চেষ্টা করা হলেও, তার চরিত্র ছিল বুনো ধাঁচের। কোর্টরুমের আতঙ্ক আর একঘেয়েমি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য শুধু ছিল মদ।

www.pathagar.com

অবস্থাটা এমন ছিল যে ট্রায়ালের একজন করণিক রন চ্যাপম্যান, যিনি শহরের ঠিক বাইরে থাকতেন, নিজের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।

রন চ্যাপম্যানঃ গ্র্যান্ড হোটেলে এক সন্ধ্যা

জানড্রফ-এ থাকার সময় প্রায়ই আমরা সন্ধেটা কাটাবার জন্য একটা ট্রাক নিয়ে নূরেমবার্গে চলে যেতাম। তো এক রাতে আমি আর আমার এক বন্ধু রওনা হয়েছি।

আমরা একটা আইস-স্কেটিং চত্বরে পৌঁছালাম, আনন্দ-ফূর্তি যা করার ওখানে করেই কাটিয়ে দিলাম সময়টা। ড্রাইভারের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে তার ট্রাকে আমাদেরকে তুলে নেবে সে।

শুনতে পাই গ্র্যান্ড হোটেল এখন নাকি জিভে-জল-আসার একটা ঠিকানায় পরিণত হয়েছে, তবে ঠিকানাটা ব্যবহার করে শুধুমাত্র মিত্রপক্ষের পদস্থ কিছু সামরিক কর্মকর্তা, যাদের অনেকেই ট্রায়ালে কাজ করছেন।

ওখানে, হোটেলের সামনে, রাত দশটায় ড্রাইভারের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার কথা। তখন তুষার পড়ছিল, রাতটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। হোটেলের সামনে পৌঁছে দেখি সে তখনও আসেনি। কাজেই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আমরা।

দু'জন আমেরিকান সব সময় ওখানে পাহারায় থাকে। ওরা মিলিটারি পুলিশ, কনুইয়ের ওপর আর্মব্যান্ড আছে, হোটেলের দিকে কাউকে এগোতে দেখলেই থামিয়ে জেরা করে।

ওই আমেরিকান দু'জন আমাদেরকে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখে বলল, 'তোমার এখানে এসে দাঁড়াতে পারো।' কাজেই আমরা দু'জন কাচের দরজার ভেতর ঢুকে ফোয়েতে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওরাও আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

তখনও আমরা ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর হঠাৎ, কোনো রকম আভাস ছাড়াই, জোড়া কাচের দরজা সবেগে খুলে গেল, এবং ইউনিফর্ম পরা ছোটখাট একজন রাশিয়ান–ধারণা করি পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স হবে–হোঁচট খেতে খেতে ঢুকে পড়ল, গলাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে, মুখ থেকে সারাক্ষণ রোমহর্ষক ঘরঘরে শব্দ বেরুচ্ছে।

আছাড় খেয়ে আমাদের পায়ের সামনে পড়ল লোকটা। মিলিটারি পুলিশ দুজন একেবারে হতভম্ব। তাদের একজন ধরাশায়ী লোকটার ওপর ঝুঁকে বোঝার চেষ্টা করল কী হয়েছে তার, তারপর বলল, 'এই লোক গুলি খেয়েছে।'

তার কথা যে সত্যি সেটা বোঝা গেল রক্ত দেখে, লোকটার বুক তাজা রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সম্ভবত কোনো অফিসারকে খবর দেওয়ার জন্যই অপর আমেরিকান ছুটে হোটেলের ভেতর ঢুকল। একটু পরই হাজির হলেন একজন মেডিকেল অফিসার, সঙ্গে করে একজন রাশিয়ান অফিসারকে নিয়ে এসেছেন। শুনলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোক ট্রায়ালের সঙ্গে কীভাবে যেন জড়িত।

ঝুঁকে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটার মুখের কাছে কান পাতলেন রুশ অফিসার, একের পর এক প্রশ্ন করছেন, সেই সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছেন বেচারি আহত মানুষটা কী বলতে চাইছেন। তাঁর আরেক দিকে নিচু হয়েছেন মেডিকেল অফিসার, রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এই লোককে এখনই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, জলদি!'

এই অফিসার আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কী দেখেছি আমরা। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমেরিকান এমপি দু'জন বলল, 'ওরা কিছু জানে না–উনি যখন বেরিয়ে আসেন, ওরা দুজন আমাদের সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।' তাদের এই কথায় সম্ভাব্য উটকো ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম আমরা।

এর খানিক পর আমাদের ট্রাক চলে এল, তাতে চড়ে আমরা ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম নিজেদের ঠিকানা জানড্রফে।

দিন কয়েক পর, আমেরিকান আর্মি পত্রিকা 'স্টার অ্যান্ড স্ট্রাইপ'-এ ওই ঘটনার ওপর একটা রিপোর্ট বেরুল। তা থেকে বোঝা গেল রুশ লোকটাকে গুলি করার অভিযোগে একজন আমেরিকান সৈনিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তারপর গল্পটা যতটুকু জানা গেল–এই লোক একজন শোফার ছিল, খুব উচ্চপদস্থ এক রুশ অফিসারের গাড়ি চালাত, যিনি ওই গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছেন।

হোটেলের বাইরে, রাস্তার মোড়ে, গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল শোফার। এই সময় আমেরিকান লোকটা এগিয়ে এসে তার কাছে একটা লিফট চায়। রাশিয়ান লোকটা তার কথা বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না আমার। উত্তরে মাথা নেড়ে না বলেছিল সে। ব্যস, তাতেই আমেরিকান লোকটা গুলি করেছে। অস্ত্র বের করে দিয়েছে ট্রিগার টেনে। হাসপাতালে মারা গেছে লোকটা, গুলি খাওয়ার বারো ঘণ্টা পর।

আমি আমার বন্ধু স্মিথকে বললাম, 'ভাগ্যিস আমরা দুজন বাইরে ছিলাম না।' আমেরিকান সৈনিকটা মাতাল ছিল, নাকি ম্যানিয়াক...

*

যদিও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষরা, যেমন জার্নালিস্ট সেগান মেইনেস, ট্রায়ালের শুনানিতে বুদ হয়ে ছিলেন, কিন্তু স্থানীয় জনগণের মনে, পরে তিনি স্মরণ করেছেন, অন্য এক প্রবল উদ্বেগ আসন গেড়ে বসেছিল।

www.pathagar.com

আমরা যে পরিবেশে বাস করতাম জার্মানদের তুলনায় সেটা রাজকীয় বললে ভুল হবে না। আমরা থাকছি বিশাল এক দুর্গে, টেবিলে সমস্ত খাবার সাজানো, সেগুলো আমাদের জন্য জার্মান বাবুর্চিরা রান্না করেছে। প্রয়োজন হতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে বাহনের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের কোনো খরচই নেই। কিন্তু জার্মানদের অভাব-অনটন সীমাহীন।

ট্রায়ালের পর কিছু সময় হামবার্গ আর কোলনে থাকতে হয়েছে আমাকে, ওখানে আমি দেখেছি ক্ষুধা কাকে বলে–সত্যি কথা বলতে কি, তাদের রেশন সীমিত, আমি বলব, বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক যে- কোনো মানদণ্ডের নীচে সেটা। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে রুয়া-য় গিয়ে কয়লার ট্রেন অ্যামবুশ করত জার্মানরা।

ট্রেনটা সাইডিঙে এসে না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করত ওরা, তারপর কিশোর আর তরুণের দল লাফ দিয়ে উঠে পড়ত ওটায়, ওপর থেকে দ্রুত হাতে কয়লা ফেলত নীচে, সেগুলো তুলে নিত ওদের মা আর বাবারা। ঘর গরম করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না ওদের। গোটা ব্রিটেন জোন জুড়ে এই একই অবস্থা চলছিল।

শহর থেকে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল ওরা, চাষীদের খেতে শ্রম দিয়ে একব্যাগ আলু কিংবা বাঁধাকপির কিছু পাতা পাওয়ার আশায়।

আমার হামবার্গ অফিসে–ওখানে রয়টারের একটা ব্যুরো খুলি আমি–একজন জার্মান সেক্রেটারি ছিল। মেয়েটির চেহারায় এতটুকু খুঁত পাওয়া যাবে না, কাপড়চোপড়ে কোনো দাগ নেই, অত্যন্ত মার্জিত আচরণ ইত্যাদি। একবার জাহাজে করে কিছু ইহুদিকে হামবার্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসার গল্প কাভার করার জন্য বাইরে গেছি আমি, অনেক রাত পর্যন্ত কাজটায় ব্যস্ত থাকতে হলো, এবং এতটা লম্বা সময় অফিসে একা বসে থাকল মেয়েটা।

পরিবহনের কোনো ব্যবস্থা নেই তার–প্রায় সব জার্মানই পরিবহনের সুবিধে থেকে বঞ্চিত, ওদের সবাইকে হেঁটে চলাফেরা করতে হয়–এবং হামবার্গ একটা ধ্বংস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। এই শহরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করেছিলাম আমরা। যাই হোক, মেয়েটিকে বললাম চলো তোমাকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দিই। ওকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

বিধ্বস্ত জেলার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি আমরা, মাটির সঙ্গে একরকম শুইয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকা। চারদিকে আবর্জনার পাহাড়, একটা বুলডোজার কিছুটা পথ পরিষ্কার করে রেখেছে, সেটা ধরেই গাড়ি চালাতে পারছি আমরা।

মনে মনে ভাবছি, 'দূর ছাই, মেয়েটা কোন্ জাহান্নামে থাকে!'

এই সময় ও বলল, 'এখানে।'

আমি বললাম, 'না-না, এখানে কেন, বলেছি যখন তখন আমি তোমাকে

www.pathagar.com

অবশ্যই বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে তো এরকম একটা জায়গায় আমি নামিয়ে দিতে পারি না।'

'না, এখানেই তো।'

তারপর আমি দেখলাম কোথায় গেল মেয়েটা। একটু হেঁটে মাটির একটা গর্তের ভেতর। ওখানে ওর মা ছাড়া আরও দুটো বাচ্চা রয়েছে, বাস করছে ওই গর্তে, একসময় যেটা কোনো বাড়ির সেলার ছিল।

অথচ দেখে মনে হবে মেয়েটি সুন্দর ও স্বচ্ছল একটা বাড়ি থেকে এসেছে, ওর সব কাপড়চোপড় নিয়মিত লন্ড্রি থেকে আসে। এটা কীভাবে ওরা ম্যানেজ করে সত্যি আমার তা জানা নেই। ডয়েচমার্কে পাওয়া একহপ্তার বেতনের চেয়ে এক প্যাকেট সিগারেটের মূল্য ওর কাছে অনেক বেশি।

এভাবেই বেঁচে আছে ওরা–বাটার, অর্থাৎ বিনিময় প্রথার সাহায্যে। এটা সত্যি বটে কিছু অল্পবয়সী জার্মান মেয়ে, সঙ্গে সন্তান আছে, বেশ্যাবৃত্তিতে না জড়িয়ে কোনো উপায় দেখছে না, তবে বেশ্যা শব্দটা ব্যবহার না করে প্রায় ক্ষেত্রেই আরও শোভন 'মিসট্রেস' ব্যবহার করছে ওরা।

কেউ কেউ কোনো সৈনিকের সঙ্গে ভিড়ে যাচ্ছে, আর্মি সাপ্লাই পাওয়ার জন্য–সিগারেট, সাবানের বার, সিল্ক মোজা। ওগুলোর বিনিময়ে বাচ্চার জন্য খাবার ইত্যাদি কিনবে। এরা সবাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র মেয়ে।

*

ঠিক হয়েছে বিবাদীরা সাক্ষ্য দেবেন কাঠগড়ায় যে যেভাবে বসে আছেন সেভাবে, একজনের পর আরেকজন। গোয়েরিঙের পাশে বসেছেন হ্যাস, তাঁর পরেই সাক্ষির বাক্সে যাবেন তিনি, কিন্তু হ্যাস অজুহাত দেখিয়ে বললেন, স্মৃতিশক্তি ঠিকমতো কাজ না করায় তিনি প্রসিকিউশনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

কাজেই তাঁর পরে বসা আরেকজনকে যেতে হলো সাক্ষির বাক্সে, তিনি হলেন জয়োকিম ফন রেবেনট্রপ, ১৯৩৮ সাল থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নাৎসি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

ফন রেবেনট্রপ ছিলেন ওয়াইন ব্যবসায়ী, বিয়ে করেছিলেন ধনী এক শ্যাম্পেন প্রস্তুতকারী পরিবারে, প্রভাবশালী নাৎসি নেতারা তাঁকে বরং একটু কম গুরুত্ব দিতেন, শুধু এ-কারণে নয় যে নামের আগে অভিজাত 'ফন' পদবি লাগিয়েছেন বলে। তাঁর বেশিরভাগ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন যোগাতেন হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আবেগতাড়িত স্ত্রী অ্যানিলিস [Annelies]।

তারই সুবাদে ১৯৩৩ সাল থেকে হিটলারের ফরেন পলিসি বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু করনে ফন রেবেনট্রপ, এবং সেই থেকে সমান্তরাল একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, দ্য রেবেনট্রপ ব্যুরো, জার্মান ফরেন অফিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য। পরে সেটা পরিচালনা করতেন আরেকজন বিবাদী,

www.pathagar.com

কনস্টানটিন নিউরাথ।

অফিশিয়াল ক্ষমতা না থাকলেও, ১৯৩৬ সালে অ্যান্টি-কমেনটার্ন প্যাক্ট-এর জন্য নেগোসিয়েশন করেছিলেন ফন রেবেনট্রপ, যে চুক্তির ফলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে জোট বাঁধে জাপান আর ইটালি।

অথচ, তারপরও, রেবেনট্রপের ভূমিকা যতটা না নেতাসুলভ ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল মধ্যস্থতাকারীর।

ডিপ্লোম্যাট হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হয়ে পড়ে ১৯৩৬ সাল থেকে দু'বছরের জন্য লন্ডনে অ্যামব্যাসাডর নিযুক্ত হওয়ার পর, ওখানে হুমকি-ধমকি দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে মিত্র বানানোর তাঁর চেষ্টা তিরস্কৃত হয়, যেমন তিরস্কৃত হয় অভিজাত সমাজে মেলামেশা করতে চাওয়ার স্পর্ধা।

যুদ্ধ শুরুর অল্প কিছুদিন আগে নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদনে সফল হন ফন রেবেনট্রপ, তবে পরবর্তী বছরগুলোয় কূটনীতিতে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারেননি, ফলে প্রশাসনে তাঁর মর্যাদা কমতে শুরু করে।

ট্রায়ালের সময় এসে দেখা গেল নার্ভাসনেসের শিকার বিধ্বস্ত একজন মানুষ রেবেনট্রপ, তাঁর এক সময়কার সুদর্শন চেহারা-সুরত নোংরা অভ্যাসের কারণে বেঢপ হয়ে গেছে। মাঝে-মধ্যে একটানা কয়েক দিন দাড়ি কামাতেন না, ডকুমেন্টের স্তূপ তৈরি করে রাখতেন নিজের সেলে, সে-সবের ভেতর ১৯৩০ সালে তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের পক্ষে কী কী প্রমাণ আছে মরিয়া হয়ে খুঁজতেন, তারপর একসময় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতেন বিছানায়।

জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁর লইয়ারকে বরখাস্ত করেন, তাঁর বদলে নিয়োগ দেন মার্টিন হর্নকে। তাঁর পক্ষে একজন সাক্ষিকে ডাকা হয়, নাম পল স্মিট, জার্মান ফরেন অফিসের সাবেক দোভাষী। যে-সব ঘটনা ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ ডেকে আনে, তাঁর দেওয়া এভিডেন্স সেগুলোর ওপর নতুন আলো ফেলে, এবং তাতে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তার খোরাকও ছিল।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৮ মার্চ ১৯৪৬: ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, হিটলারকে খবর দিলেন পল স্মিট

স্মিট: ৩ তারিখ সকালে, বেলা ২ কিংবা ৩-টার সময়, রাইখ চ্যানসেলারিতে ফোন করল ব্রিটিশ দূতাবাস।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তখনও সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম এই কারণে যে সম্ভাব্য কনফারেন্স শুরু হলে আমাদেরকে যাতে পাওয়া যায়-ফোনে বলা হলো, ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডার তাঁর সরকারের কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছেন, সে অনুসারে ঠিক ন'টায় ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফ থেকে তিনি একটা

www.pathagar.com

জরুরি ঘোষণা দেবেন। তিনি, কাজেই, অনুরোধ করেছেন, ফন রেবেনট্রপ যাতে ওই সময়ে নিজের অফিসে অভ্যর্থনা জানান তাঁকে।

এর উত্তরে ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরকে জানানো হলো, অনিবার্য কারণবশত ওই সময় ফন রেবেনট্রপকে পাওয়া যাবে না, তাঁর পক্ষে ফরেন অফিসের অন্য একজন সদস্যকে, মানে আমাকে, ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের কাছ থেকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

এরকম একটা পরিস্থিতি আর পরিবেশে সকাল ৯-টায় ফন রেবেনট্রপের অফিসে ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরকে অভ্যর্থনা জানাই আমি। আমি তাঁকে বসতে বললাম, কিন্তু বসতে অস্বীকৃতি জানালেন হেন্ডারসন।

দাঁড়িয়ে থেকেই জার্মান সরকারের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বহুল পরিচিত আলটিমেটাম পড়ে শোনালেন তিনি, সেই আলটিমেটামের সহজ অনুবাদ হলো, জার্মান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করা না হলে ব্রিটিশ সরকার মনে করবে জার্মানির সঙ্গে তারা সেদিন বেলা এগারোটা থেকে যুদ্ধ শুরু করেছে।

এরপর বিদায় উপলক্ষে দু'চারটে শব্দ বিনিময় ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি। ডকুমেন্টটা নিয়ে আমি রাইখ চ্যানসেলারিতে চলে যাই।

ডক্টর হর্ন: ওখানে গিয়ে কাকে আপনি ডকুমেন্টটা দিলেন?

স্মিট: রাইখ চ্যানসেলারিতে গিয়ে ওটা আমি হিটলারকে দিই, আসলে বলা উচিত, ওখানে গিয়ে আমি হিটলারকে তাঁর অফিসে বসে থাকতে দেখি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে কনফারেন্সে ছিলেন তিনি। ডকুমেন্টটা আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাই। আমার অনুবাদ শেষ হলে প্রথমে নীরবতা নেমে আসে।

ডক্টর হর্ন: হিটলার কি তখন কামরায় একা ছিলেন?

স্মিট: আগেই বলেছি, না। তিনি তাঁর অফিসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। এবং আমি যখন তরজমা শেষ করলাম, দুই ভদ্রলোকই প্রায় এক মিনিট একদম চুপ করে থাকলেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এই ঘটনা মোটেও ভাল লাগছে না তাঁদের।

নিজের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন হিটলার, খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন শূন্যে। তারপর ঝট করে নীরবতা ভেঙে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'এখন আমরা কী করব?'

এরপর তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন, পরবর্তী কূটনৈতিক পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে, এটা নাকি ওটা, অ্যামব্যাসাডরকে ডেকে পাঠানো হবে কি না ইত্যাদি। আমি, অবশ্যই, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসি, যেহেতু ওখানে আমার করার আর কিছু ছিল না।

আমি যখন অ্যান্টি-রুমে ফিরলাম, দেখলাম অনেককেই জড়ো হয়েছেন ওখানে–আসলে আমার ভেতরে ঢোকার সময়ই ওঁদেরকে আমি ভিড় করতে দেখে গিয়েছিলাম–মন্ত্রীসভার কিছু সদস্য, এবং উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

ওঁদের প্রশ্নবোধক দৃষ্টি অনুভব করছিলাম–ওঁরা জানতেন ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে দেখা করেছি আমি–তখন ওঁদেরকে শুধু আমি বলেছিলাম দ্বিতীয় মিউনিক ঘটতে যাচ্ছে না।

আবার যখন আমি বেরিয়ে এলাম, উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে বুঝলাম ওঁরা কেউ আমার মন্তব্যের ভুল অর্থ করেননি।

তারপর যখন ওঁদেরকে জানালাম যে এইমাত্র আমি ফুয়েরারকে একটা ব্রিটিশ চরমপত্র হস্তান্তর করেছি, কামরার ভেতর গভীর নীরবতা নেমে এল। প্রত্যেকের চেহারা হয়ে উঠল থমথমে।

আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে, গোয়েরিং, উদাহরণ হিসেবে বলি, যিনি সরাসরি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'আমরা যদি এই যুদ্ধে হারি, ঈশ্বর যেন আমাদের সাহায্য করেন।'

গোয়েবলস এক কোণে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরও চোখ-মুখ থমথম করছিল। আসলে এই গম্ভীর থমথমে ভাব যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবার মধ্যে দেখেছি আমি। সত্যি বলছি রাইখ চ্যানসেলারির অ্যান্টি-রুমে যুদ্ধের প্রথম দিনটার কথা জীবনে কখনো ভুলব না আমি।

ডক্টর হর্ন: তার মানে, আপনার এরকম মনে হয়নি যে যুদ্ধের একটা ঘোষণা তাঁরা আশা করছিলেন?

স্মিট: না, তা আমার মনে হয়নি।

*

স্মিট যদিও নামে মাত্র ডিফেন্স উইটনেস, তারপরও যা কিছু তিনি বলেছেন সবই নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের অভিযোগগুলোকে সমর্থনই করে গেছে।

*

যারা কাঠগড়ায় ছিলেন তাঁদের সবারই মনে হত এই ট্রায়াল অত্যন্ত হতাশাজনক একটা ব্যাপার। পরে রোমন্থন করতে গিয়ে নাৎসি ব্রডকাস্টার ও সিভিল সার্ভেন্ট হ্যানস ফ্রেৎশে বলেছেন কীভাবে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ট্রায়ালটা কতটুকু তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যেমন–সাক্ষিকে জেরা করার নিয়ম ঠিক করেছে মিত্রপক্ষ, নিজেদের সুবিধে আর খেয়ালখুশি মতো।

সহ-বিবাদীদের মতো, হ্যানস ফ্রেৎশেও মনে করতেন, এটা একটা পরিষ্কার পক্ষপাতদুষ্ট কার্যপ্রণালী, এবং প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় উপলব্ধি করছিলেন বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা কীভাবে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

হ্যানস ফ্রেৎশে: প্রতিকূল পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেরা করার পদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করত নানা রকম ছবি আর এটা-সেটার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। সবচেয়ে সঙ্গত উপমাও আমার কাছে

www.pathagar.com

যেন অসম দুটো পক্ষের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলে মনে হত, তাদের একজনের–যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে–দুই পা আর এক হাত শেকল দিয়ে বাঁধা, এবং অপরজনের–যিনি অভিযোগ এনেছেন–সম্পূর্ণ মুক্ত, কোনো বাধা নেই তাঁর, এবং নিজের অস্ত্র পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছেন।

ব্যাপারটা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করি যে জেরা করার ব্রিটিশ আর আমেরিকান পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য বাস্তব ও সত্যঘটনা প্রতিষ্ঠিত করা নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো সাক্ষি আর তার এভিডেন্সের সাহস ও দৃঢ়তা ধ্বংস করা–সে লক্ষ্যে আয়োজিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির তেমন কোনো তাৎপর্য নেই।

রুলগুলো অস্বাভাবিক নমনীয়, সেই সঙ্গে অনুমোদনীয়ও, একেবারে ভঙ্গুর সব ছুতো ধরে কোর্টের সামনে অপ্রাসঙ্গিক এমন সব বিষয় টেনে আনা হত যার সঙ্গে এই মামলার সামান্যতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এর সঙ্গে যোগ করুন, আদালত অনুমোদিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য আমরা, এমন কি ওই সব ক্ষেত্রেও, যেখানে জার্মান আইন এভিডেন্স দিতে না চাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

উত্তর দেওয়ার এই বাধ্যবাধকতার মানে হলো, বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন সাক্ষিকে বিপদ বা ধোঁকায় ফেলতে পারে, উত্তর দিতে গিয়ে সবসময় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে না পারায় ফাঁদে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি করে বসতে পারেন তিনি।

তারপরও রি-এগজামিনেশনের সময় এ-ধরনের ভুল শোধরানো সম্ভব, যেটা শুরু হয় প্রসিকিউশনের জিজ্ঞাসাবাদের পর। এটা পরিচালনা করেন ডিফেন্সের ব্যারিস্টার, যার অধিকার আছে নিজের মক্কেলকে আগে হারানো সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার, কিন্তু মুশকিল হলো এই রি-এগজামিনেশনে নিজেকে তাঁর সেই সব পয়েন্টের মধ্যে সীমিত থাকতে হয়, শুধু যেগুলো জেরার সময় উত্থাপিত হয়েছিল।

তদন্তের এই পদ্ধতিতে ফরাসি আর রুশদের তুলনায় ব্রিটিশরা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে–শুধু জার্মানদের তুলনায় নয়। এ-ধরনের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না; আর তা ছাড়া, নার্ভাসনেসের কারণে আমরা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের জার্মান লইয়াররাও প্রায়ই এরকম মনে করতেন যে প্রসিকিউটরের ওপর আক্রমণ মানে বেঞ্চের ওপর আক্রমণ; তাঁরা এটা উপলব্ধি করতে পারেননি যে এ-ধরনের আক্রমণ সম্পূর্ণ আইনসম্মত বলে বিবেচনা করা হয়, যেহেতু ওই আক্রমণ মোটের ওপর আদালতকে লক্ষ্য করে করা হয় না, করা হয় আইনগত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ তাঁদের প্রতিপক্ষকে। অল্প কয়েকজন কঠিন পরিশ্রম করে অভিজ্ঞতার অভাব পূরণ করতে পেরেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত নিজ মক্কেলদের ভাল পথ-প্রদর্শক হতে তাঁদের কোনো অসুবিধে হয়নি।

অপরদিকে ক্রস-এগজামিনিং কাউন্সল সমস্ত বাধা-নিষেধ থেকে মোটেও মুক্ত

www.pathagar.com

নয়। শপথের অধীনে যে উত্তর দেওয়া হয় তার বিষয়-বস্তুর মধ্যে সীমিত থাকতে হয় তাঁদেরকে, এবং শুধু যখন একজন প্রসিকিউটর স্পষ্টভাবে সে-রকম কোনো এভিডেন্স মিথ্যে বা অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করতে পারেন তখনই কেবল তাঁর যেমন খুশি উপসংহার টানার স্বাধীনতা থাকে।

১৯৪৬ সালের বসন্ত আর গ্রীষ্মে আমি আমার আঠারোজন সহ-বন্দিদের পাবলিক এগজামিনেশন শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে পরিষ্কার করার বদলে বরং অনেক বাস্তব ঘটনা আরও অস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। যে-সব বন্দি মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে প্রশ্নের উত্তরে তর্ক করার জন্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরাই সাক্ষির স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াবার পর হদ্দ বোকা বনে গেলেন; বলার মতো একটা কথাও খুঁজে পেলেন না।

এ-ধরনের পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা চাক্ষুষ করেছি আমরা, এবং দেখতে বাধ্য হয়েছি বহু লোক আত্মরক্ষা করার সুযোগ গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।

*

নিজের এভিডেন্সে স্মিট আরও বলেছেন, যে-সব কনফারেন্সে সরকারি নীতি নির্ধারণ করা হত সেগুলোয় একা কেবল হিটলারই কর্তৃত্ব ফলাতেন; এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে ফন রেবেনট্রপ নীরবে ফুয়েরারের সমস্ত প্ল্যান অনুমোদন করে যেতেন।

সাক্ষির বাক্সে একবার ঢোকার পর সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে করুণ, ভাঙাচোরা একটা মূর্তির মতো লাগল, গিলবার্টকে চুপিচুপি জানিয়েছেন তাঁর টাই ইদানিং গলায় খুব আঁটসাঁট লাগছে। জেরার সময় তাঁর উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার ধরনটা সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এখানে যেমন ফরাসি প্রসিকিউটর এডগার ফঁরেই যখন ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত একটা মিটিঙের ব্যাপারে [যে মিটিঙের নোট নিয়েছেন স্মিট] তাঁকে জেরা করছিলেন তখনও তিনি অনেক প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ওই মিটিঙে অংশ নিয়েছিলেন রেবেনট্রপ ছাড়াও হিটলার, অ্যাডমিরাল হোর্থি–ইনি জার্মানির মিত্র হ্যাঙ্গেরির শাসক। মিটিঙের আলোচ্য বিষয় ছিল, বুদাপেস্টে বসবাসরত ইহুদিদের ভাগ্য নির্ধারণ।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২ এপ্রিল ১৯৪৬: 'অন্য কোনো সমাধান নেই'–ফন রেবেনট্রপ এবং ইহুদি প্রশ্ন

মিস্টার এডগার ফঁরেই: ...আপনার সাক্ষি স্মিটকে জেরা করার সময়, ব্রিটিশ প্রসিকিউটর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, এই বক্তব্য তাঁর নিজের তৈরি কি না। উত্তরে স্মিট নিশ্চিত করেছেন যে হ্যাঁ। নোট আকারের এই বক্তব্যে, প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষদিকের মন্তব্যটা হলো এরকম: 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ইহুদিদের হয় খতম করতে হবে, তা না হলে তাদেরকে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠাতে হবে।

www.pathagar.com

এর আর অন্য কোনো সমাধান নেই।’

এ-কথা আপনি বলেছিলেন, তাই না?

ফন রেবেনট্রপ: কথাটা আমি অবশ্যই ওই সব শব্দ সহযোগে বলিনি...যে মন্ত ব্যটির কথা তোলা হচ্ছে সেটা অবশ্যই ওভাবে করা হয়নি। মিস্টার হোর্থি মনে হয় এরকম একটা কথা বলেছিলেন যে ইহুদিদের তিনি, আর যাই হোক, মারতে মারতে মেরে ফেলতে পারেন না। এমন হতে পারে, যেহেতু এরকম কিছু ঘটার কোনো প্রশ্নই ছিল না, আমি হয়তো মিস্টার হোর্থিকে বুদাপেস্টের ইহুদি প্রসঙ্গ তুলে কিছু একটা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলাম, যেমন–এখন তাঁর কেন্দ্রীভূত করার জন্য কাজ শুরু করা উচিত, যেটা করা হবে বলে আজ বহুদিন হলো অপেক্ষা করে আছেন ফুয়েরার। আমার আপত্তি কিংবা কোনো মন্তব্য এই প্রসঙ্গে চলে আসতে পারে।

আমাকে আরও ব্যাখ্যা করতে হবে যে ওই সময়কার পরিস্থিতি কেমন ছিল: হিমলারের কাছ থেকে আমরা বার বার এরকম ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম যে হ্যাঙ্গেরির ইহুদি প্রশ্নে যা করার সেটা তিনি নিজে করতে চান। তাতে আমি মোটেও রাজি ছিলাম না, কারণ জানতাম, ব্যাপারটা কোনো না কোনো ভাবে দেশের বাইরে রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

তো, ফুয়েরারের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটিয়ে, যিনি এ বিষয়ে অনমনীয় ছিলেন, আমি, সবাই যেমন জানে, বারবার চেষ্টা করেছি ব্যাপারটাকে নরম আর ঠাণ্ডা করার, সেই সঙ্গে হ্যাঙ্গেরিয়ানদের চাপ দিয়েছি তাদের সমস্যার ব্যাপারে তারা নিজেরাই যেন কিছু একটা করে।

কাজেই, দীর্ঘ আলোচনার কোনো এক পর্যায় থেকে যদি একটা মন্তব্য তুলে আনা হয়, নিংড়ে সেটার সারমর্ম বের করা হয়, তা হলে তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে আমি চেয়েছি মারতে মারতে ইহুদিদেরকে মেরে ফেলা হোক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে এটা ১০০ পারসেন্ট মেলে না।

মিস্টার এডগার ফঁরেই: আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন কি দিলেন না তা ঠিক বোঝা গেল না। আপনাকে আমার আবার প্রশ্নটা করতে হবে। রিপোর্টটা সঠিক, না সঠিক নয়?

ফন রেবেনট্রপ: না, এই আদলে এটা সঠিক হতে পারে না। এগুলো নোট। ব্যক্তিগতভাবে এ-সব নোট এর আগে আমি কখনো দেখিনি; তা না হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতাম, এ-সব ননসেন্স, ভুলে ভরা হতে বাধ্য। এই নোটগুলো আগে আমি দেখিনি। প্রথম বার নূরেমবার্গে দেখছি।

আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি, যেটা সম্ভবত ঘটেছিল। আমি বলে থাকতে পারি...মানে, হ্যাঁ, ‘ইহুদিদের খতম করা যাবে না, কিংবা মারতে মারতে মেরে ফেলাও যাবে না, কাজেই দয়া করে অবশেষে ফুয়েরারকে খুশি করার জন্য কিছু

www.pathagar.com

একটা করুন, এবং ইহুদিদের কেন্দ্রীভূত করুন'...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: শুনুন, বিবাদী, ট্রাইবুনাল জানতে চাইছে মিস্টার হোর্থিকে আপনি এ-কথা বলেছিলেন কি না যে ইহুদিদেরকে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠানো উচিত?

ফন রেবেনট্রপ: আমার বিবেচনায় এটা সম্ভব বলে মনে হয় যে তা-ই হয়তো ঘটেছিল, কারণ, ওই সময় আমরা একটা নির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারি, যাতে বলা হয়েছিল বুদাপেস্টের কাছে বা অন্য কোথাও একটা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প তৈরি করা হবে, যাতে ওখানে সমস্ত ইহুদিকে সেন্ট্রালাইজ করা যায়, এবং অনেকদিন আগেই ফুয়েরার আমাকে হ্যাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গে ইহুদি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সমাধান হতে পারত দুটো পয়েন্টে। প্রথমত, সমস্ত সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সব ইহুদিকে সরিয়ে ফেলতে হবে, আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু বুদাপেস্টে ইহুদিরা সংখ্যায় খুব বেশি, ওখানকারই নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় তাদেরকে জড়ো করা হবে।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাইছি সেটা হলো: আপনি কি বলতে চাইছেন স্মিট, যিনি এই মেমোরানড্যাম তৈরি করেছেন, শেষদিকের কয়েকটা বাক্য নিজে বানিয়ে লিখেছেন, যেমন: 'ওখানে জড়ো করা ইহুদিরা যদি কাজ করতে না চায় তা হলে তাদেরকে গুলি করা হবে। কাজ করতে না পারলে তাদেরকে অস্তিত্ব হারাতে হবে।

'তাদেরকে যক্ষার জীবাণু হিসেবে দেখতে হবে, যে জীবাণুর দ্বারা স্বাস্থ্যবান একটা শরীর সংক্রমিত হতে পারে। কেউ যদি প্রকৃতির দিকে তাকায় তা হলে এটাকে কোনো মতেই নিষ্ঠুরতা বলতে পারবে না, খরগোশ কিংবা হরিণকে মেরে ফেলতে হয়, যাতে ওগুলোর দ্বারা কোনো ক্ষতি না হয়।

'ওই সব জানোয়ারদের প্রতি কেন আমরা আরও সহনশীলতা দেখাব, যারা আমাদের ঘাড়ে বলশেভিজম চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল? যে-সব জাতি ইহুদিদের বিতাড়িত করেনি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হলো বিশাল এক জনগোষ্ঠীর পতন, যারা এক সময় জাতি হিসেবে কত গর্বিত ছিল, পারস্যদেশের অধিবাসীরা, আজ যারা আর্মেনিয়ান হিসেবে কোনো রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করছে (সম্পূর্ণ ভুল তথ্য) ।'

আপনি কি বলতে চান স্মিট এই বাক্যগুলো আবিষ্কার করেছেন, কিংবা কল্পনা করেছেন?

ফন রেবেনট্রপ: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি আরও যোগ করতে চাই যে ফুয়েরারের এ-সব কথায় আমি নিজেও অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে ছিলাম, এবং তিনি ঠিক কী বলতে চান তা আমি ভাল বুঝতে পারিনি। তবে এই মন-মানসিকতা বুঝতে বোধহয় সুবিধে হবে শুধু যদি আমরা স্মরণ করি ফুয়েরার বিশ্বাস করতেন যে এই

www.pathagar.com

যুদ্ধের কারণ হলো ইহুদিরা, এবং ধীরে ধীরে তাঁর ভেতর তাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের ফ্যানাটিকাল ঘৃণা তৈরি হয়...ফুয়েরার ওই সময় এভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এ-কথা সত্যি।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: ইয়েস, মিস্টার ফঁরেই।

মিস্টার এডগার ফঁরেই: তাঁর ডকুমেন্ট থেকে জানা যাচ্ছে আপনার জানা ছিল হ্যাঙ্গেরিতে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প আছে, অথচ গত কাল আপনি বলেছেন যে জার্মানিতে কোনো কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প ছিল কি না তা আপনার জানা ছিল না। বলেছেন কি না?

ফন রেবেনট্রপ: হ্যাঙ্গেরিতে কোনো কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প আছে কি না তা আমি জানতাম না, আমি আসলে বলেছি যে ফুয়েরার আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন মিস্টার হোর্থিকে বলি তিনি যেন হ্যাঙ্গেরিয়ান সরকারকে বলেন ইহুদিদের বুদাপেস্টে জড়ো করতে, বুদাপেস্ট শহরের নির্দিষ্ট কোনো একটা অংশে। আর জার্মানিতে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের কথা যদি তোলেন, এ-বিষয়ে আমার যতটুকু জানা ছিল গতকালই তা বলেছি।

মিস্টার এডগার ফঁরেই: আপনি স্বীকার করেছেন সমস্ত ইহুদিকে বিতাড়িত করার একটা পলিসি ছিল হিটলারের, এবং সে পলিসি সম্পর্কে আপনিও জানতেন, এবং আপনি স্বীকার করেছেন, পররাষ্ট্র বিষয়ক যোগ্য মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে যতটুকু সম্ভব ওই পলিসি সমর্থনও করেছেন। এটা তো ঠিক, তাই না?

ফন রেবেনট্রপ: তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে এমন কি এ- ক্ষেত্রেও ফুয়েরারের নির্দেশ আমি শিরোধার্য বলে মনে করেছি, তবে আমি সবসময় পরিস্থিতি আর সংশ্লিষ্ট বিষয়কে যতটুকু পারা যায় হালকা করার চেষ্টা করেছি। এটা অনেক সাক্ষিকে দিয়ে বলানো এবং প্রমাণ করা যাবে। এমন কি ১৯৪৩ সালেও আমি একটা পুরোদস্তুর মেমোর‍্যানডাম তৈরি করে ফুয়েরারকে দিই, যাতে আমি আবেদন জানিয়ে বলেছিলাম তিনি যেন তাঁর ইহুদি পলিসি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেন। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারব।

মিস্টার এডগার ফঁরেই: আপনার সাক্ষ্য আমি যদি ঠিকমতো বুঝে থাকি, ইহুদিদের খুন করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে আপত্তি জানালেও, কাজগুলো করার বেলায় আপনি সমর্থন আর সহায়তা দিয়ে গেছেন, তাই নয় কি?

ফন রেবেনট্রপ: জেরার একেবারে সেই শুরু থেকে আমি বারবার বলি আসছি যে ওই অর্থে আমি কখনোই অ্যান্টি-সিমিটিক ছিলাম না। তবে হ্যাঁ, অ্যাডলফ হিটলারের একজন অনুগত অনুসারী ছিলাম আমি।

*

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে জার্মানির চাপে পড়ে যদিও ইহুদি-বিরোধী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল হোর্থি, তবে ১৯৪৪ সালের মার্চে নাৎসিরা হ্যাঙ্গেরি দখল

www.pathagar.com

না করা পর্যন্ত তাঁকে হলোকস্টে জড়াবার প্রচেষ্টা তিনি ঠিকই ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তারপর সব মিলিয়ে হ্যাঙ্গেরির ৮২৫,০০০ ইহুদির দুই-তৃতীয়াংশকে বিতাড়িত এবং হত্যা করা হয়; তবে বাকি যারা বেঁচে গেল, প্রধানত বুদাপেস্টে, তার জন্য অ্যাডমিরাল হোর্থির আগেকার ভূমিকাকেই বেশিরভাগ কৃতিত্ব দিতে হয়।

হোর্থির সামনে উচ্চারিত ফন রেবেনট্রপের মন্তব্যও একটা এভিডেন্স, তাতে জেনোসাইডের অন্যতম মূল কারণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। নাৎসিরা মনে করত কমিউনিজমের প্রতি ইহুদিদের বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় আর অটল যে তাতে কখনো চিড় ধরানো যাবে না, কাজেই তারা আদর্শিক তো বটেই, জাতিগত শত্রুও বটে।

*

বাদীপক্ষের অন্যতম কৌশলগত লক্ষ্য ছিল এটা দেখানো যে জার্মান সশস্ত্রবাহিনী নাৎসিদের আগ্রাসী ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি সহায়তা করেছে। সেজন্য ফিল্ড মার্শাল উইলহাম কেইটেলকে আসামী করা হয়, যিনি সেই ১৯৩৮ সাল থেকে হাই কমান্ড-এর চিফ অভ স্টাফ ছিলেন, যখন সর্বশেষ যুদ্ধমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন হিটলার, তারপর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব।

থিওরির দিক থেকে, সেনাবাহিনীকে দেওয়া হিটলারের নির্দেশ কাজে পরিণত করার দায়িত্ব ছিল কেইটেলের ওপর; কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে, তিনি ছিলেন স্রেফ একটা পুতুল, প্রকৃত অর্থে যার কোনো ক্ষমতা ছিল না–এতটাই ধামাধরা যে অন্যান্য কর্মকর্তারা তাঁর নামের সঙ্গে 'ঘুঁটি' যোগ করেছিলেন।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় কেইটেল শুধু এই যুক্তি দেখাননি যে তিনি স্রেফ হুকুম পালন করেছেন, নিজের উকিল অটো নেলটির প্রশ্নের উত্তরে সগর্বে এ-ও বলেছেন যে হিটলারের ভক্ত ও অনুগত ছিলেন তিনি, প্রুশিয়ান সৈনিকের সেরা ঐতিহ্য অনুসারে।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬: 'প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস থেকে একজন সৈনিক'–কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন উইলহাম কেইটেল

ডক্টর নেলটি: ফিল্ড মার্শাল কেইটেল, জরুরি বিষয় দিয়ে শুরু করছি। আপনার সামনে মৌলিক এই প্রশ্নগুলো আমি তুলে ধরছি: পেশাগত জীবনে একজন সৈনিক, একজন কর্মকর্তা, একজন জেনারেল হিসেবে আপনাকে যে-সব সমস্যায় পড়তে হয়েছে সেগুলোকে আপনি প্রধানত কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন?

কেইটেল: নিজের সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি যে প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস থেকে আমি একজন সৈনিক। কোনো বিরতি বা বাধা ছাড়াই একজন সৈনিক হিসেবে ৪৪ বছর একটানা আমি আমার দেশ এবং দেশবাসীর জন্য সার্ভিস দিয়েছি, এবং আমি আমার নিজ পেশায় থেকে চেষ্টা করেছি সেরা সেবাটি দান করার। আমি বিশ্বাস

www.pathagar.com

করেছিলাম, এটা আমার কর্তব্য হিসেবে করা উচিত; যে পদেই থাকি না কেন নিজের সবটুকু উজাড় করে, ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার ওপর যখন যেমন দায়িত্ব অর্পিত হবে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।

এই একই রকম আন্তরিকতা নিয়ে কাইজারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছি আমি, দায়িত্ব পালন করেছি প্রেসিডেন্ট এবার্ট, ফিল্ড মার্শাল হিনডেনবার্গ এবং ফুয়েরার, অ্যাডলভ হিটলারের অধীনে।

ডক্টর নেলটি: আজ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

কেইটেল: একজন জার্মান অফিসার হিসেবে, স্বভাবতই কী করেছি না করেছি তার জবাব দেওয়াটাকে আমি আমার দায়িত্ব বলে বিবেচনা করব, এমন কি সেটা যদি ভুল বা অন্যায়ও হয়ে থাকে। আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে এখানে, এবং জার্মান জনগণের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যাখ্যা করতে পারি আমি কী ছিলাম, বিভিন্ন ঘটনায় আমার কী ভূমিকা ছিল, কী রকম অংশগ্রহণ ছিল। নিয়তির সুতোয় সব সময় পরিষ্কারভাবে আলাদা করা সম্ভব নয় কোনটা দোষ আর কোনটা স্রেফ ঝামেলায় পড়া।

তবে আমি একটা ব্যাপারকে অসম্ভব বলে বিবেচনা করি, আর তা হলো, ফ্রন্ট লাইনের লোকজন, তাদের নেতা আর সহ-নেতা যারা ফ্রন্ট লাইনে ছিলেন, তাদেরকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করা হবে, ওদিকে ওপর মহলের সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন। আমার বিবেচনায় এটা অন্যায়, এটা মূল্যহীন।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের সাহসী সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই সত্যি অত্যন্ত ভাল মানুষ, এবং যখনই গ্রহণযোগ্য আচরণবিধির বাইরে পা দিয়েছে, দেখা যাবে সরল বিশ্বাসে ওই কাজ করেছে আমাদের সেনারা, বিশ্বাস করেছে কাজটা আসলে সামরিক দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন, এবং সে নির্দেশ তারা গ্রহণ করেছে...

ডক্টর নেলটি: এবার আমি পুন:সশস্ত্রীকরণের প্রশ্ন, এবং তার সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গ তুলব–অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি। আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিতে আপনার অংশগ্রহণ ছিল, প্রসিকিউশন আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে, এখন আমি এ প্রসঙ্গে জানতে চাইব। আমরা যাতে পরস্পরকে ঠিকমতো বুঝতে পারি, এবং আপনি যাতে নিজের জবাব নির্ভুলভাবে দিতে পারেন, আমাদের দুজনের কাছেই এটা ভালমতো পরিষ্কার থাকা দরকার যে আগ্রাসী যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়। এ বিষয়ে দয়া করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি আপনি ব্যাখ্যা করবেন?

কেইটেল: একজন সৈনিক হিসেবে আমি অবশ্যই বলব 'আগ্রাসী যুদ্ধ' শব্দ দুটো এখানে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আমার বিবেচনায় তা স্রেফ অর্থহীন; আমরা শিখেছি কীভাবে আক্রমণে যেতে হয়, শিখেছি কীভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়, শিখেছি প্রয়োজনের সময় কীভাবে পিছু হটতে হয়। যাই হোক, সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হলো, 'আগ্রাসী

www.pathagar.com

যুদ্ধ' নেহাতই একটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক ধারণা, এবং কোনমতেই সামরিক কিছু নয়।

আমি বলতে চাইছি, ভেয়ারমাখট আর সৈন্যরা যদি রাজনীতিকদের হাতের ঘুঁটি হয়ে থাকে, তা হলে আমার মতে তারা এটা নির্ধারণ করার যোগ্য নয় যে মিলিটারি অপারেশনগুলো একটা আগ্রাসী যুদ্ধ বাধিয়েছে কি বাধায়নি। আমি বোধহয় আমার দৃষ্টিভঙ্গির সার-সংক্ষেপ এভাবে তুলে ধরতে পারি, এই প্রশ্নে সিদ্ধান্তে আসার কর্তৃত্ব বা অধিকার সামরিক কর্মকর্তাদের থাকা উচিত নয়, এবং সে পজিশনে তাঁরা নেইও; এবং এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার দায়িত্ব সৈন্যদের নয়, শুধুমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের।

ডক্টর নেলটি: তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, এবং এটা সংশ্লিষ্ট সমস্ত কমান্ডার আর অফিসারদের জন্যও প্রযোজ্য, কোনো যুদ্ধ আগ্রাসী যুদ্ধ কি না, নাকি ওটা কেবলমাত্র দেশকে রক্ষার জন্য পরিচালিত হয়েছিল, অন্য ভাষায়, একটা যুদ্ধ ন্যায্য যুদ্ধ কি না, সেটা আপনার পেশাদারি বিবেচনার বা সিদ্ধান্তের বিষয় নয়?

কেইটেল: না; এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, যেহেতু...

ডক্টর নেলটি: আপনি আসলে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু আপনি শুধুই একজন সৈনিক নন, নিজের জীবনসহ আপনার আলাদা ব্যক্তিসত্তা আছে। যখন ফ্যাক্টগুলো আপনার গোচরে আনা হয়েছে, পেশাদারি গ্রহণক্ষমতার মধ্যে, এবং প্রকাশ পেয়েছে একটা অভিক্ষিপ্ত অপারেশন অন্যায্য ছিল, সেটাকে আপনি বিবেচনায় নেননি?

কেইটেল: এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে আমার গোটা সামরিক জীবনে আমি বড় হয়েছি, কথার কথা বলছি, পুরনো সেই ঐতিহ্য-প্রভাবিত ধারণায়–এই প্রশ্নে কখনো কোনো আলোচনা নয়। স্বভাবতই যার যার নিজের মত আছে, আছে যার যার নিজের জীবন, কিন্তু একজন সোলজার হিসেবে এবং একজন অফিসার হিসেবে পেশাদারি কাজকর্ম চর্চার ক্ষেত্রে এই জীবন দান করে দিতে হয়, উৎসর্গ করে দিতে হয়।

কাজেই আমি বলতে পারি না ওই সময় কিংবা পরে কোনো সময় নির্ভেজাল রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্নে আমার মনে এতটুকু অনিশ্চয়তা ছিল, কারণ আমি জানতাম রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার অধিকার একজন সৈনিক সংরক্ষণ করে, সেই সূত্রে নিজ কর্তব্য এবং আদেশ পালন করতে বাধ্য সে।

*

বেশ অনেকগুলো নির্দেশে সহ-স্বাক্ষরদাতা ছিলেন কেইটেল, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘঠিত যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত মামলা দাঁড় করাবার চেষ্টা করে বাদীপক্ষ।

তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগ সম্পর্কে কেইটেলের জবাব ছিল, তিনি কেবল হুকুম পালন করেছেন; এ-ব্যাপারে চার্টারে পরিষ্কারভাবে যা বলা হয়েছে তার

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে এই জবাবের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, কারণ কর্তব্যপরায়ণতা কাউকে আরও বড় দায়িত্ব আইন মান্য করা থেকে কখনো অব্যাহতি দেয় না।

ফিল্ড মার্শাল দাবি করেছেন যখনই তাঁর মনে হয়েছে হিটলার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন তখনই তিনি তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল যে শেষ পর্যন্ত ফুয়েরারের আদেশ তাঁকে মেনে চলতে হবে।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৬ এপ্রিল ১৯৪৬: 'প্রতিটি জার্মান সৈনিকের জন্য ১০০ জীবন'—রুডেঙ্কো জেরা করলেন কেইটেলকে

জেনারেল রুডেঙ্কো: বিবাদী কেইটেল, আমি আপনাকে দখল করা এলাকায় তথাকথিত কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সংক্রান্ত ব্যাপারে আদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। কাল আপনার উকিল ওই নির্দেশটা আপনাকে দেখিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ সালের একটা অর্ডার ওটা, নম্বর হলো: আর-৯৮। এই নির্দেশের একটা অংশ আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব।

এতে বলা হয়েছে: 'যে-কোনো ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই ব্যর্থ করার জন্য, বিপদের প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে দখলদার বাহিনীর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং ষড়যন্ত্রটা চারদিকে ছড়াতে না পারে...' পরে বলা হয়েছে: '...অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-সব দেশে মানুষের জীবন আক্রান্ত হয়েছে সেগুলোর কোনো মূল্য নেই, এবং এবং এ-ও মনে রাখতে হবে প্রতিরোধমূলক ফলাফল অর্জন করা যায় অসম্ভব নির্দয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।'

আদেশটার মূল ধারণা আপনি মনে রাখুন, মানুষের জীবন কোনো অর্থ বহন করে না। এই বিবৃতির কথা স্মরণ আছে আপনার, নির্দেশটার মূল সুরটা?—'মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই'? এই বাক্য আপনার মনে পড়ে?

কেইটেল: আমার মনে আছে।

জেনারেল রুডেঙ্কো: এই বিবৃতি বা নির্দেশে আপনি সই করেছেন?

কেইটেল: হ্যাঁ।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আপনার বিবেচনায় জরুরি প্রয়োজন বা পরিস্থিতি এই চরম অনৈতিক নির্দেশ দাবি করেছিল?

কেইটেল: এরকম একটা নির্দেশ কেন দেওয়া হয়েছিল তার কিছু কারণ গতকাল আমি ব্যাখ্যা করেছি, জানিয়েছি, প্রথমত, এই নির্দেশগুলো দক্ষিণ-পুবের ভেয়ারমাখট অফিসসমূহের যিনি কমান্ডার-ইন-চিফ তাঁর ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল; তারমানে, বলকান অঞ্চলে, যেখানে পার্টির চরমপন্থী এবং নিবেদিতপ্রাণ সদস্যরা তুমুল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, এবং নেতাদের মধ্যেও একটা বিরাট লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত, যেহেতু এই একই ঘটনা একই মাত্রায় দখল করা নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

কিছু সোভিয়েত এলাকাতেও ঘটতে দেখা গিয়েছিল।

জেনারেল রুডেঙ্কো: এর মানে কি আপনি বলতে চাইছেন এই নির্দেশ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল?

কেইটেল: আমি আগেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে, জনতার সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে সে-ব্যাপারে আমার একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। নির্দেশটায় আমি সই করেছি, সই করে অফিশিয়াল পরিসরে যতটুকু গ্রহণ করা যায় ততটুকু দায় ও দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: ট্রাইবুনাল মনে করছে আপনি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। প্রশ্নটা পরিষ্কার 'হ্যাঁ' কিংবা পরিষ্কার 'না' উত্তর পাওয়ার পুরোপুরি যোগ্য, এবং প্রয়োজন মনে করলে পরে ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। আপনি আপনার উকিলের কাছে আগে এ-সব ব্যাখ্যা করেছেন, এ-কথা বলে প্রশ্নটার উত্তর আপনি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আমি আপনাকে আরও একবার জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি মনে করেন নির্দেশটা, এই নির্দিষ্ট নির্দেশটা–এবং আমি জোর দিচ্ছি, যে নির্দেশে বলা হয়েছে 'মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই'–সেটা সঠিক ছিল বলে মনে করেন আপনি?

কেইটেল: বাক্যটি এই সব শব্দ সহযোগে তৈরি করা হয়নি; কিন্তু আমি আমার বহুবছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে দক্ষিণ-পুব অঞ্চলে এবং নির্দিষ্ট কিছু সোভিয়েত এলাকায় মানুষের জীবনকে একই মাত্রায় মর্যাদা দেওয়া হয় না।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আপনি বলছেন নির্দেশটায় এ-সব শব্দ নেই?

কেইটেল: জার্মান ভাষায় যা লেখা আছে তার তরজমা দাঁড়ায় এরকম: 'যে-সব দেশে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে সেখানে প্রায়ই ওগুলোর কোনো মূল্য দেওয়া হয় না...'

জেনারেল রুডেঙ্কো: এবং তারপর?

কেইটেল: হ্যাঁ, '...এবং প্রতিরোধমূলক ফলাফল অর্জন করা যায় অসম্ভব নির্দয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। একজন জার্মান সৈনিকের প্রাণের বিনিময়ে...'

জেনারেল রুডেঙ্কো: একদম পরিষ্কার। এবং ওই একই হুকুমে, একই সাবপ্যারাগ্রাফ 'বি'-তে, বলা হয়েছে: 'একজন জার্মান সৈনিকের প্রাণের বিনিময়ে ৫০ থেকে ১০০ কমিউনিস্টকে অবশ্যই, আইনে বলা আছে ধরে নিয়ে, মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। হত্যা করার পদ্ধতি যেন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপকে শক্তিশালী করে।' ঠিক কি না?

কেইটেল: জার্মান ভাষ্য সামান্য একটু আলাদা। তাতে বলা হয়েছে: 'সাধারণভাবে সেরকম ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ১০০জনের মৃত্যুদণ্ড যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে।' এটাই হলো জার্মান ভাষ্য।

www.pathagar.com

জেনারেল রুডেঙ্কো: একজন জার্মান সৈনিকের বিনিময়ে?

কেইটেল: হ্যাঁ। আমি ব্যাপারটা জানি এবং এখানে ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি।'

জেনারেল রুডেঙ্কো: এই প্রশ্নটাই করছি আপনাকে আমি। ঠিক আছে, আরও একবার জিজ্ঞেস করি...

কেইটেল: আপনি ওটার একটা ব্যাখ্যা চান, নাকি আমাকে আর কিছু বলতে হবে না?

জেনারেল রুডেঙ্কো: এ বিষয়ে আপনাকে এখন ইন্টারোগেট করব আমি। আমি জানতে চাইছি, নির্দেশে সইটা করে এই নির্দয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন? একই প্রশ্ন অন্য ভাষায়: হিটলারের সঙ্গে আপনি একমত ছিলেন কি না?

কেইটেল: নির্দেশে আমি সই করেছি, কিন্তু তাতে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো স্বয়ং হিটলারের দ্বারা পরিবর্তিত। তিনি ওগুলো বদলে ফেলেন।

জেনারেল রুডেঙ্কো: তা হলে হিটলার আপনার কাছ থেকে কি কি সংখ্যা পেয়েছিলেন?

কেইটেল: শুরুতে সংখ্যাগুলো ছিল ৫ থেকে ১০।

জেনারেল রুডেঙ্কো: অন্য ভাষায়, আপনার সঙ্গে হিটলারের পার্থক্য শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে, ডকুমেন্টের নৈতিক দিক থেকে নয়।

কেইটেল: আইডিয়াটা ছিল ওদেরকে প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় একজন সৈনিকের বিনিময়ে কয়েকজনের আত্মবিসর্জন দাবি করা, যেমনটি লেখা আছে এখানে।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আপনি...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: এটা প্রশ্নের উত্তর হলো না। প্রশ্ন ছিল, এই ডকুমেন্ট সম্পর্কে আপনার এবং হিটলারের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য সংখ্যা নিয়ে কি না। এর উত্তর হ্যাঁ কিংবা না হওয়া উচিত, প্রশ্নের ধরন এখানে সেটাই দাবি করে। আপনার আর হিটলারের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এটাই তো, দুজনের সংখ্যা দু'রকম, তাই না?'

কেইটেল: তা হলে আমাকে বলতেই হবে যে গোপন অনেক নীতিগত বিষয়ে মতপার্থক্য ছিলই, যার চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় ন্যায়-অন্যায় বিচার করার পজিশনে আমি ছিলাম না, যেহেতু আমি আমার ডিপার্টমেন্টের পক্ষে সই দিয়েছি। গোটা প্রশ্ন নিয়েই মৌলিক মতপার্থক্য ছিল...

জেনারেল রুডেঙ্কো [বিবাদীর হাতে একটা ডকুমেন্ট ধরিয়ে দিয়ে] : আমি আপনাকে ইন্টারোগেট করব, বিবাদী কেইটেল, এই নির্দেশ সম্পর্কিত বিষয়ে মাত্র একটা প্রশ্নে। এই নির্দেশের সাবপ্যারাগ্রাফ ১ আর প্যারাগ্রাফ ৩-এ বলা হয়েছে, বাক্যটার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: 'কাজেই সৈন্যদেরকে কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

এবং আদেশ দেওয়া গেল এই সংগ্রামে নির্দ্বিধায় এমন কি নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধেও যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, সাফল্য অর্জনে সেটা যদি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।'

বাক্যটি আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

কেইটেল: হ্যাঁ।

জেনারেল রুডেঙ্কো: সেই নির্দেশটা খুঁজে পেয়েছেন, যাতে আপনার পছন্দ বাধা-বিঘ্নহীন যে-কোনো ব্যবস্থার কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, এ-ও নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে?

কেইটেল: 'কোনো রকম বাধা-নিষেধ ছাড়াই যে-কোনো পদক্ষেপ কার্যকরী করতে হবে, এমন কি নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধেও, যদি প্রয়োজন হয়।' হ্যাঁ, পেয়েছি আমি।

জেনারেল রুডেঙ্কো: ঠিক এই প্রসঙ্গেই আপনাকে আমি প্রশ্ন করছি। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বিবাদী কেইটেল, সাবেক জার্মান আর্মির ফিল্ড মার্শাল, আপনার বিবেচনায় এই নির্দেশ কি সঠিক ছিল–নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে যেমন খুশি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে?

কেইটেল: ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ বলতে এমনিতে যেটা বোঝানো হয়েছে, নারী ও শিশুদেরও ওই সব অঞ্চল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে যে-সব অঞ্চলে পার্টিজান ওয়ারফেয়ার চলছে...কক্ষনো বর্বরতা নয়, কিংবা নারী ও শিশুহত্যা নয়, নাহ্, অসম্ভব!'

জেনারেল রুডেঙ্কো: সরিয়ে ফেলা–জার্মান ভাষায়–মানে, খুন করা?

কেইটেল: না। আমি মনে করি না এমনটি কখনো প্রয়োজন হয়েছিল যে জার্মান সৈন্যদের বলতে হবে তারা নারী এবং শিশুদের খুন করতে পারবে না এবং অবশ্যই খুন করবে না।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আপনি কি মনে করেন নারী ও শিশুদের ব্যাপারে এটা একটা সঠিক নির্দেশ ছিল, নাকি আপনি মনে করেন ওটা একটা অন্যায় নির্দেশ ছিল? জবাব দিন 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে। সঠিক, নাকি অন্যায়? বিষয়টা পরে ব্যাখ্যা করবেন।

কেইটেল: আমার বিবেচনায় এ-সব পদক্ষেপ ঠিকই ছিল, ওগুলো আমি গ্রহণ করি, তবে খুন করার পদক্ষেপ নয়। ওটা অপরাধ ছিল।'

জেনারেল রুডেঙ্কো: 'যে-কোনো পদক্ষেপ' খুনকেও বোঝায়।

কেইটেল: হ্যাঁ, তবে নারী এবং শিশুকে নয়।

জেনারেল রুডেঙ্কো: হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'যে-কোনো পদক্ষেপ নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে'।

কেইটেল: না, 'যে-কোনো পদক্ষেপ' বলা হয়নি, বলা হয়েছে '...নারী ও

www.pathagar.com

শিশুদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না।' ঠিক এই কথাই লেখা আছে এখানে। কোনো জার্মান সৈনিক কিংবা জার্মান অফিসার কখনো নারী ও শিশুকে হত্যা করার কথা ভাবেনি।

জেনারেল রুডেঙ্কো: কিন্তু বাস্তবে...?

কেইটেল: প্রতিটি আলাদা ঘটনা সম্পর্কে আমি বলতে পারব না, যেহেতু আমি জানি না, যেহেতু আমার পক্ষে সব জায়গায় থাকা সম্ভব ছিল না, এবং যেহেতু এ-বিষয়ে আমি কোনো রিপোর্ট পাইনি।

জেনারেল রুডেঙ্কো: তবে এ-ধরনের ঘটনা কয়েক মিলিয়ন ঘটেছে?

কেইটেল: সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে এরকম ঘটনা মিলিয়ন মিলিয়ন ঘটেছে।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আপনি বিশ্বাস করেন না?

কেইটেল: না...

জেনারেল রুডেঙ্কো: এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে যাব না, কারণ সেটা হবে ডকুমেন্টের বিরুদ্ধে তর্ক করা; আর ডকুমেন্ট নিজেই কথা বলে...আপনি বলেছেন যে ১৯৪৪ সালে, আইন সংশোধনের [পার্টির সদস্য হওয়া সৈনিকদের জন্য নিষিদ্ধ] পর, নাৎসি পার্টিতে নাম লেখানোর একটা প্রস্তাব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করেন, দলীয় নেতৃত্বের কাছে নিজের ব্যক্তিগত প্রমাণ-পত্র জমা দেন, পরিশোধ করেন সদস্যপদের চাঁদা। আমাদের বলুন, আপনার নাৎসি পার্টির সদস্য হওয়া থেকে কি এটা বোঝায় না যে দলীয় প্রোগ্রাম-পরিকল্পনা, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির প্রতি আপনার সমর্থন ছিল?

কেইটেল: আমার কাছে তিন কি চার বছর আগে থেকেই যেহেতু গোল্ডেন পার্টি ব্যাজ ছিল, তাই আমি মনে করেছিলাম দলে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের এই প্রস্তাব স্রেফ একটা আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন মাত্র; এবং নিয়ম অনুসারে পার্টির মেম্বারশিপ ফি পরিশোধ করি আমি। এই দুটো কাজই আমি করেছি, এবং নিজে থেকে স্বীকারও গেছি।

জেনারেল রুডেঙ্কো: অন্য কথায়, আনুষ্ঠানিক এই প্রস্তাব তখনও দেওয়া হয়নি, তার আগেই, ডি ফ্যাক্টো, নিজেকে একজন নাৎসি পার্টির সদস্য বলে মনে করতেন আপনি?

কেইটেল: আমি সবসময় নিজেকে একজন সৈনিক মনে করেছি; রাজনৈতিক যোদ্ধা কিংবা রাজনীতিক নয়।

জেনারেল রুডেঙ্কো: আমরা কি তা হলে এই উপসংহারে আসব না, এখানে এত কিছু বলা-কওয়ার পর, আপনি একজন **হিটলার জেনারেল** ছিলেন, এজন্য নয় যে কর্তব্যের ডাকে, আপনার নিজস্ব বিশ্বাস আর বিবেচনায়?

www.pathagar.com

কেইটেল: এখানে আগেই বলেছি যে আমি আমার ফুয়েরারের বিশ্বস্ত ও অনুগত সৈনিক ছিলাম। এবং আমি মনে করি না যে রাশিয়ায় এমন কোনো জেনারেল আছেন যিনি মার্শাল স্টালিনের প্রতি অটল আনুগত্য প্রদর্শন করেন না।

*

তদন্তের মাধ্যমে জার্মান আর্মির দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত যে-সব এভিডেন্স বিভিন্ন কমিশন সংগ্রহ করেছে তার সবই কিন্তু নূরেমবার্গ ট্রায়ালে ব্যবহার করা হয়নি, যদিও সেগুলোর বেশ কিছু প্রতিলিপির সংযুক্ত ভলিউম হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে নাৎসি আগ্রাসন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে, এবং পরবর্তী ট্রায়ালে ওগুলো চেয়ে পাঠানো হয়েছিল।

এই হলফনামায় বিশদ বিবরণসহ লেখা হয়েছে ১৯৪৪ সালের বসন্তে এরিক ফন ডেম বাখ-জেলেউস্কির নেতৃত্বে, ভ্লাসভ ফোর্স নামে পরিচিত সোভিয়েত পি.ও.ডব্লিউ-সহ, সৈন্যরা কী ধরনের বর্বরোচিত অপরাধ করেছে–ওয়ারশ রাইজিং-এর সময়কার ঘটনা, জার্মান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পোলিশ প্রতিরোধ চলছে তখন।

এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করতে সফল হয় জার্মানরা, তবে দমননীতি চালাতে গিয়ে কোনো রকম বাছবিচার ছাড়াই ২০০,০০০ সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে তারা, পোলদের লড়াকু মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য আতঙ্ক ছড়ায় চারদিকে।

৬ এপ্রিল ১৯৪৬: একটা যুদ্ধাপরাধের হলফনামা–ওয়ারশ বিদ্রোহ দমন

আমার স্বামী অনুপস্থিত ছিল, সক্রিয় অংশ নিচ্ছিল বিদ্রোহে, আর তিন সন্তানকে নিয়ে আমি ছিলাম একা–ওদের বয়স চার, ছয় আর বারো–বলা উচিত চার সন্তান, কারণ পেটের বাচ্চা ভূমিষ্ট হতে বাকি ছিল আর মাত্র একমাস।

ইচ্ছে করেই চলে যেতে দেরি করি আমি, ভেবেছিলাম হয়তো ওরা আমাকে থাকতে দেবে, সেলার ত্যাগ করি একেবারে শেষ মুহূর্তে। আমাদের বাড়ির সব বাসিন্দাকে আগেই বের করে নিয়ে গিয়ে উলস্কা স্ট্রিটের 'উরসাস' ওয়ার্ক্স-এ তোলা হয়। স্কায়ারনিউইকা স্ট্রিটের কোণে ওটা।

আমাকেও ওখানে চলে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আমি অবশ্য একা গেলাম, আমার সন্তানদের নিয়ে। যাওয়াটা খুব কষ্টকর হলো, কারণ রাস্তায় গাদা গাদা তার, লোহার জাল, ভাঙা ব্যারিকেড, লাশ আর রাজ্যের আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে।

রাস্তার দু'পাশেই বাড়ি-ঘর পুড়ছে। 'উরসাস' ওয়ার্ক্স-এ খুব কষ্টে পৌঁছালাম আমি। গুলি, আর্তনাদ, কান্না, করুণাভিক্ষা আর গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে কারখানার উঠান থেকে। আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে পাইকারী হারে

www.pathagar.com

মানুষ মারার একটা জায়গা এটা। প্রবেশমুখে যে-সব লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে পথ দেখিয়ে, না, ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হলো, সবাইকে একসঙ্গে নয়, প্রতি বার বিশজনের একটা দলকে।

বারো বছরের এক ছেলে, আধ খোলা প্রবেশপথের ভেতর দিয়ে মা-বাবা আর ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে পেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল, হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করছে। জার্মান আর ভ্লাসভ ফোর্সের লোকজন ছুটে এসে মারধর শুরু করল তাকে, তারপর টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল ওখান থেকে, ভেতরে ঢোকার জন্য তাদের সঙ্গে তখনও ধস্তাধস্তি করছে ছেলেটা, মা আর বাবাকে ডাকাডাকি করছে।

সবাই আমরা জানি এখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে; পালানোর কোনো সম্ভাবনা নেই, কিংবা নেই নিজের জীবন বাঁচানোর কোনো উপায়–চারদিকে ভিড় করে আছে জার্মান, ইউক্রেনিয়ান [ভ্লাসভের লোকজন] আর গাড়ি।

সবার শেষে এসেছি আমি, আড়াল নিয়ে পিছিয়ে থাকলাম, অন্য সব মানুষজনকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে দিচ্ছি, মনে পুষে রাখছি একটা আশা–গর্ভবতী একজন নারীকে ওরা হয়তো হত্যা করবে না।

কিন্তু না, শেষ দলটার সঙ্গে খেদিয়ে ভেতরে ঢোকানো হলো আমাকেও।

উঠানের কয়েক জায়গায় দেখলাম তিন ফুট উঁচু লাশের স্তূপ। বড়সড় উঠানটার [এটা প্রথম উঠান] ডান ও বাম দিকে অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে [উঠানের একটা স্কেচ এঁকেছেন বিবৃতিদাত্রী]। আমাদেরকে দ্বিতীয় উঠানের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। দলে আমরা বিশজনের মতো আছি, বেশিরভাগ দশ থেকে বারো বছরের শিশু।

এমন শিশুও আছে, যাদের সঙ্গে মা-বাবা নেই। পঙ্গু এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, মেয়ের জামাই তাঁকে সারাক্ষণ পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধার পাশে তাঁর মেয়ে রয়েছে, চার আর সাত বছরের দুটো ফুটফটে সন্তানসহ।

ওরা সবাই খুন হয়ে গেল। বৃদ্ধা মহিলা আক্ষরিক অর্থেই তাঁর জামাতার পিঠে খুন হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে জামাতাকেও হত্যা করা হলো।

আমাদের মধ্যে থেকে চারজনের একটা করে দলকে ডাকা হচ্ছে, প্রতিবার একটা করে দলকে পথ দেখিয়ে দ্বিতীয় উঠানে, স্তূপ করে রাখা লাশের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারজন ওখানে পৌঁছালেই জার্মানরা পেছন থেকে রিভলভার দিয়ে তাদের মাথায় গুলি করছে। আহত লোকজন ছিটকে পড়ছে স্তূপের ওপর, তাদের জায়গা দখল করতে আরেক দল এগিয়ে আসছে।

একটু পরই ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে কেউ কেউ দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, কেউ গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল, কেউ প্রাণভিক্ষা চাইল, এবং প্রতিপক্ষের মনে যাতে দয়ার উদ্রেক হয় তার জন্য প্রার্থনা শুরু করল।

আমি ছিলাম শেষ চারজনের দলে। আমার চারপাশের ভ্লাসভ ফোর্সের

www.pathagar.com

লোকজন রয়েছে, তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়ে বললাম আমাকে আর আমার সন্তানদের তোমরা মেরো না। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে এমন কিছু আছে কি, যা দিয়ে জীবন কেনা যায়।

আমার কাছে প্রচুর সোনা ছিল, সে-সব আমি ওদের হাতে তুলে দিলাম। ওগুলো নিল তারা, তারপর আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু যে জার্মান লোকটা এই হত্যাযজ্ঞ সুপারভাইজ করছিল সে ওদেরকে এই কাজে অনুমতি দিল না।

আমি যখন ওই লোকটার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলাম, আমাকে ধাক্কা মারল সে, চিৎকার করে বলল, 'আরও দ্রুত!' তার ধাক্কায় পড়ে গেলাম আমি। আমার বড় ছেলেকেও চড়-থাপ্পড় মারল সে, তারপর ধাক্কা দিল, গলা চড়িয়ে বলছে, 'এই ব্যাটা পোলিশ ডাকাতের দল, তাড়াতাড়ি করো!'

এভাবেই হত্যাযজ্ঞের ঠিকানায় নিয়ে আসা হয় আমাকে, শেষ চারজনের গ্রুপে, তিন সন্তানসহ। আমি আমার দুই সন্তানকে এক হাতে ধরে আছি, আরেক হাতে ধরে আছি বড় ছেলেকে। বাচ্চারা কাঁদছে আর প্রার্থনা করছে।

বড় ছেলেটা, লাশের পাহাড় দেখে বেসুরো গলায় বলল, 'আমাদের ওরা মেরে ফেলতে যাচ্ছে,' তারপর ওর বাবাকে ডাকল। প্রথম গুলিটা লাগল ওকে, দ্বিতীয়টা লাগল আমাকে; পরের দুটো গুলিতে ছোট বাচ্চারা মারা গেল। আমি ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে গেছি। গুলিটা আমাকে মেরে ফেলছে না। ওটা আমার মাথার পেছন দিয়ে ঢুকে চোয়ালের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

থুথুর সঙ্গে কয়েকটা দাঁত পড়তে দেখলাম। অনুভব করলাম বাম দিকটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, তবে আমার জ্ঞান আছে, চারপাশে কী ঘটছে সব দেখতে পাচ্ছি।

লাশগুলোর মাঝখানে শুয়ে থেকে আরও খুনের সাক্ষি হলাম। বাইরে থেকে আরও গ্রুপকে ভেতরে ঢোকানো হলো। আমি চিৎকার আর কান্না শুনতে পাচ্ছি, কত মানুষ প্রাণভিক্ষা চাইছে, গোঙাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে, আর সবকিছুকে ছাপিয়ে গুলির শব্দ হচ্ছে। এ-সব লোকের লাশ পড়ছে আমার ওপর।

চারটে লাশ ঢেকে রেখেছে আমাকে।

তারপর আবার নারী ও শিশুদের একটা গ্রুপকে দেখলাম। এবং এভাবে চলতে লাগল, একের পর এক গ্রুপ আসতেই থাকল, একেবারে সেই সন্ধে পার না হওয়া পর্যন্ত।

হত্যাযজ্ঞ যখন থামল ততক্ষণে রীতিমতো চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। গুলিবর্ষণের ফাঁকে খুনিরা লাশের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল, লাথি মারল ওগুলোয়, পা দিয়ে চিৎ করল, যাদের মধ্যে প্রাণের এতটুকু লক্ষণ দেখা গেল তাদেরকে আবার গুলি করল, তারপর চুরি মূল্যবান জিনিস-পত্র চুরি করার জন্যে তল্লাশি চালাল [আমার কবজি থেকে ঘড়ি খুলে নিল, তবে ওদেরকে আমি বুঝতে দিইনি

www.pathagar.com

যে আমি বেঁচে আছি।

লোকগুলো খালি হাতে লাশ স্পর্শ করেনি, হাতে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিয়েছিল। এরকম ভয়ঙ্কর, নৃশংস কাণ্ড ঘটাবার সময় গান গাইছিল ওরা, ভদকা খাচ্ছিল।

আমার কাছাকাছি এক লোককে দেখতে পেলাম, লম্বা-চওড়া শরীর, মাঝ-বয়েসী হবেন, গায়ে খয়েরি রঙের লেদার কোট। তিনি মারা যাননি, আমি তাঁর আসন্ন মৃত্যুজনিত কাঁপুনির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওরা তাঁকে পাঁচটা গুলি করল।

এই গুলির সময় কয়েকটা বুলেট আমার পা দুটোকে জখম করল। রক্তের পুকুরে শুয়ে আছি দীর্ঘক্ষণ, শরীর প্রায় পুরোটাই অবশ, গায়ের ওপর চেপে আছে অসম্ভব ভারি বোঝা। তবে পুরোটা সময় সচেতন আছি, এবং পুরোপুরি বুঝতে পারছি কী ঘটছে আমার।

সন্ধের পর অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রাখা লাশগুলো ধীরে ধীরে ঠেলে গা থেকে নামাতে পারলাম। কল্পনা করা সহজ নয় চারপাশে কী পরিমাণ রক্ত জমে ছিল। পরদিন হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হলো। দিনের বেলা দুই কি তিনবার ভেতরে ঢুকল জার্মানরা। সেদিন তাদের সঙ্গে কুকুর ছিল। হাঁটাহাঁটি করছে তারা, মড়ার ভান করে কেউ বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য লাশের ওপর উঠে লাফাচ্ছে।

তৃতীয় দিন আমি অনুভব করলাম গর্ভে আমার সন্তান নড়াচড়া করছে। আমার এই সন্তানকে আমি খুন করব না, এই চিন্তাটা মাথায় আসতে নিজের অজান্তেই চারদিকে তাকাতে শুরু করেছি, বোঝার চেষ্টা করছি পরিস্থিতি, দেখছি পালাবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে কি না।

*

অস্বাভাবিক লম্বা শরীর, একহারা গড়ন আর দাগে ভরা মুখ প্রায় অচেনা অস্ট্রিয়ান আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার খুব দ্রুতই সবচেয়ে পরিচিত আসামিদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠলেন।

লইয়ার হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছেন, ১৯৩৮-এর মার্চে হিটলারের জার্মানি অস্ট্রিয়া অধিকার করে নেওয়ার পর ওই দেশের সিকিউরিটি মিনিস্টার করা হয় তাঁকে, এবং ১৯৪৩ সালে প্রাগে হেইড্রিক হত্যাকাণ্ডের পর RSHA-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান, যেটা কি না গেস্টাপো ছাড়াও বিভিন্ন পুলিশ এবং সিকিউরিটি এজেন্সিকে নিয়ন্ত্রণ করত, পরিচালনা করত কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পগুলোর সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম।

কাঠগড়ায় উপস্থিত আরও অনেকের মতো কালটেনব্রুনারও দাবি করেছেন যে দায়-দায়িত্ব গ্রহণের সত্যিকার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল না, নাৎসি শাসনের অন্ধকার দিকগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই দেওয়া হয়নি তাঁকে; ও-সবই গেস্টাপো চিফ

www.pathagar.com

হেনেরিক মুয়েলার আর হিমলার, এই দুজন মিলে পরিকল্পনা করেছে, এবং সেই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করেছে।

বলাই বাহুল্য যে দুজনের কেউই আদালতে উপস্থিত নন।

যখন এমন সব ডকুমেন্ট সামনে হাজির করা হলো, যাতে দেখা যায় হত্যাকাণ্ড এবং বিনা পারিশ্রমিকে লোকজনকে কাজ করানোর সঙ্গে জড়িত তিনি, কালটেনব্রুনার বারবার বলে গেলেন ওই স্বাক্ষর তাঁর নয়, কেউ নকল করেছে।

এরপর আমেরিকান প্রসিকিউটর জন অ্যামেন তাঁকে আরেকটা চিঠি দেখালেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬: আরএসএইচএ-র আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার দাবি করলেন তাঁর স্বাক্ষর নকল করা হয়েছে

কর্নেল অ্যামেন: বেশ, এরইমধ্যে আপনি শপথ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই জোরজবরদস্তি শ্রম আদায়ের সঙ্গে আপনার কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা ছিল না; কথাটা ঠিক তো?

কালটেনব্রুনার: হ্যাঁ।

কর্নেল অ্যামেন: ঠিক আছে। আমি চাইছি বিবাদীকে ৩৮০৩-পিসি ডকুমেন্ট দেখানো হোক, এক্সিবিট নাম্বার ইউএসএ-৮০২। ওতে আপনি দেখতে পাবেন চিঠিটা আপনার কাছ থেকেই এসেছে। ওটা থেকে আমি পড়ছি:

'ভিয়েনা শহরের বার্গারমাইস্টার-এর প্রতি, এসএস বার্গারমাইস্টার ব্ল্যাচকে।

'বিষয়: ভিয়েনা শহরে যুদ্ধের জরুরি কাজে শ্রম বরাদ্দ।

'রেফা: ৭ জুন ১৯৪৪-এ লেখা আপনার পত্রের উত্তরে।

'ডিয়ার ব্ল্যাচকে: আপনি বিশেষ যে-সব কারণ দেখিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে এরইমধ্যে আমি কয়েকটা ইভ্যাকিউয়েশন ট্র্যান্সপোর্টকে ভিয়েনা-স্ট্র্যাসহফের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। এসএস বার্গারমাইস্টার ডেলব্রুইগে, সত্যিকথা বলতে কি, এরইমধ্যে এই একই বিষয় আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে এটা কমবেশি ১২,০০০ ইহুদিকে নিয়ে চারটে ট্র্যান্সপোর্টের প্রশ্ন। তারা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভিয়েনায় পৌঁছে যাবে।

'আগের অভিজ্ঞতা মনে রেখে হিসেব করা হয়েছে যে শতকরা ত্রিশ ভাগ ট্র্যান্সপোর্টে তোলা হবে কাজ করতে সমর্থ ইহুদিদের, এবারে প্রায় ৩৬০০জনকে, হাতে যে কাজ আছে তাতে ব্যবহার করা যেতে পারে ওদেরকে।

'এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে ওদেরকে যে-কোনো মুহূর্তে সরিয়ে আনা যাবে। আর এটা তো আগে থেকেই পরিষ্কার যে এ-সব লোককে বড় বড় গ্রুপে আলাদা করে কাজ বরাদ্দ করতে হবে, তাদেরকে পাহারা দেওয়ার ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে, থাকার ব্যবস্থা হওয়া চাই নিরাপদ ক্যাম্পে, এবং এটা একান্ত জরুরি যে চাওয়ামাত্র

www.pathagar.com

যেন এই ইহুদিদের পাওয়া যায়।

'এই সব ইহুদি নারী ও শিশুরা, যারা কাজ করতে সক্ষম নয়, এবং যাদেরকে স্পেশাল অ্যাকশনের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে, অর্থাৎ একদিন আবার সরিয়ে নেওয়া হবে, তাদেরকেও অবশ্যই দিনের বেলা পাহারা ব্যবস্থা আছে এমন ক্যাম্পে আটকে রাখতে হবে...আমি আশা করি চোখের সামনে যে-সব কাজ দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো সম্পন্ন করতে বন্দিদের এই হস্তান্তর আপনার কাজে লাগবে।

'হেইল হিটলার। আপনার, কালটেনব্রুনার।'

এখন বলুন, আপনি কি এই যোগাযোগের কথা স্মরণ করতে পারছেন?

কালটেনব্রুনার: না।

কর্নেল অ্যামেন: এই চিঠি লেখার কথা আপনি কি অস্বীকার করছেন?

কালটেনব্রুনার: হ্যাঁ...

কর্নেল অ্যামেন: এখানে এটা আপনার সই নয়?

কালটেনব্রুনার: না, ওটা 'আমার সই নয়। সইটা কালি দিয়ে করা হয়েছে, কিংবা হয়তো প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছে, তবে ওটা কোনোমতেই আমার নয়...

কর্নেল অ্যামেন: আপনি কি সইটার দিকে তাকাবেন, তারপর আমাকে বলবেন, সইটার ঠিক ওপরে শব্দটা লেখা আছে কি নেই?

কালটেনব্রুনার: আছে।

কর্নেল অ্যামেন: এবং, আমি যতটুকু বুঝি, ওই শব্দটার মানে 'আপনার'; আরেক অর্থে, এটা একটা ঘনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি, শুধু ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, কথাটা ঠিক না?

কালটেনব্রুনার: জার্মান রীতিতে একটা চিঠি মাত্র দু'ভাবে শেষ করা যায়: Ihr কিংবা Dein লিখে। আমরা Dein ব্যবহার করি তখনই, যখন ঘনিষ্ঠ কাউকে সম্বোধন করার দরকার পড়ে; এটা এমন একটা শব্দ, যেটা বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটায়। ব্ল্যাচকে, ভিয়েনার মেয়র, আমার বন্ধু, এবং...

কর্নেল অ্যামেন: তা হলে, এটা কি সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং অচিন্তনীয় নয় যে এমন একটা স্ট্যাম্প্ বা অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করা হলো যে তাতে শুধু যে সইটা আছে তা নয়, তার সঙ্গে সইয়ের ওপর প্রকাশভঙ্গি Dein-ও আছে?

কালটেনব্রুনার: ব্যাপারটা হাস্যকর বোকামি, আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত; তবে আমি এ-কথা বলিনি যে ওটা আমার সইয়ের হুবহু প্রতিরূপ। আমি শুধু বলেছি যে ওটা আমার সই নয়।

হয় ওটা অবিকল প্রতিরূপ, নয়তো নীচে আরেকটা স্বাক্ষরের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। এই চিঠির লেখককে...এর আগে আপনি আমাকে শেষ করতে দেননি...ওপরের বাম কোণের কোড দেখে যা বোঝা যাচ্ছে, সেকশন 4 A এবং B-তে পাওয়ার কথা। ডিপার্টমেন্টের সবাই এবং গোটা জার্মান রাইখ জানত যে

www.pathagar.com

ভিয়েনার মেয়র ব্ল্যাচকে আর আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই ভিয়েনায় আমাদের একই মতাদর্শের রাজনৈতিক তৎপরতার সময় থেকে, তার মানে দশ বছর তো হবেই, এবং সেই থেকে আমরা অতি পরিচিত সম্বোধন *Du* ব্যবহার করে আসছিলাম।

কাজেই, এমন ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, বার্লিনে আমি যদি অনুপস্থিত থাকি, আর চিঠিটা যদি জরুরি হয়–বিষয়-বস্তু দেখে আমার তা-ই মনে হয়েছে–কর্মকর্তা ভদ্রলোক এমনটা উচিত বলে বিবেচনা করে থাকতে পারেন যে এই ভঙ্গিতে চিঠিটা লেখা যেতে পারে। অবশ্যই আমি তাঁকে এরকম একটা চিঠি লেখার অধিকার দিইনি, সেটা একেবারেই অসম্ভব, তবে আমার তরফ থেকে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা...

কর্নেল অ্যামেন: এটা সত্যি নয় তো যে এই চিঠির স্বাক্ষর সম্পর্কে আপনি স্রেফ মিথ্যেকথা বলছেন, ঠিক যেভাবে আদালতের সামনে প্রায় সব ব্যাপারেই শপথ নিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন আপনি? এটা কি একটা ফ্যাক্ট নয়?

কালটেনব্রুনার: মিস্টার প্রসিকিউটর, পুরো একটা বছর ধরে মিথ্যেবাদী বলে গালি দেওয়ার অপমান মাথা নিচু করে শুনতে হয়েছে আমাকে। পুরো একটা বছর ধরে কয়েকশ' বার ইন্টারোগেট করা হয়েছে আমাকে এখানে আর লন্ডনে, এবং এভাবে, এরচেয়ে খারাপ ভাবেও, অপদস্থ করা হয়েছে।

আমার মা, যিনি ১৯৪৩ সালে মারা গেছেন, তাঁকে বলা হয়েছে বেশ্যা; এবং এরকম আরও অনেক কিছু নিক্ষেপ করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে। এই অপমান আমার কাছে নতুন কিছু নয়, তবে আমি বলতে চাই এরকম একটা বিষয়ে অবশ্যই আমি অসত্য বলব না।

কর্নেল অ্যামেন: আমার বক্তব্য হলো, বিবাদী, আপনার সাক্ষ্য যেখানে ২০ বা ৩০জন সাক্ষির সাক্ষ্যের সঙ্গে এবং আরও বেশি ডকুমেন্টের সঙ্গে মেলে না, সেখানে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার বলে মনে হয় যে আপনি সত্যিকথা বলছেন আর বাকি সব সাক্ষি এবং ডকুমেন্ট মিথ্যে।

*

হলোকস্টে কালটেনব্রুনারের সংশ্লিষ্টতা ছিল না, এটা প্রমাণ করার চেষ্টায় তাঁর উকিল কুর্ট কাউফম্যান একজন সাক্ষিকে ডাকেন। নূরেমবার্গ থেকে তখন দুনিয়ার মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে যায় রুডলফ হোয়েস আসুউইয-এর সাবেক কমান্ড্যান্ট ছিলেন।

ওই সাইট, পাশের ক্যাম্প বার্কেনাও সহ, যেখানে বিরাট আকারে গ্যাস প্রয়োগের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল, তৈরি করা হয় ১৯৪০-১৯৪১ সালে। হোয়েস ছিলেন সাবেক এসএস ক্যাম্প গার্ড, তাঁর নিজেরও জেলের ঘানি টানার অভিজ্ঞতা ছিল, মারটিন বোরম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর

www.pathagar.com

মামলায় ১৯২০ সালে পাঁচ বছরের জেল হয় তাঁর।

আসুউইযের অপারেশন ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সুপারভাইজ করেন রুডলফ হোয়েস, পরের বছর ফিরে যান হ্যাঙ্গেরিয়ান ইহুদিদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। ট্রায়ালের সবচেয়ে নাটকীয় এভিডেন্সের অন্যতম হয়ে ওঠে তাঁর এভিডেন্স, পরিবেশিত হয় নির্লিপ্ত সুরে, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি হৃদয়বিদারক।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৬: 'আমরা টের পেতাম লোকগুলো কখন মারা গেছে, কারণ ওদের চিৎকার থেমে যেত'– রুডলফ হোয়েস, আসুউইয কমান্ড্যান্ট

ডক্টর কাউফম্যান: সাক্ষি, আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটার সুদূরপ্রসারি তাৎপর্য আছে। আপনিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যিনি কিছু গোপন ব্যাপারে আলো ফেলতে পারবেন, এবং বলতে পারবেন কারা ইউরোপিয়ান ইহুদিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিল, এবং আরও বলতে পারবেন এই নির্দেশ কীভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল, এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত এই নিশ্চিহ্নকরণ একটা গোপন বিষয় হিসেবে আড়াল করে রাখা হয়...[সাক্ষির দিকে ঘুরে] ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল, এই সময়ে আপনি আসুউইযে কমান্ডার ছিলেন। কথাটা কি সত্যি নয়?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: এটা কি সত্যি আপনি, নিজে, ওই সব ভিক্টিমদের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো নোট নিতে পারেননি, কারণ আপনার জন্যে নোট নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়?

হোয়েস: হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।

ডক্টর কাউফম্যান: এ-ও কি সত্যি যে শুধু একজন মাত্র লোক, যার নাম আইখম্যান, এ-বিষয়ে নোট রাখতেন, যে লোকের কাজ ছিল এ-সব মানুষকে সামলে রাখা আর এক জায়গায় জড়ো করা?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: এ-ও কি সত্যি যে আইখম্যান আপনাকে বলেছিলেন আসুউইযে সব মিলিয়ে বিশ লক্ষেরও বেশি ইহুদিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: নারী, পুরুষ এবং শিশুদের?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: এটা কি সত্যি যে ১৯৪১ সালে বার্লিনে গিয়ে আপনাকে হিমলারের সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়? দয়া করে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন তাঁর সঙ্গে আপনার ঠিক কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

www.pathagar.com

হোয়েস: হ্যাঁ। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে আমাকে বার্লিনে গিয়ে রাইখসফুয়েরার এসএস হিমলারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়। বলা হয়, আমাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জরুরি কিছু নির্দেশ দেবেন।

আমাকে তিনি বললেন–ভাষাটা হুবহু আমার মনে নেই–ফুয়েরার একটা নির্দেশ দিয়েছেন, এবার ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত একটা সমাধান বের করতে হবে। আমরা, এসএস, অবশ্যই এই নির্দেশ পালন করব। কাজটা যদি এখন করা না হয় তা হলে পরে ইহুদি গোষ্ঠীই জার্মান জনগণকে ধ্বংস করে ফেলবে।

আসুউইযকে তাঁর বেছে নেওয়ার কারণ হলো, ট্রেনযোগে যাতায়ত করার সুযোগ আছে ওদের, আরও আছে নির্জনতার দাবি মেটাতে সক্ষম বিশাল সব সাইট, যেখানে উপযুক্ত জায়গার কোনো অভাব হবে না।

ডক্টর কাউফম্যান: ওই কনফারেন্সের সময় হিমলার আপনাকে এ-কথা বলেছিলেন কি যে এই পরিকল্পিত অ্যাকশনগুলোকে বিবেচনা করতে হবে 'গোপন রাইখ বিষয়' হিসেবে?

হোয়েস: হ্যাঁ। এই বিষয়টা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমাকে তিনি বললেন, আমি এমন কি এ-বিষয়ে আমার ইমেডিয়েট বস্ গ্রুপেনফুয়েরার গ্লুকসকেও কিছু বলতে পারব না। এই কনফারেন্সে শুধু আমরা দুজন ছিলাম, এবং আমাকে গোপনীয়তার চরম দৃষ্টান্ত দেখাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ডক্টর কাউফম্যান: এই প্রকাশভঙ্গি, 'গোপন রাইখ বিষয়', এর মানে কি নিজের জীবন বিপণ্ন না করে কেউ এ-ব্যাপারে বাইরের কাউকে সামান্য ইঙ্গিত বা আভাস পর্যন্ত দিতে পারবে না?

হোয়েস: হ্যাঁ, 'গোপন রাইখ বিষয়' বলতে বোঝানো হয়েছে এ-সব বিষয়ে মুখ খোলার অনুমতি নেই কারও, এবং সংশ্লিষ্টরা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে জীবন দিয়ে হলেও এই গোপনীয়তা তারা রক্ষা করবে।

ডক্টর কাউফম্যান: আপনি কি ওই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন?

হোয়েস: না, ১৯৪২ সালের আগে নয়।

ডক্টর কাউফম্যান: আপনি এই তারিখটা কেন উল্লেখ করলেন? ওই তারিখের পর কি বাইরের কারও সামনে মুখ খুলেছিলেন?

হোয়েস: ১৯৪২ সালের শেষদিকে, আমার ক্যাম্পে কিছু ঘটনার কারণে, যিনি আপার সাইলিজিয়ার গাউলাইটার [রাজনৈতিক কর্মকর্তা, যারা নাৎসি জেলা নিয়ন্ত্রণ করতেন]-এর একটা মন্তব্যে আমার স্ত্রীর মনে কৌতূহল জাগে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কথাটা সত্যি কি না, উত্তরে আমি তাঁকে হ্যাঁ বলি। ওটাই আমার রাইখসফুয়েরারকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একমাত্র ঘটনা। আর কখনো এ নিয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলিনি।

ডক্টর কাউফম্যান: আইখম্যানের সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়?

www.pathagar.com

হোয়েসঃ রাইখসফুয়েরারের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার প্রায় চার হপ্তা পর আইখম্যানের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আসুউইয়ে তিনি আসেন প্রদত্ত নির্দেশটা কার্যকরী করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করার জন্যে। আলোচনার সময় রাইখসফুয়েরার আমাকে যেমন বলেছিলেন, আইখম্যানকে তিনি বলেছেন, নির্দেশটা কীভাবে বাস্তবায়িত করা হবে তা নিয়ে আমার সঙ্গে যেন বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, এবং পরবর্তী সমস্ত দিক-নির্দেশনা আমি তাঁর কাছ থেকেই পাব।

ডক্টর কাউফম্যানঃ আপনি কি সংক্ষেপে বলবেন, এটা সত্যি কি না যে আসুউইয ক্যাম্প সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা ছিল? নির্দেশ অনুসারে কাজগুলো যতদূর সম্ভব গোপনে করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়?

হোয়েসঃ আসুউইয ক্যাম্প শহর থেকে আন্দাজ তিন কিলোমিটার দূরে ছিল। কমবেশি ২০,০০০ একর জায়গা পরিষ্কার করার জন্যে এলাকার সাবেক সমস্ত বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করা হয়। গোটা এলাকায় শুধুমাত্র এসএস সদস্য আর সিভিলিয়ান কর্মচারী, যাদের কাছে পাস ছিল, ঢুকতে পারত। আসল বা মূল কমপাউন্ডকে বলা হত 'বার্কেনাও', যেখানে পরে নিশ্চিহ্নকরণ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়, এবং সেটা ছিল আসুউইয ক্যাম্প থেকে দু'কিলোমিটার দূরে।

গভীর জঙ্গলের ভেতর ক্যাম্পগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়, কোনো দিক থেকে তা চাক্ষুষ করা সম্ভব ছিল না। তার ওপর, ক্যাম্পগুলোর চারদিক গোটা এলাকা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়, এবং এমন কি স্পেশাল পাস না থাকলে এসএস সদস্যদেরও ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। এতে করে, যে-কেউ বুঝতে পারবে, অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও পক্ষে ওই এলাকার ধারেকাছে ঘেঁষাও সম্ভব ছিল না।

ডক্টর কাউফম্যানঃ তারপর রেলওয়ে ট্র্যান্সপোর্ট পৌঁছাল। ঠিক কোন সময় এই রেলওয়ে ট্র্যান্সপোর্ট পৌঁছেছিল এবং তাতে তুলে কত মানুষকে আনা হয়, একটা আনুমানিক হিসেব দিতে পারবেন?'

হোয়েসঃ একেবারে সেই ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পুরো একটা পিরিয়ড নির্দিষ্ট কিছু অপারেশন অনিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন দেশে চালানো হয়েছে, কাজেই কারও পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছানো অবিচ্ছিন্ন ট্র্যান্সপোর্ট সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এটা সব সময় চার থেকে ছ'হপ্তার ব্যাপার ছিল। ওই চার কিংবা ছ'হপ্তায় দুই কি তিনটে ট্রেন আসত, প্রতিদিন; প্রতিটি ট্রেনে মানুষ থাকত আন্দাজ ২,০০০। এই ট্রেনগুলো প্রথমে থামত বার্কেনাও এলাকার একটা সাইডিং-এ, লোকোমোটিভগুলো তারপর ফিরে যেত।

ট্রেনের সঙ্গে আসা গার্ডদের কালবিলম্ব না করে স্থান ত্যাগ করতে হত। আর যে-সব লোকজনকে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁদের দায়িত্ব বুঝে নিত ক্যাম্পের নিজস্ব গার্ডরা।

www.pathagar.com

তারপর কাজের জন্যে ফিট কি না জানার জন্যে একদল এসএস মেডিকেল অফিসারকে দিয়ে তাঁদের পরীক্ষা করা হত। কাজ করতে সক্ষম এমন বন্দিদের সঙ্গে সঙ্গে মার্চ করিয়ে আসুউইয ক্যাম্প থেকে বার্কেনাও ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হত, আর যারা কাজ করতে অক্ষম তাঁদেরকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হত অস্থায়ী একটা ক্যাম্পে, তারপর সেখান থেকে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হত ক্রেম্যাটরিয়ামে...

ডক্টর কাউফম্যান: ট্র্যান্সপোর্ট পৌঁছানোর পর কি বন্দিদের কাপড়চোপড়সহ সব কিছু কেড়ে নেওয়া হত? বিবস্ত্র হওয়া কি বাধ্যতামূলক ছিল, মূল্যবান সব কিছু কি ওদের হাতে তুলে দিতে হত, নতুন তৈরি ক্রেম্যাটরিয়ামে নিয়ে যাওয়ার আগে? এ-কথা কি সত্যি?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: তারপর, সঙ্গে সঙ্গে, মারা যেতেন তাঁরা?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনার জ্ঞান অনুসারে বলতে পারবেন, এই মানুষগুলো কি জানতেন তাঁদের ভাগ্যে কী আছে?

হোয়েস: তাঁদের বেশিরভাগই জানতেন না, কারণ এমন কিছু কৌশল করা হত তাঁরা যাতে অনিশ্চয়তায় ভোগেন, যাতে সন্দেহে দোলেন, ভাবতে বা বুঝতে দেওয়া হত না যে তাঁদেরকে মেরে ফেলা হবে।

উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি–সবগুলো দরজা-জানালায় লেখা থাকত বন্দিদের শাওয়ারের নীচে দাঁড় করানো হবে, কিংবা অবাঞ্ছিত বস্তু থেকে তাদেরকে মুক্ত করার আয়োজন হচ্ছে। এ-সব আগে যে-সব বন্দি এসেছে তাঁদেরকে দিয়ে কয়েকটা ভাষায় লেখানো হত, সহায়তাকারী ক্রু হিসেবেও গোটা অপারেশনে কাজে লাগানো হত তাঁদেরকে।

ডক্টর কাউফম্যান: এবং তারপর, সেদিন আপনি আমাকে বলেছেন, গ্যাস প্রয়োগে তিন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে মারা যেতেন তাঁরা। কথাটা কি ঠিক?

হোয়েস: হ্যাঁ।

ডক্টর কাউফম্যান: আপনি আমাকে আরও বলেছেন যে এমন কি পুরোপুরি মৃত্যু হওয়ার আগে, অচেতন একটা অবস্থায় চলে যেতেন ভিক্টিম?

হোয়েস: হ্যাঁ। আমি নিজের চেষ্টায় যতটুকু জানতে পেরেছি, কিংবা মেডিকেল অফিসাররা আমাকে যা বলেছেন–অজ্ঞান বা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্যে কতটা সময় দরকার তা নির্ভর করে তাপমাত্রা এবং চেম্বারে কত লোক উপস্থিত তার ওপর। মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে।

ডক্টর কাউফম্যান: আপনার নিজের মনে কখনো ভিক্টিমদের প্রতি করুণা বা সহানুভূতি জেগেছে, নিজের পরিবার এবং সন্তানদের কথা চিন্তা করে?

হোয়েস: হ্যাঁ।

www.pathagar.com

ডক্টর কাউফম্যান: তা সত্ত্বেও কীভাবে এ-সব কাজ আপনার দ্বারা সম্ভব হলো?

হোয়েস: আমার মনে যতই দ্বিধা আর সন্দেহ থাকুক, সবশেষে এক ও অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তসূচক কারণটা বড় হয়ে উঠত, যেটা রাইখসফুয়েরার হিমলার আমাকে দিয়েছিলেন।

ডক্টর কাউফম্যান: আমি আপনার কাছে জানতে চাই হিমলার কখনো ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিলেন কি না, এবং নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া চাক্ষুষ করে সন্তুষ্ট বোধ করেছিলেন কি না?

হোয়েস: হ্যাঁ। ১৯৪২ সালে ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন হিমলার, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অ্যাকশন সবটুকু দেখেন তিনি।

ডক্টর কাউফম্যান: এটা কি আইখম্যান সম্পর্কেও সত্যি?

হোয়েস: আইখম্যান আসুউইয়ে বারবার এসেছেন, ওখানকার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে খুব ভাল জানতেন তিনি।

ডক্টর কাউফম্যান: বিবাদী কালটেনব্রুনার কখনো ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছেন?

হোয়েস: না।

ডক্টর কাউফম্যান: আপনার কাজ সম্পর্কে আপনি কখনো কালটেনব্রুনারের সঙ্গে আলাপ করেছেন?

হোয়েস: না, কক্ষনো না।

*

আগে দেওয়া এভিডেভিটে নিজ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত আতঙ্কজনক ঘটনা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন হোয়েস, আদালতে এখন যেটা তাঁর সামনে হাজির করা হলো।

পাইকারীভাবে ইহুদি হত্যায় আর যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের মতো হোয়েসও নিজের কাজ থেকে মানসিকভাবে একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। সেজন্যেই খুব ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারেনি মৃত্যুগুলো; আর নিজের কাজের দক্ষতা নিয়ে যে-কেউ গর্ব অনুভব করতে পারে।

কর্নেল অ্যামেন: প্যারাগ্রাফ ১ বাদ দিয়ে প্যারাগ্রাফ ২ থেকে শুরু করছি আমি...' ১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসুউউয়ে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি আমি, এবং হিসেব করে দেখেছি কমপক্ষে ২,৫০০,০০০ ভিক্টিমকে গ্যাস প্রয়োগে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, এবং আরও কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা গেছে না খেতে পেয়ে আর রোগ-শোকে ভুগে, সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,০০০,০০০।

'এই সংখ্যা অ্যাসউইয়ে বন্দি হিসেবে পাঠানো মানুষের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ হবে, বাকিদের বাছাই করে শ্রম দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কনসেনট্রেইশন

www.pathagar.com

ক্যাম্প ইন্ডাস্ট্রিতে।

'গ্যাস প্রয়োগে আর পুড়িয়ে মারাদের মধ্যে ছিল ২০,০০০ রাশিয়ান যুদ্ধবন্দি [আগেই গেস্টাপো কর্তৃক যুদ্ধবন্দিদের খাঁচা থেকে বাছাই করে বের করা আনা], যাদেরকে ভেয়ারমাখটের ট্র্যান্সপোর্ট যোগে নিয়ে এসে আসুউইযে ডেলিভারি দেওয়া হয়, যে-সব ট্র্যান্সপোর্ট ভেয়ারমাখটের নিয়মিত অফিসার আর ক্রুরাই শুধু অপারেট করত।

'সর্বমোট ভিক্টিমের বাকিরা সংখ্যায় ছিল ১০০,০০০ মতো—তাঁদের মধ্যে জার্মান ইহুদি ছাড়াও ছিল হল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, হ্যাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রিসসহ অন্যান্য আরও কিছু দেশের নাগরিক, বেশিরভাগই ইহুদি। আমরা ১৯৪৪ সালে আসুউইযেই শুধু ৪০০.০০০ বা কাছাকাছি ইহুদি মেরেছি।'

আপনার এই বক্তব্য কি পুরোপুরি সত্যি, সাক্ষি?

হোয়েস: হ্যাঁ, সত্যি।

কর্নেল অ্যামেন: এবার আমি প্যারাগ্রাফ ৩-এর কয়েকটা লাইন বাদ দিচ্ছি, শুরু করছি প্যারাগ্রাফ ৩-এর মাঝামাঝি জায়গা থেকে।

'কানটেনব্রুনার যখন RSHA-এর চিফ ছিলেন, তখন নিরাপদ হেফাজত, প্রতিশ্রুতি, শাস্তি এবং ব্যক্তিবিশেষকে মেরে ফেলার নির্দেশে সই করতেন হয় কালটেনব্রুনার, নয়তো মুয়েলার, নয়তো চিফ অভ গেস্টাপো, কালটেনব্রুনারের ডেপুটি হিসেবে'...

'৪. গ্যাস প্রয়োগে হত্যাকাণ্ড চলে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের বসন্ত পর্যন্ত। আসুউইযে আমি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ সুপারভাইজ করেছি, এবং কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পসমূহের ইন্সপেক্টরেট, WVHA-তে আমার ধারাবাহিক দায়িত্ব পালনের কারণে বলতে পারি এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে।

'গ্যাস প্রয়োগে পাইকারী হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে সরাসরি RSHA-এর নির্দেশে, তত্ত্বাবধানে, এবং দায়িত্বে ঘটেছে। এই সব পাইকারী হত্যাকাণ্ডের সমস্ত নির্দেশ আমি সরাসরি RSHA-এর কাছ থেকে পেয়েছি।'

এ-সব বিবৃতি সঠিক এবং নির্ভুল, সাক্ষি?

হোয়েস: হ্যাঁ, সব সঠিক আর নির্ভুল।

কর্নেল অ্যামেন: '৫. ১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর WVHA-র Amt D গ্রুপের Amt 1-এর চিফ হই আমি, এবং WVHA অ্যাডমিনিস্ট্রেইশনের অধীনে থাকা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পসমূহের সঙ্গে RSHA-র মাঝখানে সমস্ত বিষয় সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব ছিল ওই অফিসের।

'এই পদে আমি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছিলাম। WVHA-র চিফ পোল

www.pathagar.com

[Pohl], এবং RSHA-র চিফ কালটেনব্রুনার কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে, মৌখিক ও লিখিত দু'ভাবেই, প্রায়ই মত বিনিময় করতেন।

'৬. ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান বলতে বোঝানো হত ইউরোপের সমস্ত ইহুদিকে নিঃশেষে নিধন করা। ১৯৪১ সালের জুন মাসে আমাকে আসুউইয়ে পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালাবার উপযোগী ফ্যাসিলিটি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই সময়, পোল্যান্ডের জেনারেল গভর্নমেন্ট-এর অধীনে, আগে থেকেই ওরকম তিনটে ফ্যাসিলিটির অস্তিত্ব ছিলঃ বেলজেক, ট্রেব্লিঙ্কা আর ওলজেক [Wolzek]-এ।

'এই ক্যাম্পগুলো ছিল এসডি এবং সিকিউরিটি পুলিশের একটা শাখা আইনসাটযকোমান্ডোর অধীনে। নিধনযজ্ঞ ওরা কীভাবে পরিচালনা করছে দেখার জন্যে আমি ট্রেব্লিঙ্কা ভিজিট করেছি। ট্রেব্লিঙ্কার ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট আমাকে বলেছেন, মাত্র ছ'মাসে তিনি ৮০,০০০ হাজার মানুষ মেরেছেন।

'তাঁর মূল কাজ ছিল ওয়ারশ গেটোর সমস্ত ইহুদিকে খতম করা। মনোঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করতেন তিনি, এবং তাঁর পদ্ধতি খুব যে ভাল তা আমার মনে হয়নি।

'কাজেই আসুউইয়ে মানুষ খতম করার দালান তৈরি করার পর আমি Cyklon B ব্যবহার করলাম। ওটা আসলে ক্রিস্টালাইজড প্রাসিক অ্যাসিড, যেটা আমরা ছোট একটা ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ডেথ চেম্বারে ফেলতাম।

'তাতে ডেথ চেম্বারের মানুষগুলো মরতে সময় নিত তিন থেকে পনের মিনিট, নির্ভর করত আবহাওয়াগত পরিবেশের ওপর।

'আমরা টের পেতাম মানুষগুলো কখন মারা গেছে, কারণ ওদের চিৎকার থেমে যেত। দরজা খোলার আগে আমরা সাধারণত আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতাম, তারপর সরিয়ে ফেলতাম লাশগুলো।

'লাশ সরানোর পর ওগুলোর আঙুল থেকে আঙটি আর দাঁত থেকে সোনা বের করে নিত আমাদের স্পেশাল কমান্ডোরা।'

এসবই কি সত্যি আর নির্ভুল, সাক্ষি?

হোয়েসঃ হ্যাঁ।

কর্নেল অ্যামেনঃ ভাল কথা, লাশের দাঁত থেকে উদ্ধার করা সোনা নিয়ে কী করা হত? আপনি জানেন?

হোয়েসঃ জানি।

কর্নেল অ্যামেনঃ আদালতকে বলবেন?

হোয়েসঃ এই সোনা গলিয়ে বার্লিন এসএস-এর চিফ মেডিকেল অফিসারের কাছে পাঠানো হত।

কর্নেল অ্যামেনঃ '৭. ট্রেব্লিঙ্কায় আরেকটা কাজ করেছিলাম আমরা, সেটা হলো, এমন একটা গ্যাস চেম্বার তৈরি করা হলো যেটায় প্রতিবার ২,০০০ মানুষকে ঢোকানো যাবে; ওদিকে ট্রেব্লিঙ্কায় সব মিলিয়ে দশটা গ্যাস চেম্বার ছিল, একেকটায়

www.pathagar.com

প্রতিবারে মাত্র ২০০ মানুষকে ঢোকানো যেত।

'কীভাবে মানুষকে আমরা বাছাই করতাম বলছি: আসুউইয়ে ডিউটিরত দুজন ডাক্তার ছিলেন আমাদের, তাঁদের কাজ ছিল ট্র্যান্সপোর্টে আসা বন্দিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

'বন্দিদের মার্চ করাতেন একজন ডাক্তার, হাঁটা অবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি। যারা কাজ করতে সক্ষম বলে মনে হত তাঁদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হত ক্যাম্পে। বাকিদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হত এক্সটারমিনেশন প্লান্টে।

'কম-বয়েসী শিশুদের সবাইকে, কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই, হত্যা করা হত এই যুক্তিতে যে তারা কোনো কাজের উপযুক্ত নয়।

ট্রেব্লিঙ্কায় আমরা আরেকটা পরিবর্তন আনি, আর তা হলো ট্রেব্লিঙ্কার ভিক্টিমদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জানতে দেওয়া হত তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, আর আসুউইয়ে আমরা ভিক্টিমদের বোকা বানিয়ে রাখতাম, ধারণা দিতাম তাঁদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

'অবশ্য প্রায়ই তাঁরা আমাদের আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলত, আর তাতে অনেক সময় দাঙ্গা বেধে যেত কিংবা নানা রকম ঝামেলা পোহাতে হত আমাদের। প্রায়ই মায়েরা তাঁদের সন্তানকে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখতেন, তবে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ওই শিশুদের মেরে ফেলার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত এক্সটারমিনেশন প্লান্টে।

এই কাজে গোপনীয়তা রক্ষার সব চেষ্টাই আমরা করতাম, কিন্তু বিরতিহীন লাশ পোড়ানোর উৎকট দুর্গন্ধ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত, এবং আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা বুঝতে পারত আসুউইয়ে নিধনযজ্ঞ চলছে।'

এ-সব কি সত্যি, সাক্ষি?

হোয়েস: হ্যাঁ।

*

আসুউইয়ে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক দেখা দেয়, এবং এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তারিখ আর সংখ্যার ব্যাপারে হোয়েসের স্মৃতিশক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক এখন বিশ্বাস করেন আনুমানিক দশ লক্ষ ইহুদি খুন হয়েছিল ওখানে, এবং আরও ৩০০,০০০ মানুষ খুন হয়ে থাকতে পারে, যারা মূলত পোলিশ আর জিপসি ছিল।

পরে পোলিশ সরকার বিচার করে হোয়েসের, এবং ১৯৪৭ সালে আসুউইয়ে ফাঁসিতে চড়িয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়।

*

এরপর আদালত মনোযোগ দিলেন এমন একজন বিবাদির প্রতি, যার ধ্যান-ধারণা থেকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাৎসি মতবাদের বেশিরভাগটাই, ইহুদিদের মেরে সাফ করে

www.pathagar.com

ফেলার নীতি সহ। জার্মান মা-বাবার ঘরে, এস্তোনিয়ায় জন্ম অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গের, এস্তোনিয়া যখন রাশিয়ার একটা অংশ ছিল।

১৯১৭ সালের অভ্যুত্থান চাক্ষুষ করার পর জাতীয়তাবাদকে আলিঙ্গন করেন রোজেনবার্গ। জার্মানিতে চলে আসেন তিনি, নাৎসি পার্টিতে নাম লেখান, তারপর মিউনিক পুচ [Putsch] ব্যর্থ হওয়ার পর হিটলার যখন জেলে গেলেন, তখনই তাঁকে পার্টির লিডার বানালেন তিনি।

অনুপ্রাণিত করতে পারে এমন গুণ খুব কমই ছিল রোজেনবার্গের মধ্যে, ফলে হিটলার জেল থেকে বেরুবার আগে নিজেদের মধ্যে তাঁরা দলাদলি শুরু করে দেন।

নাৎসিদের ওপর একজন দার্শনিক হিসেবে প্রভাব ফেলেন রোজেনবার্গ, বিশেষ করে জাতিগত বিভেদের কথা তুলে, অযোগ্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে।

এই সব আইডিয়া তাঁর বহুলপঠিত বই দ্য মিথ অভ টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে জড়ো করা হয়েছে; সেগুলো তথাকথিত-বৈজ্ঞানিক সমর্থন যোগায় হিটলারের নিজস্ব মতাদর্শকে। বইটা বহুলপঠিত হলেও, কতটুকু বোধগম্য বলা মুশকিল।

দ্য মিথ অভ টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি লেখা হয়েছে ব্রিটিশ লেখক হিউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলিন-এর কিছু কাজের ওপর ভিত্তি করে [চেম্বারলিনের একটা বিশ্বাস ছিল যে জাতিগতভাবে যিশু ইহুদি ছিলেন না, এর সুবাদে কিছু নাৎসি যিশুকে আর্য বলে দাবি করে]।

রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর দখল করা পূর্বাঞ্চলের মন্ত্রী করা হয় রোজেনবার্গকে, যেখানে আর্য জাতির সেরা দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ জার্মান জনগণের বিস্তৃতিলাভ ঘটানো হবে।

বাদীপক্ষের দৃষ্টিতে রোজেনবার্গকে দেখা হয়েছে হলোকস্টের একটা চালিকাশক্তি হিসেবে; জাতিগত শত্রু এবং রাজনৈতিক শত্রু খতম করার জন্য রাশিয়ায় যে অভিযান চালানো হয়েছে, সেজন্যও তাঁর দর্শনকে দায়ী করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আইনসাটয্গ্রুপির দ্বারা স্লাভদের খুন করা হয়েছে শুনে অত্যন্ত গভীর শোক অনুভব করেছিলেন রোজেনবার্গ, যদিও ইহুদিদের নির্মম নিয়তি সম্পর্কে তাঁর বিবেক ততটা কাতর ছিল না। অবশ্য তাদের হত্যা করার পক্ষে মত দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ করা হয় আদালতে তিনি তা অস্বীকার করেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৭ এপ্রিল ১৯৪৬: জুরি [Jewry] আর জু[Jew]-র মধ্যে পার্থক্য–অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গকে জেরা করা হলো

মিস্টার ডড: এবারে, কাল আপনি আপনার যে পার্টি ডে বক্তৃতার রেফারেন্স দিয়েছিলেন, সেটার প্রসঙ্গে আসছি। আপনি বলেছেন ইহুদিদের ব্যাপারে আপনি

www.pathagar.com

কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। ওই সময়টায় নির্দিষ্ট কিছু পেশায় ওরা থাকায় বা এ-ধরনের বিষয়ে আপনি আপত্তি করছিলেন, আমার ধারণা। এটা বললে ভুল হবে কি?

রোজেনবার্গ: কাল বলেছিলাম যে দুটো বক্তৃতায় আমি ভদ্রোচিত সমাধান এবং বৈষম্যহীন আচরণ দাবি করেছি, এবং আমি বলেছিলাম ইহুদিদের বিরুদ্ধে আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ করেছি এরকম কোনো অভিযোগ বিদেশীরা যেন না তোলে, যতদিন এ-সব রাষ্ট্র আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে...

মিস্টার ডড: হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি কখনো ইহুদিদের খতম বা সম্পূর্ণ ধ্বংস [extermination] করার কথা বলেছেন?

রোজেনবার্গ: সাধারণত ইহুদিদেরকে খতম করার কথা আক্ষরিকভাবে খতম করা অর্থে বলিনি আমি। এখানে শব্দটাকে বুঝতে হবে। extermination শব্দটা ব্যবহার করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী...

মিস্টার ডড: শব্দগুলোকে আমরা পাশ কাটাব। আপনি শুধু এখন আমাকে বলুন কথাটা আপনি কখনো বলেছিলেন কি না? বলেছিলেন, তাই না?

রোজেনবার্গ: ওই অর্থে একটি বক্তৃতাতেও নয়...

মিস্টার ডড: অর্থটা আমি বুঝি। রাষ্ট্রীয় পলিসি বা দলীয় পলিসি হিসেবে এটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করেছিলেন, এই ইহুদি খতম করা বিষয়ে?

রোজেনবার্গ: ফুয়েরারে সঙ্গে একটা কনফারেন্সে একবার খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল, বিষয় ছিল এই প্রশ্নে একটা বক্তৃতা, যে বক্তৃতা কোথাও ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। ওই ভাষণের সারমর্ম ছিল এরকম: যেহেতু একটা যুদ্ধ চলছে, এবং এই হুমকি যেটা দেওয়া হয়েছে তা যেন আর কখনো উল্লেখ করা না হয়। পুরো বক্তৃতাটা ডেলিভারি দেওয়া হয়নি।

মিস্টার ডড: এই বক্তৃতা আপনি কখন দিতে যাচ্ছিলেন? আনুমানিক কোন তারিখে?

রোজেনবার্গ: ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে।

মিস্টার ডড: তা হলে আপনি আপনার লিখিত বক্তৃতায় ইহুদি খতম করার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, তাই না? 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে উত্তর দিন।

রোজেনবার্গ: আমি আগেই বলেছি ওই শব্দটার অর্থ তা নয়, আপনি যে অর্থ করতে চাইছেন।

মিস্টার ডড: ওই শব্দ আর শব্দের অর্থকে পাশ কাটাব আমি। আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে বক্তৃতায় আপনি কি শব্দটা কিংবা 'ইহুদিদের খতম' এই বাক্যাংশ ব্যবহার করেছিলেন কি না, যে বক্তৃতা আপনি ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে স্পোর্টপ্লাস্ট-এ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন? এটার উত্তর তো খুব সহজেই আপনি দিতে পারেন।

www.pathagar.com

রোজেনবার্গ: তা হয়তো ঠিক, কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না। আমি নিজে বক্তৃতার খসড়াটা খুব বেশি দূর পড়িনি। ঠিক কী ধাঁচে বক্তব্যটা প্রকাশ পেয়েছিল এখন আর আমি তা বলতে পারব না।

মিস্টার ডড: তা হলে, বেশ ভালকথা; এ-ব্যাপারে আপনাকে আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব। আপনাকে ডকুমেন্ট ১৫১৭-পিএস দেখাতে বলছি আমি। এগজিবিট ইউএসএ-৮২৪।

এবার, এটা আপনার একটা মেমোর‍্যানডামও বটে, ১৯৪১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে হিটলারের সঙ্গে একটা আলোচনা সম্পর্কে আপনার নিজের লেখা, এবং প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে আপনি আর হিটলার একটা বক্তৃতা সম্পর্কে আলাপ করছিলেন, যে বক্তৃতা বার্লিনে, স্পোর্টপ্লাস্ট-এ আপনার ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল।

এবং আপনি যদি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের দিকে তাকান, এই শব্দগুলো দেখতে পাবেন...'আমি ঠিক করে ফেলি Jewry extermination [*Ausrottung*] সম্পর্কে কিছু বলব না। ফুয়েরার আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন, এবং বলেন তারাই আমাদের ওপর এই যুদ্ধের বোঝা চাপিয়েছে, এবং এভাবে ধ্বংস ডেকে এনেছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না ফলাফল যদি প্রথমে ওদেরকেই আঘাত করে।'

এবার, আপনি ইঙ্গিত করেছেন যে ওই শব্দটার অর্থ নিয়ে আপনার কিছু সমস্যা আছে, এবং আমি এখন আপনাকে *Ausrottung* শব্দটা সম্পর্কে প্রশ্ন করব। আপনাকে আমি দেখাতে বলছি...স্ট্যান্ডার্ড জার্মান-ইংলিশ ডিকশনারি-র সঙ্গে আপনি পরিচিত, Cassell-এর? পরিচিত, তাই না? এই শব্দটা আপনি জানেন, আগে কখনো শুনেছেন?

রোজেনবার্গ: না।

মিস্টার ডড: এটা আপনার আগ্রহ জাগাবার মতো একটা জিনিস। মুখ তুলে ট্রাইবুনালকে পড়ে শোনাবেন *Ausrottung* শব্দটার কি মানে?

রোজেনবার্গ: জার্মান ভাষায় *Ausrottung* শব্দটার কত রকম অর্থ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে বিদেশী একটা অভিধান আমার দরকার নেই। একজন মানুষ আইডিয়া exterminate করতে পারে, একটা অর্থনৈতিক সিস্টেম exterminate করতে পারে, একটা সমাজের বিধি-বিধান exterminate করতে পারে, এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে, মানুষের একটা গ্রুপকেও exterminate করতে পারে, অবশ্যই। এগুলোই হলো একাধিক সম্ভাবনা ওই শব্দটা ধারণ করে। সেজন্যে একটা ইংলিশ-জার্মান অভিধান আমার দরকার নেই। জার্মান থেকে ইংরেজিতে তরজমা প্রায়ই ভুলে ভরা থাকে...এবং এইমাত্র যে ডকুমেন্ট আমাকে আপনি দিলেন, আবার আমি *Herrenrasse*-এর তরজমা শুনলাম।

ডকুমেন্টে এই শব্দটা এমন কি উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি, বলা হয়েছে *'ein*

www.pathagar.com

Falsches Herrenmenschentum' [a false master mankind]। দেখা যাচ্ছে এখানে যা কিছু তরজমা করা হচ্ছে সবগুলোরই অন্য কোনো অর্থ আছে।

মিস্টার ডড: ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমরা *Ausrottung* শব্দটা নিয়ে থাকি আসুন। আমি তা হলে ধরে নিচ্ছি যে আপনি মানছেন এর মানে হলো 'নিঃশেষে মুছে ফেলো' [wipe out] কিংবা 'সম্পূর্ণ ধ্বংস করো' [kill off], যেমনটি বোঝানো হচ্ছে এখানে, এবং হিটলারের সঙ্গে কথা বলার সময় এই টার্মটা আপনি ব্যবহার করেছিলেন।

রোজেনবার্গ: এখানে আবার আমি অন্য রকম তরজমা শুনছি, যেখানে আবার নতুন জার্মান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কাজেই আমি ঠিক বুঝতে পারছি ইংলিশে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।

মিস্টার ডড: আমার সঙ্গে একমত হওয়ার ব্যাপারে আপনার নিজের এই আপাত অসমর্থতা সত্যি সিরিয়াস, নাকি আপনি আসলে সময় নষ্ট করছেন? আপনার জানা নেই এই কোর্টরুমে উপস্থিত প্রচুর মানুষ জার্মান ভাষা বলতে পারেন, এবং তাঁরা জানেন ওই শব্দটার মানে 'নিঃশেষে মুছে ফেলো' [wipe out] বা 'সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করো' [extirpate]?

রোজেনবার্গ: একদিকে এর মানে পরাজিত করা [to overcome], ঐতিহ্য অনুসারে, তবে সেটা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। আরেকদিকে এই শব্দটা শ্রদ্ধার সঙ্গে জার্মান জনগণ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং আমরা এ-ও বিশ্বাস করি না যে কাজেই, তার ফলশ্রুতিতে, ৬০ লক্ষ জার্মানকে গুলি করা হবে।

মিস্টার ডড: আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনার এই বক্তৃতা, যাতে *Ausrottung* টার্মটা ব্যবহার করেছেন, সেটা আপনি হিমলার আর হোয়েস ইহুদি নিধন শুরু করার ছ'মাস আগে প্রস্তুত করেছিলেন–যাদের বক্তব্য এই উইটনেস স্ট্যান্ড থেকে শুনেছেন আপনি। এটা একটা ফ্যাক্ট, তাই নয় কি?

রোজেনবার্গ: না, তা নয়, কারণ রাইখস্ট্যাগ [পার্লামেন্ট]-এ দাঁড়িয়ে অ্যাডলফ হিটলার তাঁর ঘোষণায় বলেছিলেন:

' ইমিগ্র্যান্ট আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা এই সব আক্রমণ চালিয়ে যদি নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা হয়, তা হলে তার পরিণতিতে নিঃশেষে মুছে ফেলা এবং সমূলে উৎখাতের একটা ঘটনা ঘটবে।'

এটাকে ফলাফল হিসেবে এবং রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বোঝানো হয়েছিল। যতদূর মনে করতে পারছি, একই ধরনের একটা হুমকি আমিও বোধহয় আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু আগে সময় ব্যবহার করেছি। এবং, ইতিমধ্যে যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, তার প্রেক্ষিতে আমি তখন বলেছি, ব্যাপারটা যখন এত দূর গড়িয়েছে, ওটা নিয়ে আর কথা বলে কী হবে।

মিস্টার ডড: আসলে, পূর্বাঞ্চলের দখল করা এলাকায় ইহুদি নিধন চলছিল ওই

www.pathagar.com

সময়, তারপরেও চলেছে...তাই না?

রোজেনবার্গ: তা হলে, আমি কি এখানে কিছু শব্দের ব্যবহার নিয়ে কথা তুলতে পারি? আমরা এখানে জুরি [Jewry]-র exterminate নিয়ে কথা বলছি, তা হলে এখনও তো 'জুরি' আর 'জু' [Jew] নিয়ে পার্থক্য রয়ে গেল।

*

সেদিন সকালের মতো আদালত যখন মুলতবি হয়ে গেল, অন্যান্য বিবাদীরা রোজেনবার্গের এভিডেন্স নিয়ে গিলবার্টের সঙ্গে আলাপ করলেন।

মার্কিন সাইকোলজিস্ট গুস্তাভ গিলবার্ট: 'রোজেনবার্গ প্রচুর লিখেছেন'– অভিযুক্তরা তাঁর এভিডেন্স মূল্যায়ন করলেন

লাঞ্চের সময়: লাঞ্চে বসে ফন প্যাপেন মন্তব্য করলেন, 'ডড তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন তিনি কি জানেন হোয়েস, আসুউইযের কমান্ড্যান্ট, তাঁর রচনা পড়েছেন কি না। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন আর মোক্ষম প্রশ্ন। রোজেনবার্গ স্রেফ এড়িয়ে যাওয়া জবাব দিলেন।'

'হ্যাঁ,' বললেন শাখ্‌ট। 'রোজেনবার্গ প্রচুর লিখেছেন।'

ইয়ুথ লাঞ্চরুমেও [এটা গিলবার্টের দেওয়া নাম, এখানে কম-বয়েসী বিবাদীরা একসঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খেতেন] এই প্রশ্নটা অনেক মন্তব্যের জন্ম দিল, এবং ট্রায়ালের সাইকোলজিকাল দিক নিয়ে শুরু হলো একটা প্রাণবন্ত আলোচনা।

হ্যানস ফ্রেৎশে ট্রায়ালের একটা ব্যর্থতা নিয়ে খুব কঠোর সমালোচনা করলেন, বললেন, যে-সব বিচারকরা জার্মান নেতাদের বিচার করতে বসেছেন তাঁদের মধ্যে জার্মান জনগণের প্রতিনিধিও থাকা উচিত ছিল; এ থেকে আবার আমি উপলব্ধি করলাম, সেক্ষেত্রে, বিচারটা হতো যে-সব বিদেশী শুধু তাঁদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করা অপরাধ সম্পর্কে আগ্রহী তাদের চেয়ে অনেক বেশি নির্দয়।

চার বিকে একটা ব্যাপারে মোটামুটি একমত বলে মনে হয়েছে আমার: জার্মানির সঙ্গে বেঈমানী করেছেন হিটলার। তবে এটা নিয়ে খানিকটা মতপার্থক্য দেখা গেছে, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সবাই উপলব্ধি করতে পারত কি না এবং বিজয়ের পরিবর্তে হয়তো বিপ্লব ঘটে যেতো।

হ্যানস ফ্রেৎশের ধারণা, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার লক্ষ লক্ষ জার্মান যুদ্ধের শেষ দিকে বিদ্রোহ করত, কিন্তু ফন শিরাখের কথা হলো যে জাতি যুদ্ধে জিতছে সে জাতির নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণ কখনো বিদ্রোহ করে না।

ফ্র্যাঙ্ককে বলতে শোনা গেছে: 'উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে তুমি কি স্বীকার করলে বা কি অস্বীকার করলে তাতে কিছু আসে যায় না, ওদের কাছে তোমার সই সহ একটা ডকুমেন্ট থাকলে, ওটাকেই তোমার বিরুদ্ধে এভিডেন্স হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আমরা সবাই আসলে যেটা পারি তা হলো ওখানে যাওয়ার পর সাধ্যমতো নিজের সবচেয়ে

www.pathagar.com

ভালোটা করা, তারপর যা হয় হোক ভেবে ব্যাপারটা পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দেওয়া।

'আমরা দেয়ালে মাথা ঠুকতে পারি, কিন্তু তাতে ফ্যাক্টগুলো বদলাবে না। আমাদের হয়ে লইয়াররা কথা বলবেন, কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষ যেটা জানে সেটা আমাদের অস্বীকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই...হ্যাঁ, যতদিন টিকে ছিল মহান ছিল রাইখ।'

*

ইহুদিদের নিয়ে কী করা হবে না হবে, এ-বিষয়ে রোজেনবার্গ কী ভাবছেন কৌশলে তা জেনে নেন ডগলাস কেরি। কারাগারে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন তিনি।

ডগলাস কেরিঃ ইহুদিদের মাদাগাস্কারে পাঠিয়ে দাও– রোজেনবার্গের চিন্তাধারা

রোজেনবার্গের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে গভীরতা কম, তার আরেকটা উদাহরণ পাওয়া যায় এক আলোচনায়, যেখানে তিনি আমেরিকার একটা 'সমস্যা'-র সমাধান কীভাবে করা যাবে সে-ব্যাপারে বুদ্ধি দেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র সমাধান হলো প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীকে একটা করে আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হবে, যেখানে তারা নিজেরাই বংশবিস্তার করবে, এবং অন্যান্যদের দ্বারা নরডিক গ্রুপ দূষিত হয়ে পড়বে না।

রোজেনবার্গ ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর মাথায় এই আইডিয়াটা সবসময় ছিল যে ইহুদিদের অন্য কোথাও তাড়িয়ে দেওয়া বা স্থানান্তর করা উচিত। সম্ভাব্য স্থান হিসেবে প্রস্তাব রাখলেন তিনি, আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য মাদাগাস্কার হতে পারে নতুন ঠিকানা।

ঘটনাক্রমে মাদাগাস্কার তখন ফরাসিদের দখলে।

তবে একটা অজুহাত খাড়া করে বললেন, জার্মান ইহুদিদের কোথাও স্থানান্তর করা যাবে নয়, কারণ বাইরের প্রবল চাপে তা সম্ভব নয়, কাজেই বাধ্য হয়ে ওদেরকে স্রেফ নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে।

রোজেনবার্গ আমেরিকার খুব প্রশংসা করলেন এই বলে যে একেবারে খতম করার মতো সরাসরি এবং 'কার্যকরী' পদ্ধতি গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুব কম আমাদের, তারপর বললেন, আপনাদের জন্যে খতম করার চেয়ে বিতাড়ন অনেক সুবিধেজনক হবে।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে নির্বোধের মস্তিষ্ক থেকে বেরুনো প্রজেক্টটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চালিয়ে গেলাম আমি। এক সময় হঠাৎ, যেন মস্ত একটা বাধার সামনে পড়েছি এরকম ভান করলাম। ধরা যাক, বললাম তাঁকে, শহরে বসবাস করতে অভ্যস্ত ইহুদিরা সবাই যদি স্রেফ হেঁটে মাদাগাস্কারের শহরগুলোয় চলে আসে, তখন কী হবে, গ্রামের কাজকর্ম করবে কারা?

রোজেনবার্গ যারপরনাই বিস্মিত হয়ে আমাকে বললেন, তিনি এই নির্বাসন বা বিতাড়ন সম্পর্কে গত বিশ বছর ধরে চিন্তা-ভাবনা করছেন, কিন্তু এই আশঙ্কার কথা একবারও তাঁর মাথায় আসেনি। তারপর, যেন সমস্যা 'সমাধানে' নিজের

www.pathagar.com

প্রবণতা আরও জোরালোভাবে প্রমাণ করার জন্যে, অকস্মাৎ অনুপ্রাণিত বোধ করলেন তিনি।

উজ্জ্বল স্বর্গীয় হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'কী সহজ! ওদের সঙ্গে নিগ্রোদেরকেও নির্বাসনে পাঠাবেন আপনারা। ইহুদিরা শহরে ছড়িয়ে পড়ুক, ওদের বদলে গ্রামের জমিজমায় গ্যাঁট হয়ে বসুক নিগ্রোরা—ব্যস, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

*

একদিকে ট্রায়াল এগোচ্ছে, আরেকদিকে একদল কারাগার সাইকোলজিস্ট খেয়াল করছেন আদালতে প্রতিদিন যা উন্মোচিত হচ্ছে সে-সব থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কত রকম কৌশলই না গ্রহণ করছেন বিবাদীরা।

কেউ কেউ পাঠ্য কিছু পাচার করিয়ে আনছেন; হ্যাসের বেলায় সেটা একটা বই—থ্রি মেন ইন আ বোট, আর শাখ্‌ট লিখছেন কবিতা, স্ট্রিশার দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে খেলছেন, একটুকরো চক দিয়ে ছবি আঁকছেন স্পিয়ার।

হ্যানস ফ্র্যাঙ্ক ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

অভিযুক্তদের মধ্যে বলতে গেলে একা একমাত্র ফ্র্যাঙ্ক, পোল্যান্ডের সাবেক গভর্নর, অপরাধ বোধ আর দায়-দায়িত্বের কথা স্বীকার করেছেন, এ-ব্যাপারে সচেতন বলে মনে হয়েছে তিনি এমন একটা সরকার পদ্ধতির প্রশাসক ছিলেন, যেটা লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য দুর্ভোগ বয়ে এনেছে।

ফ্র্যাঙ্ক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন নাৎসি পার্টির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে। ১৯৩৩ সালে বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। হিটলারের এসএ শুদ্ধি অভিযানে যে খুন-খারাবি হয়েছিল সেটার সমালোচনা করায় তাঁর গুরুত্ব কমে যায়, তবে পরে পোল্যান্ডকে দমিয়ে রাখার কঠিন দায়িত্ব দিয়ে সেটা পুনরুদ্ধার করার সুযোগ দেওয়া হয় তাঁকে।

দায়িত্বটা খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন ফ্র্যাঙ্ক, ইচ্ছে ছিল গোটা পোল জাতিকে ভূমিদাসে পরিণত করবেন। ওয়ারশ গেটো আর আসুউইয তাঁর গভর্নর থাকার সময় তৈরি করা হয়, তাঁর আয়োজনেই হত্যা করা হয় পোলিশ বুদ্ধিজীবীদের।

ফ্র্যাঙ্কের প্রশাসনিক আমলে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি ইহুদি মারা যায় পোল্যান্ডে। যে ডায়েরিটা তিনি মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দেন তাতে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে এ-ও আছে যে হিটলারের গ্র্যান্ডফাদার সম্ভবত ইহুদি ছিলেন।

যদিও অনুতপ্ত হয়ে প্রথমে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ফ্র্যাঙ্ক, পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসে নতুন করে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু বাকি আরও অনেক বিবাদীর মতো তিনিও দাবি করেছেন, দমন করা কখনোই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

বেশিরভাগ সহ-অভিযুক্তদের মতো ফ্র্যাঙ্কও হিটলারের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, কোনোমতে এ-কথা মানতে রাজি হননি যে দুনিয়ার বুকে নাৎসিবাহিনী যে অশুভ শক্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল তার মূল উৎস ছিলেন ফুয়েরার।

হিটলারের বদলে হিমলারকে দায়ী করতেন ফ্র্যাঙ্ক, যার হাতে নিরাপত্তার যাবতীয়

www.pathagar.com

যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম ছিল, যিনি 'চূড়ান্ত সমাধান' বুঝতে ভুল করেছেন, বিকৃত করেছেন নাৎসির লক্ষ্যকে।

ফ্র্যাঙ্কের ব্যারিস্টার ছিলেন অ্যালফ্রেড জাইডল [Seidl]।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৮ এপ্রিল ১৯৪৬: 'গভীর অনুতাপে জর্জরিত'– ফ্র্যাঙ্কের প্রামাণিক সাক্ষ্য

ডক্টর জাইডল: আপনি কি, একজন রাইখ মন্ত্রী হিসেবে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় কিংবা পার্টি পদে থাকার কারণে, এই যুদ্ধ চেয়েছিলেন?

ফ্র্যাঙ্ক: যুদ্ধ কারো চাওয়ার জিনিস নয়। যুদ্ধ ভয়ঙ্কর। যুদ্ধের ভেতর জীবন কাটিয়েছি আমরা, কিন্তু যুদ্ধ আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছি মহৎ একটা জার্মানি, স্বাধীনতা আর সুখ-সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার, চেয়েছি আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য আর সুখ ফিরে পেতে। এটা আমার স্বপ্ন ছিল, আমাদের সম্ভবত প্রত্যেকেরই স্বপ্ন ছিল, শান্তিপূর্ণ একটা উপায়ে ভার্সাই চুক্তি সংশোধন করা হবে, যার অনুকূলে ওই চুক্তির ভেতরই বিধান রাখা হয়েছে।

কিন্তু চুক্তির জগতে যা ঘটে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রেও একই ব্যাপার, শোনা হয় শুধু তার কথা যার শক্তি বেশি; কাজেই নেগোশিয়েট করার আগে জার্মানিকে প্রথমে শক্তিশালী হতে হবে। আমার দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটা এভাবেই বিস্তৃত হয়েছে: রাইখকে শক্তিশালী করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনা, এবং এগুলোর দ্বারা সেই ভারি শেকল ভেঙে ফেলা যে শেকল দিয়ে আমাদের জনগণকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কাজেই, আমি খুব খুশি হলাম অ্যাডলফ হিটলার যখন দর্শনীয় ভঙ্গিতে ক্ষমতায় আরোহণ করলেন, মানুষের ইতিহাসে যার কোনো তুলনা পাওয়া যাবে না।

১৯৩৮ সাল শেষ হওয়ার আগেই এ-সব লক্ষ্যের বেশিরভাগ পূরণ করতে সক্ষম হলেন তিনি; এবং আমি একই রকম অখুশি হলাম, ১৯৩৯ সালে যখন হতাশ হয়ে উপলব্ধি করলাম অ্যাডলফ হিটলার নিজের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য সব পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

ডক্টর জাইডল: ...সাক্ষি, ১৯৩৯ সালের পর পোল্যান্ডে যা কিছু ঘটল, তাতে আপনি কতটুকু অংশীদার?

ফ্র্যাঙ্ক: আমি আমার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করি না, এবং যখন, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল, অ্যাডলফ হিটলার নিজের জীবনের ইতি টানলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দুনিয়ার মানুষের কাছে যতটা সম্ভব পরিষ্কারভাবে নিজের সেই দায়-দায়িত্বের কথা প্রকাশ করতে হবে আমাকে।

আমার ডায়েরির ৪৩টি ভলিউম আমি নষ্ট করিনি, ওগুলোয় এই সব ঘটনার কথা লেখা আছে, লেখা আছে সেগুলোয় আমার কী ভূমিকা ছিল; এবং আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, যেচে পড়ে, আমেরিকান আর্মির হাতে তুলে দিয়েছি ডায়েরিটা, যারা আমাকে

www.pathagar.com

অ্যারেস্ট করেছিল।

ডক্টর জাইডল: সাক্ষি, আপনি কি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ভেঙে ক্রাইম করে, কিংবা মানবতার বিরুদ্ধে ক্রাইম করে অপরাধ বোধে ভুগছেন?

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ট্রাইবুনালকে।

ডক্টর জাইডল: সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা আমি বাদ দিচ্ছি। সাক্ষি, অভিযোগ-পত্রে আপনার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কী বলার আছে আপনার?

ফ্র্যাঙ্ক: এ-সব অভিযোগ প্রসঙ্গে আমি শুধু ট্রাইবুনালকে এটাই অনুরোধ করব, মামলার শেষে আমার অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন আপনারা।

আমি নিজে, এই ট্রায়ালে পাঁচ মাস কাটাবার পর, আমার অন্তরের গভীরতম অনুভূতি থেকে বলছি, এখন যখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি কী ভয়ঙ্কর এবং বর্বরোচিত সব অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে, গভীর পাপ বোধ আমাকে তাড়া করে ফিরছে...

ডক্টর জাইডল: আপনি কি কখনো ইহুদি নিধনে অংশগ্রহণ করেছেন?

ফ্র্যাঙ্ক: আমি 'হ্যাঁ' বলছি, এবং এই 'হ্যাঁ' বলার কারণ হলো, এই ট্রায়ালে পাঁচ মাস কাটানোর পর, এবং বিশেষ করে সাক্ষি হোয়েসের সাক্ষ্য শোনার পর, আমার বিবেক অধস্তনদের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে রাজি নয়।

না, আমি নিজে কখনো ইহুদিদের জন্যে এক্সটারমিনেইশন ক্যাম্প নির্মাণ করিনি, কিংবা এরকম কিছু নির্মাণে কাউকে উৎসাহ দিইনি; কিন্তু অ্যাডলফ হিটলার ব্যক্তিগতভাবে যদি এই ভয়ঙ্কর দায়িত্ব তাঁর জনগণকে দিয়ে থাকেন, তা হলে সেটা আমারও, কারণ Jewry-র বিরুদ্ধে আমরা বছরের পর বছর ধরে লড়াই করছিলাম...আমার নিজের ডায়েরি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

কাজেই, আপনার প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলাটা আমার কর্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। এক হাজার বছর পার হয়ে যাবে, তারপরেও জার্মানির অপরাধ মুছবে না...

ডক্টর জাইডল: গভর্নর জেনারেল হিসেবে আপনার কাজকর্ম সমর্থন করতেন হিটলার?

ফ্র্যাঙ্ক: আমার সমস্ত অভিযোগ, যে সব রিপোর্ট তাঁকে দিতাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সব তিনি নিজের হাতে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিতেন। আমি তো আর শুধু শুধু চোদ্দোবার পদত্যাগ-পত্র পাঠাইনি। আমি আমার সাহসী ট্রুপসের সঙ্গে একজন অফিসার হিসেবে যোগ দিতে চেষ্টা করেছিলাম অকারণে নয়। লইয়ারদের একেবারে অন্তর থেকে অপছন্দ করতেন হিটলার, সব সময় তাঁদের বিরোধিতা করতেন, এবং এটা ছিল এই অসাধারণ মহৎ ব্যক্তির গুরুতর ব্যর্থতাগুলোর অন্যতম।

আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব স্বীকার করতেও রাজি ছিলেন না হিটলার, এবং

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যক্রমে, এটা তাঁর পলিসির ব্যাপারেও সত্যি ছিল, এখন যেমন সেটা আমি জানতে পেরেছি।

হিটলারের দৃষ্টিতে প্রত্যেক লইয়ার [ফ্র্যাঙ্কের পেশা] বিরক্তি উৎপাদনের কারখানা, কাজ করছে তাঁর ক্ষমতার বিরুদ্ধে। কাজেই, আমি শুধু বলতে পারি, হিমলার আর বোরম্যানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ সমর্থন করতে গিয়ে জার্মানির উপযোগী কোনো ধরনের একটা সরকার গঠনের চেষ্টা একেবারে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে ফেলেন হিটলার...

যে-সব ইহুদিকে বিতাড়িত করা হচ্ছে তাদের নিয়ে কী করা হবে, বারবার উচ্চারিত আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে সব সময় বলা হয়েছে যে ওদেরকে পুবদিকে পাঠানো হবে, এক জায়গায় জড়ো করার জন্যে, তারপর ওখানে কাজে লাগানো হবে।

কিন্তু, দুর্গন্ধ তো দেখা গেল পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে, কাজেই সত্যি সত্যি কী ঘটছে জানার জন্যে তদন্ত করতে হলো আমাকে।

একবার একটা রিপোর্ট এলো, বেলসেসে কী যেন একটা ঘটছে। পরদিন ওখানে আমি গেলাম। গ্লোবোসজনিক আমাকে বিরাট একটা খাল দেখাল, যেটা সে নিরাপত্তামূলক প্রাচীর হিসেবে তৈরি করাচ্ছে, যেখানে কাজ করছে কয়েক হাজার শ্রমিক, দেখে ইহুদি বলেই মনে হলো।

ওদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম কোত্থেকে এসেছে তারা, কতদিন হলো এখানে তারা আছে।

উত্তরে সে বলল, মানে গ্লোবোসজনিক বলল, 'এখন ওরা এখানে কাজ করছে, এখানকার কাজ শেষ হলে–রাইখ থেকে এসেছে ওরা, কিংবা কিছু এসেছে ফ্রান্স থেকে–ওদেরকে আরও পুবদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

ওই একই এলাকায় আমি আর কোনো তদন্ত চালাইনি।

তবে, যাই হোক, গুজব ছড়িয়েছে কীভাবে কীভাবে ইহুদি মারা হয়েছে, যা ইতিমধ্যে সারা দুনিয়ার লোকের কানে পৌঁছে গেছে, তা আর বন্ধ করা সম্ভব নয়।

আমি যখন কী কাজ করা হচ্ছে তার মূল্যায়ন করার জন্যে লুবনিন-এর কাছাকাছি এসএস ওঅর্কশপ ভিজিট করতে চাইলাম, আমাকে বলা হলো হিমলারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে।

অগত্যা বাধ্য হয়ে হিমলারের কাছে আমি এই বিশেষ অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি আপনার প্রতি আবেদন জানাচ্ছি ক্যাম্প্ দেখতে যাবেন না।

আবার কিছু সময় পার হলো।

১৯৪৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করতে সফল হলাম আমি–এখানে যোগ করতে পারি, যুদ্ধ চলার পুরো সময়ের ভেতরে তাঁর সঙ্গে আমি মাত্র তিনবার দেখা করতে পেরেছি।

www.pathagar.com

বোরম্যানের উপস্থিতিতে আমি তাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলাম: 'মাই ফুয়েরার, ইহুদি হত্যাযজ্ঞের গুজব থামানো যাবে না। এটা সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে। কোথাও কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। ক্যাম্প দেখার উদ্দেশে আমি একবার আসুউইযে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে বলা হলো ক্যাম্পে মহামারী দেখা দিয়েছে, এবং ওখানে আমি পৌঁছুবার আগেই আমার গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। আমাকে বলুন, আমার ফুয়েরার, এর মধ্যে কিছু আছে?'

ফুয়েরার উত্তর দিলেন, 'আপনি অনায়াসে কল্পনা করতে পারেন যে ওখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে–দুষ্কৃতিকারীদের। এটা ছাড়া আর কিছু আমার জানা নেই। আপনি এ-ব্যাপারে হেনেরিক হিমলারের সঙ্গে কথা বলছেন না কেন?'

এবং আমি বললাম, 'হিমলার আমাদের উদ্দেশে ক্রাকাউ-এ একটা বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তিনি লোকজনের সামনে ঘোষণা করেছেন– এই লোকজন অফিশিয়ালি ডাকা আমার মিটিঙে যোগ দিতে এসেছিল–নিয়মিত পাইকারীভাবে ইহুদি খুন করার গুজবটা সম্পূর্ণ মিথ্যে, ওদেরকে স্রেফ পুবদিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

এ-কথা শুনে ফুয়েরার বললেন, 'তা হলে সেটাই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।'

*

এরপর সাক্ষ্য দেবেন জুলিয়াস স্ট্রিশার, যার ব্যক্তিত্ব, বিবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ছিল। সাবেক স্কুলশিক্ষক, মিউনিক পুচ-এ অংশ নিয়েছিলেন, ১৯২৫ সালে ফ্র্যাঙ্কোনিয়া-র গাউলাইটার হয়েছিলেন [যার ভেতর নূরেমবার্গও পড়ে] ।

তবে বেশিরভাগ মানুষ স্ট্রিশারকে চিনত দের স্টুয়েরমার [Der Stuermer]-এর সাবেক সম্পাদক হিসেবে, ওটা একটা অ্যান্টি-সিমিটিক সাপ্তাহিক, যেটা অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ভাষায় জার্মান স্কুলছাত্রীদের ওপর ইহুদি লম্পট পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিত।

ব্যক্তি হিসেবে স্ট্রিশার নিজেও সন্দেহের উর্ধ্বে ছিলেন না, কানাঘুষা ছিল বয়স্ক কামতাড়িতদের দলেই পড়েন তিনি, এবং যৌন সংক্রান্ত বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে কিছু দুর্নামও কিনেছিলেন। স্ট্রিশার কারাগারে ব্যায়াম করতেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে, বাকি সবাই তাঁর কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকতেই পছন্দ করত।

বেশিরভাগ পরিণতবয়স্ক জার্মান দের স্টুয়েরমারকে গুরুত্বের সঙ্গে নিত না, যদিও পত্রিকাটি পাঁচ লক্ষেরও বেশি পাঠক সংগ্রহ করতে পেরেছিল, তাদের মধ্যে বড় একটা সংখ্যা ছিল স্কুলের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা।

বক্তা হিসেবে মাঠ গরম করতে ওস্তাদ ছিলেন স্ট্রিশার, সুযোগ পেলেই বিযুক্ত আর বৈষম্য করার অভিযোগ আনতেন ইহুদিদের বিরুদ্ধে। অথচ সরকারী বড় কোনো পদে তিনি ছিলেন না। তা ছাড়া, যুদ্ধের সময়টা বেশিরভাগই তাঁর কেটেছে দুর্নীতির অভিযোগে গৃহবন্দি অবস্থায়।

স্ট্রিশারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, ব্রিটিশ প্রসিকিউটর ব্যাখ্যা করলেন, তিনি বিষ প্রয়োগ করেছেন 'মিলিয়ন মিলিয়ন তরুণ ছেলেমেয়ের মনে ঘৃণা জন্ম দিয়ে...তিনি না

www.pathagar.com

থাকলে কালটেনব্রুনার, হিমলার, জেনারেল স্ট্রপস্ তাঁদের নির্দেশ পালন করানোর জন্য কাউকে পেতেন না।'

ব্রিটিশ প্রসিকিউটর মারভিন গ্রিফথ-জোনসের জেরার উত্তরে স্ট্রিশার জোর দিয়ে বললেন, তিনি আগুন ধরাতে নয়, আলো ছড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সত্য তুলে ধরার জন্যই যা কিছু করেছেন তিনি।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৬: 'আমরা কোনো খুনিকে শিক্ষা দিইনি'—জুলিয়াস স্ট্রিশারের প্রভাব

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এবার আমি ইহুদি প্রসঙ্গে যাব। ১৯৩৩ সালের পয়লা এপ্রিলে আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই...'চোদ্দো বছর ধরে জার্মান জাতির উদ্দেশে গলা ফাটাচ্ছি আমরা, "জার্মান জনগণ, নিজের সত্যিকার শত্রুকে চিনতে শেখো," এবং চোদ্দো বছর আগে শুনেছিল জার্মান ফিলিস্তিনিরা, এবং শুনে তারা ঘোষণা করেছিল আমরা ধর্মীয় ঘৃণা ছড়াচ্ছি।

'আজ জার্মান জনগণ জেগেছে। এমন কি দুনিয়া জুড়ে সর্বত্র মৃত্যুহীন, অমর ইহুদি নিয়ে কথা হচ্ছে। পৃথিবীর শুরু এবং মানুষের জন্ম থেকে কখনো কোনো রাষ্ট্র ছিল না যার সাহস হয়েছে রক্তশোষক এবং বলপ্রয়োগে সর্বস্বগ্রাসকারী এই জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাজার বছর ধরে দুনিয়ার সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে তারা।'

এরপর আমি পরবর্তী প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনে চলে যাচ্ছি: 'এখন আমাদের আন্দোলনের ওপর দায়িত্ব চেপেছে গণহত্যাকারী হিসেবে অমর ইহুদিদের মুখোশ উন্মোচন করা।'

এ-কথা কি সত্যি যে চোদ্দো বছর ধরে জার্মানিতে আপনারা পুনরাবৃত্তি করছিলেন, 'জার্মান জনগণ, নিজের সত্যিকার শত্রুকে চিনতে শেখো'।

স্ট্রিশার: প্রথমে আমি বলতে চাই যে এখানে আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তার সঙ্গে ওটার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি আমাকে একটা আর্টিকেল দিয়েছেন...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে। আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এটা সত্যি কি না যে চোদ্দো বছর ধরে আপনারা পুনরাবৃত্তি করে আসছেন, 'জার্মান জনগণ, নিজের সত্যিকার শত্রুকে চিনতে শেখো'?

স্ট্রিশার: হ্যাঁ।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এবং তা করতে গিয়ে, এটা কি সত্যি, আপনারা ধর্মীয় ঘৃণা ছড়াচ্ছিলেন?

স্ট্রিশার: না।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: আপনি কি একটু ওটার দিকে তাকাবেন...

স্ট্রিশার: এই উত্তর প্রসঙ্গে আমাকে একটা বিবৃতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে

www.pathagar.com

কি? আমার সাপ্তাহিকে, দের স্টুয়েরমারে, আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে আমার কাছে ইহুদিরা মোটেও কোনো ধর্মীয় গ্রুপ নয়, বরং একটা জাতি ওরা, একটা সম্প্রদায়।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এবং আপনি কি মনে করেন, তাদেরকে 'রক্তশোষক' বলা, 'বলপ্রয়োগে সর্বস্বগ্রাসকারী' বলার অর্থ ঘৃণা ছড়ানো?

স্ট্রিশার: মাফ করবেন আমাকে। আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: আপনি তাদেরকে একটা গ্রুপ বা জাতি বলতে পারেন, যা আপনার খুশি–এখন; কিন্তু ১৯৩৩ সালের পয়লা এপ্রিলে আপনি বলছিলেন যে 'রক্তশোষক এবং বলপ্রয়োগে সর্বস্বগ্রাসকারী এই জাতির বিরুদ্ধে...'। এটাকে আপনি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো বলবেন?

স্ট্রিশার: ওটা একটা বিবৃতি, একটা বিশ্বাসের প্রকাশ, যেটা ঐতিহাসিক ফ্যাক্টস-এর ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ করা যাবে যে সত্যি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। ওটা একটা ফ্যাক্ট কি না তা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। আমি জানতে চাইছি, ওটাকে আপনি বিদ্বেষ ছড়ানো বলে মনে করেন কি করেন না। আপনার উত্তর হবে 'হ্যাঁ', কিংবা, 'না'।

স্ট্রিশার: না, তাতে ঘৃণা ছড়ানো হয়নি; ওটা ছিল বাস্তব ঘটনার উল্লেখ মাত্র।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: শেষ ডকুমেন্টের, আরও পরের দুটো পাতা দেখবেন আপনি, এম-৩৩, তারপর চতুর্থ প্যারাগ্রাফে চোখ বুলাবেন। ডকুমেন্ট বুকের ৭ নম্বর পৃষ্ঠা ওটা: 'যতদিন সংগ্রামের মাথায় আমি অবস্থান করছি, ততদিন এই সংগ্রাম এমন সততার সঙ্গে পরিচালিত হবে যে অমর ইহুদিরা তা থেকে এতটুকু আনন্দ আহরণ করতে পারবে না।'

স্ট্রিশার: তা আমি লিখেছি, এটা ঠিক আছে।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এবং সংগ্রামের মাথায় যারা অবস্থান করছিলেন আপনি তাদের একজন ছিলেন, তাই না?

স্ট্রিশার: আমি কি মাথায় ছিলাম? আমার মাঝারি মান তার যোগ্য নয়। তবে আমি দাবি করি, নিজের জ্ঞান এবং বিশ্বাস পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ করেছি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এ-কথা কেন আপনি বলেছেন যে, যতদিন সংগ্রামের মাথায় আপনি অবস্থান করবেন, ততদিন এই সংগ্রাম এমন সততার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে যে অমর ইহুদিরা তা থেকে এতটুকু আনন্দ আহরণ করতে পারবে না?

স্ট্রিশার: কারণ নিজেকে আমি এমন একজন মানুষ বলে বিবেচনা করি যাকে নিয়তি নির্দিষ্ট একটা পজিশনে এনে বসিয়েছে, ফলে আমার কাজ হলো ইহুদি প্রসঙ্গে আমি যাতে মানুষকে আলোকিত করতে পারি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: 'আলোকিত' করার আরেকটা মানে কি 'নির্যাতন'

www.pathagar.com

করা? আপনি কি আলোকিত করা বলতে নির্যাতন করা বোঝেন?

স্ট্রিশার: আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারিনি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: 'আলোকিত' করা আর 'নির্যাতন' করা আপনার কাছে একই অর্থ বহন করে কি না? সেজন্যেই কি ইহুদিরা ওটা থেকে কোনো রকম আনন্দ পাবে না, আপনার আলোকিত করার কারণে?

স্ট্রিশার: আমি অনুরোধ করছি প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করা হোক।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: আপনি যত জোরে চান প্রশ্নটা তত জোরে পুনরাবৃত্তি করব আমরা। 'আলোকিত' বলতে আপনি কি 'নির্যাতন' বুঝিয়েছেন? এখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

স্ট্রিশার: আমি 'আলোকিত' আর 'নির্যাতন' শুনতে পেলাম। আলোকিত বলতে আমি বুঝি কাউকে এমন কিছু বলা যা সে এখনও জানে না।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: এখানেই ব্যাপারটা আমরা ছাড়ছি না। আপনি জানেন, জানেন বইকি, ১৯৩৩ সালে শুরু হওয়া ওই বয়কটের সময় থেকে, আপনি নিজে যেটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারপর থেকে বছরের পর বছর ইহুদিদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, পেশা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ১৯৩৮ সালে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়, তারপর তাদের কাছ থেকে এক বিলিয়ন মার্কস জরিমানা আদায় করেন আপনারা, বাধ্য করেছেন হলুদ স্টার পরতে, তাদের বসার জন্যে আলাদা আসনের ব্যবস্থা করা করেছেন, তারপর তাদের বাড়ি-ঘর আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেড়ে নিয়েছেন। এগুলোকে আপনি 'আলোকিত' করা বলেন?

স্ট্রিশার: আমি যা লিখেছি তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নির্দেশগুলো আমি ইস্যু করিনি। আমি আইন তৈরি করিনি। আইনগুলো যখন প্রস্তুত করা হচ্ছে, আমাকে তখন কিছু জানানো হয়নি। এ-সব আইন আর নির্দেশের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: কিন্তু এ-সব আইন আর নির্দেশ যখন অনুমোদন পাচ্ছিল তখন আপনি সমর্থন জানাচ্ছিলেন, হাততালি দিচ্ছিলেন, এবং যতভাবে পারা যায় নির্যাতন করছিলেন ইহুদিদের ওপর, এবং নতুন নতুন আরও নিদের্শের জন্যে ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছিলেন–এটা কি একটা ফ্যাক্ট নয়?

স্ট্রিশার: আমাকে বলা হোক কোন আইন পাস হওয়ার সময় আমি উচ্ছাস প্রকাশ করেছি, হাততালি দিয়েছি।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: কাল আপনি ট্রাইবুনালকে বলেছেন যে আপনার ধারণা নূরেমবার্গ ডিগ্রিগুলোর জন্যে আপনিই দায়ী ছিলেন, যেগুলোর পক্ষে দীর্ঘদিন, কয়েক বছর ধরে, আপনি ওকালতি করেছেন। এটা একটা ফ্যাক্ট নয়?

স্ট্রিশার: নূরেমবার্গ ডিক্রি? ওগুলো আমি তৈরি করিনি। আমাকে আগেভাগে কিছু

www.pathagar.com

জানানো হয়নি, এবং ওগুলোয় আমি স্বাক্ষরও দিইনি। তবে এখানে আমি বলতে চাই যে এই আইনগুলো সেই একই আইন যেগুলো ইহুদিরা নিজেদের আইন হিসেবে ব্যবহার করছিল। একটা আধুনিক রাষ্ট্র ইতিহাসের যে-কোনো সময় নিজের নিরাপত্তার জন্যে যত আইন তৈরি করেছে তার মধ্যে এই আইন সবচেয়ে সেরা আর গুরুত্বপূর্ণ...

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: আপনি কি মনে করেন ১৯২১ সালে ষাট লক্ষ ইহুদিকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল? আপনার কি মনে হয় জার্মান জনগণ এটাকে সমর্থন করত? আপনি কি মনে করেন, যার শাসনামলেই হোক ১৯২১ সালে ইহুদি জনগোষ্ঠীর ষাট লক্ষ পুরুষ, নারী আর শিশুকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল?

স্ট্রিশার: জনগণের জ্ঞাতসারে সম্ভব ছিল কি না...না, তা সম্ভব ছিল না। প্রসিকিউটর নিজে এখানে বলেছেন যে ১৯৩৭ সালের পর থেকে জনগণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল পার্টির। এখন, এমন কি জনগণ যদি ব্যাপারটা জানতও, প্রসিকিউশনের ধারণা অনুসারে, আলোচ্য স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তারা কিছু নাও করত পারত ওই নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে। তবে জনগণ ব্যাপারটা জানত না। এটাই আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা, আমার জ্ঞান।

লে-কর্নেল গ্রিফিথ-জোনস: কমবেশি মাত্র বিশ বছর ধরে আপনি এবং অন্যান্য নাৎসিদের উস্কানি ও প্রচারণায় ওভাবে কি মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিল? এগুলোই কি ওটাকে সম্ভব করে তোলে?

স্ট্রিশার: জনগণকে উস্কানি দেওয়া বা খেপিয়ে তোলার ব্যাপারটা আমি অস্বীকার করি। ব্যাপারটা ছিল মানুষকে জানোনো, অবহিত করা, আলোকিত করা...হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে হয়তো কর্কশ দু'একটা শব্দ উচ্চারিত হয়েছে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে পাল্টা জবাব হিসেবে। ব্যাপারটা ছিল আলোকিত করা, উস্কানি দেওয়া নয়। এবং ইতিহাসের সামনে আমরা যদি নিজেদের স্থান ধরে রাখতে চাই, আমাকে বারবার বলতে হবে যে জার্মান জনগণ কোনো হত্যাকাণ্ড চায়নি, তা সে ব্যক্তিগত ভাবেই হোক কিংবা সবাই মিলে।

*

ইহুদি প্রশ্নে এত বেশি তাড়িত ছিলেন স্ট্রিশার, তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্যাকসনের আসল নাম নিশ্চয়ই জ্যাকবসন হবে। তিনি স্বীকার করেছেন যুদ্ধ চলার সময় সুইস প্রেসে এই রিপোর্টটা পড়েছেন বটে যে বেশ বড় সংখ্যক ইহুদি নিখোঁজ হয়ে গেছে, তবে ভেবেছিলেন ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।

যদিও আদালতকে খুব বিরক্ত করেছেন স্ট্রিশার–এক পর্যায়ে এরকম মন্তব্য করেও তাঁকে থামিয়ে দেন গ্রিফিথ-জোনস, 'ফুয়েরার সম্পর্কে সত্যি আমরা আরেকটা দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে চাইছি না'–কিন্তু অপরাধের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে অভিযোগ-পত্রে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বিচারক আর পর্যবেক্ষক, দু'পক্ষই অস্বস্তি বোধ করেছেন।

*

www.pathagar.com

হেইলমার শাখ্‌ট, অর্থনীতির সাবেক মন্ত্রী, হিটলারের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন, ১৯৩৭ সালের কাছাকাছি, ফুয়েরার যুদ্ধ চাইছেন উপলব্ধি করতে পেরে, তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আদালতে হিটলারের ব্যক্তিগত মাধুর্য আর আকর্ষণ ব্যাখ্যা করার কাজে খুব ব্যস্ত দেখা গেছে তাঁকে, নিজের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলোর কাছ থেকে সযত্নে দূরে সরে থাকতেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২ মে ১৯৪৬: 'হিটলার আমাদের বোকা বানিয়েছেন'– শাখ্‌টের আত্মপক্ষ সমর্থন

শাখ্‌ট: এর আগে যে-সব বিবৃতি দিয়েছি আমি, সেগুলোয় হিটলারকে অর্ধ-শিক্ষিত একজন মানুষ বলে উল্লেখ করেছিলাম। এখনও আমি আমার সেই বক্তব্যে স্থির থাকছি। স্কুলের শিক্ষা তাঁর যথেষ্ট ছিল না, তবে পরবর্তী জীবনে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি, এবং ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছেন। ওই অর্জিত জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে সমস্ত বিতর্ক, আলোচনা আর বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতেন হিটলার।

কোনো সন্দেহ নেই নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন হিটলার। অকস্মাৎ আইডিয়া আসত তাঁর মাথায়, যা আগে কেউ কল্পনা করেনি, মাঝে-মধ্যে সেগুলো বিরাট সব সমস্যার সমাধান এনে দিত, সমাধানগুলো বেশিরভাগই হতো জলবৎতরলং, তবে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একই মাত্রায় নিষ্ঠুরও।

মানুষের মনের ওপর প্রভাব ফেলার মারাত্মক ক্ষমতা ছিল তাঁর। একটা উদাহরণ দিই, জেনারেল ফন উইজলেবেন একবার আমাকে যেমন বলেছিলেন, আমরা যখন ব্যক্তিগত আলাপে মগ্ন থাকি না, তারপরেও আমাদের ওপর তাঁর অদ্ভুত একটা প্রভাব কাজ করে; তাঁর গলার আওয়াজ যতই উঁচু হোক, যতই ভাঙা হোক, এ-সব সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ যোগাতে সক্ষম ছিলেন তিনি, অডিটরিয়াম-ভর্তি মানুষ উদ্বুদ্ধ আর অনুপ্রাণিত বোধ করত।

আমি বিশ্বাস করি আদতে হিটলার শুধু অশুভ আর ক্ষতিকর চিন্তা-ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিলেন না। প্রথমদিকে, সন্দেহ নেই, তাঁর ধারণা ছিল তিনি শুভ আর মঙ্গলের দিকেই নিজের লক্ষ্য স্থির করেছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজেও শিকারে পরিণত হলেন সেই একই প্রভাবের, যে প্রভাব তিনি কাজে লাগাতেন জড়ো হওয়া জনতার ওপর–কারণ কেউ যদি জনতাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলতে চায়, জনতাও একসময় তাকে ধোঁকায় ফেলবে; এবং নেতা আর জনগণের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, আমার মতে, দূষিত করে হিটলারকে, অশুভ কাজকর্মের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে ফেলতে অবদান রাখে–যা কি না প্রত্যেক নেতার উচিত এড়িয়ে থাকা।

হিটলারের আরেকটা জিনিসের প্রশংসা করতে হয়। তাঁর শক্তি ছিল অটল প্রকৃতির, এমন একটা ইচ্ছেশক্তির অধিকারী ছিলেন যেটা সম্ভাব্য সকল বাধা টপকে

www.pathagar.com

যেতে পারে।

আমার মতে, তাঁর চরিত্রের এই দুটো বৈশিষ্ট্য, জনগণের ওপর প্রভাব আর তাঁর ইচ্ছেশক্তি, ব্যাখ্যা করবে কীভাবে তিনি প্রথমে শতকরা ৪০ ভাগ, পরে শতকরা ৫০ ভাগ জার্মান জনগণকে নিজের পেছনে জড়ো করতে পেরেছিলেন...

*

হেইলমার শাখ্‌টকে তাঁর লইয়ার, রুডলফ ডিক্স, প্রশ্ন করেছেন ১৯৩৮ সালে যুদ্ধের বিরোধিতা করার অপরাধে দুজন সিনিয়র জেনারেলকে দায়িত্ব থেকে সরাবার জন্য স্ক্যানডল-কে কাজে লাগাবার ব্যাপারে গোয়েরিং আর হিটলারের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কতটুকু কি জানেন?

শাখ্‌ট ভাব দেখান মিথ্যেকথা শুনতে হওয়ায় আহত বোধ করছেন তিনি।

*

ডক্টর ডিক্স: হিটলার কি আপনাকে শুধু হতাশ করেছিলেন, নাকি আপনার মনে হয়েছিল তিনি আপনাকে ধোঁকা দিয়েছেন? আপনি কি প্রশ্নটার উত্তর দেবেন?

শাখ্‌ট: উত্তর হলো, আমি কখনো হিটলারের দ্বারা হতাশ হইনি, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব যতটুকু অনুমতি দিত তারচেয়ে বেশি কখনো কিছু আমি আশা করিনি।

তবে অবশ্যই ধোঁকা দেওয়া হয়েছে আমাকে, হিটলার আমার সঙ্গে চরম প্রতারণা করেছেন, কারণ প্রথমে যে প্রতিশ্রুতি তিনি জার্মান জনগণকে দিয়েছিলেন, সেই সূত্রে তা আমাকেও দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তিনি পরে আর রক্ষা করতে পারেননি।

সব নাগরিকের জন্যে সমান অধিকারের কথা বলেছিলেন হিটলার, কিন্তু দেখা গেল তাঁর সমর্থকরা, তাদের যোগ্যতা থাক বা না থাক, বাকি সব নাগরিকের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছে।

হিটলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিদেশীরা যেভাবে নিরাপত্তা পায় সেই একই ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তিনি ইহুদিদের জন্যেও করবেন, অথচ তাদেরকে তিনি সমস্ত আইনসঙ্গত নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করেন।

রাজনৈতিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হিটলার, কিন্তু তিনি তাঁর মন্ত্রী গোয়েবলসকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক মিথ্যাচার আর রাজনৈতিক জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছুর চর্চা করেননি।

হিটলার জার্মান জনগণকে কথা দিয়েছিলেন পজিটিভ ক্রিশ্চায়ানিটির নীতিমালা বজায় রাখা হবে, অথচ তিনি এমন সব পদক্ষেপ সহ্য করেন এবং সমর্থন দেন, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তা ছাড়া, বিদেশী রাজনীতির ক্ষেত্রে, সব সময় দুটো ফ্রন্টে যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছেন হিটলার, পরে তিনি নিজেই তা শুরু করে দেন।

ভাইমা রিপাবলিকের সমস্ত আইনকে হিটলার ঘৃণা করতেন এবং কোনো মূল্যই দিতে চাইতেন না, অথচ চ্যান্সেলর হওয়ার সময় ওই আইনেই তিনি শপথ গ্রহণ করেন।

গেস্টাপোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন হিটলার।

www.pathagar.com

সমস্ত মুক্ত ধ্যান-ধারণা আর তথ্য-উপাত্তের গলা টিপে ধরেছিলেন তিনি।

ক্ষমা করেছেন ক্রিমিনালদের, তাদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন। প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করেছেন হিটলার। মিথ্যেকথা বলেছেন এবং ধোঁকা দিয়েছেন বিশ্বকে, জার্মানিকে, এবং আমাকে।

*

হেইলমার শাখ্‌ট বলেছেন, তিনি আশা করেছিলেন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সীমিত পুনঃসশস্ত্রীকরণকে ব্যবহার করা যাবে, এবং বিশ্বাস করতেন জার্মানিতে সুইটজারল্যান্ডের মতো একটা সশস্ত্র নিরপেক্ষতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

শাখ্‌ট সব সময় দাবি করেছেন তাঁর বিবেক পরিষ্কার। তবে প্রসিকিউশন তাঁকে চিত্রিত করেছেন, এই মানুষ সব সময় গা বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত।

জ্যাকসন আবার তাঁকে ঠিকমতো জেরা করতে ব্যর্থ হলেও একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেছে যে আত্মতুষ্ট ও চতুর শাখ্‌ট খোলামেলা ভাব দেখালেও, তিনি আসলে ভান করছিলেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২ মে ১৯৪৬: শাখ্‌টকে জেরা করলেন জ্যাকসন

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কাল আপনি আদালতকে এ-ও বলেছেন যে পুনঃসশস্ত্রীকরণের আকার, ধরন এবং গতি কী হবে তা আপনি জানতেন না। কথাটা আপনার মনে আছে তো?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু আপনার কাছে এ-সব তথ্য না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আপনি বলছেন, ওগুলো খুব বেশি ছিল–আকার, গতি ইত্যাদি?

শাখ্‌ট: আমার অনুভূতি বলছিল, আরও ধীরে এগোনো উচিত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবার, ১৯৩৭ সাল সম্পর্কে জেনারেল ফন ব্লুমবার্গ কিছু বিবৃতি দিয়েছেন, সেগুলো আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি।

'উত্তর: "ওই সময়, পরিকল্পিত ভেরমাখট [১৯২১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনী] প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

'প্রশ্ন: 'কখন? ১৯৩৭ সালে?"

'উত্তর: "আমার বিশ্বাস ওটা ১৯৩৭ সালই হবে।"

'প্রশ্ন: "ওটা কি সেই পরিকল্পনা ছিল, যেটার ফাইন্যান্স নিয়ে ডক্টর শাখ্‌টের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, আলোচ্য বিষয় ছিল ভেরমাখট কত বড় হবে?"

'উত্তর: 'হ্যাঁ। ভেয়ারমাখটের কী কাঠামো হবে শাখ্‌ট তা খুব ভালোভাবে জানতেন, যেহেতু আমরা তাঁকে প্রতি বছর নতুন আয়োজন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতাম, যে-সব আয়োজনের জন্যে আমাদের টাকা লাগত। আমার মনে আছে ১৯৩৭ সালে আমরা আলোচনা করি ভেরমাখটকে সৃষ্টি করতে এত বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ

www.pathagar.com

হওয়ার পর, ওটাকে চালাবার জন্যে কী পরিমাণ খরচ হতে পারে।"

'প্রশ্ন: "আপনি যখন বলছেন শাখ্‌ট এ-সব পরিসংখ্যানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা হলে ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে এ-সব তাঁকে অবহিত করা হয়?"

'উত্তর: "যেহেতু টাকা বরাদ্দের ব্যাপার ছিল, তাই সমস্ত কিছু তাঁকে লিখিত জানানো হয়েছে।"

'প্রশ্ন: "তার মানে শাখ্‌ট পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রোগ্রামের জন্যে যে টাকা সংগ্রহ করছিলেন, এখানে সেই টাকার কথা বলা হচ্ছে। যাই হোক, তাঁকে লিখিতভাবে জানানো হচ্ছিল যে এতগুলো ডিভিশন হবে, এত সংখ্যক ট্যাঙ্ক লাগবে ইত্যাদি?

'উত্তর: "প্রতিটি ট্যাঙ্কের জন্যে এত টাকা লাগবে...না, ব্যাপারটা এভাবে বলা হয়েছে বলে মনে করি না। তবে আমরা বলেছি ওয়েরমাখটের প্রতি শাখার জন্যে, যেমন নেভি বা এয়ার ফোর্সের জন্যে কত লাগবে, তারপর আমরা জানিয়েছি এত লাগবে চালু করতে, এত লাগবে চালিয়ে নিতে।"

'প্রশ্ন: "তার মানে, ডক্টর শাখ্‌ট জানতে পারতেন তাঁর টাকা সংগ্রহের বিনিময়ে প্রতি বছর আর্মড ফোর্সের আকার-আকৃতি কী হারে বাড়ছে?"

'উত্তর: "তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, ফন ব্লুমবার্গের এই বিবৃতি আপনি অস্বীকার করেন কি না?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে বলতে হচ্ছে এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবারে, আমি যতটুকু বুঝেছি, সাক্ষি দেওয়ার সময় আপনি এরকম বলেছেন যে সামাজিকভাবে হিটলার কিংবা অন্য কোনো নাৎসি নেতার সঙ্গে আপনার ওঠা-বসা, মেলামেশা ছিল না, এবং রাইখ চ্যান্সেলারিতে তাঁদের আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করতেন না, তার অন্যতম প্রধান কারণ–যারা উপস্থিত থাকতেন হিটলারের সামনে তাঁদেরকে বড় বেশি ভীরু লাগত। এরকম কথা আপনি বলেছেন?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবারে, আপনাকে আমি আপনার বক্তৃতার অংশবিশেষ পড়ে শোনাতে চাই। ডকুমেন্ট নাম্বার ইসি-৫০১, ফুয়েরারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এটা ছিল আপনার উদ্বোধনী ভাষণ। এটা খোলামেলা, প্রকাশ্য ভাষণ ছিল, তাই না?

শাখ্‌ট: কী জানি, আমার মনে নেই।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: ১৯৩৭ সালের ২১ এপ্রিলে আপনি ফুয়েরারের জন্মদিনে এই ভাষণ দিয়েছেন কি না, যেটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল?

শাখ্‌ট: হতে পারে।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: 'এখানে আমরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছি

www.pathagar.com

সশ্রদ্ধচিত্তে এবং প্রেম-প্রীতির সঙ্গে একজন পুরুষকে স্মরণ করার জন্যে, জার্মান জনগণ যার ওপর তাদের রাষ্ট্রের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন আজ চার বছরেরও বেশি হলো।'

এবং, আরও কিছু মন্তব্য করার পর, আপনি বলেছেন, 'আলোকিত হৃদয়ের সীমাহীন তীব্র অনুরাগ এবং একজন আজন্ম রাষ্ট্রনায়কের অব্যর্থ ইন্সটিঙ্কট্ নিয়ে অ্যাডলফ হিটলার, শান্ত যুক্তির সঙ্গে একটা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন চোদ্দো বছর ধরে, সেই সঙ্গে তিনি নিজে জিতে নিয়েছেন জার্মান জনগণের আত্মা...'

শাখ্ট: আমি ধরে নিচ্ছি আপনার উদ্ধৃতি নির্ভুলই হয়েছে। আমার বিশ্বাস হয় না কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে এর চেয়ে অন্য রকম কিছু বলা যায়...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: প্রায় দশ বছর, পুরো দশ বছর নয়, নাৎসি সরকারের কোনো না কোনো পদ আপনি গ্রহণ করেছেন এবং দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই না?

শাখ্ট: হ্যাঁ, ১৭ মার্চ ১৯৩৩ সাল থেকে ২১ জানুয়ারি ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত।'

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং, আপনাকে যতটুকু বুঝি আমি, ওই সময়ে, অন্তত ওই সময়ের কিছুটা অংশ, হিটলার যেমন আপনাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তেমনি আপনিও হিটলারকে বিভ্রান্ত করেছেন।

শাখ্ট: না, ওহ্ না।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: আপনাকে আমি ভুল বুঝেছি?

শাখ্ট: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু, শুনুন...

শাখ্ট: আমার বিশ্বাস, প্রথম কয়েক বছর হিটলারকে আমি বিভ্রান্ত করিনি। এটা শুধু আমার বিশ্বাস নয়, এটা আমি জানি। তাঁকে আমি ধোঁকা দিতে শুরু করি ১৯৩৮ সালে। তার আগে পর্যন্ত সব সময় আমি তাঁকে আমার সৎ পরামর্শ দিয়ে এসেছি। তাঁর সঙ্গে কখনোই প্রতারণা করিনি, উল্টো বরং...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তা হলে আপনি যে নিজের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন সরকারে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রোগ্রামে একটা ব্রেক হিসেবে ভূমিকা রাখা, সেটার কী হবে? এ-কথা হিটলার জানতেন? আপনি তাঁকে বলেছিলেন?

শাখ্ট: ওহ্, না। কথাটার আভাসও দেওয়া সম্ভব ছিল না, তা হলে সরকারে আমাকে নিতেন না তিনি। তবে এ-ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করিনি।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তিনি কি জানতেন সরকারে আপনার যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল স্যাবটাজের মাধ্যমে তাঁর প্রোগ্রাম ব্যর্থ করা?

শাখ্ট: আমি তো এ-কথা বলিনি যে তাঁর প্রোগ্রাম ব্যর্থ করতে চেয়েছি। আমি বলেছি চেষ্টা করব সেটা যাতে সুশৃংখল চ্যানেল ধরে এগোয়।

www.pathagar.com

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে ওটায় একটা ব্রেক বসাতে চান আপনি। এটাই ছিল আপনার প্রকাশভঙ্গি।

শাখ্‌ট: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এর মানে ধীর গতি। তাই না?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: অথচ হিটলার চেয়েছিলেন ঠিক উল্টোটা, গতি আরও বাড়াতে, তাই না?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ, সম্ভবত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তাঁকে আপনি কখনো বুঝতে দেননি সরকারে আপনি যোগ দিয়েছেন তাঁর পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রোগ্রামকে শ্লথ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, দিয়েছিলেন?

শাখ্‌ট: আমি কি ভাবছি তা তাঁকে জানানোটা প্রয়োজনীয় ছিল না। আমি তাঁকে ধোঁকা দিইনি। আমি কোনো মিথ্যে বিবৃতি দিইনি, কিন্তু তাঁকে আমার বলা সম্ভব ছিল না কি আমি ভাবছি বা কি আমি চাই। তিনিও তাঁর অন্তরের গোপন কথাটা আমাকে কখনো বলেননি, এবং আপনিও নিজের মনের কথা আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কখনো বলবেন না। ১৯৩৮ সালের আগে হিটলারকে আমি ধোঁকা দিইনি...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: তারপর যখন, পোর্টফোলিওবিহীন মন্ত্রী থাকা অবস্থায়–জানতেন পদত্যাগ করাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে–আর্মি জেনারেলদের আপনি উৎসাহ দিতে লাগলেন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বেঈমানী করার, তাই না?

শাখ্‌ট: হ্যাঁ, এবং এর সঙ্গে আমি একটা অতিরিক্ত বিবৃতি যোগ করতে চাই। এটা সত্যি নয় যে আমার জীবনের ওপর হুমকি ছিল বলে আরও আগে আমি পদত্যাগ করিনি। জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলতে আমি কখনো ভয় পাইনি, এতে আমি সেই ১৯৩৭ সাল থেকে অভ্যস্ত, সারাক্ষণ পার্টি আর পার্টি লিডারদের খেয়ালখুশির শিকার হওয়ার নাগালে থেকেছি।

আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আর্মির কয়েকজন জেনারেলকে আমি বেঈমানী করার জন্যে প্ররোচিত করেছি কি না, আমার উত্তর হলো–হ্যাঁ।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং হিটলারকে খুন করার জন্যে আততায়ীও খুঁজেছেন আপনি, তাই না?

শাখ্‌ট: ১৯৩৮ সালে আমি যখন প্রথমবার চেষ্টা চালাই, তখনও এ-কথা ভাবিনি যে হিটলারকে খুন করতে হবে। তবে, সে যাই হোক, আমাকে স্বীকার করতে হবে যে পরে আমি বলেছি যদি অন্য কোনোভাবে এটা করা না যায়, মানুষটাকেই খুন করতে হবে আমাদের, যদি তা সম্ভব হয়...

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং গেস্টাপো, আপনার ওপর কড়া নজর রাখা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও, ২০ জুলাইয়ে হিটলারের প্রাণের ওপর হামলা হওয়ার আগে পর্যন্ত আপনাকে অ্যারেস্ট করার পজিশনে পৌঁছুতে পারেনি, ঠিক কি না?

শাখ্‌ট: ঘটে খানিক বুদ্ধি থাকলে ওরা আমাকে আরও আগে অ্যারেস্ট করতে পারত।

মিস্টার জাস্টিস জ্যাকসন: এবং হিটলার প্রশাসন ১৯৪৩ সালের আগে আপনাকে সরাতে পারল না? তার আগে পর্যন্ত ওঁরা বোধহয় ভাবছিলেন আপনি ওঁদের ক্ষতি করার চেয়ে উপকারই বেশি করছেন?

শাখ্‌ট: ওই সময় ওঁরা কী ভাবছিলেন আমি তা বলতে পারব না, কাজেই এ-ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করব আপনাকে। প্রশাসনের আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে, এখনো ওদের অনেক লোক আছে এখানে।

*

গোলগাল ও মোটাসোটা ওয়ালথার ফাঙ্ক হিটলারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির অ্যাডভাইজার পদে দায়িত্ব পান। ফাইন্যানশাল জার্নালিস্ট হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩০ সালে তিনি নাৎসিদের পক্ষে ব্যবসায়ী নেতাদের সমর্থন আদায় করেন।

শাখটের জায়গায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রধান এবং তারপর অর্থমন্ত্রী হন ফাঙ্ক, যদিও ওই দুই ক্ষেত্রে সত্যিকার কর্তৃত্ব কিছু সময় গোয়েরিং, পরে স্পিয়ারের হাতে ছিল।

খুবই অনুভূতিপ্রবণ মানুষ ফ্রাঙ্ক, নিজের সমকামিতা নিয়ে ভুগেছেন, সম্ভবত যৌনরোগেও ভুগতে হয়েছে, গ্রেফতার এবং জেরার ঘটনায় একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন তিনি, প্রায়ই তাঁকে চোখের পানি ফেলতে দেখা গেছে।

হলোকস্টের বিস্তার উপলব্ধি করতে পেরে প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে পড়েন ফ্রাঙ্ক।

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ফ্রাঙ্ক বলেছেন, তিনি তাঁর সাধ্যমতো ইহুদিদের সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে যে-সব সঙ্গীত-শিল্পীকে তিনি চিনতেন আর যাদের ভক্ত ছিলেন, তবে, স্বীকার করেছেন, নিজের বিবেকের ওপর স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে।

প্রসিকিউশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে তাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ আছে যে ইউরোপিয়ান ইহুদি সম্প্রদায়ের কপালে কী ঘটতে চলেছে তা শুরু থেকেই জানতেন ফাঙ্ক।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৭ মে ১৯৪৬: রাইখসব্যাঙ্কের সোনায় রক্ত–ওয়ালথার ফাঙ্ক এবং ভল্টে রাখা দাঁত

মিস্টার ডড: এবার আমি রাইখসব্যাঙ্কের সোনা নিয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই। ১৯৪১ সালের শেষদিকে কী পরিমাণ সোনা ছিল আপনার হাতে, একটা আনুমানিক হিসেবে? এ নিয়ে আবার বিরাট গল্প ফেঁদে বসবেন না, কারণ অত বেশি

www.pathagar.com

আগ্রহ নেই আমার। আমি শুধু জানতে চেষ্টা করছি ১৯৪১ সালের দিকে আপনাদের সোনার কোনো অভাব ছিল কি না।

ফাঙ্ক: আমি যখন শাখটের পদটা পাই, তখন সোনার রিজার্ভ ছিল ৫০০ মিলিয়ন রাইখসমার্ক।

মিস্টার ডড: বেশ, ঠিক আছে।

ফাঙ্ক: ওই রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে শুধু বেলজিয়ান সোনা যোগ হওয়ায়, আমি যতটুকু জানি আর কি।

মিস্টার ডড: এটা সত্যি...এ-সব শুনতে ভালোই লাগছে, তবে আমার মনে আরেকটা উদ্দেশ্য আছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর আপনি কখন থেকে সোনা সংগ্রহ শুরু করলেন? সোনার নতুন রিজার্ভ আপনারা কোত্থেকে পাচ্ছিলেন?

ফাঙ্ক: শুধু ফরেন কারেন্সিকে সোনায় বদলে; তারপর, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর, চেক ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গোল্ড রিজার্ভ তার সঙ্গে যোগ হলো। তবে নিজেদের রিজার্ভ আমরা প্রধানত বেলজিয়ান সোনা দিয়েই বাড়িয়েছি।

মিস্টার ডড: ঠিক আছে। এবার, বিদেশী লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সোনা আপনাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২ আর ১৯৪৩ সাল, এই দু'বছর পেমেন্ট হিসেবে সোনা দিতে হয়েছে আপনাদের, তাই না? তাই কি?

ফাঙ্ক: সোনা দিয়ে পেমেন্ট মেটানো অত্যন্ত কঠিন ছিল।

মিস্টার ডড: তা আমি জানি।

ফাঙ্ক: কারণ যে-সব দেশের সঙ্গে তখনও আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তারা সোনা নিতে অস্বীকার করে বসল। আমরা একমাত্র শুধু সুইটজারল্যান্ডকে পেমেন্ট হিসেবে সোনা দিতে পেরেছি।

মিস্টার ডড: এটা সত্য বলে আপনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে ১৯৪২ আর ১৯৪৩, এই দু'বছর বিদেশী লেনদেনের কাজে সোনা ব্যবহার করেছেন আপনারা, আমিও এটাই জানতে চেয়েছিলাম। এসএস-এর সঙ্গে কবে ব্যবসা শুরু করলেন আপনি, মিস্টার ফাঙ্ক?

ফাঙ্ক: এসএস-এর সঙ্গে ব্যবসা? না, প্রশ্নই ওঠে না।

মিস্টার ডড: হ্যাঁ, স্যার, এসএস-এর সঙ্গে ব্যবসা। নিশ্চিত হয়ে বলছেন? এটা আমি আপনাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে বলছি। আপনাকে জেরা করার পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই এটা আপনার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, এসএস-এর সঙ্গে কখন আপনি ব্যবসা শুরু করেন?

ফাঙ্ক: এসএস-এর সঙ্গে কখনোই আমি ব্যবসা করিনি। প্রাথমিক জেরার সময় যা বলেছি সেটাই এখানে আমি পুনরাবৃত্তি করতে পারি মাত্র। পুল, আমার ডেপুটি, একদিন আমাকে জানালেন, এসএস থেকে একটা ডিপজিট রিসিভ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথমে আমি ধরে নিই ওটা নিয়মিত কোনো ডিপজিট হবে, অর্থাৎ, এমন একটা ডিপজিট যেটা তালাবদ্ধ থাকবে, এবং আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো বিষয় হবে না।

কিন্তু তারপর পুল আমাকে জানালেন, এসএস-এর এই ডিপজিট রাইখসব্যাঙ্কের ব্যবহার করা উচিত। আমি ধরে নিয়েছিলাম ওগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর বিদেশী মুদ্রা হবে, তবে বেশিরভাগ স্বর্ণমুদ্রা, কারণ প্রত্যেক জার্মান নাগরিককে এগুলো জমা দিতে হয়েছে, এবং এর মধ্যে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের কয়েদিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সোনাও আছে, সব জমা করা হয় রাইখসব্যাঙ্কে...

মিস্টার ডড: এক মিনিট। আপনারা কি রাইখসব্যাঙ্কে সোনার দাঁত জমা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন?

ফাঙ্ক: না।

মিস্টার ডড: কিন্তু এসএস-এর কাছ থেকে ওগুলো তো আপনারা পেয়েছেন, তাই না?

ফাঙ্ক: আমি জানি না।

মিস্টার ডড: আপনি জানেন না? তা হলে, এখন, মহামান্য আদালত যদি অনুমতি দেন, এখানে খুব ছোট একটা ফিল্ম আছে, আদালতের কাজ আজকের মতো শেষ হওয়ার আগেই বোধহয় ওটা আমরা দেখাতে পারি, এবং এটা আমি দেখাতে চাই এই রাইখসব্যাঙ্কের সোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষিকে আরও জেরা করার আগেই।

এই ছবিটা মিত্রপক্ষের তোলা, রাইখসব্যাঙ্কে ঢোকার সময়। ওদের ভল্টে সোনার দাঁতসহ আরও অনেক কিছু দেখা গেছে।

ফাঙ্ক: এ বিষয়ে কিছুই আমি জানি না।

মিস্টার ডড: বেশ, দেখা যাক। সাধারণত রাইখসব্যাঙ্কে সোনার গহনা, চশমা, ঘড়ি, সিগারেট কেস, মুক্তো, হীরে, দাঁত ইত্যাদি রাখার নিয়ম ছিল না, ছিল কি? সাধারণত ব্যাঙ্কে আপনারা এ-সব জমা রাখার জন্যে গ্রহণ করতেন না, ঠিক কি না?

ফাঙ্ক: না; আমার মতে, তার কোনো প্রশ্নও ওঠে না, ব্যাঙ্কের সে অধিকারও নেই, কারণ এ-সব জিনিস একেবারে অন্য জায়গায় জমা দেওয়ার কথা। আইনগত অবস্থান সম্পর্কে আমাকে যদি সঠিকভাবে অবগত করা হয়ে থাকে, এগুলো জমা দেওয়ার কথা রাইখসব্যাঙ্কে নয়, রাইখ অফিসে।

হীরে, গহনা, দামী পাথর ইত্যাদি নিয়ে রাইখসব্যাঙ্কের মাথা ঘামানোর কথা নয়, কারণ ওটা এগুলো বিক্রয় হওয়ার জায়গা ছিল না। এবং আমার মতে, তারপরেও রাইখসব্যাঙ্ক যদি কাজটা করে থাকে, সেটা বেআইনী হয়েছে...[ফিল্মটা দেখানো হলো। অসংখ্য সোনার জিনিস, ডেন্টাল প্লেট আর ব্রিজসহ, দেখা গেল ভল্টে]

মিস্টার ডড: আপনার কি মনে আছে, মাত্র অল্প কদিন আগে এই আদালতে সাক্ষি হোয়েস প্রামাণিক সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন? মানুষটার কথা আপনার মনে আছে? তিনি ওখানে বসেছিলেন, এখন যেখানে আপনি বসে রয়েছেন।

www.pathagar.com

হোয়েস বলেছেন, আসুউইযে আড়াই থেকে তিন লক্ষ ইহুদি এবং অন্যান্য মানুষকে হত্যা করেছেন তিনি। এখন, আপনাকে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে, আমি চাই ওই সাক্ষ্য আপনি স্মরণ করুন, ওটা থেকে আমি আপনাকে কিছু দেখাব, যা আপনার উপকারে আসতে পারে।

আপনার মনে আছে হোয়েস বলেছেন, ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিমলার তাঁকে ডেকে পাঠান, এবং হিমলার তাঁকে বলেন, ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, এবং এই হত্যাযজ্ঞ তাকে পরিচালিত করতে হবে?

আপনার মনে আছে, এরপর ওখান থেকে ফিরে পোল্যান্ডের একটা ক্যাম্পে ফ্যাসিলিটিজ দেখতে যান হোয়েস? কিন্তু বুঝতে পারেন সেটা এত বড় নয় যে আলোচ্য সংখ্যক মানুষকে ওখানে মারা যাবে? সিদ্ধান্তে আসেন গ্যাস চেম্বার তৈরি করতে হবে তাঁকে, যেখানে প্রতিবার ২,০০০ লোককে খুন করা যাবে, কাজেই তাঁর ইহুদি নিধন প্রোগ্রাম ১৯৪১ সালের শেষদিক পর্যন্ত চালু হতে পারেননি? এবং আপনি বলছেন আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ও বন্ধু বলেছেন, এসএস-এর কাছ থেকে এগুলোর শিপমেন্ট এসে পৌঁছায় ১৯৪২ সালে?

ফাঙ্ক: না, তারিখ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। এ-সব কখন ঘটেছে তার কিছুই আমার জানা নেই। এগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আমার কাছে একটা নতুন খবর যে রাইখসব্যাঙ্ক এ-সব বিষয়ে এতদূর জড়িত ছিল।

মিস্টার ডড: আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি তা হলে শর্তনিরপেক্ষ ভাবে অস্বীকার করছেন যে এসএস-এর সঙ্গে এই লেনদেনের ব্যাপারে কিংবা কনসেনট্রেইনশন ক্যাম্পের ভিক্টিমদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আপনি কিছু জানতেন না। ফিল্মটা দেখার পর, পলের এফিডেভিট শোনার পর, এ-সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আপনি নিঃসংশয়ে অস্বীকার করছেন?

ফাঙ্ক: শুধুমাত্র এখানে যেটা উল্লেখ করেছি...

মিস্টার ডড: ঠিক আছে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে, সম্ভবত দুটি ক্ষেত্রে, জেরা করার সময় আপনি ভেঙে পড়েছিলেন, কান্নাকাটি করেছেন, বলেছেন আপনি একজন গিল্টি, এবং তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কাল।

চোখের ওই পানির কথা আপনার মনে আছে। আমি আপনাকে স্রেফ জিজ্ঞেস করছি, আমি নিশ্চিত আপনি ভোলেননি। আমি শুধু এখানে আরেকটা প্রশ্নের ভিত তৈরি করতে চাইছি। ঘটনাটির কথা আপনার মনে আছে, তাই না?

ফাঙ্ক: হ্যাঁ।

মিস্টার ডড: এবং আপনি বলেছেন, 'আমি একজন গিল্টি মানুষ'। কাল এটার ব্যাখ্যায় বলেছেন, আপনি একটু নার্ভাস ছিলেন। কিন্তু আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, কাল থেকে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটা আপনার বিবেকে আসন গেড়ে বসেনি? বন্দি হওয়ার পর থেকে একটা ছায়ার মতো আপনার সঙ্গে সেঁটে থাকছে না এই অপরাধ বোধ? এবং এটাই কি আদর্শ সময় নয় পুরো গল্পটা আপনি আমাদেরকে

www.pathagar.com

শোনাবেন?

ফাঙ্ক: আদালতকে ইতিমধ্যে যতটুকু বলেছি তার বেশি আমার আর কিছু বলার নেই, এটাই সত্যি কথা। এফিডেভিটে হের পল যা বলেছেন তার জন্যে তাঁকে সৃষ্টিকর্তার কাছে দায়ী থাকতে দিন, আমি দায়ী থাকব এখানে যা বলব তার জন্যে।

আমার কাছে এটা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে হের পল সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছেন, প্রমাণ করতে চাইছেন তিনি নির্দোষ।

এতগুলো বছর ধরে এসএস-এর সঙ্গে এ-সব যদি করে থাকেন তিনি, এটা তাঁর অপরাধ, এবং দায়-দায়িত্ব সব তাঁর। এ-সব বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে দুই কি তিনবার আলাপ করেছি আমি, মানে, এখানে যে-সব বিষয়ের কথা উল্লেখ করলাম আর কি।

মিস্টার ডড: তার মানে আপনি পলের ঘাড়ে সব দোষ চাপাতে চাইছেন, তাই না?

ফাঙ্ক: না। তিনি আমাকে দায়ী করছেন। আমি সেটার বিরোধিতা করছি মাত্র।

মিস্টার ডড: মুশকিল হলো, এই সোনার গায়ে রক্ত লেগে আছে, তাই না, এবং এটা আপনি ১৯৪২ সাল থেকে জানতেন...

*

ফাঙ্ক বলেছেন, ভল্ট পরীক্ষা করাটা তাঁর কাজ ছিল না।

কিন্তু ইমিল পল তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, ফাঙ্ক তাঁকে এসএস থেকে আসা ডিপজিট গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে বলেছেন ব্যাপারটা যেন গোপন রাখা হয়।

পল আরও বলেছেন, তাঁর ধারণা ছিল ওগুলো স্রেফ বাজেয়াপ্ত করা জিনিস, পরিষ্কার কোনো প্রমাণ ছিল না ওগুলো ক্যাম্প থেকে পাঠানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে বোঝা গেল, দুজনেই অনেক কিছু জানতেন, অন্তত সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু এখন তা স্বীকার করতে রাজি নন।

*

www.pathagar.com

একজন পোলিশ বন্দির মাথা তুলে ধরেছেন আমেরিকান প্রসিকিউটর ডট, যেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে একটা পেপারওয়েট হিসেবে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এই অভিযোগ এনে আদালতে ওটাকে এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

্যাকসন জেরা করার সময় শক্ত হাতে উইটনেস বক্সের কিনারা চেপে ধরেছেন গোয়েরিঙ
ৎবাদীদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক আর ক্যারিজম্যাটিক বলে মনে হয়েছে।

www.pathagar.com

েবার্গ জেলে বেশ কয়েকটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রতিটি সেলের বাইরে
ের ব্যবস্থা করা হয়, এবং তাদেরকে বলে দেওয়া হয় অন্তত প্রতি মিনিটে একবার দে
বন্দি কী করছে।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। নাৎসিদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ
দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

ায়ালের সময় হ্যাস [বামে] ও ফন রেবেনট্রপ একসঙ্গে লাঞ্চ সারছেন। দুজনেই মানসিকভাবে
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন; হ্যাস ভুগছিলেন অনিদ্রায়, আর ফন রেবেনট্রপ প্রবল হতাশায়।

রেমবার্গ আদালতে গর্বের সঙ্গে
য়ায়েস বলেছেন আসুউইযের
মান্ড্যান্ট হিসেবে কয়েক মিলিয়ন
হুদিকে খুন করেছেন তিনি।
জের সাবেক ক্যাম্পে ফাঁসিতে
ালানো হয় তাঁকে ১৯৪৭ সালে।

www.pathagar.com

১৯৩২ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর থাকার সময় টাইমের প্রচ্ছদে ফন প্যাপেন। হিটলারের উত্থান দেখেও বাধা দেননি, ভেবেছিলেন জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন।

www.pathagar.com

ািজের সেলে স্পিয়ার : তাঁর মধ্যে নার্থস শাসনামলের সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করার সদিচ্ছা দখে বিচারকরা প্রভাবিত হয়েছেন, তবে তাঁর নিজের মিউনিশন প্রোগ্রামে নির্যাতনের যে ঘটনা টেছে সে-ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

The Evening News

TWELVE EVIL MEN TO HANG

Goering and von Ribbentrop for the Gallows

Hess Jailed For Life—Three Are Acquitted

Sentenced to Death by Hanging

HIGH-LIGHTS FROM JUDGES' FINAL WORDS

GUILTY MEN WILL ALL APPEAL

SOVIET JUDGE

www.pathagar.com

উল্লসিত শাখ্‌ট, অটোগ্রাফ দিে
নিজের মুক্তি উদযাপন করছেন
যদিও হিটলারের পুনঃসশস্ত্রীকর
প্ল্যানে তিনি অর্থ যোগান দিয়েছিলেন
তবে দাবি করেছেন তাঁদে
আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁ
কোনো ধারণা ছিল না।

্যান্ড্রুরাস, শৃংখলার প্রহরী, বন্দিদের সুরা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন; কিন্তু এখানে তিনি
াষণা করতে বাধ্য হন যে ফাঁসির মঞ্চকে ফাঁকি দিয়েছেন গোয়েরিঙ।

www.pathagar.com

মিলিটারি অপারেশনের প্রধান জডল-এর লাশ, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার পর লাশের ছবি তোলা হয় পরে যাতে এরকম গুজব ছড়াবার সুযোগ না থাকে যে বড় বড় নেতা বেঁচে গেছেন।

গোয়েরিঙের সর্বশেষ বিজয়: নাৎসি রাষ্ট্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করতে সফল হন ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ফাঁসিতে চড়াবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

www.pathagar.com

*

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জার্মানির সমীহ জাগানো সাবমেরিন ফ্লিট-এর কমান্ডার ছিলেন অ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়েনিজ, যে ফ্লিট যুদ্ধের শুরুর দিকে ব্রিটেনের সাপ্লাই লাইন প্রায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সহ-অভিযুক্ত অ্যাডমিরাল রেইডারের জায়গায় নৌ-বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান, এবং তারপর, ১৯৪৫ সালে তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে বলা হলো, হিটলার তাঁকে রাইখের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যে ক্ষমতাবলে তিনি মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, সাবমেরিনে কাজ করার সময় ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হন ডোয়েনিজ। ভার্সাই চুক্তির বিধি অনুসারে জার্মান নেভির জন্য সাবমেরিন নিষিদ্ধ করা হলেও, ১৯২০ সাল পুরোটা কাটান ডোয়েনিজ ওগুলোর উন্নয়ন সাধনের প্ল্যান করে।

১৯৩৫ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ক্রুদের ট্রেনিং। যুদ্ধের শুরুতে যদিও মাত্র বিশটা সাবমেরিন প্রস্তুত ছিল, ১৯৪৩-এর মার্চের দিকে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ১০০; শুধু তাই নয়, আটলান্টিকে মিত্রপক্ষের নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে জিতছেনও ডোয়েনিজ।

১৯৪৩ সালের শুরুর দিকে হিটলার রেইডারের জায়গায় ডোয়েনিজকে নিয়ে আসেন।

তারপর অবশ্য গ্রীষ্মকাল চলে আসায়, এবং মিত্রপক্ষ রাডার আবিষ্কার করে ফেলায় সাগরের যুদ্ধে সাবমেরিন খুব একটা সুবিধে করতে পারছিল না। তবে তারপরও ডোয়েনিজ হিটলারের প্রিয়পাত্র থেকে যান, সেটা নিশ্চয়ই তার মারমুখো চেহারা দেখে নয়।

হিটলার তাঁকে নিজের উত্তরাধিকার নির্বাচন করলেও, ডোয়েনিজ সব সময় প্রমাণ রেখে এসেছেন, কেইটেল আর জডলের মতো, তিনি বিশ্বস্ত, অনুগত, দায়িত্ববান, পেশাদার অফিসার ছাড়া অন্য কিছু নন।

ডোয়েনিজের লইয়ার, সুদর্শন ন্যাভাল অ্যাডভোকেট, অটো ক্রানজবুহেলার, প্রমাণ করেছেন আদালতের সামনে যারা হাজির হয়েছেন তাঁদের কারো চেয়ে কম যোগ্য নন তিনি।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৯ মে ১৯৪৬: 'নেভির প্রথম সৈনিক হিসেবে' হিটলারের চাকরি করা—কার্ল ডোয়েনিজ

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনার দৃষ্টিতে, কমান্ডার-ইন-চিফ পজিশনটা, যে পজিশন অফার করা হয়েছিল আপনাকে, রাজনৈতিক ছিল, না সামরিক?

ডোয়েনিজ: এটা তো এমনিতেই বোঝা যাচ্ছিল নির্ভেজাল সামরিক পজিশন, অর্থাৎ, নেভির মাথায় প্রথম সৈনিক। এই পজিশনে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টও নির্ভেজাল

www.pathagar.com

সামরিক কারণেই সম্ভব হয়েছে, যে-সব কারণে গ্রোসঅ্যাডমিরাল রেইডার এই পজিশনের জন্যে আমার নাম প্রস্তাব করতে উৎসাহিত বোধ করেছেন। এই আপয়েনমেন্টের ব্যাপারে নিখাদ সামরিক বিবেচনাই সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা পালন করেছে।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনি জানেন, অ্যাডমিরাল, নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার গ্রহণ করাটাকে প্রসিকিউশন অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী একটা ইস্যু হিসেবে নিয়েছে, বিশেষ করে ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে।

প্রসিকিউশন চ্যালেঞ্জ করছে, এই পদ গ্রহণ করে আপনি আগের সমস্ত ঘটনাকে বৈধতা দিয়েছেন, ১৯২০ কিংবা ১৯২২ থেকে পার্টির সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমর্থন দান করেছেন, গ্রহণ করেছেন গোটা জার্মান পলিসি, দেশীয় এবং বৈদেশিক, অন্তত ১৯৩৩ থেকে। এই ফরেন পলিসির তাৎপর্য আপনি বোঝেন? আপনি কি আদৌ এটা বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন?

ডোয়েনিজ: আইডিয়াটা আমার মাথায় কখনো আসেনি। এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে যখন একজন সৈনিককে মিলিটারি কমান্ড অফার করা হয় তখন সে এ-ধরনের চিন্তায় সময় কাটাবে বা এ-ধরনের বিবেচনা সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার কাছে স্রেফ একটা নির্দেশ-এর প্রতিনিধিত্ব করে, যে নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে আমাকে, যেমন আমাকে পালন করতে হয় অন্যান্য প্রতিটি সামরিক নির্দেশ, যদি না স্বাস্থ্যগত কারণে তা পালন করতে আমি অসমর্থ হই।

যেহেতু আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালোই ছিল, এবং বিশ্বাস করতাম নেভির কাজে লাগতে পারব, কাজেই এই কমান্ডও আমি গ্রহণ করেছি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। আমি যদি অন্য কিছু করতাম সেটা হতো বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা অবাধ্যতা।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: তা হলে নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে আপনি হিটলারের খুব কাছাকাছি চলে আসেন। আপনি এ-ও জানেন যে আপনাদের দু'জনের এই সম্পর্ক থেকে প্রসিকিউশন কী সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে। দয়া করে বলুন এই সম্পর্কটা ঠিক কী রকম ছিল, এবং তা কিসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

ডোয়েনিজ: সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে আমি বোধহয় ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি:

তিনটে বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল। সবকিছুর আগে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের জাতীয় এবং সামাজিক আদর্শের সঙ্গে আমি একমত হই এবং সেগুলো গ্রহণ করি: জাতীয় আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠবে জাতির মর্যাদা প্রাপ্তিতে, তার স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে, এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার সমযোগ্যতা আর নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে।

আর সামাজিক আদর্শ হলো, কোনো রকম শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে না; শ্রেণী, পেশা কিংবা আর্থিক অবস্থা যাই হোক, প্রতিটি মানুষ মানবিক এবং সামাজিক শ্রদ্ধা পাবে;

www.pathagar.com

অপরদিকে, জাতির মঙ্গল আর সমৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিটি মানুষ, সবাই সবার অধীন থাকবে।

স্বভাবতই অ্যাডলফ হিটলারের সর্বময় কর্তৃত্বকে আমি শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃতি দিই-শান্তির সময়ে এত দ্রুত এবং রক্তপাত না নিজের জাতীয় এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলোকে তিনি বাস্তবে পরিণত করেছেন।

আমার দ্বিতীয় বন্ধন আমার শপথ।

অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন, বৈধভাবে এবং আইনসম্মত পথে, ভেয়ারমাখটের সুপ্রিম কমান্ডার, যার কাছে ভেরমাখট আনুগত্য প্রদর্শনের শপথ নিয়েছে। এই শপথ আমার কাছে পবিত্র ছিল, এবং আমি বিশ্বাস করি যে তার শপথ রক্ষা ও পালন করে দুনিয়ার সবখানে তার মর্যাদা বহাল থাকবে।

আমার তৃতীয় বন্ধন ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

আমি নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ হওয়ার আগে, আমার সম্পর্কে হিটলারের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। আমাকে তিনি খুব কমই দেখেছেন, যা-ও বা দেখেছেন সব সময় বড়সড় কোনো দলের সঙ্গে বা উপস্থিতিতে। কাজেই আমার কমান্ডার-ইন-চিফ হওয়ার পর এই প্রশ্নটা সবার মুখে মুখে ফিরছিল হিটলারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কখন এবং কীভাবে গড়ে উঠল ।

এ বিষয়ে আমার শুরুটা ছিল খুবই প্রতিকূল। প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাবমেরিন-যুদ্ধে আসন্ন বিপর্যয়, তারপর বাস্তবে সেটা যখন ঘটল; আর দ্বিতীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় জাহাজগুলোকে বাতিল ঘোষণা করে ভেঙে ফেলতে আমার রাজি না হওয়াটা। এ-ব্যাপারে গ্রসঅ্যাডমিরাল রেইডার আগেই রাজি নন বলে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মুশকিল হলো, হিটলারের দৃষ্টিতে শত্রুপক্ষের উন্নত মানের তুলনায় আমাদের এই জাহাজগুলোর যুদ্ধ করার ক্ষমতা খুব কম, কাজেই মূল্যহীন।

আমি, গ্রসঅ্যাডমিরাল রেইডারের মতো, জাহাজগুলোকে অক্ষত রাখার পক্ষ মত দিলাম, এবং বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে যাওয়ার পর হিটলার অবশেষে আমাদের আপত্তি মেনে নিলেন। তবে, এটা বাদ দিলে, খুব তাড়াতাড়ি আমি লক্ষ করলাম নেভি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার ওপর তাঁর আস্থা আছে, এবং অন্যান্য বিষয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করার সময়ও তাঁর আচরণে আমার প্রতি শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাব গোপন থাকে না।

অ্যাডলফ হিটলার সব সময় আমাকে নেভির প্রথম সৈনিক হিসেবে দেখেছেন। নেভির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোনো সামরিক ব্যাপারে কখনো আমার পরামর্শ চাননি তিনি, তা সে আর্মি প্রসঙ্গেই হোক, কিংবা এয়ার ফোর্স; এবং আমিও আর্মি কিংবা এয়ার ফোর্স সম্পর্কে কখনো তাঁকে নিজের মতামত জানাবার চেষ্টা করিনি, কারণ এ-সব বিষয়ে আমার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না।

আরেকটা কথা, হিটলার আমার সঙ্গে কখনো রাজনীতি নিয়েও আলাপ করেননি; না দেশি, না বিদেশী...

www.pathagar.com

ফুয়েরারের কাছ থেকে আমি কখনো এমন নির্দেশ পাইনি যেটা কোনো ভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিমালার বিরোধী বা ওগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হতে পারে। না আমি, না নেভির কেউ–এবং এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস–পাইকারী হারে মানুষ হত্যার বিষয়ে কিছুই জানতাম না, যা আমি এখানে এসে অভিযোগ-পত্র দেখে জানতে পেরেছি...কিংবা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সম্পর্কে যতদূর জেনেছি, আত্মসমর্পণের পর, ১৯৪৫-এর মে মাসে।

হিটলারের মধ্যে আমি শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রচণ্ড শক্তি দেখেছি; আর বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর ছিল বিপুল জ্ঞান।

হিটলারের গোটা অস্তিত্ব থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত হতো। এবং যে-কোনো বিষয়ে সাজেশন দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর।

তবে, এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, আমি ইচ্ছে করেই তাঁর হেডকোয়ার্টারে খুব কম যেতাম, তার কারণ প্রথমত অনুভব করতাম কর্তব্য নির্ণয় করার যে ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে সেটা সংরক্ষিত অবস্থাতেই থাকুক, এবং দ্বিতীয়ত, কারণ প্রথম কয়েকটা দিন পর, এই ধরুন দুই কি দিন তিন তাঁর হেডকোয়ার্টারে থাকার পর, উপলব্ধি করলাম তাঁর সাজেশন দেওয়ার ক্ষমতার নাগাল বা প্রভাব থেকে নিজেকে আমার যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

এ-কথা আপনাকে আমি বলছি, কারণ, সেজন্যেই তাঁর অন্য সব স্টাফের চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান ছিলাম আমি, যাদেরকে সারাক্ষণ তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আর সাজেশন দেওয়ার ক্ষমতার আঁচ পোহাতে হয়েছে...

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: ...আপনাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে, যখন আপনি হিটলারের হেডকোয়ার্টারে যাওয়া-আসা করতেন, কখনো এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কি, যার কারণে মনে হয়েছে ফুয়েরারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা দরকার?

ডোয়েনিজ: আমি আগেই বলেছি, আমার যা কিছু তৎপরতা ছিল, এমন কি হেডকোয়ার্টারেও, শুধু নিজের ডিপার্টমেন্টে সীমাবদ্ধ– বিশেষ করে এই জন্যে যে ফুয়েরারের অদ্ভুত একটা অভ্যাস ছিল তিনি যখন কোনো লোকের কথা শুনতেন, সেগুলো হতে হতো শুধু ওই লোকের দায়িত্ব পাওয়া বিষয়ে।

এটা তো সবারই জানা যে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় নির্ভেজাল সামরিক বিষয়েই কথা হবে, অর্থাৎ ঘরোয়া পলিসির সমস্যা, SD কিংবা SS নিয়ে কোনো কথা হবে না...কাজেই এ-সব বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

আগেও যেমন বলেছি, হিটলারের কাছ থেকে আমি কখনো এমন নির্দেশ পাইনি যেটা সামরিক নীতিমালার পরিপন্থী হতে পারে। সেজন্যেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রতিটি ক্ষেত্রে নেভিকে আমি একেবারে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত কলুষমুক্ত রাখতে পেরেছি একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত।

নৌ-যুদ্ধে আমার মনোযোগ ধরে রেখেছিল সাগর। আর নেভি, হোক আকারে

www.pathagar.com

ছোট, নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছে।

কাজেই ফুয়েরারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চ্ছেদ করার কোনো কারণ তৈরি হয়নি।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: এমন কোনো কথা নেই যে এরকম কারণকে ক্রাইম বলা হবে; চিন্তাটা রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেও মাথায় আসতে পারে, সেক্ষেত্রেও তা ক্রাইম হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

আপনি শুনেছেন একটা প্রশ্ন বারবার সামনে চলে এসেছে যে একটা পুচ [রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান] হওয়া উচিত ছিল কি না। এ-ধরনের কোনো আন্দোলনের সংস্পর্শে আপনি এসেছিলেন, কিংবা নিজে পুচ করার কথা বিবেচনা করেছিলেন?

ডোয়েনিজ: না। এই কোর্ট রুমে পুচ শব্দটা বহু রকমের মানুষ অনেকবার ব্যবহার করেছেন। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু আমি মনে করি প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে এ-ধরনের একটা তৎপরতা কী ভয়ঙ্কর তাৎপর্য বহন করে আনবে।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে জড়িয়ে ছিল গোটা জার্মান জাতি। শত্রুদের দ্বারা প্রায় একটা দুর্গের মতো সেটাকে ঘিরে রাখা হয়। এবং এটা তো পরিষ্কার বলে দেওয়া যায়-দুর্গের তুলনা মনে রাখতে বলি-ভেতরের যে-কোনো বড় ধরনের গোলযোগ আমাদের সামরিক শক্তি আর লড়াই করার শক্তিকে অবশ্যই দুর্বল করে ফেলত।

কাজেই, কেউ যদি, নিজের বিশ্বস্ততা এবং নিজের শপথ ভেঙে এরকম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সময় সরকার উৎখাদের পরিকল্পনা করে, তাকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে জাতি যে- কোনো মূল্যে ওরকম একটা অভ্যুত্থান প্রয়োজন বোধ করছে, এবং সেই সঙ্গে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে তাকে।

তা ছাড়া, প্রতিটি জাতি ওরকম একজন লোককে বিশ্বাসঘাতক বলবে, এবং ইতিহাস শুধু তখনই তাকে দায়মুক্ত বলে রায় দেবে অভ্যুত্থানটা যখন জনগণের মঙ্গল আর সমৃদ্ধি বনে আনবে। যাই হোক, জার্মানির পরিস্থিতি সেরকম ছিল না।

উদাহরণ হিসেবে বলছি, ২০ জুলাইয়ের পুচ সফল হলে ভেঙে পড়ত সবকিছু, তার গতি হয়তো খুব বেশি হতো না, তবে জার্মানির ভেতর মহা হাঙ্গামা বেধে যেতো-অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে ওখানে, একটা গ্রুপ এসএস, এদিকে আরেক গ্রুপ, জার্মানিতে নরক একেবারে গুলজার-কারণ রাষ্ট্রের সুদৃঢ় কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে ধ্বংস হয়ে যেতো, এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ফ্রন্টে আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ত।

*

ডোয়েনিটজের বিরুদ্ধে মামলার মূল বিষয় হলো একটা নির্দেশ, যুদ্ধের শুরুর দিকে যে নির্দেশটা তাঁর সাবমেরিন ক্রুদের দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্দেশে বলা হয়, তাদের হাতে ধ্বংস হওয়া জাহাজের নৌ-সেনা যারা বেঁচে যাবে তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ঘটনাস্থলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতেও নিষেধ করা হয় নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায়।

ইউ-বোট [জার্মান সাবমেরিন] থেকে লাইফ বোটকে লক্ষ্য করে মেশিন গান

www.pathagar.com

চালানো হয়েছে, এরকম ব্যাপক প্রচারিত গুজব সত্ত্বেও–প্রায় পুরোটাই ভিত্তিহীন বলে জানা গেছে–ওগুলোর ক্যাপটেনরা প্রকৃতপক্ষে ডোয়েনিজের নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধের প্রথম বছর সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা নৌ-সেনাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন।

তারপর, ১৯৪২ সালে, ব্রিটিশ পরিবহন ভেসেল ল্যাকোনিয়া-কে ডুবিয়ে দিয়ে ওটার ১,৪০০ আরোহীকে যখন উদ্ধার করছে একটা ইউ-বোট, এই সময় ওটা আক্রমণের শিকার হলো একটা আমেরিকান যুদ্ধবিমানের। কাজেই নিজের নির্দেশটা আরেকবার প্রতিপালন করতে বলার সুযোগ ডোয়েনিটজ হাতছাড়া করেননি।

প্রসিকিউশনের দাবি হলো, ডোয়েনিজের এই নির্দেশ যুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংক্রান্ত বিধি-বিধান স্থিরকরণ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাংঘর্ষিক।

ওদিকে ক্রানজবুহেলারের যুক্তি দেখালেন, বিধি-বিধান তৈরি করা হয়েছিল আলাদা একটা বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে, কাজেই যুদ্ধের সময় দেওয়া এই নির্দেশের বৈধতা আছে। তিনি এই অভিযোগেরও বিরোধিতা করেন, ডোয়েনিটজের ভাষা এমন ছিল যে কিছু কমান্ডার ধরে নিয়েছিলেন তিনি সজ্ঞানে জাহাজডুবি থেকে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের মেরে ফেলতে বলেছেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৯ মে ১৯৪৬: 'পানি থেকে কাউকে তুলো না'–ডোয়েনিটজ এবং ল্যাকোনিয়া অর্ডার

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: অ্যাডমিরাল, এখন আমি একটা ডকুমেন্টের কথা তুলছি, যেটা সত্যি আপনার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের হৃৎপিণ্ড।

ডকুমেন্ট জিবি-১৯৯; ব্রিটিশ ডকুমেন্ট বুকের পৃষ্ঠা ৩৬। এটা আপনার ১৭ সেপ্টেম্বরের [১৯৪২] রেডিও মেসেজ। প্রসিকিউশন দাবি করছে, যারা জাহাজডুবির শিকার তাদেরকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে।

এটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমি আপনাকে আবার একবার পড়ে শোনাচ্ছি।

'সকল কমান্ডিং অফিসারকে:

'১. ডোবা জাহাজের সদস্যদের উদ্ধারের জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া যাবে না, এবং এই নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকবে পানি থেকে তুলে লোকজনকে লাইফবোটে ওঠানোর ক্ষেত্রে, উল্টে থাকা লাইফবোট সিধে করার ক্ষেত্রে, এবং খাদ্যবস্তু ও পানি হাতবদলের ক্ষেত্রে।

'যুদ্ধের সবচেয়ে মৌলিক দাবি শত্রুর জাহাজ আর তার ক্রুর ধ্বংস সাধন, উদ্ধার অভিযান এই দাবির বিরোধিতা করে।

'২. ক্যাপটেন আর চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ এখনও বহাল থাকবে।

'৩. জাহাজডুবির শিকার লোকজনকে উদ্ধার করা যেতে পারে শুধু যদি তাদের বক্তব্য তোমাদের নিজ বোটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়।

www.pathagar.com

'৪. কর্কশ হও। মনে রেখো জার্মান শহরগুলোয় বোমা বর্ষণ করার সময় শত্রুরা নারী ও শিশুদের প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি দেখাচ্ছে না...'

প্রসিকিউশনের অভিমত হলো, অ্যাডমিরাল, আপনি সেই পুরনো ঘটনার কথা [ল্যাকোনিয়া] ভোলেননি, সেটাকে ব্যবহার করছেন একটা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে, যে আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন ধরে নিজের মনের গভীরে আপনি লালন করছিলেন, আর তা হলো জাহাজডুবির লোকজনকে খুন করে ল্যাকোনিয়া ঘটনার প্রতিশোধ নেয়া।

দয়া করে এ-ব্যাপারে আপনার কী মতামত জানান আমাদের।

ডোয়েনিটজ: সত্যি কথা বলতে কি, এ-ধরনের একটা অভিযোগের মুখে আমার কিছু বলার থাকে না। পুরো প্রশ্নটা উদ্ধার করা এবং উদ্ধার না করা নিয়ে; যা যা ঘটল সবই ওই একটা বিষয়কে বড় করে তোলায় এমনিতেই সবার কাছে এই অভিযোগের অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়।

এটা তো একটা ফ্যাক্ট যে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছি, এবং তা চালাতে গিয়ে বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছি। এ-ও একটা ফ্যাক্ট যে ইউ-বোট কমান্ড আর আমি সিরিয়াস একটা সংকটের মুখে পড়ি, এবং ব্যাপারটাকে আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করি, যেটা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল একটা ভুল। কাজেই, আমি মনে করি, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আর কোনো বাক্যব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: অ্যাডমিরাল, এখন আমি ওই নির্দেশের শব্দগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করব, যেগুলো থেকে প্রসিকিউশন তাদের উপসংহারে পৌছেছেন। এটা আমি আগেও পড়েছি, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধের সবচেয়ে আদিম আইনও বিধ্বস্ত শত্রু জাহাজ আর তার ক্রুদের উদ্ধার করার বিরুদ্ধে।'

এই বাক্য কী বোঝাচ্ছে?

ডোয়েনিটজ: বাক্যটা, অবশ্যই, ন্যায্যতাকে তুলে ধরার চেতনায় করা হয়েছে। এখন প্রসিকিউশন বলছে আমি খুব সহজেই আমার নির্দেশে বলতে পারতাম যে নিরাপত্তা তাতে অনুমতি দেয় না, বলতে পারতাম শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব অনুমতি দেয় না...কিন্তু ল্যাকোনিয়ার বেলায় সবাই দেখেছে, ওই নির্দেশ এক বা দু'বার নয়, চারবার দিয়েছি আমি।

না, ওই বিবেচনা আর টিকছিল না। ওটার অবস্থা হয়েছিল বহুলব্যবহৃত গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো। আমি সাবমেরিন কমান্ডারদের একটা যুক্তি দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, যেটা তাদেরকে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি আর স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করবে।

ওপরে বলা কারণে বার বার আমার একই অভিজ্ঞতা হয়েছে, পরিষ্কার একটা আকাশকে ইউ-বোটের জন্যে পরম অনুকূল বলে ধরে নিয়েছে, কিন্তু তারপরই খোয়াতে

www.pathagar.com

হয়েছে ওই সাবমেরিন; কিংবা একজন কমান্ডার, উদ্ধার কাজে ভূমিকা রাখছেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করার স্বাধীনতা নেই তাঁর, যেমনটি ল্যাকোনিয়ার বেলায় ঘটতে দেখা গেছে।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: শেষ বাক্যটা দিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন আপনি? 'কর্কশ হও'?

ডোয়েনিটজ: আমি সাড়ে পাঁচ বছর ধরে আমার কমান্ডারদের উপদেশ দিয়েছি, বলেছি তাঁরা যেন নিজেদের প্রতি কঠোর হন। এবং এই নির্দেশটা দেওয়ার সময় আবার আমি অনুভব করলাম আমার কমান্ডারদেরকে খুব কঠিন ভাষায়, গাম্ভীর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে সাবমেরিনগুলোকে নিয়ে আমি কী রকম উদ্বিগ্ন থাকি, এবং ওগুলোর প্রতি আমার দায়িত্ব কতটা আন্তরিক, এবং তাই, শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনীর সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে, উদ্ধার অভিযান নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন আছে।

যত যাই হোক, এটা তো স্পষ্টই যে একদিকে যুদ্ধের যেমন কর্কশতা ছিল, নিজের সাবমেরিন রক্ষা করাটা ছিল একান্ত প্রয়োজন, আরেকদিকে ছিল নাবিকের ঐতিহ্যগত ভাবাবেগ।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনি শুনেছেন সাক্ষি কোর্ফেটেনক্যাপিটান মোহলে [Mohle] এই আদালতে বলেছেন, তিনি নির্দেশটার ভুল অর্থ করে যা বুঝেছিলেন তা হলো সারভাইভার সবাইকে মেরে ফেলতে হবে, এবং বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে তিনি সাবমেরিন কমান্ডারদের সেই হুকুমই দিয়েছেন।

ডোয়েনিটজ: মোহেলি ছিলেন...

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: এক মিনিট, অ্যাডমিরাল। প্রথমে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। একজন কমান্ডিং অফিসার হিসেবে, আপনার নির্দেশের ভুল অর্থ করা হলে, তার দায়-দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে না?

ডোয়েনিটজ: আমার সমস্ত নির্দেশের দায়িত্ব অবশ্যই আমার, সেগুলোর আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুসহ।

তবে, যাই হোক, মোহলিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার ওই নির্দেশের ভুল অর্থ করেছেন। আমি দুঃখিত যে সঙ্গে সঙ্গে এই সন্দেহ দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেননি তিনি। সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন, এ-ধরনের পরিস্থিতির কথা ভেবেই সব সময় সবার নাগালের মধ্যে থাকতাম আমি।

কিংবা তিনি অসংখ্য স্টাফ অফিসারদের যে-কোনো একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন।

এদের দায়িত্বও কারো চেয়ে কম নয়, কারণ ওই নির্দেশ তৈরিতে এরাও অংশগ্রহণ করেছেন। কাজেই এদের কাউকে প্রশ্ন করে সঠিক অর্থ জেনে নেওয়া যেতো। কিংবা, আরেকটা বিকল্প ছিল, কিল-এ থাকা তাঁর ইমেডিয়েট বস্-এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারতেন তিনি।

যাই হোক, আমি নিশ্চিত যে অল্প যে-কজন সাবমেরিন কমান্ডারের কাছে নিজের

www.pathagar.com

সন্দেহ তিনি পৌছে দিয়েছেন তাঁরা কেউ তাতে বিভ্রান্ত কিংবা প্রভাবিত হননি। তবু বলছি, এরপরও যদি কিছু ঘটে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই আমার।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনি ক্যাপিটানলেফটেন্যান্ট অ্যাক-এর ব্যাপারটা জানেন, ১৯৪৪ সালের বসন্তে যিনি গ্রিক স্টিমার পেলেয়াস-কে ডুবিয়ে দেওয়ার পর সত্যি সত্যি ওটার লাইফবোট লক্ষ্য করে গুলি চালান। ওই ঘটনা সম্পর্কে কী বলবেন আপনি?

ডোয়েনিটজ: মোহলের ভুল বোঝা, কিংবা তাঁর সন্দেহ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না অ্যাক। তিনি তাঁর নিজ সিদ্ধান্তে অ্যাকশনে গেছেন, এবং অবশ্যই কাউকে খুন করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল ধ্বংসস্তূপ সরানো, কারণ তাঁর জানা ছিল যে ওই ধ্বংসস্ত ূপ পরদিন অ্যাংলো-আমেরিকান বিমানকে সূত্র পাইয়ে দেবে, সেই সূত্র ধরে পাইলটরা খুঁজে পাবে তাঁকে, এবং খতম করবে।

কাজেই, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভুল করে মোহলে যা বুঝেছেন ঠিক তার উল্টো...

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনি কি তাঁর অ্যাকশন অনুমোদন করেন, এখন যখন ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন?

ডোয়েনিটজ: না, তাঁর অ্যাকশন সমর্থন করি না, কারণ আগেও আমি বলেছি–কোনো পরিস্থিতিতেই কারো সামরিক নীতিমালা থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

তবে এ-ও আমি বলতে চাই যে অত্যন্ত গুরুতর একটা সংকটের মুখে পড়েছিলেন ক্যাপিটানলেফটেন্যান্ট অ্যাক। তাঁকে তাঁর বোট আর ক্রুদের দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছিল, এবং যুদ্ধের সময় অবশ্যই সেটা গুরুদায়িত্ব।

কাজেই, তিনি যদি বিশ্বাস করে থাকেন গুলি চালানোর নির্দেশ না দিলে তাঁকে চিহ্নিত করা হবে এবং পরিণতিতে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন–সে বিশ্বাস ভিত্তিহীনও ছিল না, কারণ ওই এলাকায় এবং ওই সময়ে আমার জানামতে চারটে সাবমেরিনে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে–এই কারণে যদি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, একটা জার্মান কোর্ট-মার্শাল নিঃসন্দেহে সেটা বিবেচনা করে দেখবে।

আমার বিশ্বাস যুদ্ধের পর ঘটনাগুলোকে সবাই অন্যভাবে দেখে, এবং দুর্ভাগা কমান্ডারদের কী ভীষণ দায়িত্ব বহন করতে হয় কেউ তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: অ্যাকের কেসটা ছাড়া, যুদ্ধ চলার সময়, কিংবা পরে, আর কোনো ঘটনার কথা শুনেছেন, যাতে একজন ইউ-বোট কমান্ডার জাহাজডুবিতে বেঁচে যাওয়া লোকজনকে কিংবা ভেলাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছেন?

ডোয়েনিটজ: না, একটাও না।

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: আপনি তো প্রসিকিউশনের ওই ডকুমেন্ট সম্পর্কে জানেন, তাই না, যাতে নুরেন মেরি আর অ্যান্টোনিকো নামে দুটো জাহাজ

www.pathagar.com

কীভাবে ডুবল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? এ-সব বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অনুসারে, এভিডেন্স হিসেবে এই ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা আপনি স্বীকার করেন, না করেন না?

ডোয়েনিটজ: না, স্বীকার করি না। নিরপেক্ষ বিচারে ওগুলো টিকবে বলেও মনে করি না।

আরেক পক্ষ সম্পর্কে আমাদের কাছেও এই একই ধরনের বিরাট সংখ্যক রিপোর্ট জমে গিয়েছিল, আমরা সব সময় মত দিয়েছি–এবং সে মত দেওয়া হয়েছে লিখিতভাবে ফুয়েরার আর ওকেডব্লিউ-এর কাছে– যে এ-সব কেস যথেষ্ট সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখতে হবে, কারণ একটা জাহাজডুবির শিকার লোকজন সহজেই বিশ্বাস করবে তাকেই গুলি করা হয়েছে, অথচ আসলে তা করা হয়নি, গুলি করা হয়েছে ডুবন্ত জাহাজটাকে, অর্থাৎ, কোনোভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকবে।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো প্রসিকিউশন শুধু এই দুটো ডকুমেন্ট উপস্থাপন করায় আমার বিশ্বাসই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে, অ্যাকের কেসটা ছাড়া জার্মান বিশালকায় ইউ-বোট ফোর্সের ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ অতগুলো বছর এ-ধরনের আর কোনো দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না।

*

ডিফেন্স কাউন্সিলে আর কোনো নজির নেই, একমাত্র ক্রানজবুহেলারই ট্রাইবুনালকে মেনে নিতে রাজি করিয়েছেন, যেটাকে টু কোকুয়ি [tu quoque] বলা হয় [এমন একটা আর্গুমেন্ট, যাতে যিনি অভিযোগ করেছেন তাঁকেই অভিযুক্ত করা হয়], তাতে প্রমাণ হলো অপর পক্ষ–বর্তমান ক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান নেভি–একই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা চালিয়ে আসছিল, ফলে তাঁর প্রদর্শিত এ সংক্রান্ত যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে গেল যে ডোয়েনিজ বিধি-বিধানের মধ্যে থেকেই যা করার করেছেন।

১৯৪৫ সালের মে মাসে আত্মসমর্পণের পর এক বছর পার হতে চলেছে, থার্ড রাইখের শেষ কটা দিন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেন অ্যাডমিরাল ডোয়েনিজ।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৯ মে ১৯৪৬: যুদ্ধের শেষ কয়েকটা দিন সম্পর্কে ডোয়েনিটজ

ফ্লটেনরিখটার ক্রানজবুহেলার: প্রসিকিউশন একটা ডকুমেন্ট দাখিল করেছে, যাতে দেখা যায় ১৯৪৫ সালের বসন্তে সমর-নায়কদের আপনি উৎসাহিত করছেন, তাঁরা যেন একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডতা বজায় রাখেন।

এটা ইগজিবিট জিবি-২১২। এ ব্যাপারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, আপনি একজন ফ্যান্যাটিকাল নাৎসি, যিনি নিজ জনগণের নারী ও শিশুদের বিনিময়ে ব্যর্থ ও নিষ্ফল একটা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই বিশেষভাবে গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে দয়া করে নিজের অবস্থানটা ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করুন আপনি।

ডোয়েনিটজ: এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য আমি জানাচ্ছি:

১৯৪৫ সালের বসন্তে আমি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলাম না; আমি একজন সোলজার ছিলাম। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে, নাকি বন্ধ করা হবে, সেটা ছিল একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনি চাইছিলেন যুদ্ধ চলতে থাকুক। একজন সৈনিক হিসেবে আমাকে নির্দেশ পালন করতে হয়েছে।

এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার যে কোনো দেশে একজন সৈনিক ঘোষণা করবে, 'আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' কিংবা আরেকজন সৈনিক ঘোষণা করবে, 'আমি যুদ্ধ চালাতে পারব না।'

আমি যেভাবে দেখি, আমার পক্ষে অন্য কোনো পরামর্শ দেওয়া সম্ভব ছিল না নীচের এই সব কারণে–

প্রথমত:

পুবদিকে আমাদের ফ্রন্ট ভেঙে পড়ার মানে ছিল ওই ফ্রন্টের পেছনে বসবাসরত মানুষজনের সম্পূর্ণ ধ্বংস। এটা আমরা জানতাম বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এবং যে-সব রিপোর্ট আসছিল সেগুলো পড়ে।

সমস্ত মানুষের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের এই শেষ মাসগুলোয়, যুদ্ধের এই কঠিন মাসগুলোয় পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি সৈনিককে তার সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, এবং এর কোনো বিকল্প নেই। এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জন্যে যে তা না হলে জার্মান শিশু আর নারীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

পুবদিকে নেভির ভূমিকা বড়সড় পরিসরেই ছিল। শুধু ডাঙাতেই ছিল ১০০,০০০ সদস্য। এবং সৈন্য পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র পরিবহন, হতাহতদের সরানো, আর বিশেষ করে রিফিউজি স্থানান্তরের কাজে সারফেস ক্রাফটের পুরো বহর জড়ো করা হয় বাল্টিকে। কাজেই এটা তো পরিষ্কার যে এই কঠিন সময়টায় খোদ জার্মান জনগণের অস্তিত্বই নির্ভর করছিল একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৈনিকদের প্রচণ্ডতা বজায় রাখার ওপরে।

দ্বিতীয়ত:

বসন্তের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে, কিংবা ১৯৪৫ সালের শীতে যদি প্রতিপক্ষের শর্তে আমরা আত্মসমর্পণ করতাম, তা হলে, শত্রুপক্ষের যে উদ্দেশ্যের কথা আমাদের জানা ছিল সেটা মনে রেখে বলা যায়, ইয়ালটা চুক্তি অনুসারে, ভেঙে টুকরো টুকরো হতো দেশটা, এবং জার্মানি বেদখল হয়ে যেতো ঠিক আজ যেভাবে বেদখল হয়ে গেছে।

তৃতীয়ত:

নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের অর্থ হলো আর্মি, সৈনিকরা যে যেখানে আছে সেখানেই বন্দিত্ব বরণ করা। তার মানে হলো, আমরা যদি ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারিতে আত্মসমর্পণ করতাম, পুবদিকের ২০ লক্ষ সৈন্য, উদাহরণ হিসেবে বলছি,

www.pathagar.com

ধরা পড়ত রাশিয়ানদের হাতে।

এবং এটাও পরিষ্কার যে শীতকালের রুশ সংস্করণ, ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে আলোচ্য বিশ লক্ষকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা করা যেতো না, আমরা বিরাট সংখ্যায় নিজেদের মানুষকে হারাতে বাধ্য হতাম, কারণ এমন কি ১৯৪৫ সালের মে মাসে, তার মানে বসন্তের শেষদিকে, আত্মসমর্পণ করেও দেখা গেছে পশ্চিমে বিরাট সংখ্যক বন্দির যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়নি জেনেভা কনভেনশন অনুসারে।

তার মানে, আমি আগেই যেমন বলেছি, যেহেতু ইয়ালটা চুক্তি কার্যকরী করা হতো, পুবদিকে আমরা আরও অনেক বেশি মানুষকে হারাতাম, ওখান থেকে তখনও যারা পালায়নি।

মে মাসের ১ তারিখে আমি যখন রাষ্ট্রপ্রধান হলাম, পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। ততদিনে ফ্রন্ট, পুব এবং পশ্চিম ফ্রন্ট, পরস্পরের এত কাছে চলে এসেছিল যে আর অল্প কদিনের মধ্যে সাধারণ মানুষ, আর্মি আর রিফিউজিদের বিরাট সব দলকে পুব থেকে পশ্চিমে সরিয়ে আনা যেতো।

মে মাসের ১ তারিখে আমি যখন রাষ্ট্রপ্রধান হলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছি, এবং চেষ্টা করেছি আত্মসমর্পণের জন্যে, যাতে জার্মান রক্ত রক্ষা পায়, এবং জার্মান লোকজনকে পুব থেকে পশ্চিমে সরিয়ে আনতে পারি।

শুধু তাই নয়, মে মাসের ২ তারিখেই আমি জেনারেল মন্টোগোমারিকে প্রস্তাব দিয়েছি তাঁদের সৈন্যরা যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকের এলাকা আমরা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, হাতছাড়া করতে প্রস্তুত হল্যান্ড ও ডেনমার্ক, যে দুটো ক্ষেত্রে আমরা তখনও শক্ত পজিশন ধরে রাখতে পারছিলাম।

এবং এরপরেই জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে নেগোসিয়েশন শুরু করি আমি।

সেই একই মৌলিক নীতি–জার্মান জনগণের নিরাপত্তা এবং তাদেরকে টিকিয়ে রাখাটাই প্রথম বিবেচনা–শীতকালের হিম ঠাণ্ডার মধ্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তিক্ত প্রয়োজন আর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে। এটা খুবই বেদনাদায়ক ছিল যে তখনও বোমাবর্ষণ করে আমাদের শহরগুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

এবং এই বোমা হামলার মাধ্যমে চালিয়ে যাওয়া যুদ্ধে আরও বহু মানুষ তাদের অমূল্য প্রাণ হারিয়েছে।

এভাবে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৩০০,০০০ থেকে ৪০০,০০০, তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে ড্রেসডেন বম্বিং অ্যাটাকে, যেটার প্রয়োজনীয়তা সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা কঠিন, এবং এই ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

তা সত্ত্বেও আমরা যদি শীতকালে আত্মসমর্পণ করতাম তা হলে পুবদিকে যত জার্মান সৈনিক ও সাধারণ মানুষকে হারাতাম তার সঙ্গে তুলনা করলে এই সংখ্যা কমই বলতে হবে।

www.pathagar.com

কাজেই, আমার মতে, যে কাজ আমি করেছি তার প্রয়োজন ছিল: প্রথমত যেহেতু তখন আমি একজন সৈনিক, আমার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছি যুদ্ধ চালিয়ে যাও, এবং পরে, মে মাসে আমি যখন রাষ্ট্রপ্রধান হলাম, সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছি।

যে কারণে কোনো জার্মান প্রাণ আমাদের হারাতে হয়নি, বরং রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

*

অগ্রসরমান রাশিয়ান সৈন্যদের কবল থেকে যতটুকু পারা যায় রক্ষা করার জন্য ডোয়েনিজের মধ্যে যে কঠিন প্রত্যয় ছিল সেটার প্রয়োজন ও যুক্তি বোঝা যায়, তবে পরে জানা গেছে যে ড্রেসডেনে যারা মারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা তাঁর ধারণার চেয়ে অনেক কম।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ওই রাতের অগ্নিঝড়ে সম্ভবত ৩৫,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল।

তাঁর বিরুদ্ধে বাকি অভিযোগগুলোর মধ্যে একটা ছিল মিত্রপক্ষের একদল কমান্ডোকে নিয়ে। এই কমান্ডোদের নিয়তি সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন না বলে দাবি করেছেন, নৌ-বাহিনীর দ্বারা নরওয়েতে আত্মসমর্পণ করানোর পর যাদেরকে SD গুলি করেছিল।

আরও বেশি ক্ষতিকর ছিল তাঁর একটা বক্তৃতা, যাতে তিনি 'ছড়িয়ে পড়া Jewry বিষ-এর' ছাল ছাড়ানোর কথা বলেছেন, তবে শিপইয়ার্ডের জন্য শ্রমিক সাপ্লাই দেওয়ার কথা তিনি স্বীকার করলেও, কোনো প্রমাণ নেই যে এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তা তিনি জানতেন।

*

গ্র্যান্ড অ্যাডমিরাল এরিক রেইডার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরেকজন ঝানু যোদ্ধা, নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে ডোয়েনিজের পূর্বসূরি, আদালতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন পুনঃসশস্ত্রীকরণের কাজে হাত দেওয়া হয় শুধুমাত্র প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর জন্য।

তাঁর আরও একটা দাবি, নরওয়ে আক্রমণ ছিল আক্রমণ ঠেকাবার জন্য আক্রমণ, কারণ ব্রিটিশরাও ওটাকে দখল করার পায়তারা করছিল। অভিযোগ আছে এই আক্রমণের জন্য হিটলারের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর লইয়ার ছিলেন ওয়াল্টার সাইমারস।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৭ মে ১৯৪৬: এরিক রেইডার, এবং নরওয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত

ডক্টর সাইমারস: ব্রিটিশ প্রসিকিউটর মেজর এলউইন জোনস বিশ্বাস করেন নাৎসি ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা পরিচালিত ক্রমিক আগ্রাসী যুদ্ধের মধ্যে নরওয়ে আক্রমণটা

www.pathagar.com

ছিল বিশেষ একটা ঘটনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এ-ব্যাপারটা নিয়ে হিটলার নিজে কিছু ভাবেননি, আপনি নাকি তাঁকে প্ররোচিত করেছেন।

যেহেতু তাঁর পয়েন্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি আপনাকে ঘটনাটা হুবহু বর্ণনা করতে বলব, আর তাই সবার আগে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি: এ বিষয়ে প্রথম কবে হিটলারের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়?

রেইডার: নরওয়ে প্রসঙ্গে হিটলারের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯৩৯ সালের ১০ অক্টোবরে, এবং সেটা আমার অনুরোধে। এর কারণ ছিল সেপ্টেম্বরের শেষ হপ্তা জুড়ে আমাদের অ্যাডমিরাল ক্যানারিস-এর অফিসগুলোর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস থেকে অনেক রিপোর্ট পাই আমরা, যাতে বলা হয় নরওয়ের সামরিক ঘাঁটিগুলো ব্রিটিশরা দখল করে নিতে পারে।

আমার মনে আছে যে এই রিপোর্টগুলো পাওয়ার পর অ্যাডমিরাল ক্যানারিস নিজে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন–যা শুধুমাত্র অতীব কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলে করেন তিনি।

ওখানে, আমার স্টাফ প্রধানের উপস্থিতিতে, ইন্টেলিজেন্স থেকে পাওয়া রিপোর্টগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন অ্যাডমিরাল ক্যানারিস। এ প্রসঙ্গে বিমান ঘাঁটির কথা বারবার উল্লেখ করা হয়, উল্লেখ করা হয় নরওয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ঘাঁটিগুলোর কথা।

শুধু তাই নয়, এয়ারপোর্ট সোলা-র সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাভাঙ্গার সমুদ্রবন্দরের প্রসঙ্গও অনেক বার উচ্চারিত হয়েছে, বাদ পড়েনি ট্রন্ডহাইম আর ক্রিশ্চিয়ানস্যান্ডের নাম।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিনগুলোয় টেলিফোনে আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয় অ্যাডমিরাল কার্লসের, যিনি **নেভি গ্রুপ নর্থ**-এর কমান্ডার ছিলেন, এবং সেই সূত্রে স্ক্যাজেরাক, ক্যাটিগ্যাট আর উত্তর সাগরে সমস্ত নৌ-অভিযানেরও দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

আলাপের শুরুতেই বোঝা যাচ্ছিল এই ভদ্রলোকও ওই একই ধরনের রিপোর্ট পেয়েছেন।

অ্যাডমিরাল কার্লস জানালেন আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন, যে চিঠিতে তিনি ব্রিটিশ ফোর্সের দ্বারা নরওয়ের দখল হয়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং সাধারণভাবে তুলে ধরেছেন এ-ধরনের কিছু ঘটলে আমাদের ঠিক কী রকম অসুবিধে হতে পারে, আমরা তা কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখার জন্যে কী করতে পারি, এবং যেই নরওয়ে দখল করুক তাতে তার কী লাভ বা কী লোকসান–ধরা যাক, আমরাই নরওয়ের উপকূল আর বন্দরগুলো দখল করে নিলাম।

এর আগে পর্যন্ত, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলো বাদে, নরওয়ে প্রশ্নটাকে আমি খুব বড় করে দেখিনি। আলোচ্য চিঠিটা আমার হাতে এসে পৌঁছুল সেপ্টেম্বরের শেষে, কিংবা অক্টোবরের শুরুতে, নিশ্চয় ওই রকম কোনো একটা সময়ে হবে।

পড়ার পর ওই চিঠি SKL [ন্যাভাল অপারেশন্স স্টাফ]-এর চিফকে দেখাতে বাধ্য

www.pathagar.com

হলাম আমি, সেই সঙ্গে তাঁকে নির্দেশ দিলাম নরওয়েতে তৈরি সমস্ত ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করা সংক্রান্ত, এবং অন্যান্য যে-সব বিষয় নিয়ে অ্যাডমিরাল কার্লস কাজ করছেন সে-সব ব্যাপারে সমস্ত চিঠি-পত্র এবং যোগাযোগের দায়িত্ব তিনিই যেন গ্রহণ করেন, এবং এই বিষয় নিয়ে SKL-তে যেন আলোচনা করা হয়।

বিবেচনা করে দেখার বিষয় ছিল উত্তর দিকে যুদ্ধ বিস্তৃত করার কী সুবিধে বা কী অসুবিধে, আর তা ছাড়া আমাদের চিন্তার বিষয় শুধু নিজেদের দ্বারা বিস্তৃতি নয়, সেই বিস্তৃতি যদি ইংল্যান্ড ঘটায় তা হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা-ও বিবেচনা করার দরকার ছিল, দরকার ছিল আমরা যদি আগে তৎপর হই তা হলে কতটুকু কী সুবিধে তাও হিসেব করে দেখা।

এখানে আমি বলতে চাই, আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কারই ছিল যে আমরা যদি ওই ঘাঁটিগুলো দখল করতে যাই তা হলে নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করা হবে। তবে আমি একটা চুক্তির কথাও জানতাম, নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে চুক্তি ২ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর হয়েছিল জার্মান আর নরওয়ে সরকারের মধ্যে...

ডক্টর সাইমারস: আপনার সামনে ওই ডকুমেন্ট আছে?

রেইডার: হ্যাঁ, ডকুমেন্টটা আমার সামনে আছে। এটা থেকে আমি উপসংহারের শেষ লাইনটা পড়ে শোনাব।

হিটলারকে রিপোর্ট করার সময় ডকুমেন্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমি বজায় রাখি [ডকুমেন্ট থেকে পড়ার পর], অর্থাৎ নরওয়ের নিরপেক্ষতা আমি তুলে ধরি। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার সময় প্রথমেই আমি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলোর কথা উল্লেখ করি, যেগুলো আমাদের হাতে ছিল।

তারপর ব্যাখ্যা করি ব্রিটিশরা নরওয়ের উপকূলে ঘাঁটি তৈরি করলে আমাদের ঠিক কী ধরনের বিপদ হতে পারে, এবং আমাদের গোটা যুদ্ধের ওপর তার কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

বিপদটা আমি খুব বড় করেই দেখেছিলাম। আমার ধারণা ছিল এ-ধরনের একটা দখল যুদ্ধের গোটা প্রকৃতিকেই মারাত্মক ভাবে বিপজ্জনক করে তুলবে।

ব্রিটেন যদি নরওয়ের ঘাঁটিগুলো দখল করে নেয়, বিশেষ করে যেগুলো নরওয়ের দক্ষিণে, তা হলে বাল্টিক সাগরে ঢোকার প্রবেশপথ ওরাই ও-সব পয়েন্ট থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এবং হেলিগোল্যান্ড বাইট, এলব্, জেইড ও ভেইজা থেকে আমাদের নৌ-অভিযানের ওপর কড়া নজর রাখতে পারবে।

দ্বিতীয় আউটলেটও, যেটা আমাদের দখলে ছিল, মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে, যুদ্ধ জাহাজের অভিযান ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মার্চেন্টম্যানদের কোর্সেও পড়বে বিরূপ প্রভাব।

এ-সব ছাড়াও, নরওয়েতে ওদের বিমান ঘাঁটি থাকায় ওরা আমাদের এয়ার অপারেশনকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে–আমাদের পাইলটরা উত্তর সাগর সার্ভে করতে যাওয়ার সময় এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হামলা করতে যাওয়ার সময় ঝুঁকির মুখে পড়বে।

www.pathagar.com

তা ছাড়া, নরওয়ে থেকে সুইডেনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারবে ওরা, সেই চাপ পড়বে সুইডেন থেকে ওর সাপ্লাইয়ের ওপর, গতিটা মন্থর কিংবা পুরোপুরি বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে নির্ভেজাল রাজনৈতিক চাপে।

সবশেষে, নরভিক থেকে জার্মানিতে ওর রফতানী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, এবং এটা সবারই জানা যে সুইডেন আর নরওয়ের ওর সাপ্লাইয়ের ওপর জার্মানি কতটা নির্ভরশীল।

ওরা এমন কি এতদূরও যেতে পারে–পরে আমরা জেনেছি এ-ধরনের প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে–হামলা চালিয়ে লুলিয়া-র ওর ডিপজিট ধ্বংস করে দিল, কিংবা দখল করে নিল।

এত সব বিপদ যুদ্ধের কী পরিণতি হবে তা নির্ধারণে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারত।

আমি হিটলারকে নরওয়ের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যাপারে জোরাল যুক্তি দেওয়া ছাড়াও, অন্য একটা বিপদের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

তাঁকে জানাই সেই বিপদটা নওরয়ে উপকূল এবং নরওয়ে ঘাঁটি দখল করার পরে দেখা দেবে। কারণ হিসেবে আমি ব্যাখ্যা করি, ঘাঁটিগুলো আমাদের দখলে থাকার কারণে নরওয়ে উপকূল হয়ে উঠবে ব্রিটিশ নৌ-অভিযান চালানোর আদর্শ ক্ষেত্র, নরভিক থেকে রওনা হওয়া ওর ট্রাফিকের পথ আগলাবে ওরা।

কাজেই ওই এলাকায় একটা বড়সড় লড়াই বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে, কিন্তু সেটা দীর্ঘ সময় নিয়ে ঘটলে আমাদের জন্যে সমস্যার কথা, কারণ এ-ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো যথেষ্ট সারফেস ভেসেল আমাদের নেই।

কাজেই, ওই সময় নরওয়ে দখল করা বা না করা, অথবা নরওয়ের কোনো ঘাঁটি দখল করা সম্পর্কে আমি কোনো প্রস্তাব রাখিনি।

আমি শুধু এই মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে ভেরমাখটের সুপ্রিম কমান্ডারকে সাবধান করে দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করেছি–যে বিপদ আমাদের বিরুদ্ধে, এবং আমাদের ডিফেন্সের জন্যে ইমার্জেন্সির সময় সম্ভাব্য যে পদক্ষেপ নিতে পারতাম তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমি তাঁকে আরও বলি যে নরওয়ে দখলের সম্ভাব্য অভিযান আমাদের জন্যে অত্যন্ত ব্যবহুল হবে।

পরবর্তী আরও অনেক আলোচনায় আমি তাঁকে জানাই, আমরা এমন কি আমাদের গোটা ফ্লিটও হারিয়ে বসতে পারি। আমি অনুকূল পরিস্থিতি বলব শুধু যদি আমরা এক তৃতীয়াংশ হারাই, পরে তো দেখা গেল প্রায় ওরকমই ঘটেছে...

ডক্টর সাইমারস: আমার ধারণা আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে মার্চ মাসের [১৯৪০] দিকে রিপোর্টের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। দখল করার চূড়ান্ত নির্দেশ হিটলার কখন দিলেন?

রেইডার: মার্চের শেষদিকে, কিংবা এপ্রিলের শুরুতে। সঠিক তারিখটা আমি মনে

www.pathagar.com

করতে পারছি না।

ডক্টর সাইমারস: আমার ধারণা এটাই যথেষ্ট।

রেইডার: বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের কথা বলতে চাই আমি, যেটার কথা এইমাত্র আমার মনে পড়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে কুইজলিং [জার্মান ঘেঁষা নরওয়েজিয়ান সামরিক কর্মকর্তা এবং কূটনীতিক] রিপোর্ট করেছিলেন যে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স লন্ডনে নরওয়েজিয়ান অ্যামব্যাসাডরকে বলেছেন, নরওয়ের ঘাঁটিগুলো অদূর ভবিষ্যতে দখল করার জন্যে ব্রিটিশরা একটা অপারেশনের প্ল্যান করেছে।

ওই সময় এই রিপোর্ট আমাদের কাছেও পৌঁছায়। এখানে আমি যোগ করতে চাই, আগেও যেমন জোর দিয়েছি, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ থেকে আমি সব সময় ফুয়েরারকে ছবির দুটো দিকই দেখানোর চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি তিনি যেন আমার তৈরি ডকুমেন্টারি প্রুফ দেখে সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে যেহেতু আমি ওই বিপদ সম্পর্কে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডকে সচেতন করেছি তাই আমাকে দায়ী করা যেতে পারে–এ প্রসঙ্গে আমি সব রকম দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

তবে, হ্যাঁ, অবশ্যই একটা পর্যায় পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটায় আমার ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া, এই কারণে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে এখানে দাখিল করা একটা চিঠিতে, সেটার নম্বর সি-১৫৫, তাতে আমি আমার অফিসার কোরকে বলেছি, এই অসাধারণ অপারেশনটা যেভাবে বাস্তবায়িত করা হলো সেজন্যে আমি গর্বিত।

এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত করতে চাই, আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে আমার গর্বিত হওয়াই উচিত, কারণ আমাদের নেভি এত কম সরঞ্জাম নিয়ে যে চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে অপারেশনটা পরিচালনা করল, তাও আবার গোটা ব্রিটিশ ফ্লিট-এর নাকের ডগায়। এখনও আমি আমার এই বক্তব্যে অটল থাকতে চাই।

*

যদিও ঘটনার সময় ব্যাপারটা জানা যায়নি, প্রকাশ পায়নি ট্রায়াল চলার সময়ও, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নরওয়ের পানিতে মাইন ছড়িয়ে রাখা হবে, ওটার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেই; উদ্দেশ্য ছিল জার্মান জাহাজ বহরের ক্ষতিসাধন।

তবে নাৎসিদের মতো নরওয়ে আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা তারা কখনোই করেনি। কিন্তু মাইন ছড়াবার নির্দেশ যখন দেওয়া হলো, দেখা গেল ততক্ষণে নরওয়ের উপকূল অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে জার্মানরা।

*

আসামীদের কাছে অভিযোগ-পত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের পর ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক ব্যারিস্টার এবং সৈনিক এয়ারি নিভ-এর ওপর দায়িত্ব চাপল সাতটা সংগঠনের হাজার হাজার সদস্যের এভিডেন্স সংগ্রহ করে নিয়ে আসার, কারণ আদালতে ওগুলোর বিচার হতে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

কাজটা ভীষণ ক্লান্তিকর ছিল, এবং মাঝে-মধ্যে ভয়ানক সব পরিস্থিতির মধ্যে সেটা করতে হতো, তাঁর রসবোধ তাঁকে বিডলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় করে তোলে।

ফ্রান্সিস বিডলঃ হালকা একটু রসিকতা

প্রয়োগ করার আর প্রস্তাব রাখার দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এ.এম.এস.নিভ। তিনি সেই জাতের অসাধারণ একজন ইংরেজ ছিলেন যারা যুদ্ধের মধ্যে সব সময় রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েন আর মোচড় খেয়ে সেগুলো থেকে বেরিয়েও আসেন গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগতে না দিয়ে।

এসপিওনাজের কাজ করানোর জন্যে জার্মানির এখানে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হতো তাঁকে, বারবার তিনি অ্যারেস্ট হতেন এবং প্রতিবার কারাগার থেকে পালিয়ে ফিরে আসতেন নিজের নিরাপদ ঠিকানায়।

একবার, এক রাতে ডিনারে বসে আমাকে তিনি বললেন, তাঁদেরকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল প্রাচীন এক দুর্গে। জায়গাটা নূরেমবার্গ থেকে বেশি দূরে নয়। পালাবার জন্যে মাটি খুঁড়ে টানেল তৈরিতে লেগে যান তাঁরা।

দু'হপ্তা পর চমৎকার একটা ওয়াইন সেলারে বেরিয়ে আসেন সবাই। কিন্তু তারপর অগ্রগতিতে ভাটা পড়ে। কারণ পরবর্তী সাতদিন ধরে তাঁরা তাঁদের মেজবানের উপভোগ্য রাইন ওয়াইন ধ্বংস করতে থাকেন। ইংরেজ বন্দিদের চমৎকার নৈতিকতা এখানে প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল।

এটুকু বলে চুপ করে থাকলেন নিভ।

'কিন্তু আপনারা,' আমি তাঁর মুখ খোলাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালি বোতলগুলো নিয়ে কী করলেন?'

ঠোঁট মুড়ে হাসলেন নিভ, কোনো শব্দ হলো না। তারপর বললেন, 'নামটা উচ্চারণ যোগ্য নয়, এমন একটা তরল দিয়ে বোতলগুলো আমরা ভরে ফেলি...ক্যাম্প কমান্ডার খুব কঠিন পাত্র ছিলেন... আগেকার দিনের রক্ষণশীল টাইপের মানুষ আর কি...বোঝেন তো...ভাব দেখাতেন ওয়াইন সম্পর্কে তিনি একজন পণ্ডিত, একটু চেখেই বলে দিতে পারেন কোনটার কী মান। আমরা তাঁকে কল্পনার চোখে এভাবে দেখতাম-আলোর সামনে একটা বোতল ধরে তিনি বলছেন, একটু ঘোলাটে লাগছে...'

*

ট্রায়াল ইতিমধ্যে ছ'মাসে পড়েছে, কিন্তু তারপরেও আগের মতোই গাদা গাদা এভিডেন্স স্তূপে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ডকুমেন্ট নাৎসি প্রশাসনের নৈতিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে, যে প্রশাসন জার্মানিকে শাসন করেছে বারো বছর একটানা।

তবে, একটা এভিডেন্সে দেখা গেল, মিত্রপক্ষের এক শরিকের আচরণে অসম নীতির প্রকাশ ঘটেছে।

এপ্রিল মাসে ফন রেবেনট্রপ যখন কাঠগড়ায়, হ্যাসের লইয়ার অ্যালফ্রেড জাইডল

www.pathagar.com

তখন অল্প সময়ের জন্য রুশ-জার্মান গোপন মৈত্রী সম্পর্কে একটা এভিডেন্স আলোর সামনে আনতে সমর্থ হন, যেটা অস্তিত্ব লাভ করে ঠিক পোল্যান্ড আক্রান্ত হওয়ার আগে।

রেবেনট্রপ বলেছেন, যুদ্ধ হলে পোল্যান্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে একমত হন স্টালিন ও হিটলার। তাঁর বিবৃতি সত্যি হলে মিথ্যে হয়ে যায় রাশিয়ানদের এই দাবি যে চুক্তিটায় তারা সই করেছিল স্রেফ প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে।

জাইডল যাতে আর কিছু বলতে না পারেন, সে চেষ্টায় তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দেয় সোভিয়েত লিগ্যাল টিম, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আদালতকে দেখানোর জন্য ওই সময় গোপন চুক্তিটার কোনো কপি তাঁর কাছে ছিল না।

যাই হোক, মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে, জার্মান ফরেন অফিসের প্রধান ফন ওয়াইজসায়েসকার যখন রেইডারের একজন সাক্ষি হিসেবে হাজির হলেন, গোপন সেই দলিল জাইডলের হাতে পড়ল, কাজেই আবার তিনি একটা সুযোগ নিলেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২১ মে ১৯৪৬: পোলিশ গনিমতের মাল কীভাবে ভাগ হবে: রুশ-নাৎসি গোপন চুক্তির বিধি-বিধান

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: ডিফেন্স কাউন্সিলের কেউ এই সাক্ষিকে জেরা করতে চান?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল [বিবাদী হ্যাসের আইনজীবী]: সাক্ষি, ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট জার্মানি আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটা অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই অনাক্রমণ চুক্তিটা ছাড়া ওই দু'রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোনো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা আপনার জানা আছে?

জেনারেল আর.এ. রুডেঙ্কো [সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান প্রসিকিউটর]: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সাক্ষিকে নির্দিষ্ট কিছু বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে এখানে ডাকা হয়েছে, যে প্রশ্নগুলো আইনজীবী ডক্টর সাইমারসের আবেদনের সঙ্গে আগেই বিবাদীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আমার বিবেচনায় ডিফেন্স কাউন্সিল জাইডল এই মুহূর্তে যে প্রশ্ন সাক্ষির সামনে রাখতে চাইছেন তার সঙ্গে চলতি মামলার জেরার কোনো সম্পর্ক নেই, কাজেই তা বাতিল করতে আজ্ঞা হোক।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, মিস্টার জাইডল, যে প্রশ্নটা আপনি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: আমি আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, হের ফন ওয়াইজসায়েসকার, ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্টে আর কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা কিনা অনাক্রমণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখানো হয়নি?

ফন ওয়াইজসায়েসকার: হ্যাঁ, হয়েছিল।

www.pathagar.com

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: এই চুক্তি কোথায় ধারণ করা হয়েছে?

ফন ওয়াইজসায়েসকার: এই চুক্তি ধারণ করা হয়েছে গোপন একটা প্রটোকলে।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: পদাধিকারবলে, অর্থাৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্টেট সেক্রেটারি হিসেবে, এই গোপন প্রটোকল আপনি নিজে পড়ে দেখেছেন?

ফন ওয়াইজসায়েসকার: হ্যাঁ।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: আমার সামনে একটা টেক্সট রয়েছে; এবং অ্যামব্যাসাডর গাউস জানিয়েছেন এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে আলোচ্য চুক্তিটা এই টেক্সটে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন আমি ওটা আপনাকে দেখতে দিচ্ছি। আপনি...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: এক মিনিট, আপনি ওটা কী ডকুমেন্ট দিচ্ছেন তাঁকে?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্টে স্বাক্ষরিত চুক্তির একটা গোপন সংযোজন।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: ওটা কি সেই ডকুমেন্ট নয়...আপনি সাক্ষিকে ওটা কী ডকুমেন্ট দিচ্ছেন? একটা ডকুমেন্ট এর আগে আপনি ট্রাইবুনালের সামনে দাখিল করেছিলেন, যেটা তখনই বাতিল করা হয়েছে। এটা কি সেই একই ডকুমেন্ট?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: এটা সেই ডকুমেন্ট, যেটা আমি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স হিসেবে ট্রাইবুনালের সামনে পেশ করেছিলাম, এবং যেটা ট্রাইবুনাল গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান, আন্দাজ করি আমি ওটার উৎস জানাতে রাজি হইনি বলে।

তবে আলোচ্য বিষয়ে অ্যাডমিরাল গাউসের দ্বারা নতুন করে শপথ নেওয়া একটা এফিডেভিট ট্রাইবুনাল আমাকে দাখিল করার অনুমতি দিয়েছেন।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি তা করেননি? আপনি তা করেননি?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: না, তবে আমি চাইছি, ইওর অনার, সাক্ষির স্মৃতি তাজা করার জন্যে এই টেক্সটা পড়ি। সেই সঙ্গে তাঁকে এই প্রশ্নও করতে চাই–যতটুকু তিনি স্মরণ করতে পারেন, এই ডকুমেন্টে গোপন চুক্তিটা হুবহু স্থান পেয়েছে কি না।

জেনারেল আর.এ. রুডেঙ্কো: ইওর অনার্স! আমি এ-সব প্রশ্নের বিরুদ্ধে দুটো কারণে আপত্তি জানাচ্ছি।

প্রথমত: আমরা এখানে প্রধান প্রধান জার্মান যুদ্ধাপরাধীর অপরাধ পরীক্ষা করছি। আমরা এখানে অন্য কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি তদন্ত করছি না।

দ্বিতীয়ত: কাউন্সিল জাইডল যে ডকুমেন্ট সাক্ষির হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করছেন সেটা আগেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে ট্রাইবুনাল মতামত দিয়েছেন; আর যেহেতু ওটা একটা নকল কপি, কাজেই ওটার কোনো প্রমাণসিদ্ধ মূল্য নেই।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: এর উত্তরে আমার বলার কথা হলো এই, মিস্টার

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট: ডকুমেন্টটা আলোচ্য অনাক্রমণ চুক্তির অপরিত্যাজ্য একটা অংশ, এভিডেন্স জিবি-১৪৫ হিসেবে প্রসিকিউশনের দ্বারা পেশ করা হয়েছে। এখন টেক্সটা সাক্ষিকে প্রদান করার অনুমতি পেলে...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: একমাত্র প্রশ্ন হলো ট্রাইবুনাল যেটা বাতিল করেছিল ওটা সেই ডকুমেন্ট কি না। এটা কি সেই ডকুমেন্ট, ট্রাইবুনাল যেটা বাতিল করেছিল?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: ডকুমেন্টারি এভিডেন্স হিসেবে ওটা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: বেশ, তা হলে উত্তরটা হলো 'হ্যাঁ'।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: কিন্তু এই ডকুমেন্টটা সাক্ষিকে তাঁর প্রামাণিক সাক্ষ্য প্রদানের সময় দেখতে দেওয়া হবে কি হবে না, এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।

এই প্রশ্নের উত্তর আমার তরফ থেকে হ্যাঁ সূচক হবে, যেহেতু প্রসিকিউশন ক্রস-এগজামিনেশনের সময় তাদের কাছে থাকা ডকুমেন্টটা সাক্ষিকে দিতে পারবেন, এবং তাঁর প্রামাণিক সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা তখন দেখতে পাব কোনটা সঠিক টেক্সট, কিংবা এই দুটো টেক্স হুবহু এক কি না।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: যে ডকুমেন্টটা আপনি দাখিল করতে যাচ্ছেন সেটা কোত্থেকে এলো?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: এই ডকুমেন্ট আমি কয়েক হপ্তা আগে মিত্রপক্ষের এক ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছি, যাকে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে। ডকুমেন্টটা আমার হাতে শুধুমাত্র এই শর্তে তুলে দেওয়া হয়েছে যে আমি এটার উৎস কোথাও, কারো কাছে প্রকাশ করতে পারব না, এবং এই শর্ত আমার কাছে পুরোপুরি যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনি বলছেন ওটা আপনি কয়েক মুহূর্ত আগে পেয়েছেন?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: কয়েক হপ্তা আগে।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: এই মাত্র আপনি বললেন এটা সেই ডকুমেন্ট, যেটা আপনি ট্রাইবুনালের সামনে দাখিল করেছিলেন, এবং ট্রাইবুনাল সেটা বাতিল করেছিল?

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: হ্যাঁ, কিন্তু ট্রাইবুনাল সেই সঙ্গে এই পরামর্শও দিয়েছিলেন যে এই সাবজেক্টের ওপর অ্যামব্যাসাডার গাউসের নতুন করে শপথ নেওয়া আরেকটা এফিডেভিট দাখিল করতে পারব আমি, এবং আমি মনে করি ট্রাইবুনালের ওই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত...

মিস্টার ডড: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এই ডকুমেন্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমিও জেনারেল রুডেঙ্কোর সঙ্গে একমত পোষণ করছি। এখন আমরা জানি ওটা এসেছে অজ্ঞাত কোনো উৎস থেকে। উৎস সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই, আর তা

www.pathagar.com

ছাড়া এটাও প্রতিষ্ঠিত নয় যে এই সাক্ষি নিজে আলোচ্য ডকুমেন্টটার সারমর্ম স্মরণ করতে পারছেন না।

আমার বোধগম্য নয় সাক্ষিকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন না কেন, এটাই যদি তিনি চান।

মিস্টার প্রেসিডেন্ট: ডক্টর জাইডল, সাক্ষিকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ডকুমেন্টটা না দেখেই চুক্তিতে কী আছে তা তিনি স্মরণ করতে পারেন কি না। চুক্তি বা প্রটোকলে কী আছে, প্রশ্ন করুন।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: সাক্ষি, দয়া করে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা দিন, যতটুকু আপনার মনে আছে।

ফন ওয়াইজসায়েসকার: ওই সময় যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিজাত এবং সুদূরপ্রসারী একটা সংযোজন ওটা। এই ডকুমেন্টের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি বিশাল, কারণ যেহেতু ওটার কাজ প্রভাববলয় ভাগ করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সীমানা-রেখা টানা, অবশ্যই শর্তসাপেক্ষে, যে অঞ্চলগুলো সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থবলয়ে ছিল, কিন্তু এখন চলে যাবে জার্মান স্বার্থবলয়ে।

ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ইস্টার্ন পোল্যান্ড, এবং যতদূর আমি মনে করতে পারছি, রুমানিয়ার বিশেষ কিছু এলাকা যোগ হবে সোভিয়েত বলয়ে। এই অঞ্চলের পশ্চিমে যা কিছু পড়বে তা অন্তর্ভুক্ত হবে জার্মান স্বার্থবলয়ে।

এ-কথা সত্যি যে এই গোপন চুক্তি আদি সংস্করণ ধরে রাখতে পারেনি। পরে, হয় ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে নয়তো অক্টোবরে নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন আনা হয়, একটা সংশোধন করা হয়।

আমি যতদূর মনে করতে পারি, দুটো ডকুমেন্টের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো–লিথুনিয়া, কিংবা–অন্তত–লিথুনিয়ার বড় অংশটা পড়বে সোভিয়েত প্রভাববলয়ে, অপরদিকে পোলিশ এলাকায় দুই স্বার্থবলয়ের মাঝখানে সীমারেখা টানা হবে আগের চেয়ে আরও অনেকটা পশ্চিমে সরে গিয়ে।

আমার বিশ্বাস এখানে আমি গোপন চুক্তি এবং সংশোধনীর সারমর্ম তুলে ধরতে পেরেছি।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: এটা কি সত্যি যে পরে নতুন করে এলাকা ভাগাভাগির সময় পোলিশ রাষ্ট্রের এলাকা নির্ধারণ করা হয়?

ফন ওয়াইজসায়েসকার: আমি আপনাকে বলতে পারব না সঠিক প্রকাশভঙ্গি 'সীমারেখা নির্ধারণ' ছিল, নাকি 'স্বার্থবলয় পৃথককরণ রেখা' ছিল।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: তবে একটা রেখা টানা হয়েছে।

ফন ওয়াইজসায়েসকার: ঠিক যে রেখাটার কথা এইমাত্র আমি বললাম, এবং আমার স্মরণ আছে এই রেখার প্রতি, চুক্তিটা একবার কার্যকর হওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট পক্ষরা অনুগত থেকেছে, সামান্য উত্থান-পতন বাদে।

www.pathagar.com

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: আপনি মনে করতে পারেন–এটা আমার শেষ প্রশ্ন–১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্টের এই গোপন চুক্তিতে কি পোল্যান্ডের ভবিষ্যত নিয়তি নির্ধারণ করা হয়?

ফন ওয়াইজসায়েসকার: গোপন চুক্তিতে পোল্যান্ডের নিয়তি সম্পূর্ণ নতুন একটা দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঠিক বাক্যগুলো আমি ঠিক বলতে পারব না।

ডক্টর অ্যালফ্রেড জাইডল: মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।

নূরেমবার্গে প্রধান প্রধান নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ হওয়ার পর আরও একডজন মামলা চলে, সে-সব মামলায় বিচার করা হয় নাৎসি প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য নেতাদের, পরিচালিত হয় শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক।

এরকম একটা ট্রায়ালে ওয়াইজসায়েসকারের সাত বছরের জেল হয়।

*

যারা অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে কম, মাত্র উনচল্লিশ, তাঁর নাম ব্যালডার ফন শিরাখ।

ছাত্র হিসেবে নাৎসি পার্টিতে যোগ দেন ফন শিরাখ, ১৯৩১ সাল থেকে পার্টির যুব নেতা ছিলেন, ১৯৩৩ সাল থেকে ছিলেন হিটলার ইয়ুথ-এর প্রধান।

যুদ্ধের শুরুতে, একমাত্র অনুমোদিত ওই যুব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষে পৌঁছেছিল। ছেলেরা শিশু শাখায় ৬ বছর বয়সেই যোগ দিতে পারত, মেয়েরা ১০ বছর বয়সে। খুব জোরেশোরে শারীরিক ব্যায়াম করানো হতো ওখানে, আর রাজনৈতিক উদ্দেশে সমান তালে চলত মস্তিষ্ক ধোলাই।

১৯৪০ সালে ভিয়েনার গাউলাইটার নিযুক্ত হন ফন শিরাখ, ওখানে তিনি ইহুদিদের কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠাতে সম্মতি দেন। তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শিরাখ, এবং শহরটাকে শিল্পসমৃদ্ধ করে বার্লিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, দুটোর কোনটাই হিটলারের কাছে তাঁকে প্রিয় করে তুলতে এতটুকু অবদান রাখেনি।

হিটলার, এরকম শোনা গেছে, একসময় তাঁর স্ত্রীর প্রেমিক ছিলেন।

১৯৪৫ সালে, ঘরমুখো লেখকের ছদ্মবেশে অস্ট্রিয়ান টিরোলে লুকিয়ে থাকার সময়, ধরা পড়েন ফন শিরাখ।

শিরাখ ছিলেন দুই তৃতীয়াংশ আমেরিকান, তাঁর গ্র্যান্ডফাদার লিঙ্কনের কফিন বহন করেছেন, এবং তাঁর মা, যিনি নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান জার্মানিতে মিত্রপক্ষের বিমান হামলায়।

অ্যালবার্ট স্পিয়ারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ফন শিরাখ শেষদিকে নিজের বিবেক খুঁজে পান, এবং সেটার ওপর খুব গুরুত্ব দেন তাঁর কাউন্সিল ফ্রিজ সাউটার।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২৪ মে ১৯৪৬: 'জার্মানির যুবসম্প্রদায় নির্দোষ'– ব্যালডার ফন শিরাখ, হিটলারের ইয়ুথ লিডার

ডক্টর সাউটার: সাক্ষি, এ-প্রসঙ্গে আমি আপনাকে একটা নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই। কাল স্বীকার করেছেন আপনি সেমিটীয় বিরোধী, এবং এই মনোভাব একেবারে তারুণ্যের শুরু থেকেই আপনি লালন করছেন।

ইতিমধ্যে আপনি আসুউইয কমান্ডার হোয়েসের প্রামাণিক সাক্ষ্য শুনেছেন, যিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে শুধু ওই একটা ক্যাম্পেই ২,৫০০,০০০ কিংবা ৩,০০০,০০০ নিরীহ মানুষকে, তাদের বেশিরভাগই ইহুদি, মেরে ফেলা হয়েছে। আজ তা হলে আসুউইয নামটা আপনার কাছে কী অর্থ বহন করছে?

ফন শিরাখ: কোনো সন্দেহ নেই যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পৈশাচিক পাইকারী হত্যাকান্ড এটা। কিন্তু ওই হত্যাকাণ্ড হোয়েসের দ্বারা সংঘটিত হয়নি; হোয়েস তো নগণ্য জল্লাদ মাত্র। এই খুনের হুকুম দিয়েছেন অ্যাডলফ হিটলার, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর শেষ উইল আর টেস্টামেন্ট থেকে...জার্মানির যুবসম্প্রদায় সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আমাদের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সেমিটীয় বিরোধী প্রবণতা ছিল, কিন্তু সেটা এমন প্রবল ছিল না যে Jewry-কে ধ্বংস করে দিতে চাইবে। এটা তাদের উপলব্ধিতে ছিল না, ছিল না কল্পনাতেও যে হিটলার এই হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছেন দৈনিক হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করে।

জার্মানির তরুণ সম্প্রদায়, আজও, নিজেদের বিধ্বস্ত জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিত পাথর হয়ে, এই অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানত না, এবং তারা কখনো চায়ওনি এরকম কিছু ঘটুক। হিটলার ইহুদিদের সঙ্গে যা করেছেন, জার্মান জনগণের সঙ্গে যা করেছেন, তার জন্যে কোনোভাবেই তারা দায়ী নয়।

হোয়েসের কেস প্রসঙ্গে আমি যে কথাগুলো বলতে চাই। এই প্রজন্মকে হিটলারের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছি আমি। ইয়ুথ অর্গানাইজেশন যেটা আমি গড়ে তুলি সেটা তাঁর নাম বহন করেছে।

আমার বিশ্বাস ছিল আমি এমন একজন নেতার পক্ষে কাজ করছি যিনি আমাদের জনগণকে এবং বিশেষ করে আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে মহান, সুখী এবং স্বাধীন হিসেবে গড়ে তুলবেন।

লক্ষ লক্ষ তরুণ এটা বিশ্বাস করত, তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, এবং আমরা সবাই মিলে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম চূড়ান্ত আদর্শ উপস্থিতি। অনেক মানুষ এর জন্যে প্রাণ দিয়েছে।

ঈশ্বরকে সাক্ষি রেখে বলছি, জার্মান জাতির কসম খেয়ে বলছি, এবং জার্মান জনগণের কসম খেয়ে বলছি, আমাদের যুবসম্প্রদায়কে এক ব্যক্তির জন্যে ট্রেনিং দেওয়ার অপরাধে আমি একাই অপরাধী, সেই অপরাধের আর কোনো ভাগীদার নেই।

www.pathagar.com

বহু বছর ধরে ওই ব্যক্তিকে দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ভেবে এসেছি আমি, শুধু একজন নেতা হিসেবে নয়, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও। তাঁর জন্যে তৈরি করেছি এমন একটা প্রজন্ম, যারা আমার দৃষ্টিতেই দেখত তাঁকে।

আমার অপরাধ এই যে জার্মানির যুবসম্প্রদায়কে এমন এক ব্যক্তির জন্যে শিক্ষিত করে তুলেছি যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করেছেন। এই ব্যক্তির ওপর আমি বিশ্বাস রেখেছিলাম। নিজের জন্যে অজুহাত হিসেবে, এবং আমার মনোভাব সম্পর্কে এটুকুই আমার বলার আছে।

এটা আমার নিজের—আমার ব্যক্তিগত অপরাধ। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সব দায়-দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। ওদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার আসনে বসানো হয়েছিল আমাকে।

আর সব দোষ তাই আমার একার, আর কারো নয়। তরুণ সম্প্রদায়ের কোনো অপরাধ নেই। তারা বেড়ে উঠেছে একটা সেমিটীয়বিরোধী রাষ্ট্রে, শাসিত হয়েছে সেমিটীয়বিরোধী আইনের দ্বারা।

আমাদের তরুণরা এইসব আইনে বাঁধা পড়ে আছে, এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে তারা ক্রিমিনাল কিছু দেখতে পায় না।

*

আদালতের বাইরে, যারা শুনতে আগ্রহী তাদের কাছে নিজের অতীত প্রকাশ করতে যেমন ইচ্ছুক ছিলেন গোয়েরিং, তেমনি বর্তমান আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করতেও কম উৎসাহী ছিলেন না। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নতুন কারাগার সাইকিয়াট্রিস্ট লিয়ন গোল্ডেনসোন যেটা জেনেছেন।

বিবাদীদের সঙ্গে গোল্ডেনসোনের রেকর্ড করা সংলাপ অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাক্তারের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বাছাই পর্ব নিয়ে নিজের অনাস্থার কথা বলেছেন গোয়েরিং, এবং প্রকাশ করেছেন হলোকস্টের ব্যাপারটা তিনি জানতেন, কিন্তু সেটা থামাবার কোনো চেষ্টা করেননি।

লিয়ন গোল্ডেনসোন: 'এই ট্রায়ালকে একটা প্রহসনে পরিণত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল'—কাউচে বসা গোয়েরিং

তাঁকে বললাম যে বিশ্বকে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনেক কিছুই সত্যি আমি বুঝি না। প্রথমত, আনুগত্যের শপথ কী গুরুত্ব বহন করে? নির্দেশই বা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

'এটা আরেকটা বিষয় আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি খুশি। আমরা জার্মানরা বিশ্বস্ততার একটা শপথকে যে-কোনো বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এই ট্রাইবুনাল উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে নির্দেশ গ্রহণ করার মানে সম্ভাব্য প্রায় সব কিছু করার একটা ন্যায়সঙ্গত অজুহাত পেয়ে যাওয়া...

'..ট্রাইবুনাল ভুল করছে।

www.pathagar.com

'খেয়াল করুন, আমি বলছি সম্ভাব্য প্রায় সব কিছু। আমার বিবেচনায়, এমন কি শপথ নেওয়ার পরেও, নারী ও শিশুকে হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই ওই ক্রিমিনাল গোয়েবলস, কিংবা হিমলারের কাণ্ড, যারা হিটলারকে দিয়ে এরকম কাপুরুষোচিত কাজ করাবার জন্যে নিজেদের প্রভাব খাটিয়েছে।

'এ-ধরনের ট্রায়াল সম্পর্কে আমি খুব সন্দিহান। এই ট্রায়াল আদালতের ভেতর দুনিয়ার সংবাদমাধ্যম লড়ছে। সবাই জানে ফরাসি আর রুশ ব্যক্তি এখানে যারা বিচারক তাঁরা আগেই মনস্থির করে রেখেছেন যে আমরা সবাই গিল্টি, এবং এ-সংক্রান্ত নির্দেশ এই ট্রায়ালে আমাদের বিরুদ্ধে রায় শুরু হওয়ার অনেক আগেই প্যারিস আর মস্কো থেকে জানানো হয়েছে তাঁদেরকে।

'এটা কিছু না, স্রেফ পরিকল্পিত একটা প্রহসন। হতে পারে আমেরিকান আর ব্রিটিশ বিচারকরা একটা ন্যায়সঙ্গত ট্রায়াল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছেন। তবে তাঁদের ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে।'

আমি তাঁকে ট্রাইবুনাল সম্পর্কে আরও কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকলে জানাতে অনুরোধ করলাম। গোয়েরিঙকে সতর্ক মনে হলো; অনেকক্ষণ নীরবে কাটল, মুখ খুলতে চাইছেন না।

তারপর একসময় নিজে থেকেই বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, এই ট্রায়ালকে একটা প্রহসনে পরিণত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি যেটা বুঝি, একটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিচার করার অধিকার কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নেই।

'আমি আমার সহ-অভিযুক্তদের সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলাম। যদিও তাঁরা বিভ্রান্ত, অপ্রতিনিধিত্বশীল একটা গ্রুপ। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এতটাই গুরুত্বহীন, তাদের কথা আমি এমন কি শুনিওনি কখনো।

'স্বীকার করি জার্মানিকে যারা চালাত সেই সব রাঘব-বোয়াল নাৎসিদের দলে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঠিক কাজটাই করেছে ওরা। কিন্তু ফ্রেৎশেকে অন্তর্ভুক্ত করার কী দরকার ছিল? প্রোপাগান্ডা মিনিস্ট্রিতে অনেক সেকশন চিফ ছিল, সে তাদের একজন।

'তারপর, ফাঙ্কের মতো একজন মানুষের বিচার করা হচ্ছে, যার কোনো অপরাধই নেই। সে শুধু নির্দেশ পালন করেছে, এবং সেগুলো ছিল আমার নির্দেশ।

'তারপর তারা কেইটেলের মতো মানুষের বিচার করছে। তাঁকে ফিল্ড মার্শাল বলে ডাকা হলেও, নেহাতই নগণ্য একজন মানুষ তিনি, হিটলারের প্রতিটি নির্দেশ বিনাবাক্যব্যয়ে পালন করতেন।

'এত সব বিবাদীর মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার গুণ ও যোগ্যতা রাখে তাঁদের মধ্যে আমি আছি, শাখ্‌ট আছেন, হয়তো রেবেনট্রপও আছেন, যদিও তিনি ছিলেন হিটলারের দুর্বল প্রতিধ্বনি, ফ্রিক, যিনি নূরেমবার্গ ল-র প্রস্তাব করেছিলেন, এবং আরও হয়তো দু'চারজন আছেন, যেমন রোজেনবার্গ আর সেইস-ইনকোয়ার্ট। বাকি সবাই ছিল অনুসারী, কারো মধ্যে নিজ উদ্যম বলে কিছু ছিল না।

www.pathagar.com

'আরেকটা প্রহসন হলো জেনারেল স্টাফের বিরুদ্ধে মামলা। এই সব সামরিক লোকজন যুদ্ধ বাধাবার জন্যে কোনো ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়নি, শুধু নির্দেশ গ্রহণ এবং পালন করেছে, যেমনটি যে-কোনো জার্মান সৈনিক বা অফিসার পালন করবে।

'কোথাও যদি কোনো ষড়যন্ত্র থেকে থাকে, তা হলে তা আছে যারা মৃত আর নিখোঁজ তাদের মধ্যে–আমি বলতে চাইছি হিমলার, গোয়েবলস্, বোরম্যান, এবং স্বভাবতই হিটলারের মধ্যে।

'আমার সব সময় মনে হয়েছে বোরম্যান একটা আদিম, ক্রিমিনাল টাইপের লোক। আর হিমলারকে আমি বিশ্বাস করতাম না। ওদেরকে আমার সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

এ সময় সবজান্তার হাসি দেখা গেল গোয়েরিঙের ঠোঁটে, তারপর আবার শুরু করলেন তিনি।

'জানেন তো, আপনি একজন লোককে নানা সূক্ষ্ম উপায়ে সরিয়ে দিতে পারেন?

'একটা উদাহরণ দিই: কোনো ব্যক্তিকে আপনি অকস্মাৎ ভাগিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হবে না ওই লোকের যদি কিছু ক্ষমতা আর পৃষ্ঠপোষকতা থাকে; তারচেয়ে অনেক ভালো কাজ হবে আপনি যদি একের পর এক অর্থহীন পদ উপহার দিয়ে তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে পারেন।

'হিমলারের ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারতাম বলি। কাগজে-কলমে তাকে আমি এটার প্রধান, ওটার প্রধান বানাতাম, কিন্তু শেষে দেখা যেতো তার ক্ষমতা চলে গেছে। প্রথমে তার পুলিশ পাওয়ার কেড়ে নিতাম, পরে এসএস-এর দায়িত্ব নিতাম আমি নিজে।

'এরকম করা হলে পাইকারী হত্যাকাণ্ড বলে কোনো কিছু ঘটত না। যত যাই বলা হোক না কেন, হিটলার একটা জিনিয়াস ছিলেন, ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, কিন্তু তারপরেও, মুশকিল হলো, লোকের অনেক পরামর্শ গ্রহণ করতেন তিনি।

হিমলার কিংবা গোয়েবলস্, অথবা দুজন মিলে এমন একটা নির্বোধ পরিকল্পনা নিয়ে তাঁকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছেন, যার মধ্যে ছিল গ্যাস চেম্বার আর ক্রিমাটোরিয়াম, যেগুলোর মধ্যে ভরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা যায়।

'একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে এমন কি কারো মধ্যে যদি বিবেকের কামড় নাও থাকে, সাধারণ বুদ্ধিই তো বলে দেয় যে আমাদের সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে ওটা স্রেফ একটা বর্বরতা, এবং দেশে ও বিদেশে অনেক সমালোচনার ঝড় উঠবে, এবং এই আচরণ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্রাইম হিসেবে নিন্দিত হবে।

'বুঝতে হবে যে আমি নীতিবাগীশ মানুষ নই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলি। আমি যদি সত্যি সত্যি উপলব্ধি করতাম যে ইহুদিদের

www.pathagar.com

মেরে ফেলার একটা অর্থ আছে, যেমন ওদেরকে মেরে ফেললে যুদ্ধে জেতা যাবে, তা হলে ওই ব্যাপারটা আমাকে খুব একটা বিরক্ত করতে পারত না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওটা এমনই অর্থহীন একটা ব্যাপার ছিল যে কারো কোনো উপকারে আসেনি, শুধু জার্মানির জন্যে রাজ্যের বদনাম ডেকে এনেছে।

'আমার বিবেক আছে, এবং আমি উপলব্ধি করি শুধুমাত্র গোয়েবলসের উন্মত্ত প্রোপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তু হওয়ার কারণে নারী ও শিশুদের খুন করাটা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।

'মারা যাওয়ার পর আমি হয় স্বর্গে যাব, নয়তো নরকে যাব–এ আমি বিশ্বাস করি না। আমি বাইবেলে বিশ্বাস করি না, আস্থা রাখি না ধার্মিক লোকজন যে-সব জিনিস মেনে চলে। তবে নারীদের আমি পুজো করি, এবং মনে করি শিশুদের খুন করাটা নেহাতই আনস্পোর্টসম্যানলাইক।

'ইহুদিদের খুন করার প্রসঙ্গে এটাই মূল ব্যাপার, যেটা আমাকে খুব বিরক্ত করে...

'ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি পাইকারী হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত। হ্যাঁ, অবশ্যই, হিটলারের অধীনে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়ায় আমার কানে এরকম গুজব এসেছে যে ইহুদিদের ধরে ধরে পাইকারী ভাবে খুন করা হচ্ছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার করার কিছু ছিল না।

'জানতাম এ-সব গুজব তদন্ত করে দেখা অর্থহীন, আর নির্ভুল তথ্য বের করাও যাবে না কোনোদিন, যদিও কাজটা খুব যে কঠিন ছিল তা নয়, কিন্তু আমি অন্য সব কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

'আর, তা ছাড়া, পাইকারী হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে আসলে কী ঘটছে তা যদি আমি সত্যি সত্যি জানতে পারতামও, এটা সত্যি যে খুব খারাপ লাগত আমার, তবে আসল কথা হলো ওটাকে থামাবার জন্যে আমার তেমন কিছু করার থাকত না।'

*

যুদ্ধের প্রায় পুরো সময় ওকেডব্লিউ, অর্থাৎ হাই কমান্ডের অধীনে অপারেশনস স্টাফ-এর প্রধান ছিলেন অ্যালফ্রেড জডল।

নাৎসিদের সব ধ্যান-ধারণার সঙ্গে একমত না হলেও, হাই কমান্ডের আরও অনেকের মতো জডলের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি প্রবল সহানুভূতি ছিল। মানিয়ে চলার ক্ষমতার কারণে একেবারে শুরু থেকেই নিজেকে তিনি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন, ফলে ইমেডিয়েট বস্ কেইটেল কিংবা সুপ্রিম কমান্ডার হিটলারের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশ পালন করতে তাঁর কোনো অসুবিধে হতো না।

এই সব নির্দেশের মধ্যে ছিল মিত্রপক্ষের ধরা পড়া কমান্ডো, সোভিয়েত কমিশার এবং ছদ্মবেশ নিয়ে যে-সব স্পাই ইউরোপের দখল করা অংশে কাজ

www.pathagar.com

করছিল তাদেরকে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ডিক্রি অনুমোদন করা।

১৯৪৫ সালের মে মাসে, ডোয়েনিজের প্রতিনিধি হিসেবে, মন্টোগোমারির কাছে জার্মানির আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন জডল।

হতে পারে জডল একজন নিয়মানুগ এবং সতর্ক মানুষ, তারপরও সহ-অভিযুক্তরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত, সেটা শুধু এই কারণে নয় যে ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে হিটলারকে খুন করার চেষ্টায় যে বোমা ফাটানো হয় তাতে তিনি জখম হয়েছিলেন। যদিও ক্ষতটা তাঁকে খুব ভুগিয়েছে।

ঘটনাটা ঘটে প্রুশিয়ায়, জডলের হেডকোয়ার্টারে। ওই বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটা ব্রিফকেসে। কাজটা ছিল একদল অফিসারের, যারা কালবিলম্ব না করে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে সুবিধে করতে পারছিল না।

জডলের আইনজীবীর নাম ফ্র্যান্টস এক্সনার। এক্সনারের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন জডলের স্ত্রী।

এক্সনারকে জডল জানান, হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা সব সময় পেশাদারি ছিল, আন্তরিকতা বা বন্ধুত্বের তেমন কোনো ছোঁয়া তাতে লাগেনি। যুদ্ধের বেশিরভাগ সময় একরকম বিচ্ছিন্ন কমান্ড পোস্টে যে নিঃসঙ্গ জীবন ফুয়েরার কাটিয়েছেন, জডলের সাক্ষ্য থেকে তার একটা ছবি পাওয়া যায়।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩ জুন ১৯৪৬: ফুয়েরারের নির্দেশ পালন–অ্যালফ্রেড জডল প্রামাণিক সাক্ষ্য দিলেন

ডক্টর এক্সনার: হিটলারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা বলছে প্রসিকিউশন। ব্যক্তিগতভাবে ঠিক কবে থেকে আপনি হিটলারকে চেনেন?

জডল: ফিল্ড মার্শাল কেইটেল আমাকে ফুয়েরারের কাছে নিয়ে যান। সেটা কমান্ড ট্রেনে, ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বরে, আমরা তখন পোলিশ ইস্টার্ন ফ্রন্টে যাচ্ছি। বলা উচিত সেদিনই প্রথম হিটলারের সঙ্গে আমার কথা হয়।

ডক্টর এক্সনার: যুদ্ধ শুরু হওয়ার দুদিন আগে?

জডল: যুদ্ধ শুরু হওয়ার দুদিন আগে।

ডক্টর এক্সনার: আপনার প্রতি ফুয়েরারের আস্থা ছিল?

জডল: সেটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। সকল জেনারেল স্টাফ অফিসারকে অপছন্দ করার নাছোড় একটা প্রবণতা ছিল ফুয়েরারের মধ্যে, বিশেষ করে আর্মি অফিসারদের, সব মিলিয়ে বলা যায় তখনও ভেরমাখট সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ দূর হয়নি।

আমি তাঁর একটা উদ্ধৃতি দিতে পারি, কথাটা প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেতো: 'আমার আর্মি প্রতিক্রিয়াশীল, ক্রিশ্চান'–মাঝে-মধ্যে এরকমও বলতেন,

www.pathagar.com

'একটা রাজকীয় নেভি, এবং একটা ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট এয়ার ফোর্স।'

আমাদের সম্পর্ক সব সময় একরকম ছিল না। প্রথমে, পশ্চিমে ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত, একটা গাম্ভীর্য ছিল, কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব কমছিল না। তারপর আমার প্রতি তাঁর আস্থা বাড়তে শুরু করল। এই ধারাটা ১৯৪২ পর্যন্ত চলে।

তারপর মাথাচাড়া দিল গভীর সংকট, তারই সঙ্গে আমার প্রতি তাঁর আচরণ তিক্ত আর অবন্ধুসুলভ হয়ে উঠল। এটা চলল ১৯৪৩ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এরপর পরিস্থিতির উন্নতি হলো, সম্পর্ক রীতিমতো ভালো এবং আন্তরিক হয়ে উঠল ১৯৪৩ সালে ইটালিয়ান বিশ্বাসঘাতকতা সামলে ওঠার পর। শেষ বছরটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে প্রচুর উত্তপ্ত তর্ক আর ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে।

ডক্টর এক্সনার: আপনার ওপর আস্থা রেখে ফুয়েরার তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতটুকু বলতেন আপনাকে?

জডল: ততটুকুই বলতেন যতটুকু সামরিক কাজকর্ম চালানোর জন্যে আমাদের জানার প্রয়োজন হতো।

ডক্টর এক্সনার: রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার অনুমতি ছিল আপনার?

জডল: রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ আমাদের, সৈনিকদের জন্যে সাধারণভাবে অনুমোদিত ছিল না। পরিস্থিতিটা বোঝাবার জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে আমি যখন ফুয়েরা রকে...

এটা সহজেই বোধগম্য যে এ-ধরনের মন্তব্য শোনার পর রাজনীতি নিয়ে আলোচনার করার প্রবৃত্তি কারো মধ্যে আর থাকার কথা নয়।

ডক্টর এক্সনার: তার মানে কি রাজনৈতিক আর সামরিক আলাপ আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল?

জডল: হ্যাঁ, আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল।

ডক্টর এক্সনার: তাঁর সঙ্গে আপনি সামরিক বিষয়ে আলাপ করতে পারতেন, না পারতেন না?

জডল: সামরিক প্রশ্নে আলোচনা নির্ভর করত ওই সময়ের পরিস্থিতির ওপর। এক সময় হয়তো দেখা যেতো তিনি নিজেই সন্দেহে হাবুডুবু খাচ্ছেন, প্রায়ই সামরিক সমস্যা নিয়ে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের মাথায় যদি সব পরিষ্কার হয়ে আসত, কিংবা তিনি যদি স্বতস্ফূর্তভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সমস্ত আলোচনা ওখানেই থেমে যেতো।

ডক্টর এক্সনার: গোপনীয়তা বজায় রাখার সিস্টেম সম্পর্কে প্রায়ই এখানে আলোচনা হয়েছে। আপনিও কি এই গোপনীয়তার একটা সাবজেক্ট ছিলেন?

জডল: হ্যাঁ, এবং সেটা কোন পর্যায়ের তা আমি প্রথম উপলব্ধি করি এই ট্রায়াল

www.pathagar.com

চলার সময়। যুদ্ধের শুরুর দিকে ফুয়েরার আমাদেরকে ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতেন–মানে, এই যুদ্ধ ঠেকানোর জন্যে অন্যান্য রাষ্ট্র কী রকম চেষ্টা করছে, কেউ কেউ এমন কি যুদ্ধ শুরুর পরও চেষ্টা করছে কী করে থামানো যায়–ততটুকুই জানাতেন, যতটুকু এরইমধ্যে প্রেসে ছাপা হয়ে গেছে।

হিটলার ভেরমাখটের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন, রাজনীতিক আর পার্টি সদস্যদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন না, আবার এসএস-এর সঙ্গে কথা বলতেন সম্পূর্ণ অন্য আরেক ভঙ্গিতে।

ইহুদি নিধন আর কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সম্পর্কে যে প্রকৃতির গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, গোপনীয়তার মাস্টারপিস বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না।

হিমলার মহোদয়ের প্রতারণার মাস্টারপিসও বলা যেতে পারে সেটাকে, যিনি আমাদের অর্থাৎ সৈনিকদের বিশেষ করে এ সংক্রান্ত জাল ফটো দেখিয়েছেন, এবং ড্যাচাও-এ প্লানটেইশন আর ফুলবাগানের গল্প শুনিয়েছেন, গল্প শুনিয়েছেন ওয়ারশ ও থেরেসিয়েনস্ট্যাডট্ গেটোর, যে ছবি দেখে আমাদের মনে হয়েছে মানবিক মাপকাঠিতে অত্যন্ত উন্নতমানের প্রতিষ্ঠান ওগুলো।

ডক্টর এক্সনার: বাইরে থেকে ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টারে খবর পৌঁছাত না?

জডল: ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টার ছিল একটা কনভেন্ট ও একটা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের সঙ্কর। ওটাকে ঘিরে রেখেছিল অসংখ্য কাঁটাতারের বেড়া। ওটার নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে রাস্তায় আউটপোস্ট বসানো হয়েছিল, বাইরে থেকে কেউ যাতে বিনা অনুমতিতে বা কারো চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

জায়গাটার ঠিক মাঝখানে ছিল তথাকথিত সিকিউরিটি রিঙ নাম্বার ওয়ান। এমন কি আমার স্টাফকেও এই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢোকার স্থায়ী পাস দেওয়া হতো না, একা শুধু জেনারেল ওয়ার্লিমন্টকে [ইনি জডলের ডেপুটি ছিলেন] বাদে।

প্রতিটি গার্ড প্রত্যেক অফিসারকে চেক করবে, যদি তার পরিচিত না হন তিনি। শুধু পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট ছাড়া, বাইরে থেকে খুব কম খবরই ভেতরে ঢুকত...

ডক্টর এক্সনার: একটা কথা এখানে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে, ফুয়েরারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা নাকি অসম্ভব ছিল। আপনি কখনো প্রতিবাদ করে সফল হয়েছেন?

জডল: ফুয়েরারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা অসম্ভব ছিল, এ-কথা ঠিক নয়। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বহুবার আমি তাঁর বিরোধিতা করেছি, তবে কোনো কোনো সময় এমন হয়েছে জবাবে একটা শব্দও হয়তো উচ্চারণ করা যায়নি।

আবার এ-ও ঠিক যে প্রতিবাদ করে ফুয়েরারকে আমি অনেক কাজ থেকে বিরত রাখতে পেরেছি।

ডক্টর এক্সনার: আদালতকে আপনি সেরকম একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন?

www.pathagar.com

জডল: অসংখ্য অপারেশনাল প্রশ্ন ছিল, আদালত সে-সব ব্যাপারে আগ্রহী হবেন না; আগ্রহী হবেন এমন বিষয়ের মধ্যে একটার কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে–জেনেভা কনভেনশনের নিন্দা করতে চেয়েছিলেন হিটলার। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিরত রাখি।

ডক্টর এক্সনার: হিটলারকে প্রভাবিত করার আর কোনো ক্ষেত্র বা সম্ভাবনা ছিল কি?

জডল: আমার বিবেক অনুসারে যে কাজটা ঘটতে দেওয়া উচিত নয় বলে জেনেছি তা যদি খোলাখুলি বিরোধিতা করে থামাতে না পেরে থাকি, দেরি করিয়ে দেওয়ার কৌশল কাজে লাগানোর বিকল্প পথ অনেক সময়ই খোলা পাওয়া যেতো, সে-সব পথ আমি অনেকবার ব্যবহারও করেছি।

এ-ও এক ধরনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। কাজটা না করে শুধু শুধু দেরি করতাম আমি, তারপর অনুকূল একটা সময়ে আবার প্রশ্নটা তাঁর সামনে তুলতাম।

এই পদ্ধতিও মাঝে-মধ্যে সফল হতো, সব সময় নয়।

ডক্টর এক্সনার: এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।

*

আত্মপক্ষ সমর্থনে জডলের মূল যে কথাটা বলার ছিল তা হলো, তিনি শুধু শপথ নেওয়া কর্তব্যগুলো পালন করেছেন; এবং যুদ্ধের ব্যাপারে যদি তাঁর মতামত চাওয়া হয়, তা হলে বলবেন যে না চাওয়া সত্ত্বেও জার্মানিকে অনেকগুলো যুদ্ধে টেনে আনা হয়েছে।

স্যার নরম্যান বারকেট তাঁকে চতুর সাক্ষি বলেছেন; জবাব দেওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্ক, যাতে ফেঁসে না যান।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৫ জুন ১৯৪৬: 'নির্ভেজাল একটা নিবারক যুদ্ধ'–রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে জডল

ডক্টর এক্সনার: প্রসিকিউশন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে প্রথমে এই রাষ্ট্রগুলোকে আপনারা ধোঁকা দিয়েছেন, তারপর আক্রমণ করেছেন। এ বিষয়ে আপনার কি বলার আছে দয়া করে জানান আদালতকে।

জডল: আমি আগে যা বলেছি, এখানেও তা খাটে। আমি না ছিলাম একজন রাজনীতিক, না ছিলাম ভেয়ারমাখটের মিলিটারি কমান্ডার-ইন-চিফ...আর আমার কাজকর্মের নীতিগত দিক সম্পর্কে যদি জানতে চান, আমি বলব–আনুগত্য। সামরিক পেশায় নৈতিকতার ভিত্তি হলো আনুগত্য।

আমি যে ওই আনুগত্যের সীমাকে বাড়িয়ে ক্রীতদাসের মতো কারো বা কিছুর অন্ধভক্ত হয়ে যাইনি, আশা করি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আগে দেওয়া আমার

www.pathagar.com

প্রামাণিক সাক্ষ্যে।

তা সত্ত্বেও এই বাস্তবতা আপনি এড়াতে পারেন না, বিশেষ করে এই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে, আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়া সৈন্যদের অন্য কোনো উপায় থাকে না...

ডক্টর এক্সনার: আবার বলকান প্রসঙ্গে ফিরে আসছি আমরা। আপনার তথাকথিত ডায়েরিতে বলা হয়েছে, 'বলকানকে যেভাবেই হোক অবশ্যই শান্ত রাখতে হবে'। এই কথা দিয়ে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

জডল: ওটা ফুয়েরারের দেওয়া একটা বিবৃতির সংক্ষিপ্ত নোট, মূল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুসোলিনির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত যে বলকানকে অবশ্যই শান্ত রাখতে হবে।

ডক্টর এক্সনার: এবং আমরা কি বলকানকে যতদূর পারা যায় শান্ত রাখতে চেষ্টা করিনি?

জডল: হ্যাঁ। সেজন্যে আমাদেরকে বিরতিহীন চেষ্টা করতে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার ব্যাপারে আমরা এতটাই বিবেচক ছিলাম, যেন কোনো দেবীর পূজো করছি।

এই ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে আমরা যখন গ্রিক অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি, ফুয়েরার এমন কি আর্মির কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলের একটা প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সিল করা ট্রেন, সিল করা সাপ্লাই ট্রেন, পাঠানো হবে যুগোশ্লাভিয়ার ভেতর দিয়ে-যা কিনা আন্তর্জাতিক আইনে অনুমোদনযোগ্য ছিল।

শুধু তাই নয়, আরও আছে-বুলগেরিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করি আমরা, তারা যাতে আসন্ন গ্রিস অভিযানে অংশগ্রহণ না করে, সবচেয়ে বড় কথা তুরস্ককে কোনোভাবেই যেন শঙ্কিত করা না হয়। এমন কি গ্রেকো-ইটালিয়ান অভিযানের পরেও ফুয়েরার আশা করতেন জার্মানি আর গ্রিসের মধ্যে একটা সংঘর্ষ, একটা সত্যিকার যুদ্ধ, চেষ্টা করলে এড়ানো সম্ভব।

ডক্টর এক্সনার: ...বেশ, এই কর্মসূচি বাতিল করতে কী কারণে বাধ্য হলাম আমরা?

জডল: প্রোগ্রামটা বাতিল হয়ে গেল ইটালির দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে [গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা], যে বিষয়ে এরইমধ্যে রাইখ মার্শাল এবং গ্রসঅ্যাডমিরাল বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এখানে আমার সামান্য একটু যোগ করার আছে। ইটালির পরাজয় ঘটল, বরাবর যেমনটি ঘটে, এবং সুপ্রিম কমান্ডের চিফ অভ অপারেশনাল স্টাফকে আমার কাছে পাঠাল সাহায্যের আবেদন নিয়ে। তবে এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ফুয়েরার কিন্তু আলবেনিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেননি। ওখানে তিনি একজন জার্মান সৈনিককেও পাঠাননি, যদিও বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

হিটলার শুধু গ্রিসের বিরুদ্ধে একটা অপারেশনের নির্দেশ দেন, শুরু হবে বুলগেরিয়া থেকে, আসন্ন বসন্তের জন্যে প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনে।

ডক্টর এক্সনার: এবার, এই কথাটা কবে আপনি প্রথম শুনলেন যে হিটলার ভয় পাচ্ছেন রাশিয়া আমাদের প্রতি বৈরি প্রমাণিত হতে পারে?

জডল: প্রথমবার শুনি ১৯৪০ সালের ২৯ জুলাই, বেক্সটাসগাডেনের কাছাকাছি বারগোফে।

ডক্টর এক্সনার: ঠিক কী প্রসঙ্গে?

জডল: পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা আলোচনার পর হিটলার একা শুধু আমাকে ধরে রাখলেন, তারপর বললেন, একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে–তিনি ভয় পাচ্ছেন শীতের আগে রুমানিয়ার আরও এলাকা দখল করে নিতে পারে রাশিয়া, এবং রণকৌশল অনুসারে রুমানিয়ার তেলসমৃদ্ধ এলাকাগুলো আমরা কারো হাতে তুলে দিতে পারি না, কিন্তু মনে হচ্ছে ধরে রাখাও বোধহয় সম্ভব হবে না।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি এই মুহূর্তে সৈন্য মোতায়েন করতে পারি, যাতে করে শরতের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে তৈরি থাকা যাবে সে-ধরনের সম্ভাব্য রাশিয়ান খায়েস মোকাবেলা করার জন্যে?

হুবহু প্রায় এরকম শব্দই ব্যবহার করেছেন তিনি, এবং তাঁর এই বক্তব্যের অন্য সব সংস্করণ মিথ্যে...

ডক্টর এক্সনার: আমাকে বলুন, আপনাকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হিটলারের এই সব বিবৃতির মধ্যে কখনো কি স্থান সঙ্কুলান সম্পর্কে 'লেবাঞ্চরাম' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন? কিংবা খাদ্য সহায়তাকে যুদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন?

জডল: আমার উপস্থিতিতে হিটলার নির্ভেজাল স্ট্র্যাটেজিক এবং অপারেশনাল হেতু ছাড়া অন্য কিছুর এমন কি আভাস পর্যন্ত দেননি। বলা যায় মাসের পর মাস এই একটা কথা বারবার রিপিট করেছেন তিনি:

'আর কোনো সন্দেহ সম্ভব নয়। আমাদের বিরুদ্ধে কন্টিনেন্টে তলোয়ারের এই চূড়ান্ত ধাক্কাটা দেওয়ার আশায় রয়েছে ইংল্যান্ড, তা না হলে ডানকার্কের পর যুদ্ধ থামিয়ে দিত সে। প্রাইভেট কিংবা গোপন আয়োজন নিশ্চয়ই এরমধ্যে করা হয়ে গেছে। রাশিয়া যে সৈন্য মোতায়েন করেছে সেটা স্পষ্ট। একদিন হঠাৎ করে আমরা ঠাণ্ডা মাথার রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হব, আর নয়তো আমাদের ওপর হামলা চালানো হবে।'

ডক্টর এক্সনার: আপনি যে-সব রিপোর্ট পেতেন তাতে কি এরকম আভাস ছিল, রেড আর্মির জন্যে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি শুরু হয়েছে?

জডল: ম্যাপ দেখে–যেগুলো আমদেরকে কদিন পরপর সাপ্লাই দেওয়া হতো, প্রতিটি ম্যাপ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আর ইনফরমেশনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি,

www.pathagar.com

আড়ি পেতে শত্রুপক্ষের রেডিও বার্তা থেকে এ-সব সংগ্রহ করা হতো-এরকম সব ছবি পাওয় যেতো: ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে সীমান্ত বরাবর প্রায় ১০০ রাশিয়ান ডিভিশন।

১৯৪১ সালের জানুয়ারির মধ্যে ওগুলোর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫০-এ।

শক্তিবৃদ্ধির আভাস এই সংখ্যা থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল, রিপোর্টগুলো যদি নির্ভুল হয়ে থাকে। আর যদি শক্তির তুলনা করা হয়, আমি বলব জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স থেকে পরিচালিত ইংলিশ-আমেরিকান-ফরাসি ফোর্স, আমার জানামতে, সব মিলিয়ে ১০০ ডিভিশনের বেশি হতো না।

ডক্টর এক্সনার: হিটলার কি আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন?

জডল: সে চেষ্টা তিনি করেছেন মলোটভের সঙ্গে বহুল পরিচিত কনফারেন্সের মাধ্যমে। আমাকে এ-কথা বলতেই হবে যে ওই কনফারেন্স নিয়ে খুব বড় আশা ছিল আমার, কারণ আমরা যারা সৈনিক তাদের জন্যে সামরিক পরিস্থিতিটা ছিল এরকম: আমাদের পেছনে যে রাশিয়া রয়েছে তা নিঃসন্দেহে নিরপেক্ষ-তা ছাড়া, এই নিরপেক্ষ রাশিয়া আমাদেরকে সাপ্লাইও পাঠাচ্ছে-কাজেই যুদ্ধে আমরা হারতে পারি না।

এটাও একটা ফ্যাক্ট যে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কয়েক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা করেছেন তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে রাইখমার্শাল, নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ, সেই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও পরস্পরবিরোধী আইডিয়া তাঁকে প্রভাবিত করেছিল...

ডক্টর এক্সনার: তা হলে, আপনার মতে, ফুয়েরার একটা নিবারক যুদ্ধ শুরু করেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করেছে ওটা সত্যি একটা সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিল?

জডল: ওটা যে একটা নির্ভেজাল নিবারক যুদ্ধ ছিল তাতে বিন্দমাত্র সন্দেহ নেই। পরে আমরা আমাদের সীমান্তের উল্টোদিকে রাশিয়ান সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হই। বিশদ বিবরণে আমি যাব না, শুধু এই কথাটা বলতে পারি, প্ল্যান আর চাতুর্যের দিক থেকে আমরা বিরাট একটা সারপ্রাইজ দিতে পারলেও, কৌশলগত কোনো সারপ্রাইজ দিতে পারিনি। তার কারণ যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল রাশিয়া।

*

জডলের স্ত্রী প্রতিদিন সকালে উইটনেস স্ট্যান্ডে একটা নোট রেখে আসতেন, তাতে স্বামীর প্রতি আবেদন থাকত তিনি যেন তাঁর অস্থির মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। জডলের দৃঢ়তার ওপর জেরা করার সময় সবচেয়ে তিক্ত আঘাত হানেন বদমেজাজী জি.ডি. 'খাকি' রবার্টস, যিনি ইংল্যান্ডের রাগবি ইন্টারন্যাশনালে ছিলেন।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৬ জুন ১৯৪৬: হিটলারের কমান্ডো অর্ডার সম্পর্কে জুডলকে জেরা করা হলো

মিস্টার রবার্টস: এবার, এটা আরেকটা কেইটেল অর্ডার। এটা এসেছে ভেয়রমাখটফারাঙ্গস্টাব থেকে, খ; তারপর ব্রাকেটের ভেতর '১ ওপ্'। এটা কি আপনার ডিপার্টমেন্ট ছিল?

জডল: ওটা একটা সেকশন, যে সেকশনটা সমস্ত অপারেশনাল বিষয়ে আমার সঙ্গে কাজ করত।

মিস্টার রবার্টস: এই অর্ডারটার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?

জডল: হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

মিস্টার রবার্টস: এবার...আমার মনে হয় এটা ড্রাফট করায় আপনি অংশ নিয়েছেন, কি, নেননি?

জডল: হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ ওটা...

মিস্টার রবার্টস: হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার আপনি কি ৬ আর ৭, এই প্যারাগ্রাফ দুটো দেখবেন?

প্যারাগ্রাফ ৬:

'পুবে দখল করা এলাকা বিশাল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যে যে ফোর্স পাওয়া যাবে তা শুধু তখনই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে যখন সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে আইনের সাহায্যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি, একই সঙ্গে, দখলদার বাহিনীকে দিয়ে আতঙ্ক আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করানো হবে, যেটা এককভাবে প্রতিরোধ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবে।

'সংশিষ্ট কমান্ডার, সঙ্গে থাকা ট্রুপস সহ, যার যার এলাকার শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবেন, এর জন্যে তাঁদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, শৃংখলা বজায় রাখার কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করে নিতে হবে কমান্ডারদের নিজেদেরই, আরও ফোর্স চেয়ে নয়, বরং পরিস্থিতি অনুসারে নির্দয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।'

এ একটা ভয়ঙ্কর নির্দেশ, তাই না?

জডল: না, মোটেও ভয়ঙ্কর নয়, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা এটা সমর্থিত যে দখল হয়ে যাওয়া অঞ্চলের লোকজনকে দখলকারীদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে, এবং দখলদার আর্মির বিরুদ্ধে যে-কোনো আন্দোলন বা প্রতিরোধ নিষিদ্ধ। এটা, প্রকৃতপক্ষে, পার্টিজান ওঅরফেয়ার, এবং আন্তর্জাতিক আইন পার্টিজানদের সঙ্গে লড়াই করার উপায় ঠিক করে দেয়নি।

এ-ধরনের যুদ্ধের নীতি হলো চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এবং

www.pathagar.com

এটা এমন কি কোনো জার্মান নীতিও নয়।

মিস্টার রবার্টস: ওই চোখ আর দাঁত কি নিরীহ মানুষের ছিল না?

জডল: প্রশ্নটা নিরীহদেরকে নিয়ে নয়। ওখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, '...এককভাবে প্রতিরোধ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবে'। এর মানে কী? এখানে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা প্রতিরোধ করবে, এবং যারা প্রতিরোধ করে তারা নিরীহ হতে পারে না।

মিস্টার রবার্টস: এ নিয়ে আমি তর্ক করছি না, সাক্ষি। ধরে নিচ্ছি আপনি নির্দেশটা সমর্থন করেন।'

জডল: আমি এটাকে ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ হিসেবে সমর্থন করি, যেটার ওপর আন্তর্জাতিক আইনের সায় আছে, এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ছিল, যে আন্দোলন চালানো হচ্ছিল অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে।

মিস্টার রবার্টস: বেশ, ভালো। এবার আমি সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গে আসতে চাইছি। আসতে চাইছি কমান্ডো অর্ডার প্রসঙ্গে

...'ফুয়েরার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এমন একটা নির্দেশ ইস্যু করা হোক, তাতে আর্মড ফোর্স-এর জন্য উপযুক্ত আচরণ বিধি থাকবে...ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সের টেরর এবং স্যাবটাজ ডিটাচমেন্টের সদস্য, যাদের বিরুদ্ধে ভদ্রোচিতভাবে যুদ্ধ করার নিয়মকানুন ভাঙার প্রমাণ আছে, তারা পাবে দস্যুর যোগ্য মর্যাদা আর ব্যবহার: তাদেরকে যুদ্ধের সময় কিংবা পালাবার সময় নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে। কোনো সময় সামরিক প্রয়োজনে তাদেরকে যদি সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়, কিংবা তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কোথাও জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে, ইন্টারোগেশনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একজন অফিসারের সামনে হাজির করতে হবে, এবং তারপর তাদেরকে তুলে দিতে হবে ঝড-এর হাতে।

'তাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে আটকে রাখা নিষেধ। এই নির্দেশ শুধুমাত্র আর্মির মধ্যে প্রচার করা হোক। ওখান থেকে খবরটা অবশ্যই মৌখিকভাবে ফ্রন্টে পৌঁছে দিতে হবে'...

আপনি এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন কিনা: একজন ব্রিটিশ এয়ারম্যান, যে আকাশ থেকে একটা পাওয়ার স্টেশনে বোমা ফেলল, এবং ইউনিফর্ম পরা একজন ব্রিটিশ প্যারাসুটিস্ট, যে জমিনে নেমে এসে স্টেশনটাকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল? আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেন আপনি?

জডল: না। আমার বিবেচনায় ডেমলিশন ট্রুপের দ্বারা একটা লক্ষবস্তুকে ধ্বংস করা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আমি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করব না কেউ যদি এ-ধরনের একটা অপারেশনে ইউনিফর্মের নীচে

www.pathagar.com

সাদাপোশাক পরে আসে, এবং বগলের নীচে পিস্তল বহন করে, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে আত্মসমপর্ণ করতে যাওয়ার সময় গুলি ছুঁড়তে শুরু করে।

মিস্টার রবার্টসঃ বেশ, ওখানে দুটো ব্যাপার ছিল, দেখতেই পেয়েছেন, উত্তর অবশ্য একটা। আমি আপনার সঙ্গে মোটেও তর্ক করতে যাচ্ছি না। তবে ব্যাপারটা আপনি যখন বিবেচনা করবেন, এরকম অনেক, অনেক কেস দেখতে পাবেন যেখানে এ-সব মানুষকে গুলি করে মারা হয়েছে, এবং পরে দেখা গেছে তাদের পরনে ইউনিফর্ম ছাড়া আর কিছু ছিল না।

জডলঃ আমার বিশ্বাস সে-ধরনের কেস খুবই কম, বিরল, অন্তত সাদাপোশাক পরা একদল লোকের সঙ্গে ছিল তারা।

মিস্টার রবার্টসঃ বেশ, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না, কারণ আরও ডকুমেন্ট রয়ে গেছে। কিন্তু, ইউনিফর্ম পরা একজন প্যারাসুটিস্ট, যার সঙ্গে কোনো সাদাপোশাক নেই, নিহত হলো ঝউ-র হাতে গুলি খেয়ে, আপনি কি একমত হবেন যে তাকে খুন করা হয়েছে? ওটা একটা মার্ডার?

জডলঃ আমি আগেই বলেছি পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা একজন সোলজার যদি একটা লক্ষ্যবস্তু উড়িয়ে দেয় বা ধ্বংস করে, আমি তার এই কাজটাকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে মনে করি না, এবং সে কারণে আমি একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আদলে কমান্ডো অর্ডার-এর বিরোধিতা করেছিলাম ...

মিস্টার রবার্টসঃ আপনি বলেছেন, আমার ধারণা, ফুয়েরারের অর্ডারের ওই অংশটার [সামারি এক্সিকিউশন] প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা জন্মায়?

জডলঃ হ্যাঁ।

মিস্টার রবার্টসঃ এবং জেরার সময় আপনি বলেছেন, এই নির্দেশ প্রচার করাটা ছিল কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে একটা যা আপনার মনের গভীরে থাকা বিবেকের সায় পাচ্ছিল না–কিছু ব্যাপারের মধ্যে একটা। 'অন্তরের বিশ্বাস', আপনার ভাষায়।

জডলঃ প্রাথমিক জেরার সময় আমি বলেছিলাম, কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে একটা–কিংবা একমাত্র–নির্দেশ যেটা আমি ফুয়েরারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমি আমার অন্তরের বিশ্বাস থেকে সেটাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করি।

মিস্টার রবার্টসঃ আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু এই সব তরুণরা তো একের পর গুলি খেয়ে ঠিকই মারা গেছে। তাই না, গেছে তো মারা?

জডলঃ আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি ফ্রন্টের কমান্ডিং জেনারেলরা কীভাবে, আমার দ্বারা সমর্থিত হয়ে, কার্যক্ষেত্রে এই নির্দেশকে কল্পনায় যতটা সম্ভব ততটা নরম করে ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এ-ধরনের খুন খুবই কম ঘটেছে।

যেগুলো ঘটেছে, প্রতিটির পেছনে যুক্তিসিদ্ধ কোনো না কোনো কারণ ছিল, অন্ত ত আমার জানামতে। মনে রাখতে হবে, এই সব লোকের রণকৌশল আর একজন সৎ সৈনিকের রণকৌশল এক নয়।

www.pathagar.com

মিস্টার রবার্টস: আপনি দেখুন, আপনি নিজের 'অন্তরের বিশ্বাস' সম্পর্কে বলেছেন। আমার ধারণা, কেইটেল বলেছেন তাঁর 'ভেতরের বিবেক' সম্পর্কে। কিন্তু এই বিশ্বাস আর বিবেকের কথা আমরা কি জার্মানি এই যুদ্ধে হেরে গেলেও শুনতে পেতাম?

...কেন আপনি বলছেন ওই নির্দেশটা আপনাকে প্রচার করতে হয়েছে? কোনো মানুষ খুন করার মতো একটা নির্দেশ আরেকজন মানুষকে প্রচার করতে বাধ্য করে কীভাবে, যদি না এতে তার সমর্থন থাকে?

জডল: আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে এই নির্দেশকে এত সহজে শুধু হত্যার নির্দেশ বলে অর্থ করা যাবে না, এবং আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে অনেক গুরুতর এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ মাথা চাড়া দেবে, প্রশ্ন উঠবে এই নির্দেশের ন্যায্যতা নিয়ে।

যাই হোক, এ-ধরনের জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের একটা মূল্যায়ন থাকা উচিত ছিল, কারণ এমন কি এখনও, এখানে আমার যে পজিশন, যে পজিশনে আমি যা বলতে বা করতে চাই তা বলতে বা করতে পারি না, এবং মূল্যায়ন করলে হয়তো উপলব্ধি করতে পারতেন যে ঠিক এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই আমি গত সাড়ে পাঁচটা বছর পার করেছি।

জডল: আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। আপনি বলতে পারতেন, অন্যান্য জেনারেলরাও বলতে পারতেন, পারতেন না: 'আমরা সবাই মর্যাদাবান সৈনিক? আমরা এ-ধরনের একটা নির্দেশ প্রকাশ ও প্রচার করব না'?

জডল: অবশ্যই অন্য কোনো পরিস্থিতিতে সম্ভব হলেও হতে পারত, প্রথমত, আলোচ্য সময়ে ফুয়েরারের সঙ্গে আমার যদি বিরোধ না থাকত, আর দ্বিতীয়ত, আমার কাজ যদি খানিকটা সহজ করে দিতেন ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী...

মিস্টার রবার্টস: এবার আপনি আপনার সামনে রাখতে যাচ্ছি আপনারই ডকুমেন্ট, ডি-৬০৬...এখন যেহেতু এটা আপনার স্বাক্ষর করা...আপনার স্বাক্ষর করা নয়? এটার বিষয়, জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন।

আপনি যদি প্রথমে বলেন, এটা কি আপনার দ্বারা স্বাক্ষর করা? সইটা আপনার তো? দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন: এটায় আপনি সই করেছেন?

জডল: হ্যাঁ, শেষে আমার সই আছে।

মিস্টার রবার্টস: সই সাধারণত ওখানেই করা হয়। এবার, তারিখের জায়গায় লেখা আছে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, লেখাটা লেখা হয়েছে আপনার লেটারপ্যাড নোটপেপারে...তো, এবার, আমি শেষ প্যারাটা পড়তে চাই।

'সি, ঙকড-এর প্রস্তাব: ঠিক এই সময়ে চুক্তি বাতিল করার অসুবিধে, যে-কোনো বিচারে এতদিন যা সুবিধের চেয়ে পাল্লায় অনেক ভারি ছিল।

'ঠিক যেমন আমাদের একটা ভুল ছিল ১৯১৪ সালে ঘটা করে সবগুলো রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, অথচ এই রাষ্ট্রগুলোই দীর্ঘ বহুবছর ধরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চাইছিল, কিন্তু যেহেতু ঘোষণাটা এসেছে আমাদের তরফ থেকে, কাজেই যুদ্ধের সমস্ত দায় ও অপরাধ আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে বাইরের দুনিয়া; এবং ঠিক যেমন একটা ভুল ছিল ১৯৪১ সালে বেলজিয়াম অভিযানে আমাদের তরফ থেকে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলে স্বীকার করা, ঠিক তেমনি এখন একটা ভুল হবে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা, যার ফলে বাকি দুনিয়ার সামনে আবার আমরা অপরাধী চক্র হিসাবে চিহ্নিত হব।

'গ্রহণ করা আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে চলার মানে এই নয় যে হাত-পা বেঁধে নিজেদেরকে একটা সীমার মধ্যে আটকে ফেলতে হবে, যার প্রভাব পড়বে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির ওপর।

'উদাহরণ হিসাবে, কোনো ব্রিটিশ জাহাজ যদি একটা হসপিটাল শিপকে ডুবিয়ে দেয়, সেটাকে আমরা নির্ঘাত প্রচারণার কাজে ব্যবহার করব, এ পর্যন্ত ঠিক যেমনটি করা হয়েছে। এটা অবশ্যই আমাদেরকে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ হিসাবে একটা ইংলিশ হসপিটাল শিপ ডোবাতে এবং ইংরেজদের মতো একই ঢঙে দুঃখ প্রকাশ করে বলতে বাধা দিতে পারবে না যে ব্যাপারটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

খুব একটা সম্মানজনক নয়, কী বলেন?

জডল: উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি যে এটাই ছিল একমাত্র পদ্ধতি, যেটা ফুয়েরারের দ্বারা সফল হয়েছে, এবং ওটা ব্যবহার করেও অর্জিত হয়েছে সাফল্য।

যদি আমি নৈতিক কিংবা নির্ভেজাল আইনগত মতামত নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম, তিনি আমাকে বলতেন:

'এই অর্থহীন বকবকানি থেকে রেহাই দিন আমাকে।'

তারপর কনভেনশন পরিত্যাগ করার কাজ এগিয়ে নিতেন; কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এ-সব ব্যাপার তাঁকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে, যার ফলে কাজটা তিনি বাস্তবে পরিণত করেননি।

যাই হোক, আমাকে আপনার অন্তত এই কৃতিত্বটা দিতে হবে যে সাড়ে পাঁচ বছরের শেষে এসে আমিই সবচেয়ে ভালো জানতাম কীভাবে তাঁর কাছ থেকে শুভ কিছু আদায় করা যায়, আর এড়ানো যায় মন্দগুলোকে। আমার লক্ষ্য ছিল সফল হওয়া, সেটা আমি অর্জন করেছি।

মিস্টার রবার্টস: কিন্তু দেখুন...১৯১৪ সালে আপনারা বলেছেন যে চুক্তিকে আপনারা ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এখন আপনারা বলছেন 'কী দুঃখজনক যে ১৯১৪ সালের সত্য ঘটনা দুনিয়ার সামনে আমরা ফাঁস করে দিয়েছি। ওদেরকে অসত্য কিছু বলা উচিত ছিল আমাদের, তা হলে হয়তো দুনিয়া জুড়ে সুখ্যাতি পেতাম।'

জডল:...কেউ যদি প্রকাশ্যে ভালো কিছু করতে না পারে, সেক্ষেত্রে সেটা ঘুরিয়ে করা যেতে পারে, একেবারে না করার চেয়ে ভালো সেটা।

www.pathagar.com

*

হিটলার একা শাসন করেননি, এবং বিপুল সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায়ও আসেননি তিনি। ফ্র্যাঞ্জ ফন প্যাপেন, সাবেক চ্যান্সেলর, জার্মান সমাজের বেশ বড় একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন–প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবাদী, এবং প্রায়ই রোমান ক্যাথলিক–তারা সবাই নাৎসিদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে।

ট্রায়ালে ফন প্যাপেন তিনি যুক্তি দেখান, বর্তমানে যেটাকে স্বচ্ছ-স্পষ্ট ইস্যু বলে মনে হচ্ছে, ঘটনার সময় সেটা ছিল অত্যন্ত জটিল। তিনি দাবি করেছেন, শাখ্টের মতো, সরকারের ভেতরে থেকে নেতাদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে জার্মানির সত্যিকার মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছেন তিনি।

তবে, ম্যাক্সওয়েল ফাইফে দেখিয়েছেন, পন্থা-পদ্ধতি যেগুলো নাৎসি নেতাদের দ্বারা অনুমোদিত হতো সেগুলোর নৈতিকতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষসূত্রে ধারণা ছিল এই বিবাদীর।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৯ জুন ১৯৪৬: ওই সময় ভালো একটা আইডিয়া বলে মনে হয়েছিল–ফ্র্যাঞ্জ ফন প্যাপেন ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি সরকারে ছিলেন

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: হের ফন প্যাপেন, আপনি, রাইখের সাবেক চ্যান্সেলর হিসেবে, এবং সাধারণ একজন ক্যাথলিক ও ইমপেরিয়াল আর্মির সাবেক অফিসার হিসেবে, ওই সময় বলেছেন, 'আমি পলিসির হাতিয়ার হিসেবে হত্যার সঙ্গে, ঠাণ্ডা মাথায় খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে যাচ্ছি না।'

আপনি তো, খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে, এই পচা শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে পারতেন, পারতেন না?

ফন প্যাপেন: তা সম্ভব ছিল, কিন্তু এ-কথা যদি আমি প্রকাশ্যে বলতাম, তা হলে খুব সম্ভবত আমার সঙ্গী-সাথীরা যেভাবে হারিয়ে গেছে আমিও তাদের মতো কোথাও হারিয়ে যেতাম।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: বিবাদী, আপনি আপনার বহু সহ-অভিযুক্তদের বলতে শুনেছেন যে তাঁরা জানতেন না জার্মানিতে এরকম ভয়ঙ্কর নির্যাতন ঘটনা ঘটছে। এই সব ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনি খুব ভালোভাবেই জানতেন...কি, জানতেন না? গেস্টাপোর অ্যাকশন সম্পর্কে জানতেন আপনি, জানতেন কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সম্পর্কে, এবং পরে জানতে পারেন কীভাবে ইহুদিদেরকে মারা হচ্ছে, তাই না?

ফন প্যাপেন: আমি শুধু এইটুকু জানতাম যে ১৯৩৩ আর ১৯৩৪ সালে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ঠাঁই হতো কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে। এবং ওই

www.pathagar.com

ক্যাম্পগুলোয় যে-সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রায়ই আমি প্রতিবাদ জানাতাম। অনেক ক্ষেত্রে এ-সব ক্যাম্প থেকে অনেককে আমি বাঁচিয়েছিও। তবে ওই সময় আমি জানতাম না যে ওখানে মানুষকে খুনও করা হচ্ছে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ঠিক আছে, আপনি শুধু আমাকে সমর্থন করে যান। নিরেট একটা দৃষ্টান্ত থাকা ভালো।

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার মনে আছে ১৯৩৫-এর শুরুতে, আপনার সেক্রেটারি হের ফন চিয়াশাস্কিকে ভিয়েনা থেকে বার্লিনে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, গেস্টাপো তাঁকে যাতে জেরা করতে পারে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে?

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ, মনে আছে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার কি মনে আছে যে তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করেন, এবং কেন আসতে রাজি নন তার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটা রিপোর্ট করেন আপনাকে? সেটা আপনার মনে আছে?

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে:...এবং এটার শুরুর অংশটা প্রায় হাসির খোরাক যোগাত যদি না মূল বিষয়টা এরকম ভীতিকর হতো। আপনার সেক্রেটারি ফন চিয়াশাস্কিকে একই সঙ্গে রাইখ পুলিশের দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী দল অ্যারেস্ট করে–ক্রিমিনাল পুলিশ আর গেস্টাপো।

কে তাঁকে কাস্টডিতে নেবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ফন চিয়াশাস্কি এবং কিছু পুলিশ গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান। তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছি তাঁকে যখন কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হলো...

'এভাবে আমি বেঞ্চে বসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। ওই সময় সংঘঠিত ঘটনার আরও বর্ণনা দিতে হলে গল্পটা অনেক বড় হয়ে যাবে। কাজেই আমি শুধু অতি পরিচিত এক ব্যক্তির গুলি খাওয়ার কেসটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি আমার বক্তব্য, যার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে বলা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

'আলোচ্য ব্যক্তিকে তিনজন এসএস সদস্য এসকর্ট করে নিয়ে এলো। আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা সেলে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে, সেটা আমাদের করিডরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখাতেই। ডিটাচমেন্টের লিডার একজন হপ্টস্টুর্মফুয়েরার, একটু বেঁটে, গায়ের রঙ গাঢ়, হাতে আর্মি পিস্তল। আমি তার কমান্ড শুনতে পেলাম, "দরজা পাহারা দাও!"

'আমাদের করিডর থেকে সেলে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরপর পাঁচটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। গুলির শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে

www.pathagar.com

এলো হপ্টস্টুর্মফুয়েরার, তার হাতে ধরা পিস্তল থেকে তখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করতে শুনলাম, "ওই শুয়োরটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

'চারদিকে উন্মত্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সেলগুলোর ভেতর থেকে আতঙ্কিত চিৎকার আর কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছে।

'এসএস সদস্য যারা ডিউটি দিচ্ছিল তাদের একজন, বাকিদের তুলনায় বয়স একটু কম, এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকল না, তা থাকলে কথাগুলো বলত না আমাকে। নিজের মন্তব্য আঙুল দিয়ে চিত্রিত করল সে: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কপালে করা হয়েছে তিনটে গুলি, বাকি দুটো খুলির পিছন দিকে।'

ফন চিয়াশাস্কি এই রিপোর্ট দেওয়ার পর এসএস এবং গেস্টাপোর পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার ভালো একটা ধারণা হয়ে যায়, তাই না?...

যাই হোক, ওটা ছিল ফন চিয়াশাস্কি কথা। আপনি আমাদেরকে বলেছেন ভিয়েনায় আপনার শেষ সময়ের দিকে ব্যারন ফন কেটেলার খুন হন...এখন প্রশ্ন হলো, চার বছর ধরে এতগুলো ক্রনিক খুন হওয়ার পরও এই লোকগুলোর সঙ্গ কেন আপনি ত্যাগ করেননি, কেন জেনারেল ইয়র্ক কিংবা ইতিহাসের অন্য কোনো সাহসী ব্যক্তির মতো উঠে দাঁড়াননি, দাঁড়িয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেননি, বিরোধিতা করেননি এই খুনিদের? কেন?

ফন প্যাপেন:...আমি বেশ বুঝতে পারি, স্যার ডেভিড, আজ আমরা সবকিছু জানার পর, লক্ষ লক্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হওয়ার পর, আপনি মনে করছেন জার্মান জনগণ একটা ক্রিমিনালদের জাতি, এবং আপনি বুঝতে পারছেন না যে এই জাতির ভেতরও দেশপ্রেমিক থাকতে পারে।

এ-সব কাজ আমি করেছি আমার দেশের সেবা করার জন্যে, দেশের কাজে লাগার জন্যে, এবং আমি এখানে যোগ করতে চাই, স্যার ডেভিড, মিউনিক চুক্তির আগে পর্যন্ত, এমন কি পোলিশ আন্দোলনেরও আগে পর্যন্ত, জার্মানির ভেতর কী হচ্ছে ভালো করে জানার পরও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো জার্মানির সঙ্গে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল।

ওই একই ধরনের কাজ করায় একজন দেশপ্রেমিক জার্মানকে কেন আপনি তিরস্কার করতে চান, এবং কেন ওই একই আশা পোষণ করবেন, যেমনটি আশা করেছিল প্রধান প্রধান শক্তিগুলো?

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: প্রধান প্রধান শক্তিগুলোর চাকররা খুন হয়ে যায়নি, একের পর এক; এবং আপনার মতো হিটলারের এত কাছাকাছিও ছিল না তারা।

আমি আপনার বিরুদ্ধে যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হলো, এত সব ক্রাইম

www.pathagar.com

সংঘঠিত হচ্ছে জানার পরও নাৎসি সরকারকে আপনার সেবা করে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল আপনি ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং মন থেকে ওদের পক্ষে কাজ করতে চাইছিলেন।

এই দায়টাই আপনার ওপর চাপাবার চেষ্টা করছি আমি–সমস্ত কিছু জানা ছিল বলে স্বীকার করেছেন, আপনার চারধারে নিজ বন্ধুদের, নিজ চাকরবাকরদের খুন হতে দেখেছেন। এ-সব বিষয়ে আপনার কাছে বিশদ তথ্য ছিল, তারপরও ওদের হয়ে কাজ করে যাওয়ার একটাই মানে হতে পারে, আর তা হলো আপনি ওদের প্রতি সদয় ছিলেন।

এটাই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি আমি, হের ফন প্যাপেন।

ফন প্যাপেন: ওটা, স্যার ডেভিড, হয়তো আপনার মতামত; আমার মতামত হলো, পিতৃভূমির পক্ষে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার জন্যে আমি শুধু আমার বিবেকের কাছে দায়ী, আর দায়ী জার্মান জনগণের কাছে; এবং তাদের রায় আমি মেনে নেব।

*

অ্যালবার্ট স্পিয়ার ছিলেন ভালো বক্তা, সপ্রতিভ এবং উদার প্রকৃতির মানুষ, যুদ্ধ শুরুর পরও দীর্ঘসময় যোগ দেননি সরকারে, যদিও নাৎসি পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি সেই ১৯৩১ সালে থেকে।

ওঅর প্রোডাকশন্স মিনিস্টার হিসেবে, জার্মান যুদ্ধোপকরণ ইন্ডাস্ট্রির চেহারা বদলে দিয়ে দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছেন তিনি।

তবে নিজ অ্যাডভোকেট ডক্টর হ্যানস ফ্ল্যায়েক্সনারকে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, হিটলারের প্রতি তাঁর যে ভক্তি ছিল সেটা একসময় হতাশায় পরিণত হয়, এবং যখন উপলব্ধি করলেন এই সংঘর্ষকে জার্মান জনগণের ধ্বংসের বিনিময়ে হলেও চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হিটলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ জুন ১৯৪৬: 'আমি আমার দায়িত্বটুকু স্বীকার করি'–স্পিয়ারের ট্রায়াল

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: কাজের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে হিটলারের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

স্পিয়ার: তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলাম, একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে, সম্ভবত ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; তারপর যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। টডের জায়গায় আমার পদোন্নতির পর বেশ কাছাকাছি হলাম আমরা, ভালো একটা অফিশিয়াল সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হলো...

www.pathagar.com

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: আপনি কি হিটলারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন?

স্পিয়ার: না, তিনি আমাকে পুরোপুরি একজন টেকনিকাল মিনিস্টার বলে মনে করতেন। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা সব সময় ব্যর্থ হয়েছে, কারণ হলো নাগালের বাইরে মনে হতো তাঁকে–নির্লিপ্ত থাকার কারণে।

১৯৪৪ সাল থেকে সাধারণ আলোচনার প্রতি এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার প্রতি এতটাই বিমুখ হয়ে পড়েন তিনি যে আমি আমার নিজের আইডিয়াগুলো মেমোর‍্যান্ডাম ফর্মে লিখে রাখতাম, তারপর একসময় সুযোগ বুঝে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতাম।

হিটলার জানতেন প্রতিটি মানুষকে কীভাবে তার নিজের বিশেষত্বের মধ্যে আটকে রাখতে হয়। যার ফলে তিনি নিজে থাকতেন একমাত্র কো-অর্ডিনেটিং ফ্যাক্টর। এটা তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞানেরও নাগালের বাইরে ছিল। ফলে একত্রিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব সৃষ্টি হলো, সেই সঙ্গে অভাব দেখা দিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে দক্ষ একটা মিলিটারি অফিসের।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: তা হলে, টেকনিকাল মিনিস্টার হিসেবে, আপনি আপনার কাজের জগতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান দায়িত্বের পরিধি?

স্পিয়ার: না; এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা মৌলিক কথা আমি বলতে চাই। এই যুদ্ধ জার্মান জনগণের ওপর অবিশ্বাস্য একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছে, এবং সন্দেহ নেই দুনিয়াকেও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কাজেই এটা আমার প্রশ্নাতীত কর্তব্য যে জার্মান জনগণের কাছে এই বিপর্যয়ের জন্যে নিজের যতটুকু দায়িত্ব তা স্বীকার করা।

এটা আমার জন্যে আরও বেশি নৈতিক বাধ্যবাধকতা হয়ে দেখা দিয়েছে, আরও বেশি দায় হয়ে উঠেছে, কারণ জার্মান জনগণের সামনে এবং দুনিয়ার সামনে আমাদের সরকারপ্রধান তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

এবং তাই আমি, রাইখ নেতৃত্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে, সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্বের ভাগ আমার ওপর বর্তায় বলে স্বীকার করছি, যার শুরু ১৯৪২ সাল থেকে...

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: ফুয়েরার যত ডিক্রি ইস্যু করেছেন সেগুলোর জন্যেও কি নিজেকে আপনি দায়ী বলে মনে করেন?

স্পিয়ার: না। হিটলার আমাকে যে-সব নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে যেগুলো পালন করেছি, শুধু সেগুলোর দায়িত্ব নেব আমি। তাঁর দেওয়া সব নির্দেশ অবশ্যই আমি পালন করিনি।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: ...হের স্পিয়ার, কোন সময় পর্যন্ত যতদূর সম্ভব শক্তিশালী

www.pathagar.com

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে আপনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা উৎসর্গ করেছেন এবং তার ফলে যুদ্ধটা বহাল থেকেছে?

স্পিয়ার: ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: তার আগেই যুদ্ধে আপনাদের পরাজয় হয়নি?

স্পিয়ার: সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং সাধারণ পরিস্থিতি দেখে যা মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, তার অনেক আগেই পরাজয় ঘটে গেছে। তবে সেই ব্যক্তির জন্যে যুদ্ধে হার হয়েছে ধরে নিয়ে চূড়ান্ত উপসংহার টানা খুব কঠিন, যাকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করার মুখোমখি হতে হয়েছে।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: মিস্টার স্পিয়ার, এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছেন?

স্পিয়ার: যুদ্ধের এই পর্যায়ে হিটলার আমাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম থেকে তিনি ফরেন অফিসের রাষ্ট্রদূত হিউয়েলের মাধ্যমে, নানা ধরনের বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন, যাতে বলা হয় বিদেশী শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আদালতে ব্যাপারটা আমাকে কনফার্ম করেন জেনারেলওবাস্ট জডল।

এভাবে হিটলার আমাদের মধ্যে আশা জাগান যে এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, জাপানের মতো, সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলে আমাদের জনগণ মারাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে। তা করার জন্যে, স্বভাবতই, প্রতিরোধ যুদ্ধ যতটা পারা যায় জোরদার করতে হয়েছিল।

হিটলার আমাদের সবার সঙ্গে কীভাবে প্রতারণা করেছেন শুনুন–কূটনীতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখছি আমরা, এ-কথা বলে একদিকে যেমন শান্ত রেখেছেন সমরনায়কদের, এবং নতুন ট্রুপস আর অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে তাজা যুদ্ধজয়ের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আরেকদিকে অন্ধকারে রেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের।

আবার একই সঙ্গে জনগণের মনোবল চাঙা রাখার জন্যে নিয়মিত গুজব ছড়িয়েছেন যে একটা মিরাকল অস্ত্র এই তো এলো বলে...সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া...

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: জেনারেলওবাস্ট জডল আগেই এই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন যে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির করুণ দশা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীরা। কিন্তু তারপরও কি তাঁরা সবাই এক হয়ে হিটলারকে বলতে পারেননি, যুদ্ধটা এবার দয়া করে থামান?

স্পিয়ার: না। হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীরা এক হয়ে কোনো আবেদন জানাননি বা নিজেরাও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। ওরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ এ-সব লোক নিজেদেরকে হয় নির্ভেজাল বিশেষজ্ঞ ভাবতেন, কিংবা মানুষ

www.pathagar.com

প্রামাণিক সাক্ষ্যে।

তা সত্ত্বেও এই বাস্তবতা আপনি এড়াতে পারেন না, বিশেষ করে এই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে, আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়া সৈন্যদের অন্য কোনো উপায় থাকে না...

ডক্টর এক্সনার: আবার বলকান প্রসঙ্গে ফিরে আসছি আমরা। আপনার তথাকথিত ডায়েরিতে বলা হয়েছে, 'বলকানকে যেভাবেই হোক অবশ্যই শান্ত রাখতে হবে'। এই কথা দিয়ে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

জডল: ওটা ফুয়েরারের দেওয়া একটা বিবৃতির সংক্ষিপ্ত নোট, মূল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুসোলিনির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত যে বলকানকে অবশ্যই শান্ত রাখতে হবে।

ডক্টর এক্সনার: এবং আমরা কি বলকানকে যতদূর পারা যায় শান্ত রাখতে চেষ্টা করিনি?

জডল: হ্যাঁ। সেজন্যে আমাদেরকে বিরতিহীন চেষ্টা করতে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার ব্যাপারে আমরা এতটাই বিবেচক ছিলাম, যেন কোনো দেবীর পূজো করছি।

এই ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে আমরা যখন গ্রিক অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি, ফুয়েরার এমন কি আর্মির কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলের একটা প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সিল করা ট্রেন, সিল করা সাপ্লাই ট্রেন, পাঠানো হবে যুগোশ্লাভিয়ার ভেতর দিয়ে–যা কিনা আন্তর্জাতিক আইনে অনুমোদনযোগ্য ছিল।

শুধু তাই নয়, আরও আছে–বুলগেরিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করি আমরা, তারা যাতে আসন্ন গ্রিস অভিযানে অংশগ্রহণ না করে, সবচেয়ে বড় কথা তুরস্ককে কোনোভাবেই যেন শঙ্কিত করা না হয়। এমন কি গ্রেকো-ইটালিয়ান অভিযানের পরেও ফুয়েরার আশা করতেন জার্মানি আর গ্রিসের মধ্যে একটা সংঘর্ষ, একটা সত্যিকার যুদ্ধ, চেষ্টা করলে এড়ানো সম্ভব।

ডক্টর এক্সনার: ...বেশ, এই কর্মসূচি বাতিল করতে কী কারণে বাধ্য হলাম আমরা?

জডল: প্রোগ্রামটা বাতিল হয়ে গেল ইটালির দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে [গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা], যে বিষয়ে এরইমধ্যে রাইখ মার্শাল এবং গ্রসঅ্যাডমিরাল বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এখানে আমার সামান্য একটু যোগ করার আছে। ইটালির পরাজয় ঘটল, বরাবর যেমনটি ঘটে, এবং সুপ্রিম কমান্ডের চিফ অভ অপারেশনাল স্টাফকে আমার কাছে পাঠাল সাহায্যের আবেদন নিয়ে। তবে এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ফুয়েরার কিন্তু আলবেনিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেননি। ওখানে তিনি একজন জার্মান সৈনিককেও পাঠাননি, যদিও বিষয়টা বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

হিটলার শুধু গ্রিসের বিরুদ্ধে একটা অপারেশনের নির্দেশ দেন, শুরু হবে বুলগেরিয়া থেকে, আসন্ন বসন্তের জন্যে প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনে।

ডক্টর এক্সনার: এবার, এই কথাটা কবে আপনি প্রথম শুনলেন যে হিটলার ভয় পাচ্ছেন রাশিয়া আমাদের প্রতি বৈরি প্রমাণিত হতে পারে?

জডল: প্রথমবার শুনি ১৯৪০ সালের ২৯ জুলাই, বেক্সটাসগাডেনের কাছাকাছি বারগোফে।

ডক্টর এক্সনার: ঠিক কী প্রসঙ্গে?

জডল: পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা আলোচনার পর হিটলার একা শুধু আমাকে ধরে রাখলেন, তারপর বললেন, একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে–তিনি ভয় পাচ্ছেন শীতের আগে রুমানিয়ার আরও এলাকা দখল করে নিতে পারে রাশিয়া, এবং রণকৌশল অনুসারে রুমানিয়ার তেলসমৃদ্ধ এলাকাগুলো আমরা কারো হাতে তুলে দিতে পারি না, কিন্তু মনে হচ্ছে ধরে রাখাও বোধহয় সম্ভব হবে না।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি এই মুহূর্তে সৈন্য মোতায়েন করতে পারি, যাতে করে শরতের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি নিয়ে তৈরি থাকা যাবে সে-ধরনের সম্ভাব্য রাশিয়ান খায়েস মোকাবেলা করার জন্যে?

হুবহু প্রায় এরকম শব্দই ব্যবহার করেছেন তিনি, এবং তাঁর এই বক্তব্যের অন্য সব সংস্করণ মিথ্যে...

ডক্টর এক্সনার: আমাকে বলুন, আপনাকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হিটলারের এই সব বিবৃতির মধ্যে কখনো কি স্থান সঙ্কুলান সম্পর্কে 'লেবাঞ্চরাম' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন? কিংবা খাদ্য সহায়তাকে যুদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন?

জডল: আমার উপস্থিতিতে হিটলার নির্ভেজাল স্ট্র্যাটেজিক এবং অপারেশনাল হেতু ছাড়া অন্য কিছুর এমন কি আভাস পর্যন্ত দেননি। বলা যায় মাসের পর মাস এই একটা কথা বারবার রিপিট করেছেন তিনি:

'আর কোনো সন্দেহ সম্ভব নয়। আমাদের বিরুদ্ধে কন্টিনেন্টে তলোয়ারের এই চূড়ান্ত ধাক্কাটা দেওয়ার আশায় রয়েছে ইংল্যান্ড, তা না হলে ডানকার্কের পর যুদ্ধ থামিয়ে দিত সে। প্রাইভেট কিংবা গোপন আয়োজন নিশ্চয়ই এরমধ্যে করা হয়ে গেছে। রাশিয়া যে সৈন্য মোতায়েন করেছে সেটা স্পষ্ট। একদিন হঠাৎ করে আমরা ঠাণ্ডা মাথার রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হব, আর নয়তো আমাদের ওপর হামলা চালানো হবে।'

ডক্টর এক্সনার: আপনি যে-সব রিপোর্ট পেতেন তাতে কি এরকম আভাস ছিল, রেড আর্মির জন্যে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি শুরু হয়েছে?

জডল: ম্যাপ দেখে–যেগুলো আমদেরকে কদিন পরপর সাপ্লাই দেওয়া হতো, প্রতিটি ম্যাপ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আর ইনফরমেশনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি,

www.pathagar.com

চলার সময়। যুদ্ধের শুরুর দিকে ফুয়েরার আমাদেরকে ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতেন–মানে, এই যুদ্ধ ঠেকানোর জন্যে অন্যান্য রাষ্ট্র কী রকম চেষ্টা করছে, কেউ কেউ এমন কি যুদ্ধ শুরুর পরও চেষ্টা করছে কী করে থামানো যায়–ততটুকুই জানাতেন, যতটুকু এরইমধ্যে প্রেসে ছাপা হয়ে গেছে।

হিটলার ভেরমাখটের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন, রাজনীতিক আর পার্টি সদস্যদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন না, আবার এসএস-এর সঙ্গে কথা বলতেন সম্পূর্ণ অন্য আরেক ভঙ্গিতে।

ইহুদি নিধন আর কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সম্পর্কে যে প্রকৃতির গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, গোপনীয়তার মাস্টারপিস বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না।

হিমলার মহোদয়ের প্রতারণার মাস্টারপিসও বলা যেতে পারে সেটাকে, যিনি আমাদের অর্থাৎ সৈনিকদের বিশেষ করে এ সংক্রান্ত জাল ফটো দেখিয়েছেন, এবং ড্যাচাও-এ প্লানটেইশন আর ফুলবাগানের গল্প শুনিয়েছেন, গল্প শুনিয়েছেন ওয়ারশ ও থেরেসিয়েনস্ট্যাডট্ গেটোর, যে ছবি দেখে আমাদের মনে হয়েছে মানবিক মাপকাঠিতে অত্যন্ত উন্নতমানের প্রতিষ্ঠান ওগুলো।

ডক্টর এক্সনার: বাইরে থেকে ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টারে খবর পৌঁছাত না?

জডল: ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টার ছিল একটা কনভেন্ট ও একটা কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের সঙ্কর। ওটাকে ঘিরে রেখেছিল অসংখ্য কাঁটাতারের বেড়া। ওটার নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে রাস্তায় আউটপোস্ট বসানো হয়েছিল, বাইরে থেকে কেউ যাতে বিনা অনুমতিতে বা কারো চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

জায়গাটার ঠিক মাঝখানে ছিল তথাকথিত সিকিউরিটি রিঙ নাম্বার ওয়ান। এমন কি আমার স্টাফকেও এই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢোকার স্থায়ী পাস দেওয়া হতো না, একা শুধু জেনারেল ওয়ার্লিমন্টকে [ইনি জডলের ডেপুটি ছিলেন] বাদে।

প্রতিটি গার্ড প্রত্যেক অফিসারকে চেক করবে, যদি তার পরিচিত না হন তিনি। শুধু পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট ছাড়া, বাইরে থেকে খুব কম খবরই ভেতরে ঢুকত...

ডক্টর এক্সনার: একটা কথা এখানে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে, ফুয়েরারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা নাকি অসম্ভব ছিল। আপনি কখনো প্রতিবাদ করে সফল হয়েছেন?

জডল: ফুয়েরারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা অসম্ভব ছিল, এ-কথা ঠিক নয়। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বহুবার আমি তাঁর বিরোধিতা করেছি, তবে কোনো কোনো সময় এমন হয়েছে জবাবে একটা শব্দও হয়তো উচ্চারণ করা যায়নি।

আবার এ-ও ঠিক যে প্রতিবাদ করে ফুয়েরারকে আমি অনেক কাজ থেকে বিরত রাখতে পেরেছি।

ডক্টর এক্সনার: আদালতকে আপনি সেরকম একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন?

www.pathagar.com

জডল: অসংখ্য অপারেশনাল প্রশ্ন ছিল, আদালত সে-সব ব্যাপারে আগ্রহী হবেন না; আগ্রহী হবেন এমন বিষয়ের মধ্যে একটার কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে-জেনেভা কনভেনশনের নিন্দা করতে চেয়েছিলেন হিটলার। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিরত রাখি।

ডক্টর এক্সনার: হিটলারকে প্রভাবিত করার আর কোনো ক্ষেত্র বা সম্ভাবনা ছিল কি?

জডল: আমার বিবেক অনুসারে যে কাজটা ঘটতে দেওয়া উচিত নয় বলে জেনেছি তা যদি খোলাখুলি বিরোধিতা করে থামাতে না পেরে থাকি, দেরি করিয়ে দেওয়ার কৌশল কাজে লাগানোর বিকল্প পথ অনেক সময়ই খোলা পাওয়া যেতো, সে-সব পথ আমি অনেকবার ব্যবহারও করেছি।

এ-ও এক ধরনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। কাজটা না করে শুধু শুধু দেরি করতাম আমি, তারপর অনুকূল একটা সময়ে আবার প্রশ্নটা তাঁর সামনে তুলতাম।

এই পদ্ধতিও মাঝে-মধ্যে সফল হতো, সব সময় নয়।

ডক্টর এক্সনার: এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।

*

আত্মপক্ষ সমর্থনে জডলের মূল যে কথাটা বলার ছিল তা হলো, তিনি শুধু শপথ নেওয়া কর্তব্যগুলো পালন করেছেন; এবং যুদ্ধের ব্যাপারে যদি তাঁর মতামত চাওয়া হয়, তা হলে বলবেন যে না চাওয়া সত্ত্বেও জার্মানিকে অনেকগুলো যুদ্ধে টেনে আনা হয়েছে।

স্যার নরম্যান বারকেট তাঁকে চতুর সাক্ষি বলেছেন; জবাব দেওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্ক, যাতে ফেঁসে না যান।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৫ জুন ১৯৪৬: 'নির্ভেজাল একটা নিবারক যুদ্ধ'-রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে জডল

ডক্টর এক্সনার: প্রসিকিউশন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে প্রথমে এই রাষ্ট্রগুলোকে আপনারা ধোঁকা দিয়েছেন, তারপর আক্রমণ করেছেন। এ বিষয়ে আপনার কি বলার আছে দয়া করে জানান আদালতকে।

জডল: আমি আগে যা বলেছি, এখানেও তা খাটে। আমি না ছিলাম একজন রাজনীতিক, না ছিলাম ভেয়ারমাখটের মিলিটারি কমান্ডার-ইন-চিফ...আর আমার কাজকর্মের নীতিগত দিক সম্পর্কে যদি জানতে চান, আমি বলব-আনুগত্য। সামরিক পেশায় নৈতিকতার ভিত্তি হলো আনুগত্য।

আমি যে ওই আনুগত্যের সীমাকে বাড়িয়ে ক্রীতদাসের মতো কারো বা কিছুর অন্ধভক্ত হয়ে যাইনি, আশা করি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আগে দেওয়া আমার

www.pathagar.com

এটা এমন কি কোনো জার্মান নীতিও নয়।

মিস্টার রবার্টস: ওই চোখ আর দাঁত কি নিরীহ মানুষের ছিল না?

জডল: প্রশ্নটা নিরীহদেরকে নিয়ে নয়। ওখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, '...এককভাবে প্রতিরোধ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবে'। এর মানে কী? এখানে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যারা প্রতিরোধ করবে, এবং যারা প্রতিরোধ করে তারা নিরীহ হতে পারে না।

মিস্টার রবার্টস: এ নিয়ে আমি তর্ক করছি না, সাক্ষি। ধরে নিচ্ছি আপনি নির্দেশটা সমর্থন করেন।'

জডল: আমি এটাকে ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ হিসেবে সমর্থন করি, যেটার ওপর আন্তর্জাতিক আইনের সায় আছে, এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ছিল, যে আন্দোলন চালানো হচ্ছিল অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে।

মিস্টার রবার্টস: বেশ, ভালো। এবার আমি সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গে আসতে চাইছি। আসতে চাইছি কমান্ডো অর্ডার প্রসঙ্গে

...'ফুয়েরার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এমন একটা নির্দেশ ইস্যু করা হোক, তাতে আর্মড ফোর্স-এর জন্য উপযুক্ত আচরণ বিধি থাকবে...ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সের টেরর এবং স্যাবটাজ ডিটাচমেন্টের সদস্য, যাদের বিরুদ্ধে ভদ্রোচিতভাবে যুদ্ধ করার নিয়মকানুন ভাঙার প্রমাণ আছে, তারা পাবে দস্যুর যোগ্য মর্যাদা আর ব্যবহার: তাদেরকে যুদ্ধের সময় কিংবা পালাবার সময় নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে। কোনো সময় সামরিক প্রয়োজনে তাদেরকে যদি সাময়িকভাবে গ্রেফতার করা হয়, কিংবা তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কোথাও জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে, ইন্টারোগেশনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একজন অফিসারের সামনে হাজির করতে হবে, এবং তারপর তাদেরকে তুলে দিতে হবে ঝড-এর হাতে।

'তাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে আটকে রাখা নিষেধ। এই নির্দেশ শুধুমাত্র আর্মির মধ্যে প্রচার করা হোক। ওখান থেকে খবরটা অবশ্যই মৌখিকভাবে ফ্রন্টে পৌঁছে দিতে হবে'...

আপনি এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন কিনা: একজন ব্রিটিশ এয়ারম্যান, যে আকাশ থেকে একটা পাওয়ার স্টেশনে বোমা ফেলল, এবং ইউনিফর্ম পরা একজন ব্রিটিশ প্যারাসুটিস্ট, যে জমিনে নেমে এসে স্টেশনটাকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল? আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেন আপনি?

জডল: না। আমার বিবেচনায় ডেমলিশন ট্রুপের দ্বারা একটা লক্ষবস্তুকে ধ্বংস করা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আমি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করব না কেউ যদি এ-ধরনের একটা অপারেশনে ইউনিফর্মের নীচে

www.pathagar.com

সাদাপোশাক পরে আসে, এবং বগলের নীচে পিস্তল বহন করে, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে আত্মসমপর্ণ করতে যাওয়ার সময় গুলি ছুঁড়তে শুরু করে।

মিস্টার রবার্টস: বেশ, ওখানে দুটো ব্যাপার ছিল, দেখতেই পেয়েছেন, উত্তর অবশ্য একটা। আমি আপনার সঙ্গে মোটেও তর্ক করতে যাচ্ছি না। তবে ব্যাপারটা আপনি যখন বিবেচনা করবেন, এরকম অনেক, অনেক কেস দেখতে পাবেন যেখানে এ-সব মানুষকে গুলি করে মারা হয়েছে, এবং পরে দেখা গেছে তাদের পরনে ইউনিফর্ম ছাড়া আর কিছু ছিল না।

জডল: আমার বিশ্বাস সে-ধরনের কেস খুবই কম, বিরল, অন্তত সাদাপোশাক পরা একদল লোকের সঙ্গে ছিল তারা।

মিস্টার রবার্টস: বেশ, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না, কারণ আরও ডকুমেন্ট রয়ে গেছে। কিন্তু, ইউনিফর্ম পরা একজন প্যারাসুটিস্ট, যার সঙ্গে কোনো সাদাপোশাক নেই, নিহত হলো ঝউ-র হাতে গুলি খেয়ে, আপনি কি একমত হবেন যে তাকে খুন করা হয়েছে? ওটা একটা মার্ডার?

জডল: আমি আগেই বলেছি পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা একজন সোলজার যদি একটা লক্ষ্যবস্তু উড়িয়ে দেয় বা ধ্বংস করে, আমি তার এই কাজটাকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে মনে করি না, এবং সে কারণে আমি একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আদলে কমান্ডো অর্ডার-এর বিরোধিতা করেছিলাম ...

মিস্টার রবার্টস: আপনি বলেছেন, আমার ধারণা, ফুয়েরারের অর্ডারের ওই অংশটার [সামারি এক্সিকিউশন] প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা জন্মায়?

জডল: হ্যাঁ।

মিস্টার রবার্টস: এবং জেরার সময় আপনি বলেছেন, এই নির্দেশ প্রচার করাটা ছিল কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে একটা যা আপনার মনের গভীরে থাকা বিবেকের সায় পাচ্ছিল না–কিছু ব্যাপারের মধ্যে একটা। 'অন্তরের বিশ্বাস', আপনার ভাষায়।

জডল: প্রাথমিক জেরার সময় আমি বলেছিলাম, কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে একটা–কিংবা একমাত্র–নির্দেশ যেটা আমি ফুয়েরারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমি আমার অন্তরের বিশ্বাস থেকে সেটাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করি।

মিস্টার রবার্টস: আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু এই সব তরুণরা তো একের পর গুলি খেয়ে ঠিকই মারা গেছে। তাই না, গেছে তো মারা?

জডল: আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি ফ্রন্টের কমান্ডিং জেনারেলরা কীভাবে, আমার দ্বারা সমর্থিত হয়ে, কার্যক্ষেত্রে এই নির্দেশকে কল্পনায় যতটা সম্ভব ততটা নরম করে ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এ-ধরনের খুন খুবই কম ঘটেছে।

যেগুলো ঘটেছে, প্রতিটির পেছনে যুক্তিসিদ্ধ কোনো না কোনো কারণ ছিল, অন্ত ত আমার জানামতে। মনে রাখতে হবে, এই সব লোকের রণকৌশল আর একজন সৎ সৈনিকের রণকৌশল এক নয়।

www.pathagar.com

আড়ি পেতে শত্রুপক্ষের রেডিও বার্তা থেকে এ-সব সংগ্রহ করা হতো—এরকম সব ছবি পাওয় যেতো: ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে সীমান্ত বরাবর প্রায় ১০০ রাশিয়ান ডিভিশন।

১৯৪১ সালের জানুয়ারির মধ্যে ওগুলোর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫০-এ।

শক্তিবৃদ্ধির আভাস এই সংখ্যা থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল, রিপোর্টগুলো যদি নির্ভুল হয়ে থাকে। আর যদি শক্তির তুলনা করা হয়, আমি বলব জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স থেকে পরিচালিত ইংলিশ-আমেরিকান-ফরাসি ফোর্স, আমার জানামতে, সব মিলিয়ে ১০০ ডিভিশনের বেশি হতো না।

ডক্টর এক্সনার: হিটলার কি আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন?

জডল: সে চেষ্টা তিনি করেছেন মলোটভের সঙ্গে বহুল পরিচিত কনফারেন্সের মাধ্যমে। আমাকে এ-কথা বলতেই হবে যে ওই কনফারেন্স নিয়ে খুব বড় আশা ছিল আমার, কারণ আমরা যারা সৈনিক তাদের জন্যে সামরিক পরিস্থিতিটা ছিল এরকম: আমাদের পেছনে যে রাশিয়া রয়েছে তা নিঃসন্দেহে নিরপেক্ষ—তা ছাড়া, এই নিরপেক্ষ রাশিয়া আমাদেরকে সাপ্লাইও পাঠাচ্ছে—কাজেই যুদ্ধে আমরা হারতে পারি না।

এটাও একটা ফ্যাক্ট যে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কয়েক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা করেছেন তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে রাইখমার্শাল, নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ, সেই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও পরস্পরবিরোধী আইডিয়া তাঁকে প্রভাবিত করেছিল...

ডক্টর এক্সনার: তা হলে, আপনার মতে, ফুয়েরার একটা নিবারক যুদ্ধ শুরু করেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করেছে ওটা সত্যি একটা সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিল?

জডল: ওটা যে একটা নির্ভেজাল নিবারক যুদ্ধ ছিল তাতে বিন্দমাত্র সন্দেহ নেই। পরে আমরা আমাদের সীমান্তের উল্টোদিকে রাশিয়ান সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হই। বিশদ বিবরণে আমি যাব না, শুধু এই কথাটা বলতে পারি, প্ল্যান আর চাতুর্যের দিক থেকে আমরা বিরাট একটা সারপ্রাইজ দিতে পারলেও, কৌশলগত কোনো সারপ্রাইজ দিতে পারিনি। তার কারণ যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল রাশিয়া।

*

জডলের স্ত্রী প্রতিদিন সকালে উইটনেস স্ট্যান্ডে একটা নোট রেখে আসতেন, তাতে স্বামীর প্রতি আবেদন থাকত তিনি যেন তাঁর অস্থির মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। জডলের দৃঢ়তার ওপর জেরা করার সময় সবচেয়ে তিক্ত আঘাত হানেন বদমেজাজী জি.ডি. 'খাকি' রবার্টস, যিনি ইংল্যান্ডের রাগবি ইন্টারন্যাশনালে ছিলেন।

www.pathagar.com

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৬ জুন ১৯৪৬: হিটলারের কমান্ডো অর্ডার সম্পর্কে জুডলকে জেরা করা হলো

মিস্টার রবার্টস: এবার, এটা আরেকটা কেইটেল অর্ডার। এটা এসেছে ভেয়রমাখটফারাঙ্গস্টাব থেকে, খ; তারপর ব্রাকেটের ভেতর '১ ওপ'। এটা কি আপনার ডিপার্টমেন্ট ছিল?

জডল: ওটা একটা সেকশন, যে সেকশনটা সমস্ত অপারেশনাল বিষয়ে আমার সঙ্গে কাজ করত।

মিস্টার রবার্টস: এই অর্ডারটার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?

জডল: হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

মিস্টার রবার্টস: এবার...আমার মনে হয় এটা ড্রাফট করায় আপনি অংশ নিয়েছেন, কি, নেননি?

জডল: হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ ওটা...

মিস্টার রবার্টস: হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার আপনি কি ৬ আর ৭, এই প্যারাগ্রাফ দুটো দেখবেন?

প্যারাগ্রাফ ৬:

'পুবে দখল করা এলাকা বিশাল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যে যে ফোর্স পাওয়া যাবে তা শুধু তখনই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে যখন সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে আইনের সাহায্যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি, একই সঙ্গে, দখলদার বাহিনীকে দিয়ে আতঙ্ক আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করানো হবে, যেটা এককভাবে প্রতিরোধ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেবে।

'সংশিষ্ট কমান্ডার, সঙ্গে থাকা ট্রপস সহ, যার যার এলাকার শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকবেন, এর জন্যে তাঁদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, শৃংখলা বজায় রাখার কোনো না কোনো উপায় খুঁজে বের করে নিতে হবে কমান্ডারদের নিজেদেরই, আরও ফোর্স চেয়ে নয়, বরং পরিস্থিতি অনুসারে নির্দয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।'

এ একটা ভয়ঙ্কর নির্দেশ, তাই না?

জডল: না, মোটেও ভয়ঙ্কর নয়, কারণ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা এটা সমর্থিত যে দখল হয়ে যাওয়া অঞ্চলের লোকজনকে দখলকারীদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলতে হবে, এবং দখলদার আর্মির বিরুদ্ধে যে-কোনো আন্দোলন বা প্রতিরোধ নিষিদ্ধ। এটা, প্রকৃতপক্ষে, পার্টিজান ওঅরফেয়ার, এবং আন্তর্জাতিক আইন পার্টিজানদের সঙ্গে লড়াই করার উপায় ঠিক করে দেয়নি।

এ-ধরনের যুদ্ধের নীতি হলো চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এবং

www.pathagar.com

*

হিটলার একা শাসন করেননি, এবং বিপুল সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায়ও আসেননি তিনি। ফ্র্যাঞ্জ ফন প্যাপেন, সাবেক চ্যান্সেলর, জার্মান সমাজের বেশ বড় একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন–প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবাদী, এবং প্রায়ই রোমান ক্যাথলিক–তারা সবাই নাৎসিদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে।

ট্রায়ালে ফন প্যাপেন তিনি যুক্তি দেখান, বর্তমানে যেটাকে স্বচ্ছ-স্পষ্ট ইস্যু বলে মনে হচ্ছে, ঘটনার সময় সেটা ছিল অত্যন্ত জটিল। তিনি দাবি করেছেন, শাখ্টের মতো, সরকারের ভেতরে থেকে নেতাদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে জার্মানির সত্যিকার মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছেন তিনি।

তবে, ম্যাক্সওয়েল ফাইফে দেখিয়েছেন, পন্থা-পদ্ধতি যেগুলো নাৎসি নেতাদের দ্বারা অনুমোদিত হতো সেগুলোর নৈতিকতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষসূত্রে ধারণা ছিল এই বিবাদীর।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ১৯ জুন ১৯৪৬: ওই সময় ভালো একটা আইডিয়া বলে মনে হয়েছিল–ফ্র্যাঞ্জ ফন প্যাপেন ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি সরকারে ছিলেন

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: হের ফন প্যাপেন, আপনি, রাইখের সাবেক চ্যান্সেলর হিসেবে, এবং সাধারণ একজন ক্যাথলিক ও ইমপেরিয়াল আর্মির সাবেক অফিসার হিসেবে, ওই সময় বলেছেন, 'আমি পলিসির হাতিয়ার হিসেবে হত্যার সঙ্গে, ঠাণ্ডা মাথায় খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে যাচ্ছি না।'

আপনি তো, খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে, এই পচা শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে পারতেন, পারতেন না?

ফন প্যাপেন: তা সম্ভব ছিল, কিন্তু এ-কথা যদি আমি প্রকাশ্যে বলতাম, তা হলে খুব সম্ভবত আমার সঙ্গী-সাথীরা যেভাবে হারিয়ে গেছে আমিও তাদের মতো কোথাও হারিয়ে যেতাম।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: বিবাদী, আপনি আপনার বহু সহ-অভিযুক্তদের বলতে শুনেছেন যে তাঁরা জানতেন না জার্মানিতে এরকম ভয়ঙ্কর নির্যাতন ঘটনা ঘটছে। এই সব ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনি খুব ভালোভাবেই জানতেন...কি, জানতেন না? গেস্টাপোর অ্যাকশন সম্পর্কে জানতেন আপনি, জানতেন কনসেনট্রেইশন ক্যাম্প সম্পর্কে, এবং পরে জানতে পারেন কীভাবে ইহুদিদেরকে মারা হচ্ছে, তাই না?

ফন প্যাপেন: আমি শুধু এইটুকু জানতাম যে ১৯৩৩ আর ১৯৩৪ সালে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ঠাঁই হতো কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে। এবং ওই

www.pathagar.com

ক্যাম্পগুলোয় যে-সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রায়ই আমি প্রতিবাদ জানাতাম। অনেক ক্ষেত্রে এ-সব ক্যাম্প থেকে অনেককে আমি বাঁচিয়েছিও। তবে ওই সময় আমি জানতাম না যে ওখানে মানুষকে খুনও করা হচ্ছে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: ঠিক আছে, আপনি শুধু আমাকে সমর্থন করে যান। নিরেট একটা দৃষ্টান্ত থাকা ভালো।

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার মনে আছে ১৯৩৫-এর শুরুতে, আপনার সেক্রেটারি হের ফন চিয়াশাস্কিকে ভিয়েনা থেকে বার্লিনে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, গেস্টাপো তাঁকে যাতে জেরা করতে পারে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে?

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ, মনে আছে।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: আপনার কি মনে আছে যে তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করেন, এবং কেন আসতে রাজি নন তার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটা রিপোর্ট করেন আপনাকে? সেটা আপনার মনে আছে?

ফন প্যাপেন: হ্যাঁ।

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে:...এবং এটার শুরুর অংশটা প্রায় হাসির খোরাক যোগাত যদি না মূল বিষয়টা এরকম ভীতিকর হতো। আপনার সেক্রেটারি ফন চিয়াশাস্কিকে একই সঙ্গে রাইখ পুলিশের দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী দল অ্যারেস্ট করে–ক্রিমিনাল পুলিশ আর গেস্টাপো।

কে তাঁকে কাস্টডিতে নেবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ফন চিয়াশাস্কি এবং কিছু পুলিশ গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যান। তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছি তাঁকে যখন কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হলো...

'এভাবে আমি বেঞ্চে বসে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। ওই সময় সংঘঠিত ঘটনার আরও বর্ণনা দিতে হলে গল্পটা অনেক বড় হয়ে যাবে। কাজেই আমি শুধু অতি পরিচিত এক ব্যক্তির গুলি খাওয়ার কেসটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি আমার বক্তব্য, যার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে বলা হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

'আলোচ্য ব্যক্তিকে তিনজন এসএস সদস্য এসকর্ট করে নিয়ে এলো। আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা সেলে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে, সেটা আমাদের করিডরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখাতেই। ডিটাচমেন্টের লিডার একজন হপ্টস্ট্রুমফুয়েরার, একটু বেঁটে, গায়ের রঙ গাঢ়, হাতে আর্মি পিস্তল। আমি তার কমান্ড শুনতে পেলাম, "দরজা পাহারা দাও!"

'আমাদের করিডর থেকে সেলে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরপর পাঁচটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। গুলির শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে

www.pathagar.com

মিস্টার রবার্টস: আপনি দেখুন, আপনি নিজের 'অন্তরের বিশ্বাস' সম্পর্কে বলেছেন। আমার ধারণা, কেইটেল বলেছেন তাঁর 'ভেতরের বিবেক' সম্পর্কে। কিন্তু এই বিশ্বাস আর বিবেকের কথা আমরা কি জার্মানি এই যুদ্ধে হেরে গেলেও শুনতে পেতাম?

...কেন আপনি বলছেন ওই নির্দেশটা আপনাকে প্রচার করতে হয়েছে? কোনো মানুষ খুন করার মতো একটা নির্দেশ আরেকজন মানুষকে প্রচার করতে বাধ্য করে কীভাবে, যদি না এতে তার সমর্থন থাকে?

জডল: আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে এই নির্দেশকে এত সহজে শুধু হত্যার নির্দেশ বলে অর্থ করা যাবে না, এবং আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে অনেক গুরুতর এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ মাথা চাড়া দেবে, প্রশ্ন উঠবে এই নির্দেশের ন্যায্যতা নিয়ে।

যাই হোক, এ-ধরনের জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের একটা মূল্যায়ন থাকা উচিত ছিল, কারণ এমন কি এখনও, এখানে আমার যে পজিশন, যে পজিশনে আমি যা বলতে বা করতে চাই তা বলতে বা করতে পারি না, এবং মূল্যায়ন করলে হয়তো উপলব্ধি করতে পারতেন যে ঠিক এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই আমি গত সাড়ে পাঁচটা বছর পার করেছি।

জডল: আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। আপনি বলতে পারতেন, অন্যান্য জেনারেলরাও বলতে পারতেন, পারতেন না: 'আমরা সবাই মর্যাদাবান সৈনিক? আমরা এ-ধরনের একটা নির্দেশ প্রকাশ ও প্রচার করব না'?

জডল: অবশ্যই অন্য কোনো পরিস্থিতিতে সম্ভব হলেও হতে পারত, প্রথমত, আলোচ্য সময়ে ফুয়েরারের সঙ্গে আমার যদি বিরোধ না থাকত, আর দ্বিতীয়ত, আমার কাজ যদি খানিকটা সহজ করে দিতেন ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রী...

মিস্টার রবার্টস: এবার আপনি আপনার সামনে রাখতে যাচ্ছি আপনারই ডকুমেন্ট, ডি-৬০৬...এখন যেহেতু এটা আপনার স্বাক্ষর করা...আপনার স্বাক্ষর করা নয়? এটার বিষয়, জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন।

আপনি যদি প্রথমে বলেন, এটা কি আপনার দ্বারা স্বাক্ষর করা? সইটা আপনার তো? দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন: এটায় আপনি সই করেছেন?

জডল: হ্যাঁ, শেষে আমার সই আছে।

মিস্টার রবার্টস: সই সাধারণত ওখানেই করা হয়। এবার, তারিখের জায়গায় লেখা আছে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, লেখাটা লেখা হয়েছে আপনার লেটারপ্যাড নোটপেপারে...তো, এবার, আমি শেষ প্যারাটা পড়তে চাই।

'সি, ওকড-এর প্রস্তাব: ঠিক এই সময়ে চুক্তি বাতিল করার অসুবিধে, যে-কোনো বিচারে এতদিন যা সুবিধের চেয়ে পাল্লায় অনেক ভারি ছিল।

'ঠিক যেমন আমাদের একটা ভুল ছিল ১৯১৪ সালে ঘটা করে সবগুলো রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, অথচ এই রাষ্ট্রগুলোই দীর্ঘ বহুবছর ধরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চাইছিল, কিন্তু যেহেতু ঘোষণাটা এসেছে আমাদের তরফ থেকে, কাজেই যুদ্ধের সমস্ত দায় ও অপরাধ আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে বাইরের দুনিয়া; এবং ঠিক যেমন একটা ভুল ছিল ১৯৪১ সালে বেলজিয়াম অভিযানে আমাদের তরফ থেকে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলে স্বীকার করা, ঠিক তেমনি এখন একটা ভুল হবে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা, যার ফলে বাকি দুনিয়ার সামনে আবার আমরা অপরাধী চক্র হিসাবে চিহ্নিত হব।

'গ্রহণ করা আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে চলার মানে এই নয় যে হাত-পা বেঁধে নিজেদেরকে একটা সীমার মধ্যে আটকে ফেলতে হবে, যার প্রভাব পড়বে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির ওপর।

'উদাহরণ হিসাবে, কোনো ব্রিটিশ জাহাজ যদি একটা হসপিটাল শিপকে ডুবিয়ে দেয়, সেটাকে আমরা নির্ঘাত প্রচারণার কাজে ব্যবহার করব, এ পর্যন্ত ঠিক যেমনটি করা হয়েছে। এটা অবশ্যই আমাদেরকে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ হিসাবে একটা ইংলিশ হসপিটাল শিপ ডোবাতে এবং ইংরেজদের মতো একই ঢঙে দুঃখ প্রকাশ করে বলতে বাধা দিতে পারবে না যে ব্যাপারটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

খুব একটা সম্মানজনক নয়, কী বলেন?

জডল: উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি যে এটাই ছিল একমাত্র পদ্ধতি, যেটা ফুয়েরারের দ্বারা সফল হয়েছে, এবং ওটা ব্যবহার করেও অর্জিত হয়েছে সাফল্য।

যদি আমি নৈতিক কিংবা নির্ভেজাল আইনগত মতামত নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম, তিনি আমাকে বলতেন:

'এই অর্থহীন বকবকানি থেকে রেহাই দিন আমাকে।'

তারপর কনভেনশন পরিত্যাগ করার কাজ এগিয়ে নিতেন; কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এ-সব ব্যাপার তাঁকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে, যার ফলে কাজটা তিনি বাস্তবে পরিণত করেননি।

যাই হোক, আমাকে আপনার অন্তত এই কৃতিত্বটা দিতে হবে যে সাড়ে পাঁচ বছরের শেষে এসে আমিই সবচেয়ে ভালো জানতাম কীভাবে তাঁর কাছ থেকে শুভ কিছু আদায় করা যায়, আর এড়ানো যায় মন্দগুলোকে। আমার লক্ষ্য ছিল সফল হওয়া, সেটা আমি অর্জন করেছি।

মিস্টার রবার্টস: কিন্তু দেখুন...১৯১৪ সালে আপনারা বলেছেন যে চুক্তিকে আপনারা ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। এখন আপনারা বলছেন 'কী দুঃখজনক যে ১৯১৪ সালের সত্য ঘটনা দুনিয়ার সামনে আমরা ফাঁস করে দিয়েছি। ওদেরকে অসত্য কিছু বলা উচিত ছিল আমাদের, তা হলে হয়তো দুনিয়া জুড়ে সুখ্যাতি পেতাম।'

জডল:...কেউ যদি প্রকাশ্যে ভালো কিছু করতে না পারে, সেক্ষেত্রে সেটা ঘুরিয়ে করা যেতে পারে, একেবারে না করার চেয়ে ভালো সেটা।

www.pathagar.com

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: আপনি কি হিটলারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন?

স্পিয়ার: না, তিনি আমাকে পুরোপুরি একজন টেকনিকাল মিনিস্টার বলে মনে করতেন। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা সব সময় ব্যর্থ হয়েছে, কারণ হলো নাগালের বাইরে মনে হতো তাঁকে–নির্লিপ্ত থাকার কারণে।

১৯৪৪ সাল থেকে সাধারণ আলোচনার প্রতি এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার প্রতি এতটাই বিমুখ হয়ে পড়েন তিনি যে আমি আমার নিজের আইডিয়াগুলো মেমোর‌্যান্ডাম ফর্মে লিখে রাখতাম, তারপর একসময় সুযোগ বুঝে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতাম।

হিটলার জানতেন প্রতিটি মানুষকে কীভাবে তার নিজের বিশেষত্বের মধ্যে আটকে রাখতে হয়। যার ফলে তিনি নিজে থাকতেন একমাত্র কো-অর্ডিনেটিং ফ্যাক্টর। এটা তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞানেরও নাগালের বাইরে ছিল। ফলে একত্রিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব সৃষ্টি হলো, সেই সঙ্গে অভাব দেখা দিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে দক্ষ একটা মিলিটারি অফিসের।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: তা হলে, টেকনিকাল মিনিস্টার হিসেবে, আপনি আপনার কাজের জগতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান দায়িত্বের পরিধি?

স্পিয়ার: না; এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা মৌলিক কথা আমি বলতে চাই। এই যুদ্ধ জার্মান জনগণের ওপর অবিশ্বাস্য একটা বিপর্যয় ডেকে এনেছে, এবং সন্দেহ নেই দুনিয়াকেও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কাজেই এটা আমার প্রশ্নাতীত কর্তব্য যে জার্মান জনগণের কাছে এই বিপর্যয়ের জন্যে নিজের যতটুকু দায়িত্ব তা স্বীকার করা।

এটা আমার জন্যে আরও বেশি নৈতিক বাধ্যবাধকতা হয়ে দেখা দিয়েছে, আরও বেশি দায় হয়ে উঠেছে, কারণ জার্মান জনগণের সামনে এবং দুনিয়ার সামনে আমাদের সরকারপ্রধান তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

এবং তাই আমি, রাইখ নেতৃত্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে, সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্বের ভাগ আমার ওপর বর্তায় বলে স্বীকার করছি, যার শুরু ১৯৪২ সাল থেকে...

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: ফুয়েরার যত ডিক্রি ইস্যু করেছেন সেগুলোর জন্যেও কি নিজেকে আপনি দায়ী বলে মনে করেন?

স্পিয়ার: না। হিটলার আমাকে যে-সব নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে যেগুলো পালন করেছি, শুধু সেগুলোর দায়িত্ব নেব আমি। তাঁর দেওয়া সব নির্দেশ অবশ্যই আমি পালন করিনি।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: ...হের স্পিয়ার, কোন সময় পর্যন্ত যতদূর সম্ভব শক্তিশালী

www.pathagar.com

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে আপনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা উৎসর্গ করেছেন এবং তার ফলে যুদ্ধটা বহাল থেকেছে?

স্পিয়ার: ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: তার আগেই যুদ্ধে আপনাদের পরাজয় হয়নি?

স্পিয়ার: সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং সাধারণ পরিস্থিতি দেখে যা মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, তার অনেক আগেই পরাজয় ঘটে গেছে। তবে সেই ব্যক্তির জন্যে যুদ্ধে হার হয়েছে ধরে নিয়ে চূড়ান্ত উপসংহার টানা খুব কঠিন, যাকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করার মুখোমখি হতে হয়েছে।

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: মিস্টার স্পিয়ার, এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছেন?

স্পিয়ার: যুদ্ধের এই পর্যায়ে হিটলার আমাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম থেকে তিনি ফরেন অফিসের রাষ্ট্রদূত হিউয়েলের মাধ্যমে, নানা ধরনের বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন, যাতে বলা হয় বিদেশী শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আদালতে ব্যাপারটা আমাকে কনফার্ম করেন জেনারেলওবাস্ট জডল।

এভাবে হিটলার আমাদের মধ্যে আশা জাগান যে এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, জাপানের মতো, সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলে আমাদের জনগণ মারাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে। তা করার জন্যে, স্বভাবতই, প্রতিরোধ যুদ্ধ যতটা পারা যায় জোরদার করতে হয়েছিল।

হিটলার আমাদের সবার সঙ্গে কীভাবে প্রতারণা করেছেন শুনুন–কূটনীতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখছি আমরা, এ-কথা বলে একদিকে যেমন শান্ত রেখেছেন সমরনায়কদের, এবং নতুন ট্রুপস আর অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে তাজা যুদ্ধজয়ের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আরেকদিকে অন্ধকারে রেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের।

আবার একই সঙ্গে জনগণের মনোবল চাঙা রাখার জন্যে নিয়মিত গুজব ছড়িয়েছেন যে একটা মিরাকল অস্ত্র এই তো এলো বলে...সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া...

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: জেনারেলওবাস্ট জডল আগেই এই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন যে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির করুণ দশা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীরা। কিন্তু তারপরও কি তাঁরা সবাই এক হয়ে হিটলারকে বলতে পারেননি, যুদ্ধটা এবার দয়া করে থামান?

স্পিয়ার: না। হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীরা এক হয়ে কোনো আবেদন জানাননি বা নিজেরাও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। ওরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ এ-সব লোক নিজেদেরকে হয় নির্ভেজাল বিশেষজ্ঞ ভাবতেন, কিংবা মানুষ

www.pathagar.com

এলো হপ্টস্ট্রুমফুয়েরার, তার হাতে ধরা পিস্তল থেকে তখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করতে শুনলাম, "ওই শুয়োরটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

'চারদিকে উন্মত্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সেলগুলোর ভেতর থেকে আতঙ্কিত চিৎকার আর কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছে।

'এসএস সদস্য যারা ডিউটি দিচ্ছিল তাদের একজন, বাকিদের তুলনায় বয়স একটু কম, এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকল না, তা থাকলে কথাগুলো বলত না আমাকে। নিজের মন্তব্য আঙুল দিয়ে চিত্রিত করল সে: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কপালে করা হয়েছে তিনটে গুলি, বাকি দুটো খুলির পিছন দিকে।'

ফন চিয়াশাস্কি এই রিপোর্ট দেওয়ার পর এসএস এবং গেস্টাপোর পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার ভালো একটা ধারণা হয়ে যায়, তাই না?...

যাই হোক, ওটা ছিল ফন চিয়াশাস্কি কথা। আপনি আমাদেরকে বলেছেন ভিয়েনায় আপনার শেষ সময়ের দিকে ব্যারন ফন কেটেলার খুন হন...এখন প্রশ্ন হলো, চার বছর ধরে এতগুলো ক্রনিক খুন হওয়ার পরও এই লোকগুলোর সঙ্গ কেন আপনি ত্যাগ করেননি, কেন জেনারেল ইয়র্ক কিংবা ইতিহাসের অন্য কোনো সাহসী ব্যক্তির মতো উঠে দাঁড়াননি, দাঁড়িয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেননি, বিরোধিতা করেননি এই খুনিদের? কেন?

ফন প্যাপেন:...আমি বেশ বুঝতে পারি, স্যার ডেভিড, আজ আমরা সবকিছু জানার পর, লক্ষ লক্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর, আপনি মনে করছেন জার্মান জনগণ একটা ক্রিমিনালদের জাতি, এবং আপনি বুঝতে পারছেন না যে এই জাতির ভেতরও দেশপ্রেমিক থাকতে পারে।

এ-সব কাজ আমি করেছি আমার দেশের সেবা করার জন্যে, দেশের কাজে লাগার জন্যে, এবং আমি এখানে যোগ করতে চাই, স্যার ডেভিড, মিউনিক চুক্তির আগে পর্যন্ত, এমন কি পোলিশ আন্দোলনেরও আগে পর্যন্ত, জার্মানির ভেতর কী হচ্ছে ভালো করে জানার পরও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো জার্মানির সঙ্গে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল।

ওই একই ধরনের কাজ করায় একজন দেশপ্রেমিক জার্মানকে কেন আপনি তিরস্কার করতে চান, এবং কেন ওই একই আশা পোষণ করবেন, যেমনটি আশা করেছিল প্রধান প্রধান শক্তিগুলো?

স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফে: প্রধান প্রধান শক্তিগুলোর চাকররা খুন হয়ে যায়নি, একের পর এক; এবং আপনার মতো হিটলারের এত কাছাকাছিও ছিল না তারা।

আমি আপনার বিরুদ্ধে যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হলো, এত সব ক্রাইম

www.pathagar.com

সংঘঠিত হচ্ছে জানার পরও নাৎসি সরকারকে আপনার সেবা করে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল আপনি ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং মন থেকে ওদের পক্ষে কাজ করতে চাইছিলেন।

এই দায়টাই আপনার ওপর চাপাবার চেষ্টা করছি আমি–সমস্ত কিছু জানা ছিল বলে স্বীকার করেছেন, আপনার চারধারে নিজ বন্ধুদের, নিজ চাকরবাকরদের খুন হতে দেখেছেন। এ-সব বিষয়ে আপনার কাছে বিশদ তথ্য ছিল, তারপরও ওদের হয়ে কাজ করে যাওয়ার একটাই মানে হতে পারে, আর তা হলো আপনি ওদের প্রতি সদয় ছিলেন।

এটাই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি আমি, হের ফন প্যাপেন।

ফন প্যাপেন: ওটা, স্যার ডেভিড, হয়তো আপনার মতামত; আমার মতামত হলো, পিতৃভূমির পক্ষে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার জন্যে আমি শুধু আমার বিবেকের কাছে দায়ী, আর দায়ী জার্মান জনগণের কাছে; এবং তাদের রায় আমি মেনে নেব।

*

অ্যালবার্ট স্পিয়ার ছিলেন ভালো বক্তা, সপ্রতিভ এবং উদার প্রকৃতির মানুষ, যুদ্ধ শুরুর পরও দীর্ঘসময় যোগ দেননি সরকারে, যদিও নাৎসি পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি সেই ১৯৩১ সালে থেকে।

ওঅর প্রোডাকশন্স মিনিস্টার হিসেবে, জার্মান যুদ্ধোপকরণ ইন্ডাস্ট্রির চেহারা বদলে দিয়ে দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছেন তিনি।

তবে নিজ অ্যাডভোকেট ডক্টর হ্যানস ফ্ল্যায়েক্সনারকে পরিষ্কার ভাষায বলেছেন, হিটলারের প্রতি তাঁর যে ভক্তি ছিল সেটা একসময় হতাশায় পরিণত হয়, এবং যখন উপলব্ধি করলেন এই সংঘর্ষকে জার্মান জনগণের ধ্বংসের বিনিময়ে হলেও চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হিটলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ২০ জুন ১৯৪৬: 'আমি আমার দায়িত্বটুকু স্বীকার করি'–স্পিয়ারের ট্রায়াল

ডক্টর ফ্ল্যায়েক্সনার: কাজের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে হিটলারের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

স্পিয়ার: তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলাম, একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে, সম্ভবত ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; তারপর যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। টডের জায়গায় আমার পদোন্নতির পর বেশ কাছাকাছি হলাম আমরা, ভালো একটা অফিশিয়াল সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হলো...

www.pathagar.com

সব হাতকেই বাস্তবায়িত করতে হবে তাঁর প্ল্যান-পরিকল্পনা। এই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোক ছাড়া আর কাদের ওপর নির্ভর করতে পারতেন হিটলার?

গোয়েরিং ছাড়া কে তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারতেন তাঁর একটা অপরাজেয় নৌ-বাহিনী আছে?

একমত হওয়া যায় না এমন বাস্তবতা কে তাঁর কাছে গোপন রেখেছিল?

হিটলারকে সাবধান করতে ফিল্ড মার্শাল মিলচকে নিষেধ করেননি গোয়েরিং যে তাঁর মতে যুদ্ধে রাশিয়ার সমকক্ষ নয় জার্মানি?

জার্মানি অজেয়, হিটলারের এই ধারণায় কে সমর্থন আর উৎসাহ যুগিয়েছেন কেইটেল, জডল, রেইডার আর ডোয়েনিজ ছাড়া?

গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ সিদ্ধান্তহীনতা আর ভীরুতায় ভুগছে, ভ্রমণবিমুখ হিটলারকে এ-কথা রেবেনট্রপ, ফন নিউরাথ আর ফন প্যাপেন ছাড়া আর কে বিশ্বাস করিয়েছেন?

ইহুদিদের প্রতি তাঁর অন্তরে যে ঘৃণা ধিকিধিকি জ্বলত, স্টেইশার আর রোজেনবার্গ ছাড়া আর কে তাতে ঘি ঢেলেছেন?

কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে হিটলারকে কানটেনব্রুনার ছাড়া আর কে ভুল ধারণা দিয়েছেন?

এই সব লোকজন হিটলারের নাগাল পেতেন, তাঁর কাছে যে-সব তথ্য পৌঁছাত সেগুলোকে তাঁরা প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ করতেন, অথচ এই তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নিতেন তিনি, প্ল্যান তৈরি করতেন, নির্দেশ দিতেন।

চার বছর দুনিয়াকে ধোঁকা দিয়েছেন তাঁরা, পরে আছেন মিথ্যের মুখোশ। তাঁদের সারাজীবনের অভ্যাস এই কাঠগড়াতেও যে অনুশীলন করা হবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।

আপনারা এখন যদি বলতে চান এই লোকগুলো অপরাধী নয়, তা হলে এটা বলাও সত্যকথনই হবে যে কোথাও কোনো যুদ্ধ হয়নি, এবং কাউকে খুন করা হয়নি, সংঘঠিত হয়নি কোনো অপরাধ।

*

গিলবার্ট লক্ষ করেছেন জ্যাকসনের সমাপনী বক্তব্য কাঠগড়ায় উপস্থিত ওঁদের কারো পছন্দ হয়নি।

গুস্তাভ গিলবার্ট: জ্যাকসনের বক্তব্য শোনার পর বিবাদীদের প্রতিক্রিয়া

লাঞ্চের সময়: প্রসিকিউশন এখনও তাঁদেরকে অপরাধী বলে বিবেচনা করছে, এটা উপলব্ধি করে বেশিরভাগ বিবাদী ভাব দেখালেন তাঁরা এতটাই বিস্মিত হয়েছেন যে আহত বোধ করছেন, যেন ঠিক এর উল্টো কিছু আশা করেছিলেন

www.pathagar.com

তাঁরা।

বিনয়ী বন্ধুত্বের মুখোশটা খুলে ফেলে ফন প্যাপেন আমার উপস্থিতিতে ওই বক্তৃতার নিন্দা জানালেন, বললেন, 'এ স্রেফ বিদ্বেষপ্রসূত, লোক খেপানোর একটা বক্তৃতা; এটাকে কোনোভাবেই আমেরিকান জুরিসপ্রুডেন্সের প্রতিনিধিত্বশীল বলা যায় না...এখানে আমরা আট মাস ধরে কী কারণে তা হলে বসে আছি? আমাদের ডিফেন্সের কোনো কথাই প্রসিকিউশন মন দিয়ে শোনেনি। এখনও আমাদেরকে তাঁরা মিথ্যেবাদী আর খুনি বলছেন!'

ডোয়েনিজ সমর্থন করলেন ফন প্যাপেনকে, যেহেতু তাঁর ওপরও আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এরপর আলোচনায় যোগ দিলেন শাখ্‌ট, সমর্থন করলেন বাকি দুজনকে। তিনি বললেন, 'আমার কাছ থেকে বোধহয় আশা করা হয়েছিল, আমি এক লোকের মুখের ওপর বলি যে আমি তোমাকে খুন করার প্ল্যান করছি!–ওটা খুব নিম্নমানের বক্তৃতা হয়েছে।'

তাঁরা সবাই একমত হলেন জ্যাকসনের সমাপনী বক্তৃতায় মান বলে কিছু ছিল না।

গোয়েরিং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে –অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর গর্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে, এবং সে-ব্যাপারে কিছু করতে না পারায় অসহায় বোধ করছেন তিনি।

'আরে, আমি যা ধারণা করেছিলাম ঠিক তাই শুনলাম,' বললেন তিনি। 'আমাকে যত খুশি গালিগালাজ করতে পারেন ভদ্রলোক, তাঁর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আশা করি না।'

মুখে না বললেও, তাঁর ভাবটা যেন এরকম: লাঠি আর পাথর দিয়ে আমার হাড় ভাঙা যাবে, কিন্তু গালিগালাজ কখনো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তবে তাঁর শত্রুদের ঘাড়েও বাড়ি পড়ায় প্রতিহিংসাপ্রবণ সন্তুষ্টি বোধ করেছেন গোয়েরিং, বলেছেন–ভালোই হয়েছে ফেঁসে গেছেন ওঁরা, ভেবেছিলেন কোনোভাবে রেহাই পেয়ে যাবেন।

গোয়েরিং আমাকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন–স্পিয়ার, শাখ্‌ট আর ফন শিরাখ প্রসিকিউশনের সঙ্গে এরকম একটা চুক্তি করেছেন যে নাৎসি রাজত্বের নিন্দা করার বিনিময়ে তাঁদেরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হবে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনার জানা উচিত এরকম কিছু হতে পারে না, সম্ভব নয়।

উত্তরে গোয়েরিং বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো চুক্তি যদি নাও হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই ওঁরা আশা করেছিলেন সহজে পার পেয়ে যাবেন।'

*

জুলাইয়ের শেষদিক থেকে এক মাস জুড়ে বাকি সাত সংগঠনের বিরুদ্ধে আনা

www.pathagar.com

অভিযোগের শুনানি চলল। পুলিশ আর প্যারামিলিটারির অপরাধ ছিল পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। ফ্রেডারিক ই. জোনস, ভবিষ্যতে যিনি একজন ব্রিটিশ লর্ড চ্যান্সেলর হবেন, উলফরাম সিভার্সকে জেরা করলেন।

সিভার্স ছিলেন নাৎসি থিওরির আর্য শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান অ্যানসেস্ট্রল হেরিটিজ অফিস-এর প্রধান। জোনস তাঁর কাছে বিশেষভাবে জানতে চাইলেন ইহুদিদের খুলিগুলো কালেকশন-এর জন্য ঠিক কীভাবে জড়ো করা হতো।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৮ আগস্ট ১৯৪৬: হিমলারের হয়ে খুলি সংগ্রহ

ফ্রেডারিক ই. জোনস: ১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আপনাদের অফিসের ঠিকানায় 'গোপনীয়' ছাপ মারা একটা চিঠি এলো, এলো হিমলারের অ্যাডজুট্যান্টের নামে। তার মানে আপনার নামে, তাই না, সাক্ষি? চিঠিটা আপনার নামে নয়? নীচে এটা আপনারই তো সই, নাকি?

সিভার্স: হ্যাঁ।

ফ্রেডারিক ই. জোনস: চিঠিটা আমি তা হলে পড়ব...

'সাবজেক্ট: রাইখ ইউনিভার্সিটি স্ট্র্যাসবোর্গ-এ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ইহুদি-বলশেভিক কমিশারদের খুলি সংগ্রহ।

'আমাদের সংগ্রহে প্রায় সব জাতি আর মানবগোষ্ঠীর খুলি আছে। তবে, ইহুদি জাতির খুলি সংখ্যায় খুব কমই পাওয়া গেছে, যে কারণে পরীক্ষা থেকে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এই অভাব পূরণের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে আমাদেরকে। ইহুদি-বলশেভিক কমিশারদের খুলি সংগ্রহ করার মাধ্যমে–যারা ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য এবং মানবেতর প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করে–এখন আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করার একটা সুযোগ পেয়েছি।

'পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে এই খুলি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করার সবচেয়ে বাস্তব পদ্ধতি হলো ভেরমাখটকে নির্দেশ দেওয়া সমস্ত জীবিত বন্দি ইহুদি-বলশেভিক কমিশারদের তারা যেন পুলিশের [ফিল্ড পুলিশ] হাতে তুলে দেয়; ফিল্ড পুলিশকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া থাকবে, ওই বন্দিদের সংখ্যা আর অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট একটা অফিসকে জানাবে তারা, এবং ওই বন্দিদের ওপর খুব কড়া নজর রাখবে যতক্ষণ না স্পেশাল একটা প্রতিনিধি পৌঁছায়।

'স্পেশাল প্রতিনিধির দায়িত্ব হবে ওই বৈজ্ঞানিক উপকরণের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া। প্রতিনিধি বলতে একজন ভেরমাখট জুনিয়র ডাক্তার, যার অধীনে একটা গাড়ি আর ড্রাইভার থাকবে। তিনি ওই উপকরণের, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বন্দির জন্মতারিখ, ক্রমিক ফটো, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

তথ্য সংগ্রহ করবেন।

'ইহুদির মৃত্যু ঘটানোর পর দেখতে হবে তার মাথাটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শরীর থেকে মাথাটা কেটে আলাদা করবেন ফিজিশিয়ান, তারপর সিল করা টিন ক্যানে ভরে–এয়ারপ্রুফ টিন ক্যান শুধু এই কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, ভেতরে পচনরোধক তরল পদার্থও থাকবে–পাঠিয়ে দেবেন নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে...সেটা কোথায় তা তাঁর জানা থাকবে।

'ল্যাবরেটরিতে পৌঁছানোর পর খুলিটার পরীক্ষামূলক টেস্ট এবং অ্যানাটমিকাল রিসার্চ করা হবে, সেই সঙ্গে নির্ধারণ করা হবে সংশ্লিষ্ট মাথাটা কোন জাতির সদস্য; এরপর আছে প্যাথলজিকাল পরীক্ষা, মগজের আকার মাপা ইত্যাদি...'

এটাই কি সেই রিপোর্ট, আপনি যেটা ব্র্যান্ট-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন?

সিভার্স: হ্যাঁ, ওটা প্রফেসর হার্ট-এর রিপোর্ট।

ফ্রেডারিক ই. জোনস: জ্যান্ত মানুষের খুলি কীভাবে আপনারা সংগ্রহ করতেন?

সিভার্স: আমি আপনাকে বিশদ বর্ণনা দিতে পারব না। এর আগে জেরার সময় আমি বলেছিলাম যে এ-ব্যাপারে খোদ প্রফেসর হার্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

ফ্রেডারিক ই. জোনস: দেখুন, সাক্ষি, আমি আপনাকে সত্যি কথা বলার আরেকটা সুযোগ দিতে চাই। আপনি কি এই ট্রাইবুনালকে বলতে চাইছেন যে ওই সব খুলি আর কঙ্কাল সংরক্ষণের জন্য কীভাবে সংগ্রহ করা হতো সে-সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না? আপনার কোনো ধারণাই ছিল না?

সিভার্স: আপনি যা জানতে চাইছেন তা হয়তো রিপোর্ট থেকেই জানা যেতে পারে। তারপর এই কাজের জন্যে হিমলারের নির্দেশে লোকজনকে নিয়োগ দেওয়া হতো।

ফ্রেডারিক ই. জোনস: কাজটা চালু করত কে? তাতে আপনার কি অংশগ্রহণ ছিল? শরীর সংগ্রহ করায়?

সিভার্স: না, একেবারেই না; এবং আমি এ-ও জানতাম না গোটা ব্যাপারটা কীভাবে গড়ে উঠল, যেহেতু হিমলার আর হার্টের মধ্যে তার আগে সরাসরি যে-সব যোগাযোগ এবং কনফারেন্স হয়েছে সে-সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল ছিলাম না...

ফ্রেডারিক ই. জোনস: ...আপনি তো তার আগে থেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে হিমলারের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, সাক্ষি–কি, ঠিক না? আপনি তাঁর এজেন্ট ছিলেন, কঙ্কাল বানাবার জন্যে ওই সব জীবিত মানুষ সংগ্রহ করতেন।

সিভার্স: সেটা এই আঙ্গিকে ঠিক নয়, প্রযোজ্য নয়। গোটা ব্যাপারটা সময়ের এত দীর্ঘ একটা পরিসর নিয়ে ঘটেছে যে পুরো যোগাযোগ সম্পর্কে সব কথা এখন হঠাৎ এক মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না, আমি যেহেতু জড়িত ছিলাম বিশেষ...

ফ্রেডারিক ই. জোনস: এক মিনিট, সাক্ষি। এই কঙ্কাল সংগ্রহ করতে গিয়ে কত

www.pathagar.com

মানুষকে খুন করা হয়েছে?

সিভার্স: এই রিপোর্টে ১৫০ জনের কথা বলা হয়েছে।

ফ্রেডারিক ই. জোনস: মাত্র এই কজনকে মেরে ফেলতে সহায়তা করেছেন আপনি, সত্যি তাই?

সিভার্স: এ-সব মানুষকে মেরে ফেলার সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব ছিল না। আমি এখানে স্রেফ একজন পিয়নের দায়িত্ব পালন করেছি।

*

সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি অগাস্টের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এরপর, কন্টিনেন্টাল ল-র সঙ্গে আপস করে, একুশজন বিবাদীর প্রত্যেককে আরও একবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়, সর্বশেষ একটা করে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়ার মাধ্যমে।

প্রথমে কথা বলার সুযোগ পান গোয়েরিং। তাঁর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের অভিযোগ, আতঙ্ক ছড়িয়ে যুদ্ধ বাধাবার যে ষড়যন্ত্র নাৎসিরা করেছিল, তার প্রতিটি স্তরে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। সুযোগ পেয়ে আগের কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন গোয়েরিং, যা কিছু তিনি করেছেন, দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই করেছেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩১ অগাস্ট ১৯৪৬: রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যক্তি–আদালতে গোয়েরিঙের চূড়ান্ত বক্তব্য

হারম্যান উইলহেম গোয়েরিং:

বাদীপক্ষ, তাঁদের চূড়ান্ত বক্তব্যে, বিবাদী আর তাঁদের সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণ অপদার্থ বলেছেন। শপথ নিয়ে দেওয়া বিবাদীদের বিবৃতি নির্ভেজাল সত্য বলে গ্রহণ করা হয় যখন অভিযোগগুলোকে তাঁরা সমর্থন করেন, কিন্তু ওই একই মানুষের কাছ থেকে পাওয়া বিবৃতি মিথ্যে বলে ঘোষণা করা হয় যদি অভিযোগগুলোকে সমর্থন করা না হয়।

এটা বেশ সহজ বটে, কিন্তু সত্য-মিথ্যে প্রমাণ করার বিশ্বাসযোগ্য কোনো পন্থা নয়...

প্রসিকিউশন বলছে আমি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়াই প্রমাণ করে কোথায় কি ঘটেছে অবশ্যই তার সব খবর আমি জানি, কিন্তু তারা কোনো ডকুমেন্ট বা অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাখিল করে দেখাতে পারছে না যে শপথ নিয়ে আমি মিথ্যেকথা বলেছি। কাজেই এটা শুধু একটা অপবাদ এবং সন্দেহ, প্রসিকিউশন যখন বলে, 'গোয়েরিং যদি না জানে তা হলে আর কে জানবে, যিনি ছিলেন ফুয়েরারের উত্তরাধিকারী?'...

প্রসিকিউশনের তরফ থেকে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য পঁচিশ বছর

www.pathagar.com

সময়সীমার ভেতর থেকে ব্যক্তিবর্গের বিবৃতি [স্টেটমেন্ট] সংগ্রহ করা হয়েছে, যে-সব বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা পরিস্থিতিতে, ওই সময় ওগুলো থেকে কোনো পরিণতি বা ফলাফল বেরুচ্ছিল না, অথচ এই আদালতে সেগুলো থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে অসৎ উদ্দেশ্য আর অপরাধের প্রমাণ হিসেবে, কিন্তু ও-ধরনের বিবৃতি উত্তেজনার বশে বা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে খুব সহজেই মানুষ দিয়ে থাকে–উত্তেজনা এবং বিশেষ পরিস্থিতি, দুটোই হয়তো তখন বিদ্যমান ছিল। প্রতিপক্ষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও পাওয়া যাবে না যারা গত সিকি শতাব্দী সময়সীমার ভেতর এরকম মন্তব্য মুখে বলেননি বা কোথাও লেখেননি।

এই পঁচিশ বছরে যা কিছু ঘটেছে–কনফারেন্স, বক্তৃতা-বিবৃতি, কর্ম-তৎপরতা এবং সিদ্ধান্ত–প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে চাইছে শুরু থেকেই অবিচ্ছিন্ন একটা যোগাযোগের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত একটা লক্ষ্য পূরণ করতে চাওয়া হয়েছে। এটা প্রকাণ্ড একটা ধারণা, যার ভেতর বিন্দুমাত্র যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, এবং যা একদিন না একদিন ইতিহাসের দ্বারা সংশোধন করা হবে, এখানকার কর্ম-তৎপরতা সেদিন সঠিক ছিল না বলে প্রমাণিত হবে, প্রমাণিত হবে এ-সব অভিযোগ...

মিস্টার জ্যাকসন আরও বলেছেন যে অভিযোগ এনে কেউ একটা রাষ্ট্রকে শাস্তি দিতে পারে না, তবে ওই দেশের নেতাদের অবশ্যই দায়ী করা যায়। কথাটা যেন সবাই ভুলে গেছেন যে জার্মানি একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, এবং জার্মান জাতির নিজস্ব আইনগত বিধি-বিধান বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের নাক গলানোর বিষয় হতে পারে না। যথা সময়ে কোনো রাষ্ট্র রাইখকে নোটিশ দেয়নি, বলেনি ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের পক্ষে কোনো তৎপরতাকে মামলা এবং সাজার কারণ হিসেবে দেখা হবে।

অপরদিকে, আমাদেরকে যদি, স্বতন্ত্র নেতা হিসেবে, জবাবদিহি করতে হয় এবং দণ্ড দেওয়া হয়–খুব ভালো কথা; কিন্তু একই সঙ্গে আপনারা জার্মান জনগণকে সাজা দিতে পারবেন না। জার্মান জনগণ ফুয়েরারের ওপর তাদের আস্থা রেখেছিল, এবং তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের অধীনে ঘটনাসমূহের ওপর তাদের কোনো প্রভাব বা হাত ছিল না...

আমি কোনো যুদ্ধ চাইনি, যুদ্ধটা আমি ডেকেও আনিনি। সমঝোতার মাধ্যমে তা বন্ধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করেছি আমি। তারপর যখন শুরু হয়ে গেল, সেই যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি।

দুনিয়ার তিনটে মহাশক্তি যখন, আরও অনেক রাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে, আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল, তখন বাধ্য হয়েই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে আমাদেরকে পরাজিত হতে হলো।

যা করেছি তা স্বীকার করতে পিছপা নই আমি, কিন্তু জোরালো প্রতিবাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে বলতে চাই যুদ্ধের মাধ্যমে বিদেশী লোকজনকে খুন করা, তাদের সর্বস্ব অপহরণ করা, কিংবা তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা, অথবা অন্য কোনো অপরাধ করা আমার কর্ম-তৎপরতার লক্ষ্য ছিল না।

একমাত্র যে উদ্দেশ্য আমাকে গাইড করেছে তা হলো আমার দেশের জনগণের প্রতি আমার ভালোবাসা, তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, তাদের স্বাধীনতা এবং তাদের সুখী জীবন। আর আমি যে সত্যি কথা বলছি, তার সাক্ষি হিসেবে থাকল সর্বশক্তিময় ঈশ্বর এবং জার্মান জনগণ।

*

এরপর হ্যাসের বক্তব্য রাখার পালা। শুরুতে তাঁর কথায় যুক্তি পাওয়া গেলেও, খানিক পরই পরিষ্কার হয়ে গেল এখনো তাঁর মাথার অবস্থা পুরোপুরি ঠিক নেই।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩১ অগাস্ট ১৯৪৬: 'চকচকে অপলক চোখ'-আদালতে হ্যাসের চূড়ান্ত বিবৃতি

আমি আগেই বলেছি ইংল্যান্ডের নির্দিষ্ট একটা ঘটনা অতীতের কিছু ট্রায়ালের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে আমাকে। তার কারণ হলো বন্দি অবস্থায় আমার চারপাশের লোকজন আমার প্রতি অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় আচরণ করেছে, যার ফলে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছাই এই লোকগুলোর মন-মানসিকতা স্বাভাবিক নয়। এরা কিছু সময় পর পর বদলে যেত।

বদলে যাওয়া লোকগুলো চলে যাওয়ার পর নতুন যারা আসত তারা সবাই অদ্ভুত চোখের অধিকারী। ওগুলো চকচকে, যেন স্বপ্ন দেখছে। এই লক্ষণ মাত্র কদিন থাকত, তারপর আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যেতো। তখন সুস্থ লোকজনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য করা যেতো না। এই অদ্ভুত চোখ আমি শুধু একা দেখিনি, ওই সময় যে ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছিলেন, ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন ভদ্রলোক, একজন স্কটম্যান, ডক্টর জনস্টনও ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন...

মিস্টার প্রেসিডেন্ট [বাধা দিয়ে]: বিবাদী হ্যাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তিনি এরইমধ্যে তাঁর নির্ধারিত ২০ মিনিট পার করেছেন, এবং ট্রাইবুনাল আগেই জানিয়েছিল যে শুনানির এই পর্যায়ে এসে কোনো বিবাদীকে খুব বেশি কথা বলার সুযোগ দেওয়া যাবে না। কাজেই, ট্রাইবুনাল আশা করে বিবাদী হ্যাস তার বক্তৃতা এখন শেষ করবেন...

হ্যাস: আদালতের সামনে আমার পক্ষে যে বিবৃতি আমার উকিল দিয়েছেন, সেটা তাঁকে আমি ইতিহাস আর আমার জনগণের ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে রচনা করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আমার কাছে এখন শুধু এই ব্যাপারটারই গুরুত্ব আছে। যারা অভিযোগকারী তাদের বিরুদ্ধে নিজেকে আমি রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি, আমার এবং আমার দেশবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কোনো অধিকার

www.pathagar.com

তাদের আছে বলে আমি স্বীকার করি না। এখানে আমি অভিযোগ নিয়ে কোনো আলোচনাই করব না, কারণ ওগুলো নির্ভেজাল জার্মান বিষয়, কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার বিদেশীদের থাকতে পারে না। আমার সম্মানকে লক্ষ্য করে, আমার জনগণের মর্যাদাকে লক্ষ্য করে যে-সব আক্রমণ করা হয়েছে, আমি তারও কোনো প্রতিবাদ করছি না...

আবার যদি নতুনভাবে শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয় আমাকে, আমি ঠিক তাই তাই করব যা যা করেছি, এমন কি যদি আমার এ-ও জানা থাকে যে তাতে আমার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি আছে। মানুষ কী করবে না করবে তাতে কিছু আসে যায় না, কোনো একদিন চিরন্তন বিচারিক আরশের সামনে দাঁড়াব আমি। তাঁকে জবাবদিহি করব, এবং আমি জানি তিনি আমাকে নির্দোষ বলে রায় দেবেন।

*

সাবেক পুলিশ অফিসার উইলহেম ফ্রিক দশ বছর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। নাৎসির বিরোধিতাকারীদের চুপ করাতে ভারি ওস্তাদ ছিলেন তিনি–ধরে সরাসরি কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতেন। তবে ক্রমশ বাড়তে থাকা হিমলারের প্রভাবের দরুন সিকিউরিটি সার্ভিসে তার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সাল থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া শাসন করেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩১ অগাস্ট ১৯৪৬: 'আমার বিবেক পরিষ্কার'–আদালতে উইলহেম ফ্রিকের চূড়ান্ত বিবৃতি

উইলহেম ফ্রিক: অভিযোগের ব্যাপারে আমার বিবেক পরিষ্কার। আমার গোটা জীবন ব্যয় হয়েছে জনগণ আর পিতৃভূমির সেবা করে...

জোর দিয়ে বলতে পারি আমার জায়গায় কোনো দেশপ্রেমিক আমেরিকান নাগরিক বা অন্য কোনো দেশের নাগরিক হলে আমি যা করেছি তারাও তাই করত, যদি তাদের দেশ এই একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ত। আমি যদি অন্য রকম আচরণ করতাম, সেটা হতো আনুগত্যের শপথভঙ্গ এবং চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

*

হ্যানস ফ্রেৎশে নিজেকে অসংখ্য নাৎসি ভুক্তভোগীর মধ্যে আরো একজন হিসেবে দেখেছেন।

ট্রায়াল প্রতিলিপি, ৩১ অগাস্ট ১৯৪৬: আমার বিশ্বাস ছিল হিটলারের ওপর'–আদালতে ফ্রেৎশের সর্বশেষ বিবৃতি

শেষ কথা বলার এই বিরাট সুযোগটা আমি খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে নষ্ট করব না, ওগুলো সবই প্রতিলিপি আর ডকুমেন্টে পাওয়া যাবে। আমি সকল অপরাধের

www.pathagar.com

যোগফলের দিকে দৃষ্টি দেব, প্রসিকিউশন যেহেতু অভিযোগ করছে একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এইসব অপরাধের সঙ্গে আমারও যোগসূত্র আছে।

এই অভিযোগ সম্পর্কে শুধু বলতে পারি যে রেডিও টকে আমি যদি কোনো রকম অপপ্রচার ছড়িয়ে থাকি, যদি আর্য জাতির থিওরিকে সমর্থন করে থাকি, যদি অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করে থাকি, মানুষকে যদি যুদ্ধ, খুন-জখম, অমানবিক কিছু করতে প্ররোচিত করে থাকি, তা হলে, ট্রাইবুনালের ভদ্রমহোদয়গণ, জার্মান জনগণ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং আমি যে সিস্টেমের কথা বলি তা প্রত্যাখ্যান করত...

হিটলার আমাকে আন্তরিক শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি সরল বিশ্বাসে তাঁর কথায় আস্থা রেখেছিলাম।

...জার্মানির অপরাধ সম্পর্কে সমস্ত বিদেশী রিপোর্ট জার্মান অফিশিয়াল প্রত্যাখ্যান করেছিল, আমিও ওই রিপোর্টগুলোকে মিথ্যে বলে বিশ্বাস করেছিলাম। জার্মান রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে বড় করে দেখাবার জন্যে আমার সেই বিশ্বাস আমি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এটাই আমার অপরাধ–না এরচেয়ে বেশি, না এরচেয়ে কম।

www.pathagar.com

নয়

সেপ্টেম্বর ১৯৪৬: রায়ের জন্য অপেক্ষা

সেপ্টেম্বরের শুরুতে বিচারকরা আদালত মুলতবি করে দিয়ে রায়ের ব্যাপারে একমত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। যদিও রায়ের খসড়া [যে কর্মভার লরেন্স বেশিরভাগটাই বারকেটের ওপর চাপিয়ে ছিলেন] এরইমধ্যে হাতে এসে গিয়েছিল, কিন্তু এক-একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে ধরে সতর্ক বিবেচনার মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে দেখা গেল চরম বিতর্ক ও মতপার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই অবস্থা একমাস ধরে চলল। হ্যানস ফ্রেৎশে সহ অন্যান্য বন্দিদের মনে হতে লাগল সময় এগোচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক ধীর গতিতে।

হ্যানস ফ্রেৎশে: 'আমরা কিছু বলতে চেয়েছিলাম...'

জেলখানার সেলে শেষ কয়েকটা হপ্তা পার করতে অসহনীয় কষ্ট হয়েছে আমাদের। রোজকার মতো একদিন উঠানে হাঁটাহাঁটি করছি আমরা, দেখলাম একটা গেটে প্রচুর বাঁশ ডেলিভারি দেওয়া হলো। তারপর একসময় আমরা শুনতে পেলাম কাঠমিস্ত্রীরা কাজ করছে। আমাদেরকে বলা হলো জেলখানার পেছনের বাগানে একটা পাঁচিল তৈরি করা হবে।

কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম কথাটা সত্যি নয়। আসলে জিমনেশিয়ামের ভেতর মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছিল, দর্শকদের বসার জন্য আলাদা আসনব্যবস্থা সহ। কাঠমিস্ত্রীদের হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শুনে আমরা বুঝতে পারতাম কাজ কতটুকু এগোল।

শেষ ওই হপ্তাগুলোয় আমেরিকান অফিসাররা আমাদের যুক্তিসঙ্গত প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ করার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। তিন বা চারজনের দল হিসেবে মিলিত হতে পারতাম আমরা।

তবে অভিযুক্তরা কেউ চাইলেই তাঁর স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না, তার জন্যে দরকার হতো দীর্ঘ অপেক্ষা আর কষ্টকর প্রস্তুতি। এই

www.pathagar.com

সুযোগ কমান্ড্যান্ট অনুমোদন করতেন না, অনুমতিটা আসত ট্রাইবুনাল থেকে বিশেষ নির্দেশ হিসেবে। ট্রায়াল শুরুর পর থেকে এটাই আমাদের, বা আমাদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, পরিবারের সঙ্গে দেখা করার প্রথম সুযোগ ছিল।

স্বজনদের সঙ্গে বন্দিদের এই দেখা-সাক্ষাতের আবেগপ্রবণ দিকটা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনেকেরই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকত না। এরকম একটা দিনে গোয়েরিঙকে আমি দেখেছি, সেদিন তিনি তাঁর প্রশান্ত ভাবটা ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

শনিবার, ২৯ নভেম্বর, দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং রোববারে প্রতিটি সেলে নেমে এলো গভীর হতাশা।

আর সোমবারে ঘটল অপেক্ষার অবসান।

www.pathagar.com

দশ

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬: রায়

ট্রায়াল উত্তেজনার চরমে পৌঁছাল ৩০ সেপ্টেম্বরে। প্রায় একবছর ধরে, অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ হওয়ার পর থেকে, নাটকীয় এবং রোমহর্ষক সব ঘটনা উন্মোচিত হতে দেখেছে দুনিয়ার মানুষ, কখনো প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে, কখনো চরম অবিশ্বাস নিয়ে। এবার, অবশেষে, মামলা রুজু করার আইনগত বৈধতা নিয়ে বিতর্কের অবসান হয়েছে, বিচারকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং সব বিবাদীকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে কাঠগড়ায়। অপেক্ষমাণ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁরাও যার যার নিয়তি শোনার জন্যে প্রস্তুত, প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নিজেদের ভয় যেন প্রকাশ হয়ে না পড়ে, কেননা সমস্ত চোখ এখন তাঁদের ওপর।

হ্যানস ফ্রেৎশে: রায় শোনা

কাঠগড়ায় আসন গ্রহণ করার সময় আমরা দেখতে পেলাম হলঘর লোকে ভর্তি হয়ে গেছে, একটা সিটও খালি নেই কোথাও। প্রেস, রেডিও, নিউজরিল-এর প্রতিনিধিরা এমন কি আগের চেয়েও বেশি সংখ্যায় উপস্থিত আজ; কিন্তু রোজকার মতো ফিসফাস আওয়াজ নেই, এমন কি কোর্টের মার্শাল যখন নিয়ম ধরে সবাইকে কথা না বলার অনুরোধ জানালেন তখনও আদালতের ভেতর পিন-পতন নীরবতা বিরাজ করছে।

প্রথমে শুরু হলো, রায় প্রদানের আগে, গোটা বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মূল্যায়ন। তাতে ট্রায়ালের পুরো বৃত্তান্ত থাকল, সঙ্গে মূল মূল পয়েন্ট নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও সমাধান। এই মূল্যায়ন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো আদালত বাদীপক্ষের তরফ থেকে প্রদর্শিত যুক্তি সমর্থন করেছেন, এবং এমন বহু ডকুমেন্টের এভিডেন্স গ্রহণ করেছেন যেগুলোর বিরুদ্ধে বিবাদীরা গুরুতর এবং জোরাল আপত্তি তুলেছিল।

সেদিন রাতে আমরা সবাই খুব মনমরা হয়ে জেলখানার সেলে ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

কারণ পরদিন সকালে আমরা যার যার নিয়তি জানতে পারব।

মঙ্গলবারে আমরা দেখলাম কোর্ট রুম অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। পরিবেশ আগের মতোই-লোকের ভিড়ে উপচে পড়ছে হলঘর, ভাব-গম্ভীর নীরবতা অটুট, কিন্তু গত দশ মাস ধরে উজ্জ্বল যে বাতিগুলো হলঘরের প্রতিটি কোণ আর ইঞ্চি দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছিল সেগুলোকে নিস্তেজ, ম্লান করে রাখা হয়েছে।

আদালত চান না রায় শোনার মুহূর্তে বন্দিদের কারো ফটো তোলা হোক।

এরকম একটা অপ্রত্যাশিত কৌশল দেখে সবাই আমরা বিস্মিত হলাম, একই সঙ্গে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব লক্ষ করে।

ফটোগ্রাফাররা আসেননি ঠিকই, তবে তাঁদের সিট খালি পড়ে নেই, সেখানে জায়গা পেয়েছেন রেডিও রিপোর্টাররা, কাঁচের খুদে খাঁচা নিয়ে সবখানে উপস্থিত তাঁরা, প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তালিকা করা যায় এমন সবগুলো ভাষায়। এই মানুষগুলো আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করছেন, আমাদের কেউ যদি চোখের পাতা ফেলেন সেটাও রিপোর্ট করতে ভুলছেন না।

আমাদের জন্যে এর মানে হলো, সবাইকে মুখোশ পরে থাকতে হবে। পরলামও তাই, কারণ অনুভব করলাম যে ভীতিকর উত্তেজনা আমাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে সেটা কোনো অবস্থাতেই প্রকাশ করা যাবে না।

প্রথমে রায় দেওয়া হলো অভিযুক্ত সংগঠনগুলোর অপরাধ সম্পর্কে, সেটা বেশ খানিকটা বিস্মিত করল আমাদের। রাইখ সরকার, এসএ, জেনারেল স্টাফ, আর্মির সুপ্রিম কমান্ডসহ অন্যান্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান ক্রিমিনাল নয় বলে ঘোষণা করা হলো। এর মানে কি, নিজেদের প্রশ্ন করলাম আমরা, কোনো এক পর্যায়ে আদালত বাদীপক্ষের যুক্তির সঙ্গে একমত হননি?

তারপর শুরু হলো আমাদের পালা।

আদালতের সাধারণ সিদ্ধান্ত এবং সেই সঙ্গে যে চার রকম বিবেচনায় [কাউন্ট] আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া হবে, গিল্টি অর নট গিল্টি, শোনার জন্যে কাঠগড়ায় একসঙ্গে থাকলাম আমরা সবাই; তারপর দণ্ড ঘোষণা করা হবে প্রত্যেকের আলাদাভাবে; প্রতিটি মানুষ, যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তাকে একা দাঁড়িয়ে শুনতে হবে তার কী সাজা হয়েছে।

প্রতিটি কেসে আটজন বিচারক পালা করে রায় ঘোষণা করবেন এবং সাজা পড়ে শোনাবেন।

ঘরভর্তি লোক। অটুট নীরবতা। শুরু হলো কাউন্টের পর কাউন্ট ধরে গিল্টি অর নট গিল্টি ঘোষণা।

বেশিরভাগ বিবাদী, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রভাবিত করার মতো যখনই কোনো সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে কান থেকে এয়ার ফোন খুলে ফেললেন,

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে যা বলা হলো তার কি মানে বোঝার জন্যে চিন্তা করছেন, চাইছেন না অন্য কোনো শব্দ তাঁর চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করুক, যে সিদ্ধান্তে তাঁর দণ্ড সম্পর্কে এখনো কিছু বলা হয়নি।

ডক্টর শাখ্‌ট, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, বিচারকদের এই সিদ্ধান্ত ঠাণ্ডা নির্লিপ্ততার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

মুক্তির খবর শোনার সময় মুহূর্তের জন্যে লালচে হয়ে উঠল ফন প্যাপেনের চোখ-মুখ।

আমার নিজের ব্যাপারটা যদি বলি, আমি ইচ্ছে করেই জল্পনাকল্পনা থেকে বিরত ছিলাম। মনটাকে আবেগশূন্য রাখতে কঠিন চেষ্টা করতে হয়েছে আমাকে, শুধু শুনে গেছি কি বলা হচ্ছে। নিজের গ্রহণক্ষমতা আমি এমন মাত্রায় নামিয়ে আনি যে কোর্ট স্টাফের পালাবদলটাও লক্ষ করিনি, এবং এই প্রথমবারের মতো এতদিনের পরিচিত মুখগুলোর কারো না কারো উদ্দেশে যে সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকাতাম সেটার প্রতি অবহেলা দেখানো হয়ে গেল।

হঠাৎ অনুভব করলাম ওদের কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ তুলে তাকাতে দেখলাম একজন ইলেকট্রিশিয়ান ঠোঁট দিয়ে নিঃশব্দে কিছু উচ্চারণ করছে, যেটা 'খালাস' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আমি মাথা নাড়লাম, কাঁধ ঝাঁকালাম।

ইঙ্গিতটা পুনরাবৃত্তি করা হলে।

এবার ভয় পেলাম ব্যাপারটা না আর কারো চোখে পড়ে যায়। চারদিকে চোখ বোলালাম, আমার দৃষ্টি স্থির হলো নেতৃস্থানীয় একজন বাদীপক্ষের ওপর, বোঝা গেল ছোট্ট ঘটনাটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, কারণ তিনি তাঁর মাথাটা একবার ঝাঁকালেন, যেন মেসেজটা সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত করতে চাইছেন, সেই সঙ্গে জার্মান ভাষায় ওই শব্দটাই ঠোঁট দিয়ে নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন।

ঠিক ওই মুহূর্তে আমি শুনতে পেলাম আমার পাশে বসা নিউরাথের রায় পড়ে শোনাচ্ছেন আদালত, যাকে চার কাউন্টেই গিল্টি বলে সাব্যস্ত করা হলো।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, আমার ভয় হলো তিনি না স্ট্রোকে আক্রান্ত হন...

*

বিচারকদের সিদ্ধান্ত আদালতের প্রায় সবাইকে বিস্মিত করল। কিছু পর্যবেক্ষক আশা করেছিলেন, অভিযুক্তদের সবাইকে গিল্টি বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, এবং কেউ যদি কোনোভাবে ফাঁসির ফাঁস থেকে রেহাই পায়ও, তার তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতেই হবে।

কিন্তু তার বদলে দেখা গেল ফন প্যাপেন এবং শাখ্‌ট বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন, বিশেষত এই কারণে যে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা শুরু হয়েছিল যুদ্ধ লাগার অনেক

www.pathagar.com

বছর আগে।

অপরদিকে ফ্রেৎশে ছিলেন নাৎসি রাজত্বের প্রায় হুবহু প্রতিচ্ছবি।

বাকি সবাই গিল্টি সাব্যস্ত হলেন, তবে সবাই প্রতিটি কাউন্টে নয়, বা প্রতিটি অভিযোগে নয়।

উদাহরণ হিসেবে-চার কাউন্টে আনা অভিযোগের মধ্যে দুটো কাউন্টে নিষ্কৃতি পান হ্যাস, স্পিয়ার আর সসকেল; ফন শিরাখ আর স্টেইশার দুটো কাউন্টের একটা থেকে মুক্তি পান-দুজনেই কাউন্ট টু থেকে; ওদিকে কালটেনব্রুনার আর ফ্রিকও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ থেকে রেহাই পান।

শুধু গোয়েরিং, রেবেনট্রপ, কেইটেল, রোজেনবার্গ, জডল আর নিউরাথ প্রতিটি, অর্থাৎ চার কাউন্টেই দোষী বলে সাব্যস্ত হন। আর রেইডারকে গিল্টি বলা হয়েছে যে-কটা বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে-তিন কাউন্টে-সবগুলো সত্যি প্রমাণিত হওয়ায়।

www.pathagar.com

এগারো

১৯৪৬, অক্টোবরের শুরু: শাস্তি

এক এক করে, যারা গিল্টি প্রমাণিত হয়েছেন, তাঁদেরকে সাজা গ্রহণের জন্য ফিরিয়ে আনা হলো কোর্ট রুমে। গোয়েরিং, যে সুটটা পরে আছেন ট্রায়াল শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রমশ ঢিলে হচ্ছে সেটা, হেডফোন নিয়ে কি একটা সমস্যায় পড়লেন। মেরামত করা হলো, ওটা পরে নিজের মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনলেন তিনি।

ভয়ে-আতঙ্কে সাদা দেখাচ্ছিল রেবেনট্রপকে, তবে ভাব-গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারলেন তিনি।

কালটেনব্রুনার তাঁর সাজার রায় গ্রহণ করলেন বেঞ্চের উদ্দেশে মাথা নত করে।

তবে এক গার্ডকে চড় মারলেন হ্যাস, বেচারা হেডফোনটা দিতে যাচ্ছিল তাঁকে–ওটা তিনি পরতে অস্বীকৃতি জানান।

অভিযুক্তরা সবাই আবার যখন নিজেদের সেলে ফিরে এলেন, নিয়তি জানার পর কার কি প্রতিক্রিয়া হলো জানার চেষ্টা করলেন গিলবার্ট।

গুস্তাভ গিলবার্ট: 'মৃত্যু–রশিতে ঝুলিয়ে!'

একজন একজন করে ডেকে প্রত্যেককে শোনানো হবে কার কী শাস্তি হয়েছে, দোষী সাব্যস্ত বিবাদীরা যখন সেই ডাক পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এই ফাঁকে বেকসুর খালাস পাওয়া বিবাদীদের সঙ্গে আলাপ করলাম আমি–শাখ্‌ট, ফন প্যাপেন আর ফ্রেৎশের সঙ্গে–ওঁরা তখন নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে তৃতীয় সারির সেলে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ফ্রেৎশে এত বেশি আড়ষ্ট আর ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন, যেন একটা মাতাল, টলতে টলতে ঢলে পড়ার উপক্রম করছেন।

'আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'এখানেই আমাকে

www.pathagar.com

মুক্তি দেওয়ায়, এবং এ-কথা বুঝতে পেরে যে এমন কি রাশিয়াতে আমাকে ফেরত পাঠানো হবে না। এতটা আমি সত্যি আশা করিনি।'

ফ্রেৎশে এ-কথা ভেবে আনন্দিত যে ট্রাইবুনাল উপলব্ধি করেছেন স্ট্রেইচারের মতো ঘৃণা ছড়াননি তিনি।

ফন প্যাপেন উল্লসিত, এবং বোঝা গেল তিনিও কম বিস্মিত হননি। 'মনে মনে এমনটি আমি আশা করলেও, তবে সত্যি সত্যি প্রত্যাশা করিনি।'

ফন নিউরাথের প্রতি করুণা প্রকাশ পায় এরকম একটা ভঙ্গি করলেন তিনি, তারপর পকেট থেকে একটা কমলালেবু বের করে, লাঞ্চ থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাকে দিয়ে বললেন, দয়া করে এটা আপনি ফন নিউরাথকে দেবেন।

ফ্রেৎশে তাঁর কমলাটা ফন শিরাখকে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

শাখ্ট অবশ্য নিজের কমলা নিজেই খেলেন।

তারপর দোষী সাব্যস্ত আসামীরা যে যার শাস্তি শোনার পর একে একে ফিরে আসতে লাগলেন। আমার ডিউটি ছিল যে যখন ফিরে আসছেন তাঁর সঙ্গে তাঁরই সেলে দেখা করা। প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞেস করলাম কার কি সাজা হয়েছে।

প্রথমে ফিরলেন গোয়োরিং, ধীর পায়ে ঢুকলেন নিজের সেলে, ম্লান চেহারা জমাট পাথর হয়ে আছে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো।

'মৃত্যু!' নিজের কটে ধপাস করে বসে একটা বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চারণ করলেন শব্দটা। নিরুদ্বিগ্ন একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেও তাঁর হাত কাঁপছিল।

লক্ষ করলাম চোখ দুটো ভেজা ভেজা, হাঁপাচ্ছেন, প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আবেগের লাগাম টেনে রাখার। কাঁপা কাঁপা গলায় আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যেন কিছুক্ষণ তাঁকে একা থাকতে দিই।

হ্যাস ফিরলেন গর্বিত একটা ভাব নিয়ে, নার্ভাসভঙ্গিতে হাসছেন, বললেন তিনি এমন কি শোনেনওনি, কাজেই বলতে পারবেন না কী সাজা দেওয়া হয়েছে–এবং তারচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা তিনি গ্রাহ্যই করেননি।

গার্ড তাঁর হ্যান্ডকাফ খুলে নিচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তাঁকে কি কারণে হাতকড়া পরানো হয়েছিল, অথচ গোয়েরিঙকে পরানো হয়নি?

আমি বললাম, প্রথম বন্দির বেলায় হয়তো কেউ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা।

আবার হেসে উঠলেন হ্যাস, তারপর রহস্যময় একটা ভঙ্গিতে বললেন কারণটা তিনি জানেন।

[একজন গার্ড আমাকে বলেছিল, হ্যাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।]

রেবেনট্রপ ফিরলেন উদভ্রান্তের মতো। এলোমেলো পা ফেলে সেলের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন বিড়বিড় করে, 'মৃত্যু! মৃত্যু! এখন আর আমি আমার

www.pathagar.com

সুন্দর সুন্দর স্মৃতিগুলো লিখে রেখে যেতে পারব না। চুচুচু! চুচুচু! কী ভীষণ ঘৃণা! ইস্! ইস!' তারপর বসলেন, একদম ভেঙে পড়েছেন, তাকিয়ে থাকলেন শূন্যে...

কেইটেল এরইমধ্যে সেলে ফিরেছেন, আমি যখন ভেতরে ঢুকছি তাঁর পিঠ তখন দরজার দিকে ফেরানো। বন্ করে ঘুরলেন তিনি, তড়াক করে সেলের শেষপ্রান্তে অ্যাটেনশন হলেন, পাকানো মুঠো দুটো শক্ত, হাত আড়ষ্ট, চোখে নগ্ন আতঙ্ক।

'মৃত্যু-রশিতে ঝুলিয়ে!' ঘোষণার সুরে বললেন তিনি, প্রচণ্ড অসন্তোষে কণ্ঠস্বর কর্কশ। 'ওটা থেকে, অন্তত, আমাকে রেহাই দেওয়া হবে বলে মনে করেছিলাম। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হবে এমন একজন লোকের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি আগে যেমন ছিলাম এখনও ঠিক তেমনি আছি। আপনি যদি দয়া করে এই শেষ দিনগুলোয় দেখা করতে আসেন...'

কথা দিলাম আসব।

কালটেনব্রুনারের এক করা হাত দুটো যে ভয় প্রকাশ করছে তার কোনো ছাপ নির্লিপ্ত চেহারায় খুঁজে পাওয়া গেল না। 'মৃত্যু!' ফিসফিস করলেন তিনি, তার বেশি কিছু বলতে পারলেন না।

সবিনয়ে হাসলেন ফ্র্যাঙ্ক, তবে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারলেন না। 'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু,' নরম, অনুমোদনের সুরে বললেন। 'এটা আমার পাওনা, এবং এটা আমি আশাও করেছিলাম, যেমনটি সব সময় আপনাকে আমি বলে এসেছি। আমি খুশি যে নিজের পক্ষে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, এবং শেষ কটা মাস সমস্ত কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অবসর পেয়েছি।'

কাপড় পাল্টে জেলখানার ওভারঅল পরার সময় রোজেনবার্গ প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'রশি! রশি! এটাই তো আপনারা চেয়েছিলেন, কি বলেন?'

স্ট্রেইচারের ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি দেখলাম। 'মৃত্যুদণ্ড, জানা কথাই। ঠিক যা আশা করেছিলাম। আপনারা সবাই নিশ্চয় প্রথম থেকেই জানতেন।'

গার্ড হ্যান্ডকাফ খুলে দিচ্ছে, মুখে বোকা বোকা হাসি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন ফাঙ্ক। তারপর মাথা নত করে হাঁটতে শুরু করলেন সেলের ভেতর, এমন সুরে বিড়বিড় করছেন যেন ব্যাপারটা এখনো তিনি ভালো করে বুঝতে পারছেন না।

www.pathagar.com

'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! এর মানে কি? আমাকে ওরা নিশ্চয়ই সারাজীবন জেলে আটকে রাখবে না, তাই না?'

তারপর বললেন, ফ্রেৎশে বেকসুর খালাস পাওয়ায় তিনি মোটেও বিস্মিত হননি, কিন্তু ফন প্যাপেন আর শাখ্‌টকে ছেড়ে দেওয়ায় খুবই অবাক হয়েছেন।

ডোয়েনিজ জানেন না ব্যাপারটা কীভাবে তাঁর গ্রহণ করা উচিত। 'দশ বছর! তা-যাই হোক, আমি ইউ-বোট ওঅরফেয়ার ব্যাখ্যা করেছি। আপনাদের নিজেদের অ্যাডমিরাল নিমিজ বলেছেন...শুনেছেন আপনি।'

তিনি এ-ও দাবি করলেন, তাঁর কলিগ অ্যাডমিরাল নিমিজ তাঁকে খুব ভালো বোঝেন।

সেল ব্লকে ঢোকার সময় গেটের গার্ডকে খুব উঁচু গলায় রেইডার বললেন, স্বাভাবিক থাকার মরিয়া চেষ্টায়, আজ বিকেলে তাঁরা হাঁটাহাঁটি করতে পারবেন কিনা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের সেলে ঢুকলেন, তারপর, আমাকে এগোতে দেখে, জানালেন এই মুহূর্তে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নন।

আমি তার সেলে ঢুকলাম না, তবে পোর্টাল দিয়ে জানতে চাইলাম, তাঁকে কী সাজা দেওয়া হয়েছে।

'আমি জানি না। আমি ভুলে গেছি,' বললেন তিনি, হাত ঝাপটা দিয়ে বিদায় হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন আমাকে। [আমাকে একজন গার্ড জানাল, তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।]

হন হন করে নিজের সেলে ফিরে এলেন ফন শিরাখ, উত্তেজনায় আড়ষ্ট, মাথাটা উঁচু করে রেখেছেন। 'বিশ,' বললেন তিনি, গার্ড যখন তাঁর হ্যান্ডকাফ খুলে নিচ্ছে।

আমি তাঁকে বললাম, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি শুনে তাঁর স্ত্রী স্বস্তি বোধ করবেন, কারণ এই ভয়টাই করছিলেন তিনি।

'ধীরে ধীরে মারা যাওয়ার চেয়ে দ্রুত মারা যাওয়া অনেক ভালো,' জবাব দিলেন তিনি। তারপর বাকি সবার সাজা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, শোনার পর বললেন, তিনি যেমন ধারণা করেছিলেন সবার সাজা তেমনটিই হয়েছে।

আমি যখন সসকেলের সেলে ঢুকলাম, দরদর করে ঘামছিলেন তিনি, তাঁর শরীরটাও থরথর করে কাঁপছিল। 'আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এটাকে আমি ন্যায় বিচার বলি না! আমি নিজে কখনো নিষ্ঠুর ছিলাম না। আমি সব সময় শ্রমিকদের সবচেয়ে ভালোটা চেয়েছি। কিন্তু আমি একজন

www.pathagar.com

পুরুষমানুষ–এটা আমি নিতে পারব।'

তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

গটগট করে হেঁটে সেলের ভেতর ঢুকলেন জডল, শরীর আড়ষ্ট, শিরদাঁড়া খাড়া, আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেন। তাঁর কবজি থেকে হাতকড়া খুলে নেওয়ার পর আমার দিকে ফিরলেন তিনি।

আমি তাঁকে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করতে দেখলাম, যেন শব্দগুলো বের করতে পারছেন না। প্রবল উত্তেজনায় তাঁর মুখ লাল হয়ে আছে। 'মৃত্যু–ঝুলিয়ে! এটা, অন্তত, আমি প্রত্যাশা করিনি। মৃত্যুর ব্যাপারটা...ঠিক আছে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু এটা...' তাঁর মুখের পেশি তিরতির করে কাঁপতে শুরু করল, এই প্রথমবার তিনি বিষম খেলেন। 'কিন্তু এটা আমার প্রাপ্য নয়।'

সেইস-ইনকোয়ার্ট মৃদু হাসলেন, তবে তাঁর কথার চড়া সুর স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে। 'ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু।' আবার হাসলেন, ঝাঁকালেন কাঁধ দুটো। 'পুরো ছবিটা চোখের সামনে রেখে, আমি কখনো অন্য রকম কিছু আশা করিনি। এটা ঠিকই আছে।'

হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন, এখনো তাঁদেরকে টোব্যাকো দেওয়া হবে কিনা। তারপর এরকম একটা পরিস্থিতিতে নগণ্য বিষয়ে কথা বলার জন্যে ক্ষমা চাইলেন।

স্পিয়ারকে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসতে দেখলাম। 'বিশ বছর। তা ন্যায্যই হয়েছে বলতে হবে। ফ্যাক্টগুলোর কথা বিবেচনায় রাখলে, এরচেয়ে হালকা সাজা ওদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। না, আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি বলেছিলাম, শাস্তি কঠিনই হওয়া দরকার, এবং নিজের অপরাধ আমি স্বীকারও করেছি, কাজেই সাজার ব্যাপারে এখন অভিযোগ করলে উদ্ভট শোনাবে সেটা। তবে আমি খুশি যে ফ্রেৎশে ছাড়া পেয়েছেন।'

ফন নিউরাথ তোতলাচ্ছিলেন। 'পনের বছর।' প্রায় কথাই বলতে পারছিলেন না। ফন প্যাপেনের কমলালেবু পেয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কাঁধ ঝাঁকালেন ফ্রিক, একেবারে শেষ বেলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা। 'ঝুলিয়ে। আমি অন্য কিছু আশা করিনি।'

বাকিদের কার কী অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, এগারোজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁরটা নিয়ে।

'আচ্ছা। এগারোটা মৃত্যুদণ্ড। আমার হিসেব ছিল চোদ্দোটা। যাক, আশা করি

www.pathagar.com

ধাক্কাটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবেন সবাই।'

তারপর এক সময় যখন নিজেকে যথেষ্ট সামলে নিয়ে কথা বলার অবস্থায় পৌঁছালেন গোয়েরিং, আমাকে বললেন, স্বভাবতই তিনি মৃত্যুদণ্ড আশা করেছিলেন, এবং খুশি হয়েছেন যে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়নি, কারণ যাদেরকে যাবজ্জীবন দেওয়া হয় তারা কখনো শহীদ হন না। তবে আগের মতো সাহসী ভাব বা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। গোয়েরিং যেন উপলব্ধি করেছেন, অবশেষে, মৃত্যুর ব্যাপারে মজার কিছু নেই, যেখানে আপনিই সেই ব্যক্তি যার মৃত্যু হতে যাচ্ছে।

*

গোয়েরিং, রেবেনট্রপ, কেইটেল, জডল, রোজেনবার্গ, ফ্রিক, সেইস-ইনকোয়ার্ট, সসকেল, কালটেনব্রুনার, ফ্র্যাঙ্ক এবং স্ট্রেইশার, অনুপস্থিত মার্টিন বোরম্যান সহ–এদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

রেইডার, ফাঙ্ক আর হ্যাস পেয়েছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

২০ বছরের জেল হয়েছে স্পিয়ার আর ফন শিরাখের।

ফন নিউরাথ আর ডোয়েনিজ পেয়েছেন যথাক্রমে ১৫ বছর এবং ১০ বছর কারাভোগের সাজা।

অনেকগুলো সাজাই, খুব কম করেও যদি বলা হয়, হতভম্ব করে দেওয়ার মতো। কোনো কারণ দেখানো হয়নি, এমন কি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি, কী কারণে সসকেলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, যেখানে স্পিয়ার, যার দাবির কারণেই সসকেল শ্রমিক আটক করার কাজে হাত দেন, এই দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

বারো

১৫/১৬ অক্টোবর ১৯৪৬: উচিত শাস্তি

মৃত্যুদণ্ড কবে কার্যকরী করা হবে, দণ্ড পাওয়া আসামীদের কাছ থেকে সেই তারিখটা গোপন করে রাখা হয়। তবে ১৫ অক্টোবর রাতের মধ্যে এটা প্রায় সবারই জানা হয়ে যায় যে ফাঁসির সময় ঠিক করা হয়েছে পরদিন প্রথম প্রহরের কোনো এক সময়।

নূরেমবার্গে ওটাই হওয়ার কথা ছিল বার্টন অ্যান্ড্রুসের শেষ কর্তব্য, কিন্তু তাঁর জানা ছিল না মঞ্চের মাঝখানটা আরও একবার দখল করার ব্যাপারে গোয়েরিং ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বার্টন অ্যান্ড্রুসঃ গোয়েরিঙের সর্বশেষ কীর্তি

কনডেম সেলের সারিতে ব্ল্যাক আউট চলছে। চারদিক অন্ধকার, এখন শুধু ম্লান একটু করে আভা লোকগুলোর শুয়ে থাকা বিছানা আলোকিত করে রেখেছে। সেলের দরজায় ফুটো আছে, তাতে চোখ রেখে গার্ডরা তাকিয়ে আছে সারাক্ষণ, দেখছে এগারোজন মানুষ শুয়ে আছেন, জীবনের শেষ রাতটা কাটাচ্ছেন নির্ঘুম। যে যার নিজের বাঙ্কে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ছেন, এ-পাশ ও-পাশ করছেন ঘন ঘন।

মাহেন্দ্র ক্ষণটি সম্পর্কে এখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই; সবাই তাঁরা জানেন ফাঁসি দেওয়ার কাজ শুরু হবে মাঝরাতের পর থেকে।

হারম্যান গোয়েরিং ব্যগ্রভঙ্গিতে চ্যাপলিনের সঙ্গে আলাপ করছেন ধর্মীয় একটা অনুষ্ঠান করা সম্ভব কিনা। কিন্তু গোয়েরিং যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাইবেলে তাঁর বিশ্বাস নেই বলে জানিয়েছেন, গ্রহণযোগ্য মনে করেননি যিশুকে, চ্যাপলিনকে তাই বাধ্য হয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হলো।

বিষণ্ন মনে দাঁড়ালেন চ্যাপলিন, শুভরাত্রি জানালেন গোয়েরিঙকে, তারপর বেরিয়ে গেলেন সেল থেকে।

গোয়েরিং, সেলের আলো ম্লান করে দিতে যখন আর মাত্র একঘণ্টা বাকি,

www.pathagar.com

টেবিলে বসে লিখতে শুরু করলেন।

একসময় লেখা শেষ করে কাগজটা ভাঁজ করলেন গোয়েরিং, তারপর এককোণে, টয়লেটের দিকে এগোলেন। খানিক পর ভারি পায়ে ফিরে এলেন নিজের বাঙ্কে, গায়ে চাদর টেনে শুয়ে পড়লেন, তবে চোখের পাতা এক করছেন না, হাত দুটো পড়ে আছে-বিধি অনুসারে-চাদরের বাইরে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিলিঙে, চিন্তা করছেন। দরজার বাইরে দাঁড়ানো প্রহরী কবাটের ফুটো থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাচ্ছে না।

কিন্তু গোয়েরিং এরইমধ্যে দুনিয়ার বুকে তাঁর সর্বশেষ সুকৌশল কীর্তিটি সুসম্পন্ন করেছেন।

টয়লেটে যখন বসেন তিনি, দরজার ফুটো থেকে শুধু হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁর পা দুটো দেখা যায়, ঘুম আর জাগরণের মধ্যে অনুমোদিত মাত্র এটুকু প্রাইভেসি উপভোগ করেন। সেদিন একটু আগে শেষবার যখন টয়লেটে বসেছেন, হয় টয়লেটের প্যান থেকে, কিংবা পায়ুপথ থেকে কিছু একটা বের করেছেন, তারপর সেটা মুখে পুরেছেন।

গোয়েরিঙের মুখের ভেতর এখন ছোট্ট একটা ফাইল, কাচের তৈরি খুদে একটা বালব্। যেইমাত্র কামড় দেবেন ওই কাচের বলে, মুখের ভেতরটা ভরে যাবে তরল পটাশিয়াম সায়ানাইডে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন তিনি।

সময় তখন ১০.৪৫।

মুখ বন্ধ করে আছেন গোয়েরিং, থলথলে অবয়বে সরু রেখা তৈরি করেছে ঠোঁট জোড়া, চোখ তুলে দরজার ফুটোর দিকে তাকালেন একবার, চোখাচোখি হলো গার্ডের সঙ্গে। তারপর, অকস্মাৎ, জোরে কামড় বসালেন কাচে।

মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল তরল সায়ানাইড, ঢোক গেলার সঙ্গে গলা বেয়ে নেমে গেল নীচে। খিঁচুনি উঠল ক্ষিপ্রগতি, গলা থেকে ঘরঘরে একটা আওয়াজ উঠে এলো, গোয়েরিং প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেলেন।

খিঁচুনি আর গলার আওয়াজটা শুনতে পেল গার্ড। করিডর বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা আরও সব গার্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে, একই সঙ্গে বোল্ট খুলে ফাঁক করল দরজার কবাট। অন্যান্য গার্ড, সঙ্গে একজন অফিসার, ছুটে এসে সেলে ঢুকে পড়লেন। অফিসার দেখলেন গোয়েরিঙের চোখ দুটো সিলিঙের দিকে স্থির হয়ে আছে। মারা গেছেন রাইখসমার্শাল।

গার্ডরুমে ছিলেন চ্যাপলিন, এই সময় একজন গার্ড ছুটে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি আসুন, চ্যাপলিন, গোয়েরিং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন!'

আমি তখন কোয়াড্রিপার্টাইট কমিশনের সঙ্গে বসে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার ব্যাপারে খুঁটিনাটি কিছু বিষয় শেষবারের মতো মিলিয়ে দেখে নিচ্ছি, যা কিনা শুরু হওয়ার কথা আর মাত্র ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে।

www.pathagar.com

কথাটা শুনেই করিডর ধরে ছুটলাম আমরা।

আমার ঠিক আগে গোয়েরিঙের বাঙ্কে পৌঁছালেন চ্যাপলিন। তাঁকে আমি ঝুঁকতে দেখলাম, গোয়েরিঙের কানে ফিসফিস করে বাইবেল থেকে কিছু পড়ছেন, তবে যার উদ্দেশে এই পাঠ তাঁর কানে কিছু ঢুকছে না।

গোয়েরিং এরইমধ্যে সবুজ হয়ে গেছেন।

তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে নেওয়া হয়েছে, পরনে রয়েছে কালো সিল্ক পা'জামা ট্রাউজার, পায়ের আঙুলগুলো গোড়ালির দিকে বাঁকা হয়ে আছে। অতিরিক্ত আঁটসাঁট বুট পরায় অনেক আগে থেকেই বেঢপ হয়ে ছিল ওগুলো। একটা হাত, ম্লান রঙের জ্যাকেটে ঢাকা, ঝুলে আছে বাঙ্কের কিনারা থেকে। চোখ দুটো বন্ধ।

একজন গার্ড, কিংবা চ্যাপলিন, ভাঁজ করা একটা কাগজ দিল আমার হাতে। 'এটা তাঁর বাঙ্কে পাওয়া গেছে,' জানাল সে।

ওটা হাতে নিয়ে আমি নির্দেশ দিলাম, প্রত্যেক বন্দিকে জানাও কী ঘটেছে, তারপর তাঁদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর জন্যে গার্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ করো।

তারপর কাগজটা আমি, তখনও পড়িনি, কমিশনের অফিসে নিয়ে গেলাম, যেখানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার তদন্ত শুরু হয়ে গেল।

চিঠিটা তখনও আমি পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করছি না, কারণ সেটাকে 'প্রেজুডিস' বলা হতে পারে। গোয়েরিং মারা যাওয়ার সময় যেহেতু আমার দায়িত্বে ছিলেন, ঘটনার জন্যে দায়ী করা হবে আমাকেই।

তারপর আমি নির্দেশ দিলাম, ডাক্তারদের সেলে আসতে বলা হোক। কোয়াড্রিপার্টাইট কমিশনের জন্যে অপেক্ষা করবেন তাঁরা, কমিশন এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে।

গোয়েরিং আত্মহত্যা করেছেন, এ-খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়াড্রিপার্টাইট কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, যারা মৃত্যুদণ্ডের তালিকায় আছেন তাঁদের প্রত্যেককে হাতকড়া পরাতে হবে। সেই নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর গার্ডের সঙ্গে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিলাম আমি, ডান হাত মুক্ত থাকল মাঝরাতের নাস্তা খাওয়ার জন্যে, যা কিনা পরিবেশন করার সময় হয়ে এসেছে।

তারপর আমি একজন ডাক্তারের সঙ্গে মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলাপ করলাম। এর খানিক পর কমিশন আমাকে অনুমতি দিলেন, আটজন অফিশিয়াল প্রেস উইটনেসকে গোয়েরিঙের আত্মহত্যার ব্যাপারে যা কিছু জানা গেছে সবই অবহিত করা যেতে পারে।

জেলখানার ভেতরই একটা তালা দেওয়া কামরায় একসঙ্গে আছেন তাঁরা।

আমার ওপর হুকুম হলো, কাছাকাছি ফ্যাবে দুর্গ থেকে সকল রিপোর্টারকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হোক, যানবাহনে তুলে যত তাড়াতাড়ি আনা সম্ভব।

প্রেসের বাকি সব লোকদের যখন খবরটা জানালাম, টেলিফোনের দিকে একটা

www.pathagar.com

দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

অন্তত এক লোক আগেভাগেই তাঁর পত্রিকার জন্যে লিখে ফেলেছিলেন, এবং পত্রিকা অফিসে সেটা পাঠিয়েও দিয়েছিলেন, 'বাকি সবার সঙ্গে গোয়েরিঙেরও ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।'

ওই পত্রিকা নিউ ইয়র্কের রাস্তায় বিলি শুরু হওয়ার আগেই খবরটা সত্যি নয় বলে সম্পাদককে সাবধান করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তবে গোয়েরিঙের 'কীর্তি' যে তাদের কয়েক হাজার ডলার লোকসানের কারণ হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সবার প্রশ্নের উত্তরে আমার শুধু এই কটা কথা বলার ছিল, 'গোয়েরিং মারা গেছেন। নিজের হাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কোয়াড্রিপার্টাইট কমিশন তদন্ত করছে। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।'

*

অসংখ্য জার্নালিস্টের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনকে ফাঁসি কার্যকর হওয়া দেখার জন্য বাছাই করা হয়। সর্বশেষ নাটক চাক্ষুষ করার জন্য কিংসবারি স্মিথ ছিলেন আমেরিকার একমাত্র প্রতিনিধি।

কিংসবারি স্মিথ: ফাঁসির মঞ্চ মাত্র তেরো কদম দূরে–কার্যকর অনুষ্ঠানের একজন সাক্ষি

মিত্রপক্ষের বিচারব্যবস্থার অধীনে মৃত্যুদণ্ডের সাজা পাওয়া হারম্যান উইলহেম গোয়েরিং বাকি দশজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত নাৎসি নেতার ফাঁসি নূরেমবার্গ কারাগারে কার্যকর হওয়ার খানিক আগে ফাঁসির রশিকে ফাঁকি দিয়েছেন নিজের সেলে আত্মহত্যা করার মাধ্যমে। সায়ানাইড গিলেছেন তিনি, একটা তামার কার্তুজ সেলে লুকানো ছিল, নিজের সেলে শুয়ে থাকা অবস্থায়...

প্রথমে ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল গোয়েরিঙেরই। তাঁর বদলে তালিকার দ্বিতীয় ব্যক্তি এক নম্বরে চলে এলেন–রেবেনট্রপ, অ্যাডলফ হিটলারের ফরেন মিনিস্টার।

সবশেষে ইহজগৎ ত্যাগ করলেন, শুরু থেকে প্রায় দু'ঘণ্টার মাথায়, আর্থার সেইস-ইনকোয়ার্ট–হল্যান্ড আর অস্ট্রিয়ার সাবেক গাউলাইটার।

এই দুই প্রভাবশালী লিডারের মাঝখানে, ফাঁসির মঞ্চে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে:

ফিল্ড মার্শাল উইলহেম কেইটেল।

আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার, নাৎসি সিকিউরিটি পুলিশের সাবেক প্রধান।

অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ, বিদেশের মাটিতে নাৎসি সংস্কৃতির প্রধান পুরোহিত।

হ্যানস ফ্র্যাঙ্ক, পোল্যান্ডের গাউলাইটার।

উইলহেম ফ্রিক, নাৎসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

www.pathagar.com

ফ্রিজ সসকেল, দাসদের সরদার।

কর্নেল জেনারেল অ্যালফ্রেড জডল।

এবং জুলিয়াস স্ট্রেইশার, যিনি হিটলার রাইখের অ্যান্টি-সেমিটিজম আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন।

তাঁদেরকে যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দশজনের বেশিরভাগই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। কেউ খোলাখুলি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এমন কি ধস্তাধস্তিও করেছেন; কেউ একদম হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার কেউ সর্বশক্তিমানের কাছে ব্যাকুল হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

রোজেনবার্গ ছাড়া বাকি সবাই মঞ্চে ওঠার পর শেষ মুহূর্তের সংক্ষিপ্ত একটা করে বিবৃতি দিয়েছেন। তবে নিজের একেবারে শেষ ক্ষণটিতে একা শুধু জুলিয়াস স্ট্রেইশার নাৎসি দর্শন বা হিটলার প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন।

জিমনেশিয়ামের ভেতর কালো রঙ করা তিনটে উঁচু মঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে, কামরাটা কমবেশি তেত্রিশ ফুট চওড়া আর আশি ফুট লম্বা হবে; দেয়াল প্ল্যাস্টার করা হলেও, এখানে-সেখানে চিড় ধরেছে। এই জিমনেশিয়াম মাত্র তিনদিন আগেও ব্যবহার করা হয়েছে, আমেরিকান সিকিউরিটি গার্ডরা বাস্কেটবল খেলেছেন এখানে।

দুটো মঞ্চ পালা করে ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়টা অতিরিক্ত হিসেবে রাখা, যদি প্রয়োজন হয়।

প্রতিবার একজনকে ঝোলানোর ব্যবস্থা। তবে ফাঁসির কাজ দ্রুতই সারা গেছে। মিলিটারি পুলিশ একজন করে দণ্ডপ্রাপ্ত লোককে নিয়ে আসছে, তার আগের জন তখনও রশির শেষ মাথায় ঝুলছেন।

হিটলার সাম্রাজ্যের দশজন বিরাট ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যে সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে থাকতে পারত, কাঠের তেরোটা ধাপ বেয়ে যে প্লাটফর্মে উঠে গেলেন সেটা আট ফুট উঁচু, আয়তনেও আট বর্গফুট।

একটা কড়িকাঠ থেকে রশিগুলো ঝুলছে, সেটাকে উঁচু করে তুলে রেখেছে দুটো কাঠের থাম। প্রত্যেকের জন্যে নতুন রশি ব্যবহার করা হলো।

ট্র্যাপ স্যাঁৎ করে সরে যাওয়া মাত্র মঞ্চের ভেতর খসে পড়ছেন গলায় রশির ফাঁস পরে থাকা ব্যক্তি। নীচেটা তিনদিক থেকে কাঠ দিয়ে ঘেরা, গাঢ় রঙের ক্যানভাসের পরদা দিয়ে আড়াল করা বাকি একদিক, যাতে ভাঙা ঘাড় নিয়ে রশির শেষপ্রান্তে ঝুলতে থাকা লোকটার মৃত্যুযন্ত্রণা কেউ দেখতে না পায়।

জয়োকিম ফন রেবেনট্রপ

নূরেমবার্গ সময় রাত ১.১১ মিনিটে ডেথ চেম্বারে প্রবেশ করলেন রেবেনট্রপ। দরজার ভেতর পা দেওয়া মাত্র থামানো হলো তাঁকে, দুজন আর্মি সার্জেন্ট দু'পাশে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে তাঁর হাত দুটো ধরে রাখলেন, ওদিকে পিছু নিয়ে আসা আরেকজন সার্জেন্ট তাঁর কবজি থেকে হাতকড়া খুলে নিলেন, তার বদলে পরিয়ে দিলেন একটা লেদার স্ট্র্যাপ।

শুরুতে প্ল্যান করা হয়েছিল দণ্ডিত ব্যক্তিকে যার যার সেল থেকে ডেথ চেম্বারে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে হাতকড়া না পরিয়ে, কিন্তু গোয়েরিং আত্মহত্যা করার পরপরই সবাইকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়।

ফন রেবেনট্রপ নিজের আপাত নির্লিপ্ত ভাবটা জীবনে শেষবার হাঁটার সময়ও ধরে রাখতে পারলেন। দু'পাশে দুজন গার্ডকে নিয়ে দৃঢ় পায়ে মঞ্চের দিকে এগোলেন তিনি, তবে মঞ্চের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারের আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার নাম কী?'

তারপর, প্রশ্নটা যখন পুনরাবৃত্তি করা হলো, প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'জয়োকিম ফন রেবেনট্রপ!' কোনো রকম দ্বিধা নয়, ধাপ বেয়ে উঠে গেলেন মঞ্চে।

মঞ্চে ওঠার পর তিনি যখন সাক্ষিদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, মনে হলো দাঁত দু'সারি পরস্পরের সঙ্গে সজোরে চেপে রেখেছেন, মাথাটা উঁচু করে আছেন পুরোনো সেই উগ্রভঙ্গিতে।

তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, শেষকথা হিসেবে তাঁর কিছু বলার আছে কিনা, তিনি জার্মান ভাষায় উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বর জার্মানিকে রক্ষা করুন,' তারপর যোগ করলেন, 'আমি আরও কিছু বলতে পারি?'

দোভাষী মাথা ঝাঁকাতে নাৎসি সাম্রাজ্যের সাবেক কূটনৈতিক জাদুকর দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমার শেষ ইচ্ছে হলো, জার্মানি তার মর্ম উপলব্ধি করুক, এবং পুব আর পশ্চিম একটা সমঝোতায় পৌঁছুক। আমি পৃথিবীর শান্তি কামনা করি।'

তাঁর মাথায় যখন কালো হুড পরানো হচ্ছে, রেবেনট্রপ নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর জল্লাদ রশিটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল, টান দিল লিভারে, এবং ফন রেবেনট্রপ নিজের নিয়তির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন।

ফিল্ড মার্শাল কেইটেল

ফাঁসিতে ঝোলানোর তালিকায় রেবেনট্রপের পরেই ছিলেন কেইটেল, তাঁর পিছু নিয়ে চলে এলেন তিনি।

আন্তর্জাতিক আইনের নতুন ধ্যান-ধারণার অধীনে তিনিই প্রথম সামরিক কর্মকর্তা যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হচ্ছে–এই নীতিতে যে আগ্রাসী যুদ্ধ বাধাবার

www.pathagar.com

জন্যে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অনুমতি দিয়ে পেশাদার সৈনিকরা শাস্তি এড়াতে পারে না–যতই বলুক তারা তো আসলে নিষ্ঠার সঙ্গে বড় কর্তাদের হুকুম পালন করছিল।

রেবেনট্রপের পায়ের নীচে থেকে ট্র্যাপ সরে যাওয়ার দু'মিনিট পর চেম্বারে ঢুকলেন কেইটেল, আগেরজন তখনও রশির শেষ মাথায় ঝুলছেন। তবে প্রথম মঞ্চের ভেতরে রেবেনট্রপের শরীর আড়াল করা, দেখার জন্যে আছে শুধু টান টান রশিটা।

কেইটেলকে রেবেনট্রপের মতো আড়ষ্ট লাগল না। মাথা উঁচু করে, শিরদাঁড়া খাড়া করে অনেকটা সামরিক কায়দায় হেঁটে যাচ্ছেন মঞ্চের দিকে, হাত দুটো বাঁধা। নাম জিজ্ঞেস করতে উত্তর দিলেন জোর গলায়, ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠে গেলেন এমন দৃঢ় ভঙ্গিতে যেন জার্মান আর্মির স্যালুট নিতে যাচ্ছেন।

তাঁর হাত ধরে দু'পাশে হাঁটছেন দুজন অফিসার, তবে তাঁদের সাহায্য তাঁর দরকার আছে বলে মনে হলো না। মঞ্চে উঠে যখন ঘুরে উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকালেন, ইস্পাতের মতো শক্ত মনে হলো তাঁর চোয়াল দুটো, চোখে-মুখে গর্বিত প্রুশিয়ান অফিসারের দম্ভ।

তাঁর শেষকথা, উচ্চকিত কণ্ঠে স্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত, তরজমা করলে দাঁড়ায়: 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি আবেদন জানাই, তিনি যেন জার্মান জাতিকে ক্ষমা করেন। আমার আগে পিতৃভূমির জন্যে বিশ লক্ষেরও বেশি জার্মান সৈনিক মারা গেছে। আমি এখন আমার সন্তানদের অনুসরণ করব–সবই শুধু জার্মানির জন্যে।'

কালো বুট আর ইউনিফর্ম পরা তাঁর শরীর ট্র্যাপ গলে খসে পড়ার পর, সাক্ষিরা সবাই একমত হয়ে বলেছেন, কোর্ট রুমের চেয়ে ফাঁসির মঞ্চেই বেশি সাহস দেখাতে পেরেছেন কেইটেল, যেখানে তিনি তাঁর নিজের অপরাধ হিটলার নামক ভূতের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন দোষ যা কিছু করেছেন সব হিটলার, তিনি শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র, এবং তাই কোনো দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেন না।

অপ্রত্যাশিত বিরতি

যে যার রশির শেষপ্রান্তে তখনও ঝুলছেন রেবেনট্রপ ও কেইটেল, এই সময় ফাঁসি দেওয়ার কাজে বাধা পড়ল। গোটা ব্যাপারটা যে আমেরিকান কর্নেল পরিচালনা করছেন, তিনি মিত্রপক্ষের কন্ট্রোল কমিশন-এ আমেরিকার প্রতিনিধিত্বকারী জেনারেলকে প্রশ্ন করলেন, অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন তাঁরা কি ধূমপান করতে পারবেন?

হ্যাঁ-সূচক উত্তর উপস্থিত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকের হাতেই

www.pathagar.com

সিগারেট এনে দিল।

অফিসার আর সাধারণ সৈনিকরা নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছেন আর পরস্পরের সঙ্গে ফিসফাস করে দু'একটা কথা বলছেন; ওদিকে মিত্রপক্ষের জার্নালিস্টরা খসখস করে দ্রুত লিখে যাচ্ছেন এই ঐতিহাসিক অথচ বীভৎস ঘটনার পুংখাণুপুংখ বর্ণনা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একজন আমেরিকান ডাক্তার, রাশিয়ান এক ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে, দুজনের কাছেই স্টেথসকোপ রয়েছে, হেঁটে গেলেন প্রথম মঞ্চের দিকে, তারপর পরদা সরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভেতর দিকে।

১:৩০ মিনিটে বেরিয়ে এলেন তাঁরা, এগিয়ে এসে কথা বললেন একজন আমেরিকান কর্নেলের সঙ্গে। কর্নেল বন্ করে ঘুরলেন, অফিশিয়াল সাক্ষিদের দিকে ফিরে কেতাদুরস্থ, ক্ষিপ্রভঙ্গিতে অ্যাটেনশন হয়ে বললেন, 'লোকটা মারা গেছে।'

দুজন সৈনিক দ্রুত একটা স্ট্রেচার নিয়ে এলো। সেটাকে মঞ্চের তলায়, ক্যানভাস পরদার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হলো। জল্লাদ ধাপ বেয়ে উঠে গেল মঞ্চে, তারপর বড় একটা কমান্ডো-টাইপ ছোরা কোমরে আটকানো খাপ থেকে বের করে কেটে ফেলল রশিটা।

ফন রেবেনট্রপের অসাড় শরীর, তখনো মাথায় কালো হুড পরা, কামরার শেষপ্রান্তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, রাখা হলো কালো একটা ক্যানভাস পরদার আড়ালে। এ-সব কাজ সারতে দশ মিনিটেরও কম সময় লেগেছে।

পরিচালক কর্নেল সাক্ষিদের দিকে ফিরে বললেন, 'দয়া করে সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন, ভদ্রমহোদয়গণ।'

আরেকজন কর্নেল দরজা দিয়ে বেরিয়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের ব্লকের দিকে চলে গেলেন তালিকার পরবর্তী ব্যক্তিকে নিয়ে আসার জন্যে।

আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার

তালিকার পরবর্তী ব্যক্তি আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার। ১:৩৬ মিনিটে চেম্বারে ঢুকলেন তিনি, নীল ডাবল-ব্রেস্টেড কোটের নীচে সোয়েটার পরে আছেন।

সরু, ভুতুড়ে মুখে অনেকগুলো শুকনো ক্ষত [সড়ক দুর্ঘটনার ফল]। চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক নিয়ে কামরার চারদিকে চোখ বোলাচ্ছেন রাইনহার্ড হেইড্রিকের এই ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকারী।

ধাপ বেয়ে মঞ্চে ওঠার সময় নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন, তবে তাঁর পা কাঁপছে না। নিজের নাম বললেন শান্ত, নিচু গলায়।

কালটেনব্রুনারকে যখন তাঁর শেষ বক্তব্য রাখতে বলা হলো, তিনি এই কথাগুলো বললেন, 'আমি আমার জার্মান জনগণকে এবং আমার পিতৃভূমিকে উষ্ণ

www.pathagar.com

একটা হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি আমার জনগণের তৈরি আইন অনুসারে, এবং আমি দুঃখিত সৈনিক নয় এমন সব লোকেরা পথ দেখিয়ে আমার জনগণকে এরকম একটা সময়ে এনে দাঁড় করিয়েছে বলে, এবং দুঃখিত এমন সব অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে যে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।'

এই সেই ব্যক্তি, যার একজন এজেন্ট-রুডলফ হোয়েস তাঁর নাম-একটা ট্রায়ালে স্বীকার করেছেন যে কালটেনব্রুনারের হুকুমে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে গ্যাস প্রয়োগের মাধ্যমে খুন করেছেন তিনি অ্যাসুউইয কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে!

কালো হুডটা যখন মাথায় পরানো হচ্ছে, তখনও বিড়বিড় করে কথা বলছেন কালটেনব্রুনার, যা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: 'জার্মানি, শুভেচ্ছা।'

তার পায়ের নীচে থেকে কাঠের পাটাতন সরে গেল রাত ঠিক ১:৩৯ মিনিটে।

ফিল্ড মার্শাল কেইটেলকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলো রাত ১:৪৪ মিনিটে, এর তিন মিনিট পর গার্ডরা তাঁর লাশ সরিয়ে নিয়ে গেল।

অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ

রোজেনবার্গের জন্যে মঞ্চ তৈরি করা হলো।

ভোঁতা, নিষ্প্রভ লাগছে তাঁকে, গাল দুটো ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে; চারদিকে চোখ বোলাচ্ছেন। তবে মঞ্চের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় নার্ভাস বলে মনে হলো না, বেশ দৃঢ় পায়েই এগোলেন, উঠে পড়লেন মঞ্চের ওপর।

নিজের নাম বলা, এবং নিঃসঙ্গ প্রশ্নের উত্তরে না বলা ছাড়া আর একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না রোজেনবার্গ, প্রশ্নটা ছিল শেষকথা হিসেবে আপনার কিছু বলার আছে কিনা।

তিনি ঘোষিত 'অবিশ্বাসী' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন একজন প্রোটেস্ট্যান্ট চ্যাপলিন, প্রার্থনা করলেন পাশে দাঁড়িয়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে চ্যাপলিনের দিকে একবার তাকালেন রোজেনবার্গ, চেহারায় কোনো ভাব নেই। নব্বুই সেকেন্ড পর জল্লাদের রশির শেষপ্রান্তে ঝুলতে দেখা গেল তাঁকে। দশজনের মধ্যে তার ফাঁসিতেই সবচেয়ে কম সময় লেগেছে।

কাজের ধারায় সংক্ষিপ্ত একটা ছেদ পড়ল যতক্ষণ না কালটেনব্রুনারকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলো-সেটা ১:৫২ মিনিটে।

www.pathagar.com

হ্যানস ফ্র্যাঙ্ক

মৃত্যুর মিছিলে এবার হ্যানস ফ্র্যাঙ্কের পালা। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই হাসতে হাসতে চেম্বারে ঢুকতে দেখা গেছে।

যদিও নার্ভাস, মাঝে-মধ্যেই ঢোক গিলছেন, যিনি গ্রেফতার হওয়ার পর ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে রোমান ক্যাথলিককে গ্রহণ করেছেন, জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে দেখে মনে হলো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ কাছে চলে আসায় পরম স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

প্রশ্নের উত্তরে নিজের নামটা শান্ত সুরে উচ্চারণ করলেন। তাঁর শেষ কোনো কথা বলার আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে নিচু গলায় বললেন, কোনো রকমে শোনা গেল, 'বন্দি থাকার সময় আমার সঙ্গে যে সদয় ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার আবেদন আমাকে যেন ক্ষমার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়।'

কালো হুড পরানোর সময় চোখ বুজলেন ফ্র্যাঙ্ক, ঢোক গিললেন।

উইলহেম ফ্রিক

ষষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি কবজিতে হাতকড়া পরা অবস্থায় জেলখানার সেল ত্যাগ করে ডেথ হাউসের দিকে হেঁটে গেলেন, তিনি হলেন উনসত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ উইলহেম ফ্রিক।

চেম্বারে ২:৫ মিনিটে ঢুকলেন ফ্রিক, রোজেনবার্গ মারা গেছেন এই ঘোষণা দেওয়ার ছ'মিনিট পর। বাকি সবার চেয়ে কম স্থির মনে হলো তাঁকে, বার কয়েক হোঁচট খেয়ে তেরোটা ধাপ বেয়ে উঠে গেলেন মঞ্চে। মাথায় হুড পরানো এবং ট্র্যাপের ভেতর খসে পড়ার আগে তিনি শুধু বললেন, 'জার্মানি দীর্ঘজীবি হোক।'

জুলিয়াস স্ট্রেইশার

জুলিয়াস স্ট্রেইশারের নাটকীয় প্রবেশ ঘটল রাত ঠিক ২:১২ মিনিটে।

হ্যান্ডকাফ খুলে যখন তাঁর হাত দুটো বাঁধা হচ্ছে, এই কদাকার ও খর্বকায় ব্যক্তি, পরনে সুতো বেরুনো সুট, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো বহুল ব্যবহারে মলিন নীল শার্ট, কিন্তু টাই নেই [ক্ষমতায় থাকার সময় অরুচিকর ঝলমলে পোশাক পরার কুখ্যাতি ছিল তাঁর], চোখ ঘুরিয়ে এক এক করে কাঠের তৈরি মঞ্চ তিনটে দেখলেন, যেগুলো মনে ভয় জাগানোর একটা ভাব নিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে তাঁর সামনে।

www.pathagar.com

তারপর কামরার চারদিকে তাকালেন তিনি, তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো সাক্ষিদের ছোট্ট গ্রুপটার ওপর। এরইমধ্যে হাত দুটো খুব শক্ত করে তাঁর পেছনে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

দুজন গার্ড, একটা করে হাত ধরে, তাঁকে পথ দেখিয়ে এক নম্বর মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রবেশপথের বাঁ দিকে সেটা।

কাঠের প্রথম ধাপ ছ'ফুট দূরে। পথটুকু দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেলেন স্ট্রেইশার, তবে তাঁর মুখের পেশিগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মতো মোচড় খাচ্ছিল।

সিঁড়ির গোড়ায় গার্ডরা যখন তাঁকে থামাচ্ছে, শেষবারের মতো আনুষ্ঠানিকতা সারার জন্যে, হঠাৎ তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'হেইল হিটলার!'

তাঁর ওই চিৎকার শুনে শিরদাঁড়ায় ভয়ের একটা স্রোত অনুভব করলাম আমি।

কর্কশ আওয়াজটা বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার পর একজন আমেরিকান কর্নেল, যিনি ধাপগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তীক্ষ্নকণ্ঠে বললেন, 'লোকটাকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করুন।'

দোভাষীর প্রশ্নের জবাবে স্ট্রেইশার চিৎকার করে বললেন, 'আমার নাম খুব ভালো করেই জানেন আপনারা।'

দোভাষী তাঁর প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলেন। এবার উত্তর দিলেন স্ট্রেইশার, গলা চড়িয়ে বললেন, 'জুলিয়াস স্ট্রেইশার।'

তারপর ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠে গেলেন তিনি। উঠেই আবার চিৎকার, 'এবার ব্যাপারটা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করবে।'

ঠিক জায়গামতো দাঁড়ানোর জন্যে পেছন থেকে ঠেলে বাকি দু'কদম সামনে নিতে হলো তাঁকে, জল্লাদের রশির সরাসরি নীচে। জল্লাদ সেটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কাঠের রেইলের সঙ্গে আটকে রেখেছে।

বন্ করে ঘুরে সাক্ষিদের দিকে ফিরলেন স্ট্রেইশার, কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, 'পুরিম ফেস্ট ১৯৪৬!'

[পুরিম ফেস্ট ইহুদিদের একটা বসন্তকালীন উৎসব, ইহুদি মোরদেসাই-কে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেন হেইম্যান, কিন্তু সেখানে তাঁর নিজেরই ফাঁসি হয়ে যায়-ওল্ড টেস্টামেন্টে যেমনটি উল্লেখ আছে।]

মঞ্চে উপস্থিত একজন আমেরিকান অফিসার বললেন, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করা হোক, শেষ কিছু কথা তাঁর বলার আছে কিনা।'

দোভাষী তরজমা করার পর স্ট্রেইশার আগের মতোই গলা চড়িয়ে বললেন, 'বলশেভিকরা একদিন তোমাদেরকে ঝোলাবে।'

মাথায় কালো হুড পরানো হচ্ছে, আবার তিনি বললেন, 'আমি ঈশ্বরের সঙ্গে আছি।'

হুডটা পরানোর পর যখন টেনেটুনে ঠিক করা হচ্ছে, আবার তাঁর কথ শোনা

www.pathagar.com

গেল, তবে অস্পষ্ট, 'অ্যাডেইলি, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে জোরালো একটা আওয়াজের সঙ্গে তাঁর পায়ের নীচে খুলে গেল ট্র্যাপ। পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে গেলেন তিনি। টান টান হলো রশি, কিন্তু তারপর দেখা গেল এদিক-ওদিক দুলছে ওটা, ঝাঁকি খাচ্ছে, আড়াল করা মঞ্চের ভেতর থেকে গোঙানি ভেসে আসার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল।

অবশেষে একসময় জল্লাদ, আগেই যে মঞ্চ থেকে নেমে গেছে, কালো পরদা তুলে ভেতরে ঢুকল। কিছু একটা ঘটল, যে কারণে বন্ধ হয়ে গেল গোঙানির শব্দ, এবং রশিটাও স্থির হলো।

পুরো কাজ শেষ হওয়ার পরও আমি জল্লাদকে জিজ্ঞেস করতে করিনি, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়নি, ভেতরে ঢুকে কী করেছিল সে। তবে আন্দাজ করেছি দোল খাওয়া শরীরটা ধরে নীচের দিকে টান দেওয়া হয়েছে।

উপস্থিত সবাই আমরা একমত, স্ট্রেইশারকে গলা টিপে মারা হয়েছে।

ফ্রিকের লাশ সরিয়ে নেওয়ার পর, যার মৃত্যু ঘোষণা করা হয় ২:২০ মিনিটে, পরবর্তী ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো।

ফ্রিজ সসকেল

পরবর্তী ব্যক্তি ফ্রিজ সসকেলকে তাঁর ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করানো হলো।

গায়ে কোট নেই, শুধু সোয়েটার, চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসবে, স্ট্রেইশারের কথা বাদ দিলে বাকি সবার মধ্যে সসকেলই একমাত্র বিদ্রোহ করলেন।

এই সেই ব্যক্তি যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন এমন একটা মাত্রায় যে গত দু'হাজার বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর কোথাও যার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে চারদিকে চোখ বুলানোর সময় হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আমি বিনা দোষে মারা যাচ্ছি। ভুল রায় দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর জার্মানিকে রক্ষা করুন, এবং জার্মান জাতি আবার মহান হয়ে উঠুক। জার্মানি দীর্ঘজীবি হোক! ঈশ্বর আমার পরিবারকে রক্ষা করুন।'

ট্র্যাপ ফাঁক হলো রাত ২:২৬ মিনিটে।

এবং, এখানেও স্ট্রেইশারের মতো একই কাণ্ড, গোঙানির জোরালো একটা আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল শরীরের ভারে ফাঁসটা আঁটোভাবে গলায় চেপে বসার সময়।

www.pathagar.com

অ্যালফ্রেড জডল

মৃত্যুর মিছিলে নবম ব্যক্তি অ্যালফ্রেড জডল। ভেরমাখট ইউনিফর্মের কালো কোট-কলারটা অর্ধেক ওপরদিকে খাড়া হয়ে আছে, যেন খুব তাড়াহুড়ো করে পরা। বিষণ্নতায় মোড়া ডেথ হাউসে ঢুকলেন স্পষ্ট নার্ভাসনেসের লক্ষণ নিয়ে। হাঁটার সময় ঘন ঘন ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। মুখটা ঝুলে পড়েছে। মানসিক দৃঢ়তার মাপকাঠিতে কেইটেলের কাছাকাছিও নন, ধীর পায়ে ধাপ বেয়ে উঠে গেলেন মঞ্চে।

অথচ জীবনের শেষ ছ'টা শব্দ উচ্চারণ করার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত থাকল: 'তোমার প্রতি আমার অভিনন্দন, আমার জার্মানি।'

রাত ২:৩৪ মিনিটে মঞ্চের নীচে, কালো গর্তের ভেতর নেমে গেলেন জডল। তিনি আর সসকেল একসঙ্গে ঝুলতে থাকেন, যতক্ষণ দ্বিতীয়জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা না হলো–ছ'মিনিট পর।

সেইস-ইনকোয়ার্ট

চেকোশ্লোভাকিয়ায় জন্ম, হিটলার যাকে হল্যান্ড আর অস্ট্রিয়ার শাসক বানিয়েছিলেন, সেই সেইস-ইনকোয়ার্ট এই তুলনারহিত দৃশ্যের সর্বশেষ অভিনেতা হিসেবে মঞ্চে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। ডেথ চেম্বারে তিনি প্রবেশ করলেন রাত ২:৩৮:৩০ মিনিটে। চোখে চশমা পরে আছেন, ফলে চেহারাটা হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গচিত্রের মতো।

চারদিকে চোখ বোলালেন সেইস-ইনকোয়ার্ট। বাঁ পায়ে ত্রুটি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবনের শেষ কয়েক পা হেঁটে গেলেন, চোখে-মুখে নার্ভাস ভাব। ধাপ বেয়ে মঞ্চে ওঠার সময় গতি কমে যাচ্ছে, গার্ডদের সাহায্য নিতে হলো।

শেষ বক্তব্য দেওয়ার সময় গলাটা নিচু থাকলেও, তীব্রতার কোনো অভাব থাকল না। সেইস-ইনকোয়ার্ট বললেন, 'আমি আশা করি এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার মধ্যে দিয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ট্র্যাজিডির সমাপ্তি ঘটবে, এবং এই বিশ্বযুদ্ধ থেকে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করতে হবে তা হলো মানুষে মানুষে শান্তি আর সমঝোতা থাকতে হবে। আমি জার্মানিতে বিশ্বাস করি।'

রাত ২:৪৫ মিনিটে আলোর জগৎ থেকে তাঁর অন্ধকার যাত্রা শুরু হলো।

আবার গোয়েরিং

জডল আর সেইস-ইনকোয়ার্টের লাশ তখনও ঝুলছে, অপেক্ষার সময় গোনা চলছে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করার, এই সময় জিমনেশিয়ামের দরজা আবার

www.pathagar.com

খুলে গেল, দেখা গেল একটা স্ট্রেচারে তুলে গোয়েরিঙের লাশ নিয়ে ভেতরে ঢুকছে গার্ডরা।

গোয়েরিং যে পালিয়ে যাননি, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এটা দুনিয়ার মানুষকে জানাবার জন্যে উপস্থিত সাংবাদিকদের তাঁর চেহারা দেখানো হলো।

*

প্রতিটি লাশের ফটো তোলা হয়েছে, পরে যাতে কেউ বলতে না পারে যে বেঁচে আছেন তাঁরা। ফটো তোলার পর ক্রেমাটরিয়ামে পুড়িয়ে ফেলা হয় তাঁদেরকে। ছাই ফেলে দেওয়া হয় নদীতে।

www.pathagar.com

তেরো

সারসংক্ষেপ:

অভিযোগ

কাউন্ট ওয়ান– একসঙ্গে প্ল্যান বা ষড়যন্ত্র: একজন নেতা, সংগঠক কিংবা সহযোগী হিসেবে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে বাকি তিন কাউন্টের অপরাধগুলো করা।

কাউন্ট টু– শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ: আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনা করা বা আগ্রাসী যুদ্ধ বাধানো

কাউন্ট থ্রি– যুদ্ধাপরাধ: যুদ্ধের আইন এবং রীতিনীতি ভঙ্গ করা, দখলকৃত রাষ্ট্রের নাগরিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার সহ, যুদ্ধবন্দি খুন, এবং জিম্মি হত্যা।

কাউন্ট ফোর– মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ: খুন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, যুদ্ধের আগে বা পরে।

বিবাদীরা, তাঁদের কার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, বিচারের সারমর্ম, রায় এবং শাস্তি

হারম্যান গোয়েরিং [জন্ম: ১৮৯৩]: হিটলারের পর তিনিই সবচেয়ে প্রভাবশালী লিডার। এয়ার ফোর্সের প্রধান।

কাউন্ট এক এবং দুই: জার্মানির সামরিক শক্তি বাড়ানোর কাজে হিটলার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হন গোয়েরিং।

হসবাখ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

অস্ট্রিয়া গ্রাস করার পেছনে মূল পরিকল্পনা তাঁরই ছিল।

প্রাগে বোমাবর্ষণের হুমকি দেন।

পোল্যান্ডে বোমাবর্ষণ করেন। এবং এরপর যে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু হয় সেটা তিনিই বাধান।

তাঁর রাশিয়া আক্রমণের বিরোধিতা স্রেফ রণকৌশল ছিল, ওটার মধ্যে

www.pathagar.com

নৈতিকতা খুব একটা ছিল না।

কাউন্ট তিন আর চার: চতুঃবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে গোয়েরিং নির্দেশ দেন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমরাস্ত্র কারখানার জন্য যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে শ্রম আদায় করতে হবে, দখল করা অঞ্চলের সম্পদ করতে হবে লুঠ।

ইহুদিদের হয়রানি এবং ক্ষতি করেন, মূলত তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার লক্ষ্যে এবং ব্যবসায়িক তৎপরতা কমানোর জন্য।

তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিই শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

রায়: সকল কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

রুডলফ হ্যাস [জন্ম: ১৮৯৪]: ১৯৪১ সালে ব্রিটেনের উদ্দেশে বিমানভ্রমণের আগে পর্যন্ত হ্যাস ছিলেন নাৎসি পার্টির ডেপুটি লিডার।

কাউন্ট এক এবং দুই: হিটলারের ডেপুটি হিসেবে দপ্তরবিহীন রাইখমিনিস্টার হ্যাস সমস্ত আইন প্রণয়ন তত্ত্বাবধায়ন করতেন।

যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সক্রিয় ছিলেন।

পুনঃসশস্ত্রীকরণের জন্য জার্মান জাতিকে আত্মত্যাগ করার আহ্বান জানান, বলেন 'মাখনের বদলে আগ্নেয়াস্ত্র দরকার'।

চেক সুডেইটেনল্যান্ড দখল করার জন্য ডিক্রি জারি করেন তিনি।

পরে পোল্যান্ডেরও খানিকটা দখল করে নেন।

জার্মানির হামলাগুলো প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন, এবং পোল্যান্ডে হামলা চালানোর জন্য ইংল্যান্ডকে এই বলে দায়ী করেন, ওরাই তো প্ররোচিত করেছিল।

কাউন্ট তিন এবং চার: পূর্বাঞ্চলে যে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, প্রমাণ আছে হ্যাস তা জানতেন।

ইহুদি আর পোলিশদের বিরুদ্ধে পৃথকীকরণ আইন প্রণয়ন করেছেন তিনি, তবে এ বিষয়ে তাঁর অপরাধ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রায়: প্রথম এবং দ্বিতীয় কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

জোয়াচিম ফন রেবেনট্রপ: [জন্ম: ১৮৯৩] ১৯৩৮-৪৫ পর্যন্ত জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

কাউন্ট এক এবং দুই: অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের হুমকি সম্পর্কে ফন রেবেনট্রপ জানতেন, তারপরও ব্রিটিশ সরকারকে তিনি বলেছেন জার্মানি চূড়ান্ত কোনো আলটিমেটাম অস্ট্রিয়াকে দেয়নি।

www.pathagar.com

চেকোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসী প্ল্যান তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি।

একটা ইউরোপিয়ান যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ইটালিয়ানদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন।

পোল্যান্ড আক্রমণের ঠিক আগে জার্মানির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ব্রিটেনকে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন।

রেবেনট্রপ নরওয়ে, ডেনমার্ক, গ্রিস, যুগোশ্লাভিয়া এবং রাশিয়া আক্রমণের কথাও জানতেন।

কাউন্ট তিন এবং চার: রেবেনট্রপ ইটালি সরকারকে যুগোশ্লাভিয়া আর ইটালি শাসন করার ব্যাপারে আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন।

হ্যাঙ্গেরিকে তিনি তাগাদা দেন যেন খুব দ্রুত ওই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় সমস্ত ইহুদিকে।

তিনি এমন একটা মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মিত্রপক্ষের কোনো পাইলট ধরা পড়লে তাকে হত্যা করতে হবে, এবং বন্দি ফরাসি জেনারেলকেও খুন করতে হবে।

যুদ্ধের সমস্ত পরিকল্পনা জানার পর রেবেনট্রপ যখন বলেন যে তিনি ভেবেছিলেন হিটলার শান্তি চান, সেটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করা যায় না। তার পরিবর্তে, বলা চলে তিনি আসলে হিটলারের লক্ষ্য আর আদর্শ সমর্থন করেছেন।

রায়: সকল কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

উইলহেম কেইটেল [জন্ম: ১৮৮২] : আর্মড ফোর্স হাই কমান্ডের চিফ অভ স্টাফ।

কাউন্ট এক এবং দুই: অস্ট্রিয়ার ওপর সামরিক চাপ প্রয়োগ করেছেন কেইটেল, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের প্ল্যান কাজে লাগান।

বাকি সব আক্রমণের প্রস্তুতিতেও অংশগ্রহণ করেন, স্বাক্ষর করেন আক্রমণ শুরুর হুকুমে।

কাউন্ট তিন এবং চার: কেইটেল বলেছেন হিটলারের ইস্যু করা 'কমান্ডো অর্ডার' তিনি সমর্থন করেন, ওটা বেআইনী জানা সত্ত্বেও। পোলিশ বুদ্ধিজীবি নিধনে নির্দয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অসামরিক মানুষকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন, কোনো রকম বিচার ছাড়াই মেরে ফেলতে বলেন।

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন এ-সব ইস্যুর ব্যাপারে হিটলারে সঙ্গে তর্ক করেছেন তিনি, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশই মান্য করেছেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ হিসেবে।

www.pathagar.com

এ-ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধকে হালকা করার জন্য এগুলো কোনো যুক্তি হতে পারে না।

রায়: সকল কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার [জন্ম: ১৯০৩]: ১৯৪৩ থেকে রাইখের প্রধান সিকিউরিটি চিফ ছিলেন, যেটা গেস্টাপো, এসডি–এসএস সিকিউরিটি এজেন্সি–সিভিল পুলিশ, এবং পরে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, সেই সঙ্গে কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের প্রশাসন বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করত।

কাউন্ট এক: অস্ট্রিয়ায় এসএস-এর প্রধান থাকার সময় সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন কালটেনব্রুনার।' তবে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দেখে বলা যাবে যুদ্ধ বাধানোর কোনো পরিকল্পনায় তাঁর অংশগ্রহণ ছিল।

কাউন্ট তিন এবং চার: কালটেনব্রুনার যখন জঋঐঅ-র নেতৃত্বে রয়েছেন, তখন ওটা বিরাট পরিসর জুড়ে যুদ্ধাপরাধ [ওঅর ক্রাইম] এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রোগ্রাম নিয়ে এগিয়েছে।

কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, এবং হত্যা করার বিষয়ে হিমলারের দেওয়া নির্দেশ তাঁর অফিস থেকেই প্রচার করা হয়েছে।

তাঁর সংগঠনের লোকজন যুদ্ধবন্দিদের খুন করেছে।

মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়েছে তারা।

রায়: তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ [জন্ম: ১৮৯৩] নাৎসি পার্টির দার্শনিক, বলেছেন জার্মান জাতির নিয়তিই হলো ইউরোপকে শাসন করা, এবং ইহুদিরা নিকৃষ্ট জাত।

১৯৪১ সাল থেকে দখলীকৃত পূর্বাঞ্চলের মন্ত্রী ছিলেন রোজেনবার্গ।

কাউন্ট এক এবং দুই: জার্মানির বাইরে নাৎসিজমের সঙ্গে মিল আছে বা নাৎসিজম সমর্থন করে এমন সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

নরওয়ে আক্রমণের প্ল্যান যারা তৈরি করেছিলেন তাদের অন্যতম তিনি।

কাউন্ট তিন এবং চার: অন্যান্য রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সম্পদ একটা সিস্টেমের মাধ্যমে লুঠ করার ব্যবস্থা করেন রোজেনবার্গ।

১৯৪১ সাল থেকে তিনিই ছিলেন পূর্বাঞ্চলের প্রধান কর্তৃপক্ষ, এবং খুব ভালোভাবেই জানতেন ওখানকার মানুষজনের সঙ্গে কসাইতুল্য কী বর্বর আচরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তাঁর অধীনস্থ লোকেরা পাইকারী হারে ইহুদি হত্যা করেছে। তিনি প্রস্তাব করেছেন, যখন জিম্মি হত্যা করা হবে তখন যেন ইহুদিদের সাহায্য নেওয়া হয়।

জার্মানিতে শ্রমিক পাচারের নির্দেশও দেন তিনি, কিশোর বালকদের সহ।

রায়: সকল কাউন্টেই গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

হ্যানস ফ্র্যাঙ্ক [জন্ম: ১৯০০]: ১৯৩৩ থেকে বিচারমন্ত্রী, এবং পোল্যান্ডের গভর্নর-জেনারেল [১৯৩৯-৪৪]।

কাউন্ট এক: যে-সব প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে যুদ্ধ বাধানোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

কাউন্ট তিন এবং চার: দখল করা পোল্যান্ডের গভর্নর ফ্র্যাঙ্ক এমন পলিসি গ্রহণ করেন যার ফলে জাতি হিসেবে দেশটা যেন ধ্বংস হয়ে যায়।

জার্মানির দাপটকে বাধা দেওয়া হতে পারে, শুধু এই বিবেচনায় বিশাল এলাকা জুড়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে।

তাঁর শাসনামলে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় ইহুদি খুন হয়ে যান।

এটা সত্যি হতে পারে যে তাঁর সরকার যত অপরাধ করেছে তার সবগুলোর সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কের সম্পর্ক ছিল না, তবে সরকার যে আতঙ্ককে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে তা তিনি বরাবরই জানতেন।

রায়: তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

উইলহেম ফ্রিক [জন্ম: ১৮৭৭]: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী [১৯৩৩-৪৩], পরে বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার রক্ষক।

কাউন্ট এক এবং দুই: জার্মানির ভেতরে যারা নাৎসিদের বিরোধিতা করেছে, মূলত তাদেরকে নির্দয়তার সঙ্গে দমন করার জন্য দায়ী ফ্রিক, একই সঙ্গে দায়ী চার্চ, ট্রেড ইউনিয়ন আর ইহুদিদের হয়রানি করার জন্য।

সরাসরি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তবে পোল্যান্ডের অংশবিশেষ জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার কাগজ-পত্রে সই করেছেন তিনি।

তা ছাড়া বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, হল্যান্ড, নরওয়ে সহ অন্যান্য আরও কিছু অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজের অফিসারদের মাধ্যমে জড়িত ছিলেন।

কাউন্ট তিন এবং চার: ফ্রিকের কাজকর্ম 'নূরেমবার্গ ল'-র ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে, যে ল জার্মান জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেয় ইহুদি সম্প্রদায়কে।

গায়ের জোরে পোল্যান্ড আর অস্ট্রিয়াকে জার্মানিকরণের চেষ্টা চালান তিনি।

www.pathagar.com

রায়: দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

জুলিয়াস স্ট্রেইশার [জন্ম: ১৮৮৫]: অ্যান্টি-সেমিটিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, এবং ১৯৩০ সালের ইহুদি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান চরিত্র।

কাউন্ট এক: স্ট্রেইশার কোনোদিনই হিটলারের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেননি, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা দেখে বলা যেতে পারে যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

কাউন্ট চার: স্ট্রেইশার একনম্বর ইহুদি-বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

পঁচিশ বছর ধরে ইহুদি বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি। জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আসুন, সবাই মিলে ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করি।

রায়: চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

ওয়ালথার ফাঙ্ক [জন্ম:১৮৯০]: অর্থমন্ত্রী, ১৯৩৭-৪৫।

কাউন্ট এক এবং দুই: ১৯৩৯ সালের আগে যুদ্ধ পরিকল্পনায় নেতৃত্বদানকারীদের তালিকায় ফাঙ্কের নাম ওঠেনি, এবং অর্থনীতির জগতে তাঁর সমস্ত তৎপরতা তত্ত্বাবধান করতেন গোয়েরিং।

তবে, কিছু যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রস্তুতিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, উদাহরণ হিসেবে পোল্যান্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কথা বলা যায়।

কাউন্ট তিন এবং চার: প্রচারণা মন্ত্রী থাকার সময় জাতি হিসেবে ইহুদিদের পৃথকীকরণে অংশ নিয়েছেন ফাঙ্ক, এবং ক্রিসটালন্যাক্সট দাঙ্গার সমর্থনে বক্তৃতা দিয়েছেন।

১৯৪২ সালে রাইখসব্যাঙ্কে ডিউটিরত এসএস সদস্যদের কাছ থেকে সোনা আর গহনা নিতে রাজি হন ফাঙ্ক, এবং এই বাস্তবতা সম্পর্কে হয় জানতেন কিংবা চোখ বুজে ছিলেন যে এই সব সোনা আর গহনা ক্যাম্পে যারা খুন হয়েছেন তাদের সম্পত্তি।

চেক আর যুগোশ্লাভিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সমস্ত রিজার্ভ দখল করেন তিনি।

জানতেন শ্রমিকদের জোর করে খাটানো হচ্ছে।

রায়: দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

হেইলমার শাখ্‌ট [জন্ম:১৮৭৭], অর্থমন্ত্রী, ১৯৩৪-৭।

কাউন্ট এক এবং দুই: নাৎসিজমের সক্রিয় সমর্থক, এবং পুনঃসশস্ত্রীকরণ

www.pathagar.com

প্রোগ্রামে সেই ১৯৩৩ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন শাখ্‌ট, রাইখসব্যাঙ্কের নানারকম ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে।

অর্থমন্ত্রী থাকার সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে জার্মান অর্থনীতিকে নতুন করে ঢেলে সাজান তিনি, গ্রহণ করেন মজুদীকরণ এবং এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোলের মতো পদক্ষেপ।

তবে চার্টার-এর অধীনে পুনঃসশস্ত্রীকরণ কোনো অপরাধ নয়। হিটলারের চারদিকে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে যে বৃত্ত তৈরি হয়েছিল তাঁরাই যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করে, তাতে শাখটের যে ভূমিকা ছিল তা-ও অপরাধমূলক বলা যায় না।

রায়: বেকসুর খালাস।

কার্ল ডোয়েনিজ [জন্ম: ১৮৯১] : ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত জার্মানির সাবমেরিন বহরের কমান্ডার, এরপর নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ, তারপর রাইখের প্রেসিডেন্ট–মে, ১৯৪৫, হিটলারের উত্তরাধিকার হিসেবে।

কাউন্ট এক এবং দুই: যদিও নৌ-বাহিনীর সাবমেরিন শাখার যথেষ্ট উন্নতি করেছেন কার্ল ডোয়েনিজ, তবে ওই পর্বে তিনি ছিলেন স্রেফ একজন লাইন অফিসার, যিনি যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেননি।

তবে আরও পরে বড় আগ্রাসী যুদ্ধ বাধানোর কাজে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন ডোয়েনিজ।

যদিও ১৯৪৫ সালের এপ্রিলেই জেনে ফেলেন যে যুদ্ধে তাঁদের পরাজয় হয়েছে, তারপরও নেভিকে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার তাগাদা দেন।

কাউন্ট তিন: ডোয়েনিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি তাঁর সাবমেরিন বহরকে ব্যাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, নিরপেক্ষ জাহাজকেও রেহাই দেওয়া হয়নি, যা কিনা ১৯৩৬ সালের আন্তর্জাতিক ন্যাভাল প্রটোকল-এর পরিপন্থী।

নিরপেক্ষ জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়াটা অবশ্যই ওই প্রটোকলের গুরুতর লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

রায়: দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: ১০ বছরের কারাদণ্ড।

এরিক রেইডার [জন্ম: ১৮৭৬]: ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত নেভির কমান্ডার-ইন-চিফ।

কাউন্ট এক এবং দুই: রেইডার জার্মান নেভিকে পুনর্গঠন করেছেন, এবং স্বীকার গেছেন কাজটা করায় তাঁর দ্বারা ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে।

হসবাখ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

নরওয়ে আক্রমণ প্রথমে তাঁর আইডিয়া ছিল, যদিও তিনি দাবি করেছেন যে আক্রমণটা করা হয় ব্রিটেনকে ঠেকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। অন্যান্য আক্রমণ সম্পর্কে নির্দেশনা পেয়েছেন তিনি, তবে শুধু রাশিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, ভেবেছিলেন তার আগে ব্রিটেনকে পরাজিত করা দরকার।

কাউন্ট তিন: ১৯৩৬ সালের লন্ডন প্রটোকল-এর বিরুদ্ধে গেলেও, ডোয়েনিজের মতো রেইডারও জার্মান নেভিকে পুনর্গঠিন করেন।

রায়: প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ফন শিরাখ [জন্ম: ১৯০৭]: হিটলার ইয়ুথ-এর প্রধান, ১৯৩৩-৪০।

কাউন্ট এক: গায়ের জোরে হিটলার ইয়ুথের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে অধিগ্রহণ করেন শিরাখ। সংগঠনটাকে প্যারা-মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন, ওটার সদস্যদের ব্যাপকভাবে নাৎসি আদর্শ প্রচারণার কাজে লাগিয়েছেন।

১৯৩৮ সাল থেকে এসএস রিক্রুট-এর জন্য প্রাথমিক উৎস ছিল হিটলার ইয়ুথ। তবে এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধং দেহি একটা ভাব থাকলেও, ফন শিরাখ আগ্রাসী যুদ্ধের প্ল্যান তৈরি করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

কাউন্ট চার: ভিয়েনার গাউলাইটার হিসেবে ফন শিরাখ ইহুদিদের কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে পাঠানোর কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

রায়: চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: ২০ বছরের কারাদণ্ড।

ফ্রিজ সসকেল [জন্ম: ১৮৯৪]: যুদ্ধের প্রয়োজনে শ্রমিক জড়ো করার জন্য মন্ত্রীর মর্যাদায় পূর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ১৯৪২-৫।

কাউন্ট এক এবং দুই: সসকেল ষড়যন্ত্র কিংবা আগ্রাসী যুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কাউন্ট তিন এবং চার: ১৯৪২ থেকে দখল করা এলাকার শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব পান সসকেল।

তাঁর এজেন্টরা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক পাঠিয়েছে রাইখে, তাদের মধ্যে খুব কমই স্বেচ্ছায় গেছে। রাইখে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। এ-সব নিরীহ মানুষকে দাস বানিয়ে জোর করে খাটানো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সসকেল, তবে তিনি নিজে হিংস্রতার পক্ষে ওকালতি করেননি। তাঁর লক্ষ ছিল সবচেয়ে কম খরচে সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি মাত্রায় শ্রম আদায় করা, তা সে যে-কোনো মূল্যেই হোক না কেন।

www.pathagar.com

রায়: তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।
সাজা: মৃত্যু।

অ্যালফ্রেড জডল [জন্ম: ১৮৯০]: আর্মড ফোর্সেস হাই কমান্ডের অপারেশন্স স্টাফ প্রধান, ১৯৩৯-৪৫।

কাউন্ট এক এবং দুই: অপারেশন সম্পর্কিত বিষয়ে জডল সরাসরি হিটলারকে রিপোর্ট করতেন, এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কী রকম হবে তার প্ল্যান তিনিই তৈরি করতেন।

তাঁর স্টাফের করা প্ল্যান অস্ট্রিয়ার ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

ওই প্ল্যান থেকেই তৈরি হয় চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের অজুহাত।

পশ্চিম ইউরোপ আর বলকানে আক্রমণ শুরুর সময় নির্ধারণের জন্য তিনিই দায়ী।

কাউন্ট তিন এবং চার: 'কমান্ডো অর্ডার'-এর মেমোর‍্যান্ডামে সই করেছেন জডল, অথচ শপথ নিয়ে বলেছেন তিনি ওটার বিরোধিতা করেছিলেন।

১৯৪৪ সালে তিনি হুকুম দেন উত্তর নরওয়েতে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে, এবং ৩০,০০০ বাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে বলেন।

রায়: সকল কাউন্টে গিল্টি।
সাজা: মৃত্যু।

ফন প্যাপেন [জন্ম: ১৮৭৯]: জার্মানির চ্যান্সেলর, ১৯৩২, এবং ডেপুটি চ্যান্সেলর, ১৯৩৩-৪।

কাউন্ট এক এবং দুই : তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি।
রায়: বেকসুর খালাস।

আর্থার সেইস-ইনকোয়ার্ট [জন্ম: ১৮৯২]: অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর, ১৯৩৮-৯, পোল্যান্ডের ডেপুটি গভর্নর, ১৯৩৯-৪০, দখলীকৃত হল্যান্ডের রাইখ কমিশনার, ১৯৪০-৫।

কাউন্ট এক এবং দুই: সেইস-ইনকোয়ার্ট একটা ষড়যন্ত্রের শেষ পর্বে অংশগ্রহণ করেন, যেটা পরে অস্ট্রিয়া দখল করাকে সম্ভব করে তোলে।

জার্মান আক্রমণের হুমকির মুখে ওই দেশের চ্যান্সেলর হন তিনি। প্রেসিডেন্ট মিকলাস যখন অস্ট্রিয়াকে জার্মানির একটা প্রদেশ করার আইনে সই করার পরিবর্তে পদত্যাগ করাকেই উত্তম বলে মনে করলেন, এই সুযোগে রাইখের একজন গভর্নর হিসেবে কাজ শুরু করলেন সেইস-ইনকোয়ার্ট।

www.pathagar.com

তিনি ইহুদিদেরকে পুবদিকে খেদিয়ে দেন, আর রাজনৈতিক বিরোধিতাকারীদের পাঠান কনসেনট্রেইশন ক্যাম্পে।

কাউন্ট তিন এবং চার: ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পোল্যান্ডের, এবং ১৯৪০ সালের মে থেকে হল্যান্ডের আগ্রাসী যুদ্ধে দখল করা এলাকাসমূহের গভর্নর ছিলেন সেইস-ইনকোয়ার্ট। এবি অ্যাকশন শুরু হওয়ার কথা জানতেন তিনি, যে অ্যাকশনে পোলিশ বুদ্ধিজীবীরা খুন হন।

নেদারল্যান্ডে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ান সেইস-ইনকোয়ার্ট, কারণ তাঁর নির্দেশে ওখানে জিম্মিদের গুলি করে মারা হয়, এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিকদের জার্মানিতে পাঠানো হয়।

তাঁর তত্ত্বাবধানে আসুউইয ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে ১২০,০০০ ডাচ ইহুদিকে।

রায়: দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

অ্যালবার্ট স্পিয়ার [জন্ম: ১৯০৫]: সামরিক অস্ত্রশস্ত্র এবং উৎপাদন মন্ত্রী। হিটলারের প্রিয় আর্কিটেক্ট।

কাউন্ট এক এবং দুই: ট্রাইবুনালের মতে স্পিয়ারের কর্ম- তৎপরতা আগ্রাসী যুদ্ধের পরিকল্পনায় কোনো ভূমিকা রাখেনি।

কাউন্ট তিন এবং চার: প্রমাণ পাওয়া গেছে দাসপ্রথার মাধ্যমে শ্রম আদায়ের প্রোগ্রামে তিনি অবদান রেখেছেন। আইডিয়াটা সসকেলের, ব্যাপারটা শুরুও করেন তিনি, কিন্তু কত শ্রমিক লাগবে, কার কার কাছে পাঠাতে হবে এ-সব হিসেব করে তাঁকে জানিয়েছিলেন স্পিয়ার।

রায়: তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: ২০ বছরের জেল।

কনস্ট্যানটিন ফন নিউরাথ [জন্ম: ১৮৭৩]: পররাষ্টমন্ত্রী, ১৯৩২-৮, এবং বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া-র রক্ষক।

কাউন্ট এক এবং দুই: ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড পুনর্দখল করার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ফন নিউরাথ।

হসবাখ কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিলেন, যদিও জেরার সময় বলেছেন হিটলারের সেদিনকার বিবৃতি শুনে তাঁর হার্ট অ্যাটাক করে। এর কিছুদিন পরই পদত্যাগ করেন তিনি, তবে ওদের প্ল্যান কী জানা সত্ত্বেও দফতরবিহীন মন্ত্রী থেকে যান।

কাউন্ট তিন এবং চার: বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার রাইখ প্রটেক্টর হিসেবে ১৯৩৯ সালের মার্চ থেকে ফন নিউরাথ একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন, ঠিক যেরকম আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করা এলাকায় চালু করেছিল জার্মানি।

www.pathagar.com

যে-কোনো বিরোধিতা বেআইনী ঘোষণা করা হয়, চালু করা হয় অ্যান্টি-সিমিটিক আইন। গণ্যমান্য বহু চেক বন্দি হন, অনেকে ক্যাম্পে মারা যান। যথেষ্ট কঠোর হতে পারছেন না, এই অভিযোগের পর অনির্দিষ্টকাল ছুটির আড়ালে তিনি আসলে পদত্যাগ করেন।

রায়: সবগুলো কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: ১৫ বছরের জেল।

হ্যানস ফ্রেৎশে [জন্ম: ১৯০০]: অভ্যন্তরীণ প্রেস বিভাগ-এর প্রধান, ১৯৩৮-৪২; এবং প্রচারণা মন্ত্রী, ১৯৪২-৫।

কাউন্ট এক: অভ্যন্তরীণ প্রেস বিভাগ-এর প্রধান হিসেবে ফ্রেৎশে প্রতিদিন প্রেস কনফারেন্স করতেন, সেখানে প্রচারণা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ডেলিভারি দেওয়া হতো ২,৩০০ খবরের কাগজকে। নির্দিষ্ট কিছু প্রসঙ্গে প্রেসকে তিনি বিশেষ নির্দেশ দিতেন, যেমন ইহুদি সমস্যা কিংবা পোল্যান্ড আক্রমণ কিভাবে কাভার করা উচিত হবে। তবে তিনি স্রেফ রুই-কাতলাদের ঘুঁটি ছিলেন মাত্র, প্রচারণা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না।

কাউন্ট তিন এবং চার: বাদীপক্ষ দাবি করেছে, যুদ্ধাপরাধ কমিশনকে সহায়তা করার নামে মিথ্যে খবর দিয়েছেন ফ্রেৎশে। তবে প্রচারণা তৈরিতে বা ব্যবস্থাপনায় তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাঁর ভাষণে জাতিগত দম্ভ প্রকাশ পেলেও, তিনি কখনো ইহুদি হত্যার আহ্বান জানাননি। তিনি যদি খবর রটিয়ে থাকেন, রটিয়েছেন সত্যি বলে বিশ্বাস করায়।

রায়: বেকসুর খালাস।

মার্টিন বোরম্যান [জন্ম: ১৯০০]: হ্যাসের পরিবর্তে, ১৯৪১ সাল থেকে পার্টি চ্যান্সেলারির প্রধান। অনুপস্থিত থাকাকালে বিচার করা হয়।

কাউন্ট এক: মার্টিন বোরম্যান ফুয়েরারের কনফারেন্সে অংশগ্রহণের অনুমতি পান ১৯৪১ সাল থেকে, চ্যান্সেলারির প্রধান হিসেবে, কাজেই যুদ্ধ বাধাবার প্রাথমিক ষড়যন্ত্রে তাঁর অংশ নেওয়ার সুযোগ ছিল না।

কাউন্ট তিন এবং চার: ১৯৪২ সালের জানুয়ারি থেকে বোরম্যান আইনগত সমস্ত বিষয় থেকে শুরু করে হিটলারের ইস্যু করা নির্দেশনা পর্যন্ত মোটামুটি প্রায় সবই নিয়ন্ত্রণ করতেন।

হিমলারের রিসেটেলমেন্ট প্রোগ্রামে পার্টির সমস্ত এজেন্সিকে কাজে লাগান তিনি।

জানতেন রাশিয়ায় পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে।

ইহুদি নিধনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৪৩ সালে আদালতের একটা আইনে সই করেন তিনি, যাতে বলা হয়েছে ইহুদিরা আদালত থেকে কোনো রকম প্রটেকশন পাবে না, তাদেরকে তিনি গেস্টাপোর অধীনে ছেড়ে দেন।

ধরা পড়া বিদেশী এয়ার-ম্যানকে খুন করা উচিত বলে রায় দেন।

তিনি মারা গেছেন, আদালতের কাছে এরকম কোনো প্রমাণ নেই, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচার করা হলো।

রায়: তৃতীয় এবং চতুর্থ কাউন্টে গিল্টি।

সাজা: মৃত্যু।

রবার্ট লেই [জন্ম: ১৮৯০]: নাৎসি রাজত্বে একমাত্র অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন-এর নেতা রবার্ট লেই ট্রায়াল কাজ শুরু করার আগেই আত্মহত্যা করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'সত্যিকার অর্থে যেটাকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিচার বলা যেতে পারে, তারই স্বচ্ছ, সময়োচিত এবং আবেগবর্জিত সারসংক্ষেপ।'

–সানডে টেলিগ্রাফ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি মিত্রবাহিনী, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা বেয়াড়া এবং বিতর্কপ্রবণ সমস্যায় ফেলে দেয়। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে যারা খুন করেছেন, বেঁচে যাওয়া সেই নাৎসি নেতাদের নিয়ে কী করা হবে?

মিত্রবাহিনীর অভূতপূর্ব সমাধান ছিল, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাঁদের সবার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই। নভেম্বর ১৯৪৫ থেকে অক্টোবর ১৯৪৬-এর মধ্যে-প্রচুর নাৎসি নেতাকে নূরেমবার্গের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবুনালের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয়েছে এবং আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ চাক্ষুষ করেছে মূর্তিমান শয়তানদের সত্যি সত্যি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সাজা দেয়া সম্ভব হলো।

বাদী, বিবাদী, সরকারি আইনজীবী এবং ওই সময়কার নেতৃস্থানীয় ভাষ্যকারদের সুচিন্তিত কথা দিয়ে সাজানো *নূরেমবার্গ : ঈভিল অন ট্রায়াল* একটা নাটকীয় এবং ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মামলার বিবরণ, যাতে চিন্তার খোরাক জোগানোর অনেক উপাদান রয়ে গেছে।

'ভারি চমৎকার সব জনপ্রিয় ব্যাখ্যা, প্রতিলিপি থেকে সংগ্রহ করা ভীতিকর সব বিবরণে সমৃদ্ধ।'

–মার্সেল বার্লিনস্, গার্ডিয়ান

Nuremberg Evil on Trial
by James Owen
Translated by Sheikh Abdul Hakim
Cover Design : Moshiur Rahman
Published by Alamgir Sikder Loton of **Akash**
ISBN : 984-8860-08-3
e-mail : akashpublications@yahoo.com

আকাশ
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০

ISBN : 984-8860-08-3
9 8 4 8 8 6 0 0 8 3